

শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরীচিম্বালা



ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বিনামূল্যে বিতরিত।

শ্রী শ্রীমদ্ভাগবত-কর্মরীচিমালା

কলিপাবনাবতারশ্রীমদ্ভগবচ্চৈতন্যচন্দ্রশিখ-
সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজননির্দেশিকা

ব্রজবনাভিন্নশ্রীমদ্ভগবৎপাদগোদ্রুমানন্দসুখদকুঞ্জনিবাসিনা
শ্রীমতা কেদারনাথ ভক্তিবিনোদেন
গুপ্তিতানুদিতা চ

শ্রীব্রজবনাভিন্ন শ্রীমদ্ভগবৎপাদগোদ্রুমানন্দসুখদকুঞ্জনিবাসিনঃ
শ্রীকৃষ্ণানুগবর্ষা শ্রীমদ্বার্বভানবীদয়িতদাসস্ত কিল্লরেণ
শ্রীমতা কৃষ্ণচন্দ্র-দাসেন সম্পাদিতা

দ্বিতীয় সংস্করণম্

শ্রীবার্বভানবী-দয়িত-গৌড়ীয়মঠস্ত শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-প্রচারিণীসভায়াঃ
অকিঞ্চনসভেন শ্রীমতা শ্রীনাথ মিশ্র-কাব্যতোর্থেন প্রকাশিতা
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবঃ ৪৬৮

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস মহাপাত্র ভক্তিভূষণ
গ্রাম ফুলহতাগড়, বালেশ্বর (উড়িষ্যা),—এই গ্রন্থের
সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন ।

চট্টনিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২২নং করডাইস লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীবিরাঙ্গমোহন দে ভক্তিভূষণ কর্তৃক মুদ্রিত ।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গে জয়ত:

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত জগতের কাছে অপরিচিত নহে, তবে অশ্রাব্যভাষী, কন্ঠ্য, জ্ঞানী এবং মিছাভক্ত যেকোন শ্রীমদ্ভাগবতকে দর্শন করেন, শ্রীমদ্ভাগবত সেরূপ নহে। তত্ত-ভাগবতই গ্রন্থ-ভাগবত আশ্বাদন করেন; অন্তের সেরূপ সামর্থ্য নাই। সাধারণতঃ শ্রীমদ্ভাগবত স্বক্ক, অধ্যায় এবং শ্লোকবিশিষ্ট, কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালার কীরণ এবং শ্লোকে পরিপূর্ণ। ইহাতে বিশটি কীরণ আছে। ইহার প্রত্যেক কীরণে এক একটি তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যেমন—ভগবৎস্বরূপ-তত্ত্ব, শক্তিপরিণাম, অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব, অভিধেয়-বিচার, সাধন ভক্তি, প্রয়োজন-বিচার, সিদ্ধপ্রেমরস মহিমা প্রভৃতি এবং ইহাতে যে বাঙ্গালা ব্যাখ্যা আছে, সেই ব্যাখ্যার নাম ‘মরীচি-প্রভা’ নাম্নী গোড়ীয় ব্যাখ্যা। গোড়ীয় ব্যাখ্যা লিখিবার কালে প্রত্যেক কীরণে যে যে বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই সেই বিষয় প্রচার করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, লেখক সেই পার্শ্বদভক্তের শ্রীনাম ও গুণকীর্তন করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতাকর্ম-মরীচিমালার কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমদ্ ভগবচ্চৈতন্য-দর্শিত সম্বন্ধ, অভিধেয়, ও প্রয়োজন-নির্দেশক। ইহা গুণন ও অনুবাদ করিতে

প্রশান্তি প্রকাশক

শ্রীচৈতন্যজন ব্যতীত অণ্ডের সামর্থ্য নাই। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাশক্তিসঞ্চারিত অন্তরঙ্গ পার্শদ বলিয়া এইরূপ তত্ত্বপূর্ণ শ্লোকাবলী গুণ্ফন ও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সৰ্ববেদের সার, ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, গায়ত্রীর ভাষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের অবতার। যতদিন জীবের মঙ্গল উদয় হইতে বিলম্ব থাকে, ততদিন তাহারা শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে নানা কথা প্রয়োগ করে। কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে মিতবুদ্ধি দ্বিজ শ্রীবোপদেবের রচিত ও কেহ কেহ আধুনিক গ্রন্থ বলেন। শ্রীবোপদেব শ্রীবাসদেবের নাম করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক। এতৎসম্বন্ধে গোড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যে ‘শ্রীশ্রীসিদ্ধান্তদর্পণ’ রচনা করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত বঙ্গানুবাদ

প্রথম প্রভা

যাঁহার পিতা পরাশর মুনি এবং যিনি শুকদেবের পিতা, সেই বদরিকাশ্রমবাসী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-বাসকে আমি ভজন করি ॥১॥ যাঁহার কৃপায় মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র

নির্মলানন্দ রসভাজন হইয়াছিলেন, সেই চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে নিত্য বসবাস করুন ॥২॥ যেহেতু এই গ্রন্থে সাধুগণ-প্রিয় বেদসিদ্ধান্ত সকল প্রকাশিত হইতেছে, সেই কারণেই এই গ্রন্থ ‘সিদ্ধান্তদর্পণ’ নামে রচিত হইল ॥৩॥

২ম প্রভা

কেহ কেহ বলেন যে, শঙ্কাপঙ্ক-বলিপ্ত থাকায় ভাগবত অপ্রামাণিক। ভাগবত সম্বন্ধে যে সকল তর্ক হয়, তাহাতে ইহার প্রামাণ্য বিষয়ে শঙ্কা নিতান্ত মূঢ়তা; কেননা বেদাদিতে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের চির শঙ্কা আছে। তাহা হইলে বেদ সকলও অপ্রামাণিক হউক ॥১॥ বিষয় নির্বন্ধে উদাহরণ না দিয়া যে শ্রীমদ্ভাগবত অনেক শ্রৌতকর্ম পরিত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপক্ষগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদবিরুদ্ধ অপ্রমাণ গ্রন্থ বলিয়া উক্তি করেন। তাহাদিগকে আমরা বলি,—হে ভ্রাতৃগণ, এরূপ কথা বলিবেন না, বেদে অধিকারী-দিগের পক্ষে কর্ম পরিত্যাগের অনেক বিধান আছে। মহাভারতেও সেরূপ আছে। হে মূঢ়, তুমি কি তাহা দেখিতে পাও না? ২-৩৥ প্রাচীন পণ্ডিতগণ আর্ষবাক্যপূর্ণ সম্বৎসর-প্রদীপাদি গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের বচনসকল প্রবন্ধ-মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক টীকা করিয়াছেন। তথাপি তুমি যে তত্ত্ব দেখিতে পাও না, সে কেবল দিবাক্ষ পেচকের আয় বিসদৃশ।

৬ষ্ঠ প্রভ।

যাহারা বলে যে, মৎস্য পুরাণাদির লিখিত লক্ষণ
 বিচার-পূর্বক বোপদেব বাসদেব নামে এই গ্রন্থ
 রচনা করিয়াছিলেন এবং দৃঢ়পদবন্ধ ও পদলালিত্য
 দেখিয়া এই গ্রন্থকে আধুনিক বলিয়া অনুমান করা যায়,
 তাহারা দৈবীমায়া বিমূঢ় । ১॥ ছান্দোগ্যাди শ্রুতিতে মহা মহা
 দৃঢ়পদবন্ধ দেখা যায়, বিষ্ণু পুরাণে পদলালিত্য ও
 দৃঢ়পদবন্ধ সকল আছে এবং সুন্দরকাণ্ডে পদলালিত্য ফলন
 রহিয়াছে । হে দুৰ্ব্বুদ্ধে সেস্থলে এই সকল গ্রন্থকে নবীন
 বল না কেন ? ২॥ যদি ভাগবতকে বোপদেবকৃত বল, তাহা
 হইলে বোপদেবের পূর্বতন হনুমান ও চিৎসুখাদি কিরূপে
 ইহার টীকা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পার কি ? ৩ ॥
 পাপিষ্ঠ লোক যে সকল শঙ্কা করিয়া থাকেন, সে সমস্তই
 এই বিচারে বিনষ্ট হইল ॥৪॥

করীন্দ্র দীপ্তিশালী হইয়া উপস্থিত হইলে সজ্জনগণ তাঁহার
 প্রশংসা করিয়া থাকেন, আর কুকুর সকল তাহার প্রতি তুষ্ট
 না হইয়া কদর্য্য রব করিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে হস্তীর কি
 ক্ষতি হইতে পার ?

বেদ ও ভাগবতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই । যাহারা
 সেই গ্রন্থগুলিতে প্রাপ্তরুচি, তাঁহাদের রুচি সুরক্ষার জন্তই
 আমার পরিশ্রম ॥২॥

নারায়ণশ্রেণিত প্রাচীন লোকের যুক্তির দ্বারা নিবন্ধ হইয়া এই ‘সিদ্ধান্ত-দর্পণ’ ভগবদ্ভক্তগণের প্রীতি বর্দ্ধন করুন ॥৩॥

সাধুদিগের যুক্তিই ভূষণ, তাহা যাহাতে যথেষ্ট আছে, এরূপ বলদেব বিদ্যাভূষণ-নির্ম্মিত সিদ্ধান্ত-দর্পণরূপ সুদর্পণে সাধুগণের বাঞ্ছা উদয় হউক ॥৪॥

সিদ্ধান্ত দর্পণে ভক্তি-বিনোদের ভাষা ।

বিচারিয়া ভক্ত তায় পুরাউন আশা ॥

ইতি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত সিদ্ধান্ত দর্পণের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

পরিশেষে যাহারা শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল রাধাগোবিন্দের ভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের শ্রীগোপীদিগের নাম নিতান্ত প্রয়োজন । কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী অনধিকারীদিগকে দূরে রাখিবার জন্য শ্রীগোপীদিগের নাম ও ভাব গূঢ়ভাবে বলিয়াছেন । যাহারা ভাবুক বা রসিক, তাঁহারা অনায়াসে শ্রীমদ্ভাগবতরস পান করিয়া থাকেন । শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অধিকারী সাধকদিগের মঙ্গলের জন্য কৃপা করিয়া শ্রীগোপীদিগের নাম দিয়াছেন । তাহা শক্তিশালী আচার্য্যেরই কার্য্য । এক্ষণে আমরা শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করি । “সংগ্রাহক মিনতি পূর্ব্বক কহিতেছেন,—“এই শ্রীগৌরগদাধরের প্রেমোদ্দীপনতৎপর ভক্তিবিনোদ-গুপ্তিত শ্রীমদ্ভাগবতী মালা উপস্থিত হইয়াছেন । যে ভক্ত আনন্দোৎফুল্লচিত্তে

নিত্য ইহার আশ্বাদন করিবেন, তিনি সত্ব শ্রীশ্রীরাধামাধবের
কৃপা লাভ করিবেন। শ্রীরাধামাধব স্বীয় ব্রজের সহিত এই
গোড়ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গরূপে উদয়
হইয়া প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করেন। ইহাই সূচিত হইয়াছে”।

নমো ভক্তি-বিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।

গৌর-শক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্ত্যন্তী

শ্রীবার্ঘভানবীদয়িত গোড়ীষ মঠ

পোঃ উদালা, জেলা ময়ূরভঞ্জ

১৩৬১

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস

অকিঞ্চন,

শ্রীশ্রীনাথ মিশ্র (কাব্যতীর্থ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতार्ক মরীচিমাল্য

প্রথমঃ কীরণঃ ।

প্রমাণ নির্দেশঃ । সূচন্য ।

শ্রীকলিযুগপাবনাবতারায় নমঃ ।

[১।১।১]

জন্মান্তর যতোহম্মাদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট
তেনে ব্রহ্মহদা য আদিকবয়ে মুহুন্তি যৎসুরয়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

যৎ কৃপয়া প্রবৃত্তোহমতশ্চিন্ গ্রহনংগ্রহে । তং গৌরপার্ষদং বন্দে
দামোদরস্বরূপকং ॥ ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় তটস্থ
জীবশক্তি এবং ছায়া প্রকাশস্থলীয় বহিরঙ্গা মারাশক্তি । জীবশক্তির অম্বর
বা অনুবৃত্তিক্রমে জৈবজগৎ । মারাশক্তির অম্বরক্রমে জড়জগৎ । জীবের
ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি বুদ্ধি বা মিথ্যাভিমানরূপ বিবর্তক্রমে তাঁহার
জগৎ সম্বন্ধ । সুতরাং অম্বর ব্যতিরেকবিচারে যাঁহা হইতে এই চরাচর
বিশ্ব সিদ্ধ হয় ।

পুরুষ প্রকৃতি মহত্ত্ব প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব (১০।১৬) । সেই
তত্ত্বরূপ অর্থ সমূহের মধ্যে জ্ঞাতত্বস্বরূপ জীবের উপমায় যিনি অভিজ্ঞ
অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ।

যিনি পূর্ণশক্তি পরিমেবিত স্বীয় স্বরূপশক্তি বলে পূর্ণ ও স্বরাট ।

যিনি কৃপা করিয়া আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পণ্ডিতজনেরও দুর্কোধ্য
অতএব মোহজনক বিপুলবেদ বিস্তার করিয়াছিলেন ।

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা
ধান্না শ্বেন সদা নিরন্তুকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥১॥

আদৌবেদ প্রমাণ সম্বন্ধে ; ভগবান উক্তবৎ [১১।১৪।৩-১৩]

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা ।

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্থাং মদাত্মকঃ ॥ ২ ॥

সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি তিন প্রকার অর্থাৎ চিৎসর্গ, জীবসর্গ ও জড়সর্গ ।
চিৎসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল অগ্নি অর্থাৎ তেজ পদার্থ । অগ্নি অলঙ্কিত
থাকে । বর্ষাদি কোন ক্রিয়াদ্বারা প্রাকৃতভূত হয় । চিদ্রূপার সকলই
যথাযথরূপে নিত্য থাকে । ভগবৎ ইচ্ছাক্রমে উদিত হয় । জীবসর্গের
কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল জল । শীতলতাক্রমে প্রস্তুতবৎ কঠিন এবং উষ্ণতা
ক্রমে তরল হয় । ভগবৎ সূর্য্যাকিরণস্থলীর তদংশ কণাস্বরূপ জীব ।
ভগবৎহির্মুখতাক্রমে বিবর্তধর্মের আশ্রয়ে মায়াবদ্ধ হয় । ভগবৎ সান্মুখ্যক্রমে
তরল হইয়া ভগবৎ প্রেমবিকারে তৎসেবা সাধনে তৎপর হয় । জড়সর্গের
কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল মৃত্তিকা । ইহার পরিণাম অর্থাৎ বিনিময়ক্রমে ঘট
কুণ্ডলাদি । ইহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে পরিণত হইয়া এই ত্রিসর্গ কোন
কোন স্থলে বিনশ্বর হইলেও সত্যরূপে উদিত ।

শক্তির কার্যো অনুগ্রহ করিয়াও যিনি স্বীয় ধাম অর্থাৎ স্বরূপে নিত্য
পৃথক, অপরিণত ও পূর্ণশক্তি ভগবান্ ভক্তজীবের প্রেমাস্পদ ।

সেই পরমসত্যস্বরূপ গোলোক ব্রহ্মধামপতি শ্রীকৃষ্ণের চিনানন্দময় নাম
স্মরণ, কীর্তন ও রূপ, গুণ, লীলাধ্যানসাধনদ্বারা আমরা উপাসনা করি ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর শিক্ষিত অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ পরম তত্ত্ব
ব্যাখ্যানদ্বারা এই মঙ্গলাচরণ হইল ॥ ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে ঈশ্বর ! প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা বাণী কালে

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্বজায় সা ।
 ততো ভৃগ্বাদয়োহগৃহ্নন্ সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥ ৩ ॥
 তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহকাঃ ।
 মনুষ্যাঃ সিন্ধগন্ধর্বাঃ সবিজ্ঞাধরচারণাঃ ॥
 কিং দেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ ।
 বহ্ম্যন্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ ॥ ৪ ॥
 যাতিভূতানি ভিষ্ঠন্তে ভূতানাং পতয়ন্তথা ।
 যথাপ্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ শ্রবন্তি হি ॥ ৫ ॥
 এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাভিষ্ঠন্তে মতয়ো নৃণাং ।
 পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাবণ্ড মতয়োহপরে ॥ ৬ ॥

অদৃশ্যপ্রায় হইয়াছিল । সেই বেদে আত্মরহিত্য কথিত ছিল । কল্পারম্ভে
 ব্রহ্মাকে সেই বেদ আমি বলিয়াছিলাম ॥ ২ ॥

ব্রহ্মার প্রথম পুত্র মনুকে তিনি তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন । মনু হইতে
 ভৃগ্বাদিসপ্তমহর্ষি তাহা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহাদের নিকটে তাঁহাদের পুত্রসকল, দেব, দানব, গুহক, মনুষ্য,
 সিন্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিজ্ঞাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রক্ষ ও কিংপুরুষ
 সকল প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

রজঃ, সত্ত্ব ও তমগুণজাত বহুবিধ প্রকৃতি তাহাদিগকে আশ্রয় করিল ।
 সেই বহুপ্রকার প্রকৃতিদ্বারা ভূতসমূহের ও তাহাদের পতিদিগের পরস্পর
 ভেদ লক্ষিত হইল । তাহাদের যেকোন প্রকৃতি তদ্রূপ তাহাদের পৃথক্
 পৃথক্ বিচিত্র বাক্যসকল নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

এই প্রকার প্রকৃতিভেদজনিত মানবদিগের মতও বহুবিধ হইল ।

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষৰ্ষভ ।

শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকৰ্ম যথারুচি ॥ ৭ ॥

ধৰ্ম্মমেকে যশ্চাত্যো কামং সত্যং দমং শমং ।

অন্যো বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনং ॥

কেচিদমৃতং তপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্ ॥ ৮ ॥

গুরুপরম্পরাক্রমে কাহার কাহার মত চলিল । আবার কেহ কেহ পাষণ্ড মতসমূহ বিস্তার করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বেদশাস্ত্রে বিদ্বদ্ভক্তিই শিক্ষিত আছে । বেদবাদীদিগের প্রকৃতিদোষে নানাপ্রকার মত ও বহুপ্রকার কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের বাবস্থা । বস্তুতঃ বেদই মানবের একমাত্র প্রমাণ ও শিক্ষাগুরু । তাহাতে মতবাদ প্রবেশ করাইয়া গুরুভক্তিশিক্ষা হইতে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচারিত হইয়াছে ।

হে পুরুষৰ্ষভ ! আমার মায়াকর্জুক মোহিতবুদ্ধি পুরুষসকল স্বীয় স্বীয় কৰ্ম্ম ও রুচি অনুসারে জীবের শ্রেয়কে অনেক নাম দিয়া ব্যাখ্যা করেন । কেহ বলেন ধৰ্ম্মই একমাত্র শ্রেয়, কেহ কেহ বলেন যশই জীবের শ্রেয়, কেহ বলেন কামই শ্রেয়, কেহ বলেন সত্যই শ্রেয় ও কেহ বলেন শম দমই শ্রেয় ॥ ৭ ॥

কেহ বলেন স্বার্থই শ্রেয়, কেহ বলেন ঐশ্বর্য্যই শ্রেয়, কেহ বলেন ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসই শ্রেয়, কেহ বলেন ভোজন অর্থাৎ বিবয়ভোগই শ্রেয়, কেহ বলেন ধনই শ্রেয়, কেহ বলেন তপস্ব্যই শ্রেয়, কেহ বলেন দানই শ্রেয়, কেহ কেহ বলেন ব্রত নিয়ম ও যমই শ্রেয় ॥ ৮ ॥

আত্মন্তবন্ত এবৈবাং লোকাঃ কৰ্মবিনিৰ্মিতাঃ।

দুঃখোদকান্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দা শুচ্যপিতাঃ ॥ ৯ ॥

মহ্যপিতাশ্চনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সৰ্ব্বতঃ।

ময়াশ্চনা সুখং যত্নং কুতঃ শ্রাদ্ধবিষয়াশ্চনাং ॥ ১০ ॥

অকিঞ্চনশ্চ দান্তশ্চ শান্তশ্চ সমচেতসঃ।

ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সৰ্ব্বাঃ সুখময়া দিশাঃ ॥ ১১ ॥

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ঠাং

ন সার্বভৌমং ন রসাদ্বিপত্যং

এই সমস্ত লোকের কৰ্মবিনিৰ্মিত লোক অর্থাৎ গতিস্থান আদি ও অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য। চরমে দুঃখময়, তমোনিষ্ঠ, ক্ষুদ্র, জড়ময় ও শোকব্যাপ্ত ॥ ৯ ॥

হে সভ্য উদ্ধব! বেদের মূলভাৎপর্য্য যে ভক্তি তাহা যাহারা লাভ করেন তাঁহারা পরমনিত্যস্বরূপ আমাতে আত্মাকে অর্পণ করেন, অতএব তাঁহারা জড়মুখ হইতে নিরপেক্ষ। আমাতে যে সুখলাভ হয় তাহা কি জড়বিষয়পিপাসুদের হইতে পারে? ॥ ১০ ॥

আমার ভক্তসকল অকিঞ্চন অর্থাৎ জড়বিষয়কে বিষয় বলেন না। তাঁহারা দান্ত অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়। তাঁহারা শান্ত অর্থাৎ মন তাঁহাদের বশীভূত। তাঁহারা সমচেতা অর্থাৎ চিন্মাত্রে সমবৃত্তি ও জড়মাত্রে তুচ্ছবুদ্ধিবিশিষ্ট। তাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া সন্তুষ্টমনা। সকল-দিকই তাঁহাদের পক্ষে সুখময় ॥ ১১ ॥

আমাতে যাহাদের চিত্ত অপিত হইয়াছে তাঁহারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পদ, ইন্দ্রপদ, জগতে সার্বভৌমপদ, রসাতলের আধিপত্য, যতপ্রকার জড়ীয়

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যাপিতায়েচ্ছতিমদ্দিনাত্ম ॥ ১২ ॥

অদ্বৈতপরমজ্ঞানবিষয়ে প্রমাণানুসন্ধানাসম্ভবঃ । [১১।১২।১৭]

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্ঠয়ং ।

প্রমাণেশ্বনবস্থানাদিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥ ১৩ ॥

বা ভগবন্তঃ [১২।৩৫]

নহি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যাপরিমিতগুণগণঈশ্বরেহনব-
গাহ্যমাহ্যেহর্কীচীনবিকল্পবিতর্কবিচারপ্রমাণাভাসকুতর্ক-
শাস্ত্রকলিলান্তঃকরণাশয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসরে

যোগসিদ্ধি আছে এবং আত্মনির্মাণরূপ অপুনর্ভব লইতে ইচ্ছা করেন না।
কেবল আমার চিংসেবাই তাঁহারা প্রার্থনা করেন ॥ ১২ ॥

বাঁহারা বৃত্তিকে প্রধান জ্ঞান করেন তাঁহারা শব্দ প্রমাণ অর্থাৎ
শ্রুতি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎকারজনিত জ্ঞান, ঐতিহ্য অর্থাৎ
ইতিহাসে যে পরম্পরাগত সংবাদ পাওয়া যায় এবং অনুমান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ
জনিত জ্ঞান হইতে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের সন্ধান এই প্রকার প্রমাণ সকল
অনুসন্ধান করিয়া যখন তাহাতেও সন্দেহ হয় তখন প্রমাণমাত্রকেই
অনবস্থ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হন ॥ ১৩ ॥

হে ভগবন! তোমাতে আত্মারামত্ব ও অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্টত্বরূপ
পরম্পরাবিরুদ্ধগুণগণ বিরোধ করেন না। তুমি ঈশ্বর, তোমার মাহাত্ম্য
অনবগাহ্য। অর্কীচীন, বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস, কুতর্কময়-
শাস্ত্রদ্বারা ব্যাকুলান্তঃকরণে দুরবগ্রহবাদীদিগের বিবাদ যে স্থলে সমাপ্ত হয়
সে স্থলে কুহকময়ী সমস্ত মামা উপরত হয়। তদগোচর আত্মমাত্রা অর্থাৎ

উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবান্মায়ান্তর্কায় কোষার্থো
দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রুতয়ো ভগবন্তঃ [১০।৮৭।৩৬]

সত ইদমুখিতং সর্দাত চেন্নুতক্ক ইতং
ব্যভিচরন্তি কচ কচ মৃষা ন তথোভয়যুক্ ।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোহক্কপরম্পরয়া
ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবুত্তিভিরুক্কথজ্জড়ান্ ॥ ১৫ ॥

অচিন্ত্য চিৎশক্তিকে মধ্য গ্রহণ করিয়া তুমি বাহ্য করিতে ইচ্ছা কর তাহা
তোমার পক্ষে দুর্ঘট নয় । যেহেতু তোমার স্বরূপ অদ্বয় । বদ্ধজীব-
দিগের মায়িক স্থূলক্লিষ্টরূপ শরীর ও আত্মা যেরূপ স্বরূপতঃ পৃথক তোমার
সচ্চিদানন্দ স্বরূপে সেরূপ দ্বৈত নাই । অর্থাৎ তোমার দেহদহী, গুণগুণী,
অবয়ব অবয়বী রূপ দ্বৈত নাই । তর্ককারী তাহা জানা যায় না ॥ ১৪ ॥

এই বিশ্ব সচ্চিদানন্দতত্ত্ব হইতে উৎথিত হইয়াছে বলিয়া ইহা সত্য এরূপ
বলিলে তর্কহত হইয়া ব্যভিচার উদয় হয় । আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত
বলিয়া ইহাকে নিতান্ত মিথ্যা বলিলে তর্কহত মিথ্যা কথা হয় । অতএব
এই বিশ্ব সত্য হইয়াও নখর, এই কথা বলিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় ।
চিন্তামণি বেরূপ স্বর্ণাদি প্রসব করে পারমেশ্বরী শক্তিও এই নখর জগৎকে
প্রসব করিয়াছেন এরূপ বলিলে আর কোন কথা থাকে না । হে প্রভো,
উক্ত জড়ব্যক্তিদিগকে তোমার বেদবাক্য অক্কপরম্পরা ভ্রমণের জ্বায়
ভ্রমণ করাইয়া থাকে । বাক্য ব্যবহারে যে কখন সত্য ও কখন মিথ্যা
বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা ব্যবহার মাত্র । বস্তুত বেদতাৎপর্যদ্বারা জানা
উচিত যে, বিশ্ব সত্য বটে এবং নখরতাবশতঃ মিথ্যাও বটে । অতএব

প্রজাপতিভগবন্তঃ [৬।৪।৩১]

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
 বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি ।
 কুর্ষন্তি চৈবাং যুভরাংমোহং
 তস্মৈ নমোহনন্তগুণায়ভূম্নে ॥ ১৬ ॥

মহুঃ ক্রবঃ [৪।১১।২২]

কোচিং কস্ম্য বদন্ত্যনং স্বভাবমপরে নৃপ ।
 একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামযুতাপরে ॥ ১৭ ॥

নারদঃ প্রাচীনবহিরাঙ্গানং [৪।২৯।৪৮]

স্বংলোকং ন বিদুস্তেবৈ যত্রদেবো জনাৰ্দ্দিনঃ ।
 আত্মধুত্রিধিযো বেদং সাক্ষ্যকমতদ্বিদঃ ॥ ১৮ ॥

তর্ক সত্য নির্ণয়ে অক্ষম এবং শাস্ত্র বৃদ্ধিবার ভ্রমে অনেক মিথ্যাবাদ
 প্রচারিত হয় ॥ ১৫ ॥

যাঁহার অনন্তশক্তি বিচার করিতে বসিয়া বাদীগণ পরস্পর বিবর্তমান
 হইয়া থাকেন সেই বিবাদই তাঁহাদের মুহুমূহ আত্মমোহ উদয় করায় ।
 সেই অমন্তগুণবিশিষ্ট ভূমাপুরুষকে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥

কেহবা কস্ম্যকে, কেহবা স্বভাবকে, কেহবা কালকে, কেহ বা কামকে
 ঈশ্বর বলিয়া স্থির করেন ॥ ১৭ ॥

সেই ঈশ্বরতত্ত্বে অনভিজ্ঞ পুরুষেরা জীবের নিজ গতি জানিতে পারে
 না । কস্ম্যতর্কাদিরূপ ধূমাবৃত বুদ্ধিপ্রযুক্ত সেই সকল লোক বেদকে
 কস্ম্যবাদী বলিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্ব জানিতে পারে না ॥ ১৮ ॥

মহু ধ্রুবং [৪।১১।২৩]

অব্যক্তাপ্রমেয়শ্চ নানাশক্ত্যুদয়শ্চ চ ।

নৈব চিকীৰ্ষিতং তাত কোবেদান্ধাস্য সম্ভবং ॥

প্রজ্ঞাপতিভগবন্তঃ [৬।৪।৩২]

অস্তীতি নাস্তীতিচবস্ত্বনিষ্ঠয়ো-

রেকস্থয়োভিন্নবিরুদ্ধধৰ্ম্মাণোঃ ।

অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ

সমং পরংহনুকূলং বৃহত্তং ॥ ১৯ ॥

তত্ত্বসংখ্যা সম্বন্ধে বাদো বৃথৈব । ভগবান উক্তবঃ [১১।২২।৪-৫]

যুক্তঞ্চ সন্তি সৰ্বত্র ভাবন্তে ব্রাহ্মণা যথা ।

মায়াং মদীরাযুদগৃহ্য বদতাং কিং নু দুৰ্ব্বটং ॥

নৈতদেবং যথাথ ত্বং যদহং বচ্চি তত্তথা ।

এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ ॥২০॥

মহু ধ্রুবকে কহিলেন, হে তাত ! অব্যক্ত অপ্রমেয় নানা শক্তির উদয়ভূমি যে ঈশ্বর তাঁহার কার্য্য কে বিচার করিতে পারে ? এই বিশ্বের সম্ভবই বা কে জানে ? অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য এই উভয় শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের রূপ সম্বন্ধে অস্তি ও নাস্তি এইরূপ বিরুদ্ধ মত আছে তাহা কেবল বাদনিষ্ঠ । পরমেশ্বর বৃহত্ত্ব, তাঁহাতে বিরুদ্ধ সমস্ত ধৰ্ম্ম সামঞ্জস্য লাভ করিয়া আছে । অতএব তাঁহার একটা শক্তি আশ্রয় করিয়া যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত হয় তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিংকর ॥ ১৯ ॥

এস্থলে তাৎপর্য্য এই যে, মীমাংসা ব্রহ্মত্ব ব্যতীত অত্র দর্শন সকল পরস্পর বিরুদ্ধ সূত্রাং বেদবিরুদ্ধ । বেদবাদ যেরূপ বিরোধী, নানা

বেদতাৎপর্যাগ্রহণে মোহঃ । আবির্হোত্রঃ রাজানং [১১।৩।৪৩-৪৬]

কস্মাকস্ম বিকস্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ ।

বেদশ্চ চেশ্বরাত্মত্বাত্ত্র যুহান্তি সুরয়ঃ ॥ ২১ ॥

পরোক্ষবাদো বেদোয়ং বালানামনুশাসনং ।

কস্মমোক্ষায় কস্মাণি বিধত্তে হৃগদং যথা ॥ ২২ ॥

নাচরেদযস্ত বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোহজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

বিকস্মণা হৃধস্মেণ মৃত্যোম্ ত্যামুপৈতি সঃ ॥ ২৩ ॥

তর্কবাদও সেইরূপ বিরোধী অতএব সেই সেই শাস্ত্রের ভরসা করা যুথ্য ।

ব্রাহ্মগণ জ্ঞানাভিমাণে মত্ত হইয়া আমার মায়াকে গ্রহণপূর্বক বাহ্য বাহ্য লিখিয়াছেন তাহা তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় । তুমি যা বল তাহা নয়, আমি যা বলি তাহা হয় এইরূপ প্রবৃত্তি হইতেই তাঁহাদের নানান মত । আমার দুর্ভাগ্য শক্তিই ইহার হেতু ॥ ২০ ॥

কস্ম অকস্ম ও বিকস্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয় তাহাও বেদবাদ । বেদ স্বয়ং ঈশ্বর । সুতরাং যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহ প্রাপ্ত হন ॥ ২১ ॥

বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ । ইহা মৃত লোকের পক্ষে অনুশাসন । কস্ম মোক্ষ তাৎপর্য্যেই কস্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে । পীড়িত লোককে রোগ নিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ বিধান হয়, সেইরূপ কস্মরূপ পীড়ার জন্যই কস্ম বিধান ॥ ২২ ॥

অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কস্ম আচরণ না করে তাহা হইলে সে বিকস্মের ফলে অধস্মরূপ মৃত্যুদ্বারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥

বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্কোহপিতমীশ্বরে ।

নৈকর্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ২৪ ॥

চমসঃ রাজানং [১১।৫।৫]

বিপ্রো রাজন্যবৈশ্ণোবা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকং ।

শ্রোতেন জন্মনাথাপি মুহন্ত্যাম্মারবাদিনঃ ॥ ২৫ ॥

[১১।৫।১১] ✓লোকে ব্যবায়ামিষমদ্রসেবা

নিত্যাহি জন্তো নহি তত্র চোদনা ।

ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ

সূরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ ২৬ ॥

আবার কন্দফল আসক্তি না করিয়া এবং ঈশ্বরে ঐ কন্দ্র অর্পণ করতঃ যিনি বেদোক্ত কন্দ্র আচরণ করেন তিনি কন্দ্র হইতে মুক্ত হইয়া নৈকর্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন । নৈকর্ম্য সিদ্ধিই কন্দ্রের বাস্তবিক ফল, অত্র যে ফলশ্রুতি তাহা কেবল নৈকর্ম্য কন্দ্রে রুচি উৎপাদন করিবার জন্ত উক্ত হইয়াছে জানিবে ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রোত জন্মলাভ করিয়া হরি ভক্তনের অধিকার পায় । যদি তাহারা তদধিকার লাভ করিয়াও বেদার্থবাদে রত হয় তাহারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । কন্দ্র যীমাংসকগণ এই শ্রেণীভুক্ত ॥২৫॥

বেদের অর্থবাদে রত হইয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে, জীসঙ্গ, আমিষ ভোজন ও মদ্র পান বেদের প্রেরণা অর্থাৎ প্রেরণারূপে তত্ত্বৎযজ্ঞে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু তাহারা জানে না যে ঐ সকল প্রবৃত্তি জন্তুমাত্রেরই নিসর্গগত, সুতরাং প্রেরণাকে অপেক্ষা করে না । সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্তই বিবাহদ্বারা জীসঙ্গ, বজ্র বিশেষে আমিষ

[১১৫১৩] যদ্ব্যাণ ভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা ।

এবং ব্যাঘ্রঃ প্রজয়া ন রতৌ

ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং ॥ ২৭ ॥

যেহনেবদ্বিদোহসন্তঃ স্ত্রীকাঃ সদভিমানিনঃ ।

পশুন্ দ্রুহন্তি বিশ্রীকাঃ প্রেত্য খাদন্তিতে চ তান্ ॥ ২৮ ॥

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু আত্মানং হরিমীশ্বরং ।

মৃতকে সানুবন্ধেহস্মিন্ বন্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ২৯ ॥

ভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের
গূঢ় তাৎপর্য্য ॥ ২৬ ॥

ক্রিয়াবিশেষে মদের ভ্রাণকেই ভক্ষণরূপে বিহিত হইয়াছে এবং
পশুদিগের আলভনই বিধান। পশুবধের বিধান নাই। সেইরূপ স্ত্রীক্ষ
কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্ত বিহিত, রতির জন্ত নয়। এই বিশুদ্ধ
বেদমতই স্বধর্ম্ম কিন্তু বেদার্থবাদকারীগণ তাহা জানেননা ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি : এই বেদতাৎপর্য্য জানে না সে অসৎ, স্ত্রী ও সদভিমानी।
সেই সকল লোক নির্ভয়ে পশুবধ করে এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ পশু
সকল তাহাদিগকে খায় ॥ ২৮ ॥

দেখ! আত্মাশরূপ ঈশ্বর হরি পরশরীরে অবস্থান করিতেছেন।
মুঢ়গণ পরকায়স্থিত হরিকে বিদেষপূর্ব্বক এই শবতুল্য অনিত্য-
দেহের পোষণাভিপ্রায়ে পশুবধদ্বারা দেহে বন্ধস্নেহ হইয়া অধঃপতিত
হয় ॥ ২৯ ॥

ভগবান্ উদ্ধবঃ [১১।১১।১৮-১৯]

শব্দ ব্রহ্মাণি নিষণাতো ন নিষায়াৎ পরে যদি ।

শ্রমস্তশ্চ শ্রমফলো হৃদেভুমিব রক্ষতঃ ॥ ৩০ ॥

গাং দুষ্কদোহামসতীঞ্চ ভাৰ্য্যাং

দেহং পরাধীনমসংপ্রজাঞ্চ ।

বিত্তং তৃতীয়াংকৃতমঙ্গবাচং

হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ উদ্ধবঃ [১১।২১।৪২-৪৩]

বেদ! ব্রহ্মাশ্চবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে ।

পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ং ॥ ৩২ ॥

শব্দ ব্রহ্মরূপ বেদবাক্যে নিষ্ঠা করিয়াও যদি বেদ তাৎপর্যরূপ পরব্রহ্মে অবগাহন না করে তবে বৎসহীন গাভী রক্ষার জন্য বেদবাক্যে তাহার যত্ন কেবল শ্রমফল উৎপাদন করে ॥ ৩০ ॥

দুষ্কহীন গাভী, অসতী ভাৰ্য্যা, পরাধীন দেহ, অসং পুত্র, সংপাত্রে অগ্রস্ত ধন বেক্রপ দুঃখের কারণ, সেইরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বেদবাক্যে যিনি যত্ন করেন তিনি বড় দুঃখী ॥ ৩১ ॥

সাধারণ মনুষ্যের চক্ষে এই সকল বেদবাক্য, কৰ্ম্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ ত্রিকাণ্ডময় । কিন্তু তাৎপর্য্য বুঝিলে সকল বেদবাক্যই ভগবন্ত্বজনরূপ ব্রহ্মাশ্চবিষয়ক বলিয়া দেখা যাইবে । বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষবাদ অর্থাৎ বাহ্য অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহা ইহার তাৎপর্য্য নয়, পরমার্থই গূঢ় তাৎপর্য্য । ঐ মন্ত্রসকলের প্রণেতা ঋষিগণ পরোক্ষকে আমার প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ অবলম্বন করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

শব্দব্রহ্ম সুদূর্কোধ্যং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং ।
অনন্তপারং গন্তীরং দুর্ল্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥ ৩৩ ॥

ভগবান্ উক্তবৎ [১১।২।১।৪০-৪২]

কিং বিধন্তে কিমাচষ্টে কিমনুত্ত বিকল্পয়েৎ ।
ইত্যস্তা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদেদ কশ্চন ॥
মাং বিধন্তেহভিধন্তে মাং বিকল্যাপোহতেহহং ॥ ৩৪ ॥
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাং ॥
মায়ামাত্রমনুত্তান্তে প্রতিবিধ্য প্রসীদতি ॥ ৩৫ ॥

বেদার্থবাদীগণ বেদার্থকে সামান্ত বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু শব্দব্রহ্ম সুদূর্কোধ্য। তাহা প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় হইয়াও অনন্তপার, গন্তীর দুর্ল্বিগাহ্য, সমুদ্রের ত্যায় অবস্থিত ॥ ৩৩ ॥

সেই বেদবাক্য সকল কি বিধান করে, তাহাদের তাৎপর্য্য-চেষ্টা কোন্ দিকে এবং কি অভিপ্রায় করিয়া বিকল্প অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত বাক্য সকল বলিয়াছে তাহা আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। বস্তুতঃ বেদবাক্য সমুদয় আমাকেই অভিধান করে। আমার শুদ্ধ ভক্তি বিধান করে এবং বিকল্প বাক্যদ্বারা নিরাকরণ করত দেখায় যে আমিই সকল, আমি হইতে আর কেহ পৃথক নাই ॥ ৩৪ ॥

সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য এই, যে শব্দকে অবলম্বন করিয়া প্রথমে ভেদময় মায়ামাত্র আমাকে উত্তম করত শেষে মায়াবৈত প্রতিবেদপূর্ব্বক অদ্বয় চিৎস্বরূপ আমাকে স্থাপন করিয়া প্রসন্ন হয় ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ উদ্ববং । (11/19/33 44)
[১১/১৯/৩৩-৪৪]

অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীসঞ্চয়ঃ ।

আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মোনং স্বেৰ্য্যং ক্ষমা ভয়ং ॥ ৩৬ ॥

শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চনং ।

তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনং ॥ ৩৭ ॥

এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্বাদশ স্মৃতাঃ ।

পুংসামুপাসিতান্তাত যথাকামং দুহন্তি হি ॥ ৩৮ ॥

শমো মনিষ্ঠতাবুদ্ধেদম ইন্দ্রিয়সংযমঃ ।

তিতিক্ষা দ্বুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ৩৯ ॥

দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামস্ত্যাগস্তপঃ স্মৃতং ।

স্বভাববিজয়ঃ শৌৰ্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনং ॥ ৪০ ॥

বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে কতকগুলি শব্দের তাৎপর্য্য জানিতে
প্রয়োজন হয়, অতএব হে উদ্বব ! তোমাকে শব্দার্থ বলি, তুমি শ্রবণ কর ।
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তি, হ্রী, অসঞ্চয়, আস্তিক্য,
ব্রহ্মচর্য্য, মোন, স্বেৰ্য্য, ক্ষমা, ভয় এই দ্বাদশটির নাম যম ॥ ৩৬ ॥

অস্তঃশৌচ, বহিঃশৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, ভগবৎ
অর্চন, তীর্থাটন, পরের জন্ত চেষ্টা, তুষ্টি, আচার্য্যসেবা—এই দ্বাদশটি
নিয়ম ॥ ৩৭ ॥

হে উদ্বব ! এই দ্বাদশটি যম ও এই দ্বাদশটি নিয়ম পালন করিলে
মনুষ্য কামনারূপ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩৮ ॥

ভগবনিষ্ঠতা বুদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম, দ্বুঃখ সহনের
নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ জয়ের নাম ধৃতি, পরের প্রতি দণ্ড

অন্যচ্চ স্মৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্তিতা ।

কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥ ৪১ ॥

ধর্ম্মইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোহং ভগবত্তমঃ ।

দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলং ॥ ৪২ ॥

ভগো মম ঐশ্বরো ভাবো লাভো মন্ত্তিকিরুত্তমঃ ।

বিজ্ঞাননি ভিদা বাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্ম্মসু ॥ ৪৩ ॥

শ্রীগুণা নৈরপেক্ষাভ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্ময়ঃ ।

দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ ॥ ৪৪ ॥

মূর্থো দেহাত্মহৃদ্বিঃ পত্না মন্নিগমঃ স্মৃতঃ ।

উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

পরিত্যাগের নাম দান, কাম ত্যাগের নাম তপস্যা, স্বভাব জর করার নাম শৌধ্য এবং সমদর্শনের নাম সত্য ॥ ৩৯।৪০ ॥

কবিসকল স্মৃতবাক্যকেও সত্য বলেন । কর্ম্মে অনাসক্তির নাম শৌচ । সন্ন্যাসকেই ত্যাগ বলেন ॥ ৪১ ॥

ধর্ম্মই মনুষ্যের ইষ্টধন । আমি ভগবানই যজ্ঞ । জ্ঞান দানের নাম দক্ষিণা । প্রাণায়ামই পরম বল ॥ ৪২ ॥

আমার ঐশ্বর্যতাই ভগ । আমার ভক্তিই উত্তম লাভ । আত্ম বস্ত-
ভেদত্যাগের নামই বিজ্ঞা । অকর্ম্মে যে স্বগা তাহাকে হ্রী বলে ॥ ৪৩ ॥

নৈরপেক্ষাদি গুণসকলের নাম শ্রী । সুখদুঃখ বিনাশের নাম সুখ ।
কামসুখাপেক্ষার নাম দুঃখ । বন্ধমোক্ষবিদ্ ব্যক্তিই পণ্ডিত ॥ ৪৪ ॥

দেহাদিতে অহং বুদ্ধি যাঁহার তিনিই মূর্থ । আমার নিগম বা
আজ্ঞাই পত্না । চিত্তবিক্ষেপই উৎপথ । সত্ত্ব গুণোদয়ই স্বর্গ ॥ ৪৫ ॥

নরকস্তম উন্নাহো বন্ধুগুরুরহং সখে ।

গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

দরিদ্রো যত্নসমুদ্ভূতঃ কুপণো যোহজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসম্ভো বিপর্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

বেদানাং দুর্গমতাজ্জীবোপকারার্থায় তদর্থসারসংগ্রহ রূপঃ

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রকৃতং— [১২।৪।৪১-৪৩]

পুরাণসংহিতামেতামৃষিনারায়ণোব্যয়ঃ ।

নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ ॥

সর্বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।

ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাং ॥ ৪৮ ॥

তমোগুণ বুদ্ধির নাম নরক । হে সখে, আমিই একমাত্র বন্ধু ও গুরু । মনুষ্য শরীরই গৃহ । গুণাঢ্য ব্যক্তিই আঢ্য ॥ ৪৬ ॥

অসমুদ্ভূত ব্যক্তিই দরিদ্র । অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কুপণ । গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত গুণসমূহে যিনি অনাসক্ত তিনিই ঈশ । যিনি প্রাকৃত গুণসঙ্গী তিনি অনীশ ॥ ৪৭ ॥

বেদের দুর্গমতাপ্রযুক্ত তদর্থ সারসংগ্রাহের প্রয়োজনীয়তা নিবন্ধন সর্বপুরাণসার শ্রীমদ্ভাগবত হইয়াছেন । এই পুরাণ সংহিতা নারায়ণ ঋষি পূর্বকালে নারদকে বলিয়াছিলেন । নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ঐ পুরাণ বলেন । শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ ! সেই বাদরায়ণ ঋষি আমাকে সর্ববেদসম্বৃত এই ভাগবতী সংহিতা প্রীত হইয়া দিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

এতাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে ।
দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সংস্পৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকঃ [১২।৫।১]

অত্রানুবর্ণ্যতেহভীক্ষুং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ ।

যশ্চ প্রসাদজ্ঞো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥ ৫০ ॥

সূতেন শ্রীমদ্ভাগবতশ্চ সর্বপুরাণসূর্য্যস্বঃ কথিতং ; [১।৩।৪১-৪২]

তদিদং গ্রাহয়ামাস সূতমাত্মবিদাম্বরং ।

সর্ববেদেহিত্বীসানাং সারং সারং সমুদ্র তং ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণেশ্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ।

কলৌ নষ্টদৃশামেবঃ পুরাণাক্কে ইধুনোদিতঃ ॥ ৫২ ॥

নৈমিষক্ষেত্রে এই সূত ঋষিদিগের নিকট, হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! দীর্ঘসত্রে শৌনকাদি ঋষিধারা জিজ্ঞাসিত হইয়া এই পুরাণ ব্যাখ্যা করিবেন ॥ ৪৯ ॥

যাঁহার প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হন, সেই বিশ্বাত্মা ভগবান এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিরন্তর অনুবর্ণিত হইয়াছেন ॥ ৫০ ॥

সমস্ত বেদ, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস হইতে সার সার কথা সংগৃহীত হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত উদ্ভব হইয়াছেন । বেদব্যাস এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মবিৎগণের শিরোমণি শ্রীশুকদেবরূপ স্বীয় পুত্রকে শিক্ষা করাইয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীগোলোকবৃন্দাবনপতি কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বীয় প্রপঞ্চাগত লীলাকে অপ্রকট করিলেন, তখন জীবের মঙ্গল সাধনের জন্ত তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ এই পুরাণপ্রভাকর সমস্ত ধর্ম জ্ঞানাদির সহিত কলিকালে নষ্টদৃষ্টি পুরুষদিগের প্রয়োজনসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সম্প্রতি উদ্ভূত হইয়াছেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীমতঃ [১২।১৩।১৪]

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাংগণে ।

যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রীয়তেহমৃতসাগরে ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরীচিমালায়াং প্রমাণ নির্দেশে

গ্রন্থসূচনানাম প্রথমঃ কিরণঃ ।

অন্যান্য পুরাণ সকল সাধুসমাজে সেইকাল পর্য্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেন যে পর্য্যন্ত এই ভাগবত পুরাণ সাধুসমাজে শ্রুত না হন । ইনি অমৃতসাগরস্বরূপ ॥ ৫৩ ॥

তাৎপর্য্য এই, পরমার্থ নির্ণয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ । প্রত্যক্ষানুমান প্রভৃতি প্রাকৃত প্রমাণ অপ্রাকৃত বিষয়ে কার্য্য করে না । তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সকল পারমার্থিক শাস্ত্র হইয়াছে তাহাতে জীবের মঙ্গল হয় না । অপ্রাকৃত জ্ঞান একমাত্র অপৌরুষেয় বেদই বলিতে পারেন, কিন্তু বেদও দুর্কৌশল, বিশেষতঃ কলিযুগে । পরমকারুণিক নারায়ণ এই ভাগবত পুরাণে সমস্ত বেদ বেদান্তার্থ সংগ্রহপূর্ব্বক জীবমঙ্গলের জন্য জগতে এই সর্ব্বপ্রমাণস্বরূপ ভাগবত অর্পণ করিয়াছেন । একমাত্র পারমহংস সংহিতারূপ এই ভাগবতকে সৌভাগ্যবান জীবসকল পরমার্থবিষয়ে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করুন ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দেশো নাম প্রথম কিরণে

মরীচিপ্রভা নাম গোড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ ।

ভাগবতাকৌদ্দয়ঃ ।

[১।১।২]

ধর্মঃ প্রোক্তিতকৈতবোহত্রপরমোনির্মলঃ সরাণাং সতাং
বেদ্যাং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং ।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিব্রুতে কিস্বা পরৈরীশ্বরঃ

সত্ত্বোহুতবরুধ্যতেব্রুতিভিঃ শুশ্রাবুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ গৌরাঙ্গকৃপয়া যস্য তৎসং ভাগবতোদিতং ।
সম্প্রাপ্তঃ হৃদয়ে বন্দে সার্বভৌম মহাশয়ং ॥ মহামুনি নারায়ণ কৃত এই
শ্রীমদ্ভাগবতে নির্মলংসর অর্থাৎ সর্বভূতদয়ামণ্ডিত সাধু ভক্তদিগের প্রাপ্য
সম্পূর্ণ কৈতবশূন্য বেদাভিধেয়রূপ পরম ধর্ম (শুদ্ধভক্তি) উপদিষ্ট
হইয়াছেন । জীবের ত্রিতাপোন্মূলক শিবদ বাস্তব বস্তুজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞান
ইহাতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় । ত্রিগুণময়ী মায়াবৃত্তি অবিজ্ঞাভিনিবেশই
ত্রিতাপ । স্বরূপভ্রম একটা তাপ । কৃষ্ণবহির্মুখতা দ্বিতীয় তাপ । জড়
দেহে আত্মাভিমানই তৃতীয় তাপ । বাস্তব বস্তুজ্ঞান যথা কৃষ্ণই অদ্বয়
বস্তু । কৃষ্ণের চিহ্নভক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিই বাস্তব বা বস্তু সম্বন্ধ তত্ত্ব ।
তজ্জ্ঞানই সম্বন্ধ জ্ঞান । ইহাতে জীব নিত্য সেবক, কৃষ্ণ নিত্য সেব্য ।
প্রাচীন ভক্তি স্মৃতিজনিত শুশ্রূষা উদয় হইলেই এই গ্রন্থ হইতে সত্ত্ব
(অন্ন জন্মাদি অপেক্ষা না করিয়া) তৎক্ষণাৎ অন্ন উপায় অপেক্ষা না
করিয়া জীব হৃদয়ে প্রয়োজনরূপ প্রেমরজ্জুতে কৃষ্ণ আবদ্ধ হন । অতএব
ভাগবত ব্যতীত অন্ন শাস্ত্রে আর কি প্রয়োজন ॥ ১ ॥

শ্রীমতঃ [১।৪।১২-১৬]

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্যায়ৈ ।

জাতঃ পরাশরাদ্যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ ॥ ২ ॥

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্ত জলং শুচিঃ ।

বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে ॥ ৩ ॥

পরাবরজঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা ।

যুগধর্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে ॥ ৪ ॥

শ্রীমতঃ [১।৪।১৮-২২]

দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনিদিব্যান চক্ষুষা ।

ব্যদধাদযজ্ঞসত্ত্বৈত্বে বেদমেকং চতুর্বিধং ॥ ৫ ॥

ঋগ্ যজুঃ সামথর্ক্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উক্ত তাঃ ।

ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥ ৬ ॥

তৃতীয় যুগপর্যায়রূপ দ্বাপরযুগে কুষের শক্তিকলা প্রাপ্ত যোগী বেদব্যাস বাসবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

কোন সময় তিনি সরস্বতী জলে স্নান করিয়া শুচি হইলেন এবং সূর্য্যোদয়ে একক নিভূতে আসীন হইলেন ॥ ৩ ॥

সেই পরাবরজ ঋষি অব্যক্ত বেগ কালদ্বারা যুগে যুগে যুগধর্মের ব্যতিকর এবং জনসকলকে দিব্যচক্ষুদ্বারা দুর্ভাগা দেখিয়া একবেদকে যজ্ঞবিশুতির উপকারের জন্ত চতুর্ভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ৪-৫ ॥

ঋগ্ যজুঃ সাম অথর্ক্ব নামে চারিটী বেদ উদ্ধার করিলেন । ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া আখ্যা প্রদান করিলেন ॥ ৬ ॥

তত্রথৈদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ ।
 বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষাতো যজুষামৃত ॥ ৭ ॥
 অথর্কাক্ষিরসামাসীং স্মন্তদারুণো মুনিঃ ।
 ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীমতঃ [১৪১২৫]

শ্রীশুভ্রদিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতগোচরা ।
 কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ ।
 ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং ॥ ৯ ॥

শ্রীমতঃ [১৪১২৭]

নাতিপ্রসীদন্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ ।
 বিতর্কয়ন্ বিবিভক্ত্ব ইদঞ্চোবাচ ধর্ম্যবিং ॥ ১০ ॥

পৈল ঋগ্বেদ জৈমিনী কবি সামবেদ এবং বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের
 পারদ্রুত হইলেন ॥ ৭ ॥

অথর্কাক্ষিরস বেদে দারুণ স্মন্তমুনি ও মদীয় পিতা রোমহর্ষণ ইতিহাস
 পুরাণে পারদ্রুত হইলেন ॥ ৮ ॥

ঋক সাম যজু এই তিন বেদ দ্বীলোক, শূদ্র, বিপ্রকুল জাতমূঢ় দ্বিজবন্ধু
 সকলের গোচর নহে, অতএব কর্মই যে সকল মূঢ় ব্যক্তির শ্রেয় তাহাদের
 উপকারার্থে কৃপাপূর্বক ব্যাসমুনি ভারতমাখ্যান রচনা করিলেন ॥ ৯ ॥

এই সমস্ত করিয়াও সরস্বতী নদীর তটে বসিয়া হৃদয় অতি প্রসন্ন না
 হওয়ায় নির্জ্ঞান আসীন ধর্ম্যজ্ঞ ব্যাসদেব এইরূপ বিতর্ক করিয়া
 বলিলেন ॥ ১০ ॥

[১।৪।৩০-৩১]

অথাপি বত মে দৈহো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভূঃ ।

অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চস্তু সত্তমঃ ॥ ১১ ॥

তশ্চৈবং খিলমাশ্বানং মন্যমানস্তু খিণ্ডতঃ ।

কৃষ্ণস্তু নারদোভ্যাগাদাশ্রমং প্রাপ্তদাহতং ॥ ১২ ॥

নারদ উবাচ ;— [১।৫।৪]

জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্ত্বং সনাতনং ।

তথাপি শোচন্ত্যাশ্বানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ১৩ ॥

বাস উবাচ ।— [১।৫।৫]

অন্ত্যেব মে সর্বমিদং ত্রয়োক্তং

তথাপি নাশ্মা পরিতুষ্টাতে মে ।

অহো! ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্তিতে সত্তম, লব্ধ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, আমার জীবাত্মা পরমাত্মপ্রসাদ অলাভে অসম্পন্ন প্রায় প্রকাশ পাইতেছে কেন ॥ ১১ ॥

এইরূপ বাস আপনা আপনি খেদ করিতে থাকিলে ব্যাসের উক্ত আশ্রমে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১২ ॥

নারদ কহিলেন, সনাতন বেদ তুমি জিজ্ঞাসা পূর্বক অধ্যয়ন করিয়াছ, তথাপি হে প্রভো! অকৃতার্থের ণায় আপনাকে কেন শোক করিতেছ ॥ ১৩ ॥

বাস কহিলেন, হে প্রভো! আপনার কথিত এইসব জ্ঞান লাভ আমার হইয়াছে বটে, তথাপি আমার আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। হে

তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং
পৃচ্ছামহে ত্বান্নভবান্নভূতং ॥ ১৪ ॥

নারদ উবাচ [১।৫।৮-৯]

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোহমলং ।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্টোত মন্যে তদর্শনং খিলং ॥ ১৫ ॥
যথা ধর্মাদয়াশ্চার্থা যুনিবর্য্যানুকীর্ণিতাঃ ।
ন তথা বাসুদেবশ্চ মহিমা হ্যনুবর্ণিতাঃ ॥ ১৬ ॥

[১।৫।১২-১৪]

নৈকস্ম্যমপ্যচ্যুতভাববজ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং ।

ব্রহ্মনন্দন ! সেই অবস্থার যে দুর্বোধ্য অব্যক্ত মূল আছে তাহা আপনি
বলুন । আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ১৪ ॥

নারদ কহিলেন, বাদরাগ ! তুমি ভগবানের অমল যশ অনুদিতপ্রায়
রাখিয়াছ । আমি নিশ্চয় জানি তন্নিবন্ধন তোমার আত্মপরিতুষ্টি হইতেছে
না । ইহাই তোমার নূনতা ॥ ১৫ ॥

হে মুনিবর্য্য ! পুরাণে ও ভারতাদিতে ধর্মাদি অর্থচতুষ্টয় যেরূপ কীর্তন
করিয়াই সেরূপ বাসুদেবের মহিমা তুমি বর্ণন কর নাই ॥ ১৬ ॥

নৈকস্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুতভাব অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি বজ্জিত হইলে
নিরঞ্জন হইয়াও শোভা পায় না, কেননা তাহাতে চিহ্নিলাস বৈচিত্র্য
থাকে না । তখন স্বভাবতঃ অভঙ্গ যে কস্ম তাহা নিকাম হইলেও ঈশ্বরে
অনপিত থাকিলে কিরূপে শোভা পাইবে ? তাৎপর্য্য এই যে, কস্ম জড়-
দেহাশ্রিত এবং কস্মের ফলও জড়ময় । অতএব চিন্ময়জীবের পক্ষে কস্মই

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
 নচাপিতং কৰ্ম যদপ্যাকারণং ॥ ১৭ ॥
 অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
 শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধুতব্রতঃ ।
 উরুক্রমশ্চাখিলবন্ধমুক্তয়ে
 সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতং ॥ ১৮ ॥
 ততোগৃথা কিঞ্চন যদ্বিবন্ধতঃ
 পৃথগ্দৃশস্তৎ কুতরূপনামভিঃ ।

নিতাস্ত অভদ্র । সেই কৰ্ম যদি অকাম হয় তবুও তাহাতে সাফাৎ কোন
 চিন্ময় ফল লাভ হয় না । তবে কৰ্মসমস্ত যদি ভক্তির সেবক হয় তবেই
 সে কৰ্ম ঈশ্বরোপিত হইয়া নির্দোষ ও গোপরূপে সফলপ্রদ হয় । কৰ্মশূন্য
 চিন্মাত্রাশ্রিত জ্ঞানও সম্পূর্ণ নয় বরং কখনও সম্পূর্ণতার বিরোধী হয় ।
 জ্ঞান যখন চিহ্নাসমগ্নী ভক্তির সেবক হয়, তখন ভক্তির সহিত তাহার
 তন্ময়তা সিদ্ধি হয় ॥ ১৭ ॥

হে মহাভাগ ! তুমি অমোঘদৃক্, তোমার যশ নিশ্চল, তুমি সত্যরত
 এবং ধুতব্রত । অতএব তোমার চিংসন্তাকে জড়াভিমান সত্তা হইতে
 ভক্তি সমাধিদ্বারা পৃথক করিলে চিন্ময় কৃষ্ণলীলা দেখিতে পাইবে । অখিল
 জীবের বন্ধ মুক্তির জগৎ সেই উরুক্রম কৃষ্ণের লীলাব্যাপার অনুদন্ধান
 কর ॥ ১৮ ॥

তাহা না করিয়া তুমি যে কৃষ্ণলীলাদি পুরাণে ও ভারতে লিখিয়াছ
 তাহাতে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ আত্মাস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বর্ণিত কৃষ্ণকে কিছু
 মায়াজ্ঞান করিয়া পৃথক্ বর্ণন করিয়াছ । সেই পৃথক দৃষ্টিজনিত যে নাম

ন কহিচিৎকাপি চ দুঃস্থিতা মতি
লভেত বাতাহতনোরিবাম্পদং ॥ ১৯ ॥

[১।৫।১৬।২০]

বিচক্ষণোহস্থাইতি বেদিতুং বিভো
অনন্তপারশু নিবৃত্তিতঃ সুখং ।
প্রবর্তমানশু গুণৈরনাম্বন-
ন্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো ॥ ২০ক ॥
তাত্ত্বা স্বধর্ম্যং চরণাম্বুজং হরে
উজ্জ্বলপকোথ পতেন্ততো যদি ।
যত্র ক্বাভদ্রমভূদমুশু কিং
কোবার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্যতঃ ॥ ২০খ ॥

রূপাদি বর্ণন করিয়াছ তাহাও বিপুল চিন্ময় হয় নাই। সুতরাং সে
সমুদায় পাঠ করিয়া জড়সত্তারূপ হুঁষ্ট ভূমিস্থিত লোকের চিত্ত চিদ্ভূমিতে
আম্পদ লাভ করে না। বাতাহত নৌকার ত্রায় লৌল্যপ্রযুক্ত চিহ্ন্যাপারে
তাহাদের চিত্ত স্থান পায় না ॥ ১৯ ॥

যদি বল চিল্লীলা বর্ণনের প্রয়োজন নাই, কেননা যাহারা চিদচিৎ
বিচারবিষয়ে বিচক্ষণ, তাহারা দেহাভ্যভিমান হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ
গুরুরূপায় চিহ্নীলাস দেখিতে পায়। তবে আমি বলি যে, অনন্তপারশ্বরূপ
কৃষ্ণের ভক্তিপথ নিবৃত্তিসুখ হইতে বিচক্ষণ লোক কোন সময়ে গুরুরূপায়
দেখিতে পান সত্য, কিন্তু যাহারা অনাগুণে প্রবর্তমান তাহাদের ত কোন
উপায় নাই, অতএব আমি ষেরূপ বলিলাম সেইরূপ কৃষ্ণলীলা বর্ণন কর,
তাহাতে উভয় প্রকার লোকের উপকার হইবে ॥ ২০ ক ॥

স্বধর্ম্মের ভরসা নিতান্ত অকিঞ্চিংকর, কেননা স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া

তশ্চৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো

ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ ।

তল্লভ্যতে দুঃখবদন্ততঃ সুখং ॥

কালেন সর্বত্র গভীররংহসা ॥ ২১ ॥

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনা ব্রজেৎ

মুকুন্দসেব্যান্যবদঙ্গসংসৃতিং ।

স্মরনুমুকুন্দাজ্যুপগূহনং পুন-

বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ॥ ২২ ॥

হরিচরণ ভজন করিতে করিতে যদি কেহ অপকাবস্থায় পতন হয়, তাহাতেই বা কি অভদ্র, কেন না ভগবৎকৃপায় তাঁহারা আবার পূর্বসাধন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয় । আবার দেখ, স্বধর্ম্মদ্বারা ভজন করিলে বা কি লাভ, কেন না স্বধর্ম্ম চেষ্টায় যে লোকলাভাদি হয় তাহা অনিত্য ॥ ২০ খ ॥

পণ্ডিতগণ নিত্য সুখলাভের অনুসন্ধান করেন । ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উপরের সপ্তলোকে এবং সূতলাদি অধোলোকে ভ্রমণ করিয়া যে চিংসুখ পাওয়া যায় না, তদর্থৈ তাঁহারা যত্ন করেন । জড়ীয় সুখের জন্ত তাঁহারা যত্ন করেন না, কেন না গভীর বেগবিশিষ্ট কালই সর্বত্র দুঃখের আয় কন্মীর প্রাপ্য জড়সুখকে আনিয়া দেন । তদর্থৈ যত্নের প্রয়োজন কি ? ॥ ২১ ॥

মুকুন্দসেবী পুরুষ কখনই কন্মী জ্ঞানীর আয় সংসৃতি লাভ করেন না, কেন না যিনি মুকুন্দপদ বরণ করিয়া স্মরণ করেন তিনি রসগ্রহ ব্যক্তি । তিনি কি সে রস আর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন ? ॥ ২২ ॥

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
 যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ ।
 তন্নি স্বয়ং বেদ ভবাং স্তথাপি তে
 প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতং ॥ ২৩ ॥

[১।৫।২২] ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতশ্চ বা
 স্থিষ্টশ্চ স্মৃতশ্চ চ বুদ্ধদত্তয়োঃ ।
 অবিচ্যুতোর্থে কবিভিনিরূপিতো
 যদুত্তমঃ শ্লোকগুণানুবর্ণনং ॥ ২৪ ॥

[১।৫।২৩] অহং পুরাতীত ভবেহভবং যুনে
 দাস্ত্যাশ্চ কস্ত্যাশ্চন বেদবাদিনাং ।

যদি বল কৃষ্ণনীলা বর্ণন করিলেই জড়ময়ী হইবে-তবে শুন । যে কৃষ্ণ হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় হয় তিনিই এই সৃষ্ট জগতে প্রতিফলিত । প্রতিফলন হয় হইলেও প্রতিবিম্বিত ভগবান স্বরূপে প্রতীয়মান । শাস্ত্র, দাস্ত্র, সধ্য, বাৎসল্য, মধুর এই রস চিজ্জগতে বিচিত্ররূপে উপাদেয় । তত্ত্ব প্রতিফলনে জগতের জড়ীয় জীবসংসার । এইরূপ প্রাদেশিক তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যাহা তুমি বর্ণন করিবে তাহা ভগবল্লীলাই বটে । তুমি ভগবানের অংশ । তোমার আত্মার সেই সেই প্রতিফলিত বিষয়ের যে মূল জ্ঞান আছে তাহাই অবলম্বন কর ॥ ২৩ ॥

কবিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে বদ্ধজীবের তপশ্চা, শ্রুত, উত্তম ইষ্ট, বেদপাঠ, জ্ঞান ও দান এই সকল শুভকর্ম্মের অবিচ্যুত অর্থই কৃষ্ণ-গুণানুবর্ণন ॥ ২৪ ॥

পূর্ব কালে আমি দাসীপুত্র ছিলাম । যাতা চাতুর্মাশ্রে যে সকল

নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রারুষি নির্বিবিক্ততাং ॥ ২৫ ॥

[১/৫।২৫-২৬]

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকলস্য ভুঞ্জে তদপাস্তকিঞ্চিৎ ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ব্যম্য এবান্নরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ২৬ ॥
তত্রান্নহং কৃষ্ণকথাঃ প্রণায়তা
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ ।
তাং শ্রদ্ধয়ামেহনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবশৃঙ্গ মমাভবদ্রুতিঃ ॥ ২৭ ॥

ভক্ত যোগী একত্র বাস করিতেন তাঁহাদের দাসী ছিলেন । 'আমি বালক ।
আমাকে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট অনুলেপনাদি কার্যের দ্বারা আমি তাঁহাদের কৃপায়
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট একবার পাইয়াছিলাম । সেইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত থাকায়
সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল । আমি বিশুদ্ধচেতা হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্যে রুচি
প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২৬ ॥

সেই স্থলে তাঁহারা কৃষ্ণকথা গান করিতেন । তাঁহাদের কৃপায় সেই
মনোহর কথা আমি প্রতিদিন শ্রবণ করিতাম । শ্রদ্ধাপূর্বক তচ্ছ্রবণে
প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রুচি হইল ॥ ২৭ ॥

[১।৫।৩০]

জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্নং সাক্ষাদ্ভগবতৌদিতং ।
অনুবোচন্ গমিষ্ঠ্যন্তঃ কুপয়া দীনবৎসলাঃ ॥ ২৮ ॥

[১।৫।৩১]

এতং সংসৃচিতং ব্রহ্মং স্থাপত্রয়চিকিৎসিতং ।
যদীশ্বরে ভগবতি কস্মৈ ব্রহ্মণি ভাবিতং ॥ ২৯ ॥

[১।৫।৩৪-৩৬]

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বৈ সংসৃতিহেতবঃ ।
ত এবাশ্রয়বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ৩০ ॥
যদত্র ক্রিয়তে কস্মৈ ভগবৎ পরিতোষণং ।
জ্ঞানং যত্নদধীনং হি ভক্তিব্যোগসমন্বিতং ॥ ৩১ ॥

বর্ষাশেষ হইলে যখন তাঁহার। স্থান ছাড়িয়া যান সে সময় দীন-
বৎসল বৈষ্ণবগণ সাক্ষাৎ ভগবদুদিত গুহ্যতম জ্ঞান আমাকে উপদেশ
করিয়া গেলেন ॥ ২৮ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! তাপত্রয়নাশক ঈশ্বর ভগবান ব্রহ্মে কস্মাৎপণ বিষয় তত্ত্বগী
আমি তোমার নিকট সূচিত করিলাম ॥ ২৯ ॥

মনুষ্যের সমস্তক্রিয়াযোগই সংসারজনক । সেই ক্রিয়াযোগ পরতত্ত্বে
কল্পিত করিতে পারিলে কস্মৈযোগের কস্মৈস্বরূপ তাহার নিজ সত্ত্বা
বিনষ্ট হয় । ৩০ ॥

হরিতোষক কস্মৈ ও ভগবদধীন ভক্তিব্যোগসমন্বিত জ্ঞানই অনুর্ত্তেয় ।
তাহা হইলে কস্মৈজ্ঞানের প্রাতিকূল্য ভাব দূর হয় এবং ভক্ত্যানুকূল ভাব
উদয় হয় ॥ ৩১ ॥

কুর্বাণা যত্র কৰ্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াহসক্লৎ ।
গুণান্ত গুণনামানি কৃষ্ণস্তানুস্মরন্তি চ ॥ ৩২ ॥

[১৬৩৫-৩৬]

এতদ্ব্যাতুরচিন্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুক্তঃ ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্যানুবর্ণনং ॥ ৩৩ ॥
যমাদিভিযোগপথেঃ কামলোভহতো মুক্তঃ ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বতথাক্ষাত্মা ন শাম্যতি ॥ ৩৪ ॥

ত্রীশতঃ [১৭৭২-১১]

ব্রহ্মনত্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে ।
শম্যাপ্রাপ্ত ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ উক্তবকে এবং অজ্জুনকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন সেই সকল
কৰ্ম্ম নিরন্তর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করতঃ কৃষ্ণের নাম গুণাদি
কীৰ্ত্তন ও অনুস্মরণ করাই প্রয়োজন । (১১ কিরণ দেখ) ॥ ৩২ ॥

মুহুমুহু বিবস্মমাত্রা (রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ) স্পর্শেচ্ছায় জীবচিত্ত আতুর
হইয়াছে । এস্থলে এই ভবসিন্ধুপারের একমাত্র নৌকা হরিলীলানুবর্ণন ॥ ৩৩ ॥

যদি বল অষ্টাঙ্গযোগপথ গ্রহণ করিলেই সেই ফল লাভ হয় । তবে
শুন । যমনিয়মাদি যোগপথাবলম্বী পুরুষ মুহুমুহু কাম লোভদ্বারা হত
হইয়া বিপথ গমন করে । কিন্তু মুকুন্দ সেবায় এত সুখ যে, তাহা ছাড়িয়া
বিপথে যায় না । তদ্বারা আত্মা সাক্ষাৎ শাম্য লাভ করে । ভগবন্নিষ্ঠতা
বুদ্ধির নাম শম । তদ্বশে শাম্য তাহা লাভ করে ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মনদীরূপ সরস্বতীর পশ্চিম তটে ঋষিদিগের সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ
বিশেষের উন্নতিসাধক শম্যাপ্রাপ্ত নামক ব্যাসস্থান ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে ।
 আসীনোপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধৌ মনঃ স্বয়ং ॥ ৩৬ ॥
 ভক্তিব্যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ॥
 অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং ॥ ৩৭ ॥
 যয়া সন্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং ।
 পরোপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ ৩৮ ॥
 অনর্থোপশমং সাক্ষাভুক্তিব্যোগমধোক্ক্ষে ।
 লোকশ্যাজানতো বিদ্যাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাং ॥ ৩৯ ॥

সেই বদরীষণ্ডমণ্ডিত স্বীয় আশ্রমে ব্যাস প্রানান্তে উপবেশন করতঃ স্বয়ং মনকে প্রণিধান করিলেন । অর্থাৎ ভক্তিভাবে চিত্ত স্থির করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তাঁহার নির্মল চিত্ত ভক্তিব্যোগের দ্বারা সমাধিস্থ হইলে পূর্ণ পুরুষ কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন । কৃষ্ণের দূরাশ্রিত মায়া তরুকে দর্শন করিলেন । পরিপূর্ণ কৃষ্ণস্বরূপে যে চিচ্ছক্তি নিত্য অবস্থিত তাঁহার ছায়াস্বরূপ দূরস্থিত মায়াকে দেখিলেন ॥ ৩৭ ॥

চিচ্ছক্তির অগুপ্রকাশরূপ জীবশক্তিগ্রন্থত চিংকণস্বরূপ মায়া অপেক্ষা পরতর জীবকে দেখিলেন । সেই জীব মায়াকর্তৃক মোহিত হইয়া আপনাকে মায়ায় ত্রিগুণাত্মক তরু বলিয়া মনে করিতেছেন । মায়াকৃত কার্য্যসকল অভিমানদ্বারা আমার কৃত বলিয়া মনে করিতেছেন । ৩৮ ॥

আবার দেখিলেন যে, অধোকক্ষ জ্ঞেয় ভক্তিব্যোগই সেই জীবের অনর্থ উপশমের একমাত্র কারণ । বিদ্যাংপ্রবর ব্যাস অজ্ঞলোকদিগের উপকারের জন্ত এই সাত্বত সংহিতা লিখিলেন ॥ ৩৯ ॥

যজ্ঞাং বৈ শ্রায়মাণায়াং কৃষে পরমপুরুষে ।
 ভক্তিরূপত্বতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ৪০ ॥
 স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজং ।
 শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং যুনিঃ ॥ ৪১ ॥
 আত্মারামাশ্চ যুনয়ৌ নিগ্রহা অপ্যুক্রমে ।
 কুর্ষন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথস্তুতগুণো হরিঃ ॥ ৪২ ॥
 হরেণ্ডাঙ্কিপ্তমতিভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
 অধ্যগামহৃদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

[১।২।৩]

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক
 মধ্যাত্মদীপমতিতিতীৰ্থতাং তমোদ্ধতং ।

শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সেই সাহিত্যসংহিতা শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ কৃষে
 জীবের শোক মোহ ভয়নাশিকা ভক্তি উদয় হয় ॥ ৪০ ॥

নিবৃত্তিনিরত স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সেই ভাগবতী সংহিতা প্রস্তুত ও
 অনুক্রম করিয়া অধ্যাপন করাইলেন ॥ ৪১ ॥

কৃষে এরূপ একটা আকর্ষিকা শক্তি আছে যে তদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া
 অবিজ্ঞাগ্রহিণী আত্মারাম যুনিগণ ও উক্ক্রম কৃষে অহৈতুকী ভক্তি
 করিয়া থাকেন । জড়াকৃষ্ট পুরুষের সেই আকর্ষণের ত কথাই নাই ॥ ৪২ ॥

সেই হরিগুণে আকৃষ্টচিত্ত নিত্যবৈষ্ণবজনপ্রিয় বাদরায়ণি ভগবান্
 শুক এই বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

যিনি এই আত্মসমাধিলব্ধ, অখিলবেদসার, অধ্যাত্মদীপস্বরূপ ভাগবত
 শাস্ত্র সংসারী অথচ মায়াতমোদ্ধ উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের প্রতি

সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং

তং ব্যাস স্নুযুপযামি গুরুং যুনীনাং ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক' মরীচিমালায়াং প্রমাণ নির্দেশে

শ্রীমদ্ভাগবতাক্বেদয়ো নাম দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ ।

করুণাপূর্বক বলিয়াছিলেন, সেই মুনিদিগের গুরু ব্যাসপুত্র গুহ্যদেবকে
আমরা অনুগমন করি ॥ ৪৪ ॥

এই অধ্যায়ে ভাগবতের মূল তাৎপর্য্য এবং উদয় ইতিহাস বর্ণিত হইল।
কৈতবশূলধর্ম্মেরও সূচনা হইল। কৈতব শূল ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ।
লোকৈক্যণা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য কৈতব বটে, কিন্তু কেবল সামুদ্র্য্যরূপ
একাত্মতা সিদ্ধি প্রয়াসকে কৈতব প্রধান বলা যায়। শুদ্ধ ভক্তিযোগ
তদুভয় শূন্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক' মরীচিমালায়াং শ্রীভাগবতোদয়-

প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কিরণে মরীচিপ্রভা নাম

গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

তৃতীয়ঃ কিরণঃ ।

ভাগবত বিহিতঃ ।

[১১১৩]

নিগম কল্পতরোগলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকাভুবিভাবুকাঃ ॥১॥

[১২১৩১৮-১৯]

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদৈষ্যবানাত্ প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংশ্চমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তচন্দ্রো নমঃ । বরাহনগরানন্দং শ্রীরঘুনাথ সংজ্ঞকং ।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যং বন্দে চৈতন্তপার্বদং ॥ ১ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদো ব্রজে যশ্চ
সত্যংমুদে । ভট্ট গোস্বামিনং বন্দে রঘুনাথাস্ত্রিং হি তং ॥ ২ ॥

নিখিল নিগম অর্থাৎ বেদ কল্পতরু । ব্রহ্মসূত্র সেই কল্পতরুর ফল ।
শ্রীমদ্ভাগবত ঐ বৃক্ষের ফল । চিঙ্কগতে ঐ ফল পকু হইলে গুরুদেব পক্ষী
হইয়া তাহাকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন । সুতরাং ঐ ফল শুকমুখাদমৃতদ্রব-
সংযুক্ত । কৃষ্ণলীলা ঐ ভাগবতরূপ ফলের রস । হে ভাবুক সকল ।
পরমানন্দনিবৃত্তিরূপরস লয় উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রস মুহুমূর্ছ পান
কর । রসিক হইলে আর ঐ নিবৃত্তি ক্ষয় হইবে না । তখন মুহুমূর্ছ
সাধন ছাড়িয়া নিরন্তর পান করিবে । সাধনে ভাব । স্থায়ীভাবে
সামগ্রী যোজনায় রস । কৃষ্ণলীলা রসময় তত্ত্ব । বিভাবে আপনাকে
স্থিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ কর ॥ ১ ॥

সাধারণ পাঠকবর্গকে বলিতেছেন । এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নির্মল ।

ত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিস্কৃতং
 তচ্ছৃণু সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যন্নরঃ ॥ ২ ॥
 কস্মৈ যেন বিভাষিতোয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
 তদ্রূপেণ চ নারদায় যুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা ।
 ষোগীন্দ্রায় তদাশ্রনা চ ভগবদ্ভাতায় কারুণ্যত
 শুদ্ধুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং
 ১ং পরং ধীমহি ॥ ৩ ॥

[১২।১৩।১২]

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ।
 তদ্রসামৃততৃপ্তস্ত নান্যত্র শ্রাদ্ধতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥

ইহা বৈষ্ণবমাত্রের প্রিয় । ইহাতে এক অমল পারমহংস্ত জ্ঞান বর্ণিত
 আছে । বিরাগ সহিত নৈষ্কর্ম্যজ্ঞান ইহাতে আবিস্কৃত হইয়াছে । ভাগবত
 শ্রবণ পঠন ও বিচার করিতে করিতে উদিত ভক্তিরারা জীবের মান্নাবন্ধ
 দূর হয় ॥ ২ ॥

যিনি এই অতুল জ্ঞানপ্রদীপ পূর্বকালে ব্রহ্মাকে বলেন, ব্রহ্মা নারদকে
 কহিলেন, নারদ বেদবাসকে কহিলেন, ব্যাস ষোগীন্দ্র শুকদেবকে বলেন
 এবং শুকদেব কষ্ণাপূর্বক পরীক্ষিতকে বলেন, সেই শুদ্ধ, বিমল, বিশোক,
 অমৃত ও পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি ॥ ৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত সকল বেদান্তসার । এই অমৃত রসে যিনি তৃপ্তি লাভ
 করিয়াছেন তাঁহার আর অত্র কিছুতে রতি হয় না ॥ ৪ ॥

[১২।১৩।১১]

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতং ।

হরিলীলাকথাত্রাতামৃতানন্দিতসংস্মরং ॥ ৫ ॥

শ্রীমৃতঃ [১২।১২.৬-৪৭]

পারীক্ষিতমুপাখ্যানং নারদাখ্যানমেবচ ।

প্রায়োপবেশো রাজর্ষেবিপ্রশাপাং পরীক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥

শুকশ্চ ব্রহ্মর্ষভশ্চ সম্বাদশ্চ পরীক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥

যোগধারণয়োংক্রান্তিঃ সম্বাদো নারদাজয়োঃ ।

অবতারানুগীতঞ্চ সর্গঃ প্রাধানিকোহগ্রতঃ ॥ ৮ ॥

বিহরোদ্ধবসম্বাদঃ ক্ষত্ৰুমৈত্রেয়য়োস্ততঃ ।

পুরাণসংহিতাপ্রশ্নো মহাপুরুষসংস্থিতিঃ ॥ ৯ ॥

ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্তবৈকৃতিকাশ্চ যে ।

ততো ব্রহ্মাণ্ডসংভূতিবৈরাজঃ পুরুষো যতঃ ॥ ১০ ॥

আদি মধ্য ও অবসানে বৈরাগ্যাখ্যান সংযুক্ত হইয়াছেন । অনেক স্থানেই হরিলীলাকথাসমূহরূপ যে অমৃত আছে সাধু ও দেবতাগণ তৎপাঠে আনন্দিত হন ।

ইহাতে পরীক্ষিত উপাখ্যান, নারদাখ্যান, পরীক্ষিতের বিপ্রশাপে প্রায়োপবেশন বর্ণিত আছে ॥ ৬ ॥

এই গ্রন্থে ব্রহ্মর্ষভ শূকের সহিত পরীক্ষিতের সম্বাদ, যোগ ধারণার দ্বারা উৎক্রান্তি, নারদ ও ব্রহ্মার সম্বাদ, অবতার গীত, প্রাধানিক সর্গ, বিহরোদ্ধব সম্বাদ, বিহুর মৈত্রেয়ের সম্বাদ, পুরাণ সংহিতা প্রশ্ন, মহাপুরুষ সংস্থিতি, প্রাকৃতিক সর্গ, সপ্ত বৈকৃতিক সর্গ, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, বৈরাজ পুরুষের উৎপত্তি, দুগ্ন সূক্ষ্ম কালগতি, লোকপদ্ম উদ্ভব, পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধারের জগ

কালস্ত স্কুলস্কুলস্ত গতিঃ পদ্মসমুদ্ভবঃ ।

ভুব উদ্ধারণাভ্যোর্ধেহিরণ্যাক্ষবধো যদা ॥ ১১ ॥

উদ্ধৃতির্য্যগবাক্ সর্গো রুদ্রসর্গস্তথৈব চ ।

অর্দ্ধনারী নরস্তাথ যতঃ স্বায়ত্ত্ববো মনুঃ ॥

শতরূপাচ যা জীণামাত্মা প্রকৃতিরুত্তমা ॥ ১২ ॥

সন্তানো ধর্ম্মপত্নীনাং কর্দমস্ত প্রজাপতেঃ ।

অবতারো ভগবতঃ কপিলস্ত মহাত্মনঃ ॥

দেবহুত্যাশ্চ সংবাদঃ কপিলেন চ ধীমাতা ॥ ১৩ ॥

নবব্রহ্মসমুৎপত্তিদক্ষযজ্ঞবিনাশনং ।

ধ্রুবস্ত চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥ ১৪ ॥

নারদস্ত চ সম্বাদস্ততঃ প্রৈয়ব্রতং বিজাঃ ।

নাভেষুতোনুচরিতম্বভস্ত ভরতস্য চ ॥ ১৫ ॥

ততো দ্বীপসমুদ্রাদ্রিবর্ষনদ্যুপবর্ণনং ।

জ্যোতিশ্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরক স্থিতঃ ॥ ১৬ ॥

হিরণ্যাক্ষ বধ, উদ্ধৃতির্য্যক্ অবাচ্ছষ্টি, রুদ্রসর্গ, অর্দ্ধনারীনরের উৎপত্তি,

অর্থাৎ স্বায়ত্ত্বব মনুর কথা, জীর্ণের আত্মপ্রকৃতি, শতরূপার উৎপত্তি,

ধর্ম্মপত্নীদিগের সন্তান, কর্দম প্রজাপতির সন্তান, মহাত্মা কপিলদেবের

অবতার, কপিলের সহিত দেবহুতির সম্বাদ, নবব্রহ্ম সমুৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ

বিনাশ, ধ্রুব চরিত্র, পৃথু চরিত্র; প্রাচীন বহির চরিত্র, নারদ সম্বাদ,

প্রৈয়ব্রত পুত্র চরিত্র, নাভি ঋষভ ও ভরতের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১-১৫ ॥

দ্বীপ, সমুদ্র, অগ্নি, বর্ষ, নদী প্রভৃতির বর্ণন, জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান
এবং পাতাল নরকের স্থিতি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

দক্ষ জন্ম প্রচেতোভ্যস্তংপুল্লীণাঞ্চ সন্ততিঃ ।
 যতো দেবাস্থরনরাস্তিৰ্য্যঙনাগখগাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥
 দ্বাষ্ট্রস্য জন্মনিধনং পুল্লয়োশ্চ দিতেদ্বিজাঃ ।
 দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥
 মন্বন্তরানুচরিতং গজেন্দ্রস্য বিমোক্ষণং ।
 মন্বন্তরাবতারাস্ত বিশ্ণোঽর্ষশিরাদয়ঃ ॥
 কৌর্ম্যং মাংস্যং নারসিংহং বামনঞ্চ জগৎপতেঃ ।
 ক্ষীরোদমথনং তদদমৃতার্থে দিবোকসাং ॥ ১৯ ॥
 দেবাস্থর মহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীৰ্ত্তনং ।
 ইক্ষ্বাকুজন্মতদ্বংশঃ সূর্য্যাস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
 ইলোপাখ্যানমব্রোক্তং তারোপাখ্যানমেব চ ।
 সূর্য্যবংশানুকথনং শশাদাত্তানুগাদয়ঃ ॥ ২১ ॥
 সৌকর্য্যঞ্চাথ সর্ঘাতেঃ ককুৎস্থস্য চ ধীমতঃ ।
 খট্ভাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ ॥ ২২ ॥

প্রচেতাগণ হইতে দক্ষের জন্ম, তাঁহার কণ্ঠাদিগের সন্তান । সেই
 কণ্ঠাগণ হইতে দেব অস্থর নর তিৰ্য্যক নাগ খগাদির উৎপত্তি । দ্বাষ্ট্রের
 জন্ম ও মরণ, দিতি পুল্লদিগের জন্ম মরণ, হিরণ্যকশিপুর চরিত্র, মহাত্মা
 প্রহ্লাদের চরিত্র, মন্বন্তরানুচরিত অর্থাৎ মন্বন্তরাবতার ; বিষ্ণুর হৃদশীর্ষ
 অবতার, কুর্মাভবতার, মৎস্তাবতার, নরসিংহাবতার, বামনাবতার, ক্ষীরোদ
 মন্থন, দেবতাদিগকে অমৃত পান করান, দেবাস্থর মহাযুদ্ধ, রাজবংশানু-
 কীৰ্ত্তন, ইক্ষ্বাকু জন্ম, সেই বংশে সুদামার জন্ম, ইলার উপাখ্যান, তারার
 উপাখ্যান, সূর্য্যবংশ বিবরণ, শশাদনুগাদির কথা, সৌকন কথা, সর্ঘাতির

রামস্য কোশলেন্দ্রস্য চরিতং কিল্বিষাপহং ।
 নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাঞ্চ সম্ভবঃ ॥
 রামস্য ভাগবেন্দ্রস্য নিঃক্ষত্রীকরণং ভুবঃ ॥ ২৩ ॥
 ঐলস্য সোম বংশস্য যযাতের্নান্দ্রঘস্য চ ॥ ২৪ ॥
 দৌশ্মন্তেভরতস্যাপি শান্তনোস্তুং সুভতস্য চ ।
 যযাতে জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোবংশানুকীৰ্ত্তনং ॥
 যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ কৃষ্ণাখ্যো জগদীশ্বরঃ ।
 বসুদেবগৃহে জন্ম তস্য বুদ্ধিচ্চ গোকুলে ॥ ২৫ ॥
 তস্য কৰ্ম্মাণ্যপারানি কীর্ত্তিতাশ্চাস্মদ্বিষঃ ।
 পুতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ ॥ ২৬ ॥
 তৃণাবর্তস্য নিপেষস্তথৈব বকবৎসয়োঃ ॥ ২৭ ॥

কথা, ককুৎস্থের কথা, খট্‌গঙ্গ চরিত্র, মাক্‌হাতা চরিত্র, দৌভরির কথা,
 মাগরের কথা, কোশলেন্দ্র রামের পাপনাশক চরিত্র, নিমির অঙ্গ পরি-
 ভ্রাগ, জনকের জন্ম, পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্র করণ, ঐল চরিত্র
 সোমবংশীয় নান্দ্রঘ যযাতি চরিত্র ; দ্রুপদপুত্র ভরতের চরিত্র, শান্তনু চরিত্র
 ও তৎপুত্র চরিত্র, যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা অর্থাৎ যদুবংশানুকীৰ্ত্তন ।
 যে বংশে জগদীশ্বর কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এ সকল কথা বর্ণিত
 আছে ॥ ১৭-২৫ ॥

কৃষ্ণের বসুদেব গৃহে জন্ম, তাঁহার গোকুলে বুদ্ধি । তাঁহার অপর
 কৰ্ম্মসমূহ এই গ্রন্থে কীর্ত্তিত আছে ॥ ২৬ ॥

পুতনার স্তম্ভপান, শিশু হইয়া শকটোচ্চাটন, তৃণাবর্ত, বক ও
 বৎস প্রভৃতি অসুরদিগকে নিপেষণ, অঘাসুরবধ, ব্রহ্মাকর্ত্তক বৎসপাল

ଅସ୍ତ୍ରବନ୍ଧୋ ଧାତ୍ରା ବଂସପାଳାବଗୁହନଂ ।

ଧେନୁକସ୍ୟ ସହ ଭ୍ରାତୁଃ ପ୍ରଳମ୍ବସ୍ୟ ଚ ମ କ୍ଷୟଃ ॥ ୨୮ ॥

ଗୋପାନାଂ ପରିତ୍ରାଣଂ ଦାବାଗ୍ନେଃ ପରମର୍ପତଃ ।

ଦମନଂ କାଲିୟସ୍ୟାହେର୍ମହାହେର୍ନନ୍ଦମୋକ୍ଷଣଂ ॥

ବ୍ରତଚର୍ଯ୍ୟାତୁ କନ୍ୟାନାଂ ଯତ୍ର ତୁଷ୍ଟୋଽହଚ୍ୟୁତୋ ବ୍ରତେଃ ।

ପ୍ରମାଦୋ ଯଜ୍ଞପତ୍ନୀଭ୍ୟୋ ବିପ୍ରାଣାଂ କାନ୍ତୁତାପନଂ ॥ ୨୯ ॥

ଗୋବର୍ଦ୍ଧନୋଦ୍ଧାରଣଂ ଶକ୍ରସ୍ୟ ସୁରଭେରଥ ।

ସଜ୍ଞାଭିଷେକଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଜ୍ଞାତ୍ରିଃ କ୍ରୀଡ଼ା ଚ ରାତ୍ରିଷୁ ॥ ୩୦ ॥

ଶଞ୍ଜୁଚ୍ଛୁଢ଼ସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିବଦ୍ଧୋଽରିଷ୍ଟସ୍ୟ କେଶିନଃ ।

ଅକ୍ରୁରାଗମନଂ ପଞ୍ଚାଂ ପ୍ରସ୍ଥାନଂ ରାମକୃଷ୍ଣୟୋଃ ॥ ୩୧ ॥

ବ୍ରଜଜ୍ଞାଣାଂ ବିଳାପଞ୍ଚ ମଥୁରାଲୋକନଂ ତତଃ ।

ଗଞ୍ଜମୁଷ୍ଟିକଚାନୁରକଂ ସାଦୀନାଂ ତଥାବଧଃ ॥ ୩୨ ॥

ସ୍ମୃତସ୍ୟାନ୍ୟନଂ ସୁନୋଃ ପୁନଃ ସାନ୍ଦୀପନେଽଘୃତୋଃ ।

ମଥୁରାୟାଂ ନିବସତୋ ଯଦୁଚକ୍ରସ୍ୟ ସଂପ୍ରିୟଂ ॥ ୩୩ ॥

ଚୌରଣ, ଧେନୁକ ଓ ପ୍ରଳମ୍ବର ବଧ, ଦାବାଗ୍ନି ହିତେ ଗୋପାଦିଗର ପରିତ୍ରାଣ, କାଲୀୟ ସର୍ପଦମନ, ମହାସର୍ପ ହିତେ ନନ୍ଦକେ ଉଦ୍ଧାର, କନ୍ୟାଦିଗର ବ୍ରତାଚରଣ, ସେହି ବ୍ରତେ କୃଷ୍ଣର ପରିତୋଷ, ସଜ୍ଞପତ୍ନୀଦିଗର ପ୍ରୀତି ପ୍ରମତ୍ତତା, ସାମ୍ବିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଦିଗର ଅନୁତାପ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନୋଦ୍ଧାର, ଇନ୍ଦ୍ରସୁରଭିର ଦ୍ଵାରା କୃଷ୍ଣର ଅଭିଷେକ, ରାତ୍ରେ ଗୋପୀଦିଗର ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଶଞ୍ଜୁଚ୍ଛୁଢ଼, ଅରିଷ୍ଟ ଓ କେଶବଧ, ଅକ୍ରୁରାଗମନ, ରାମକୃଷ୍ଣର ମଥୁରା ପ୍ରସ୍ଥାନ, ବ୍ରଜଜ୍ଞାଣର ବିଳାପ, ମଥୁରା ଦର୍ଶନ, ଗଞ୍ଜ ମୁଷ୍ଟିକ ଚାନୁର ଓ କଂସାଦିର ବଧ, ସାନ୍ଦୀପନି ଶୁକ୍ରର ସ୍ମୃତ ପୁତ୍ର ଆନୟନ, ସଦ୍ଗୁଣର ସହିତ ମଥୁରା ବାସ, ଉଦ୍ଧବ ଓ ବଳଦେବର ଦ୍ଵାରା ସଦ୍ଗୁଣହକାରେ ସଦ୍ଗୁ-

কৃতযুদ্ধবরামাভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ ।
 জরাসন্ধসমানীতসৈন্যস্য বহুশো বধঃ ॥ ৩৩ ॥
 ষাতনং যবনেন্দ্রস্য কুশস্থল্যাং নিবেশনং ।
 আদানং পারিজাতস্য সুধর্মায়াঃ সুরালয়াং ॥ ৩৫ ॥
 রুক্মিণ্যা হরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ ।
 হরস্য জুন্তং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকুন্তনং ॥
 প্রাগ্জ্যোতিষপতিং হত্বা কণ্ঠানাং হরণঞ্চ যৎ ॥ ৩৬ ॥
 চৈত্র্যপৌণ্ড্রকশাৰ্দ্ধানাং দত্তবক্রশ্চ দুৰ্ম্মতেঃ ।
 শশ্বরো দ্বিবিদঃ পীঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
 মাহাত্ম্যঞ্চ বধস্তেষাং বারাণস্যাস্ত দাহনং ।
 ভারাবতরণং ভূমেৰ্নিমিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্ ॥ ৩৮ ॥
 বিপ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলস্য চ ।
 উদ্ধবস্য চ সম্বাদো বাসুদেবস্য চাদ্ভুতঃ ॥ ৩৯ ॥

দিগের প্রিয়কার্য সাধন, জরাসন্ধ আনীত সৈন্যসমূহ বধ, যবনেন্দ্রের ষাতন, হারকায় বাস সংস্থান, সুরালয় হইতে সুধর্ম্মা সভা ও পারিজাত আনয়ন, এই সমস্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত ॥ ২৭-৩৫ ॥

দ্বৈতী রাজাদিগকে যুদ্ধে দমন করিয়া রুক্মিণীহরণ, শিবের জুন্তন, বাণরাজার হস্তকর্তন, প্রাগ্জ্যোতিষপতি নরকে বিনাশ করিয়া কণ্ঠাগণের আনয়ন; শিশুপাল, পৌণ্ড্র, শাৰ্দ্ধ, দুৰ্ম্মতি দত্তবক্র, শশ্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর ও পঞ্চজন প্রভৃতির দৌরাভ্যা ও বধ, বারাণসীর দাহন, পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত করিয়া ভূমির ভারাপনোদন, বিপ্রশাপ ছলে স্বীয় কুলের সংহার, বাসুদেবের সহিত উদ্ধবের অদ্ভুত সম্বাদ, ঐ সম্বাদে

যত্রাঅবিভা হখিলা প্রোক্তা কৰ্ম্মবিনিৰ্ণয়ঃ ।

ততো মৰ্ত্ত্যপৰিত্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ ॥ ৪০ ॥

যুগলক্ষণ বৃত্তিচ্চ কলৌ নৃণামুপপ্লবঃ ।

চতুৰ্বিধশ্চ প্রলয় উৎপত্তিস্ত্রিবিধা তথা ॥

দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষেবিস্মৃদত্তস্য ধীমতঃ ।

শাখা প্রণয়নমৃষেমার্কণ্ডেয়স্য সৎকথা ।

মহাপুরুষবিত্যাসঃ সূর্য্যস্য জগদাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥

পতিতঃ স্থলিতোবান্তঃ ক্ষুদ্ৰা বা বিবশো গৃণন্ ।

হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈমুচ্যতে সৰ্পপাতকাৎ ॥ ৪২ ॥

শ্রীমত [১২।২।৫০-৫২]

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং

তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং ।

তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং

যদুত্তমঃ শ্লোকযশোহনুগীয়তে ॥ ৪৩ ॥

অখিলাঅবিভা ও কৰ্ম্ম বিনিৰ্ণয় উপদিষ্ট হইয়াছে, তদনন্তর আত্মযোগানু-
ভাবে মৰ্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ, যুগলক্ষণ বৃত্তি, কলিতে মনুষ্যের উপপ্লব,
চতুৰ্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, ধীমান পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, বেদশাখা
প্রণয়ন, মার্কণ্ডেয় ঋষির সৎকথা, সূর্য্যের মহাপুরুষ বিত্যাাস এই সকল কথা
ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৩৬-৪১ ॥

পতিত, স্থলিত, আন্ত, ক্ষুদ্রিত, বা বিবশ হইয়া 'হরয়ে নমঃ' এই কথাটী
উচ্চরূপে বলিতে পারিলে সৰ্পপাতক হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণের বশকীৰ্ত্তন, সৰ্পদা রম্য, সুন্দর, নূতন, সৰ্পদা চিত্তের মহোৎসব
স্বরূপ এবং শোকসমুদ্রশোষক ॥ ৪৩ ॥

নবদচশ্চিত্রপদং হরৈর্যশো
 জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিং ।
 তদ্বাঙ্কুতীর্থং নতু হংসসেবিতং
 যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোহমলাঃ ॥ ৪৪ ॥
 তদ্বাগ্নিসর্গো জনতাষবিপ্লবো
 যস্মিন্ প্রাতিপ্লোকমবন্ধবত্যাপি ।
 নামাগ্ন্যনন্তস্য যশোক্ষিতানি
 যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ৪৫ ॥

[১২।২২।৫৫]

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদার বিন্দরোঃ
 ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি ।
 সত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
 জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তং ॥ ৪৬ ॥

চিত্রপদবিশিষ্ট বাক্য বিস্তারিত যে স্থলে কৃষ্ণের জগৎপবিত্রকারী
 বশ কীর্তিত না হয়, তাহা কাকতুলা নরের ক্রোড়স্থান । হংসগণ তাহা
 সেবা করেন না । যেখানে অচ্যুত সেই স্থলেই অমল সাধুগণ ॥ ৪৪ ॥

সেই বাক্য বিস্তারিত জনগণের পাপবিধ্বংস করে যাহাতে প্রতি প্লোক
 সুন্দর রচিত না হইলেও অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের যশোক্ষিত নাম সকল বিস্তৃত
 আছে । সেই সকল নাম সাধুগণ শ্রবণ করেন ও গান করেন ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি ক্রমে অভদ্র সমস্ত ক্ষয় হয়, মঙ্গল বিস্তারিত
 হয়, সত্বশুদ্ধি হয়, পরমাত্ম ভক্তি হয়, এবং বিজ্ঞানও বিরাগযুক্ত জ্ঞান
 হয় ॥ ৪৬ ॥

[১২।১২।৫৯]

য এতচ্ছ্রাবয়েন্নিত্যং যামক্ষণমন্যধীঃ ।

শ্লোকমেকং তদর্কং বা পাদং পাদার্কমিব বা ।

শ্রদ্ধাবান্ যোহনুশূণ্য়াৎ পুণাত্যাগ্নানমেব সঃ ॥ ৪৭ ॥

[১২।১২।৬৫]

বিপ্রোধীত্যাশূণ্য়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমৈখলাং ।

বৈশ্ণো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুদ্ধোত পাতকাৎ ॥ ৪৮ ॥

[১২।১২।৬৮—৬৯]

উপচিত নবশক্তিভিঃ স্বাশ্র

ন্যুপরচিতস্থিরজঙ্গমালয়ায় ।

ভগবত উপলক্ষিতাত্রাধানে

সুরক্ষাবতায় নমঃ সনাতনায় ॥ ৪৯ ॥

যিনি এই গ্রন্থের এক শ্লোক, অর্ক শ্লোক, একপাদ শ্লোক বা অর্কপাদ শ্লোক, শ্রদ্ধাবান হইয়া প্রহরকাল বা ক্ষণকাল অনন্তচিন্তে শ্রবণ করান বা যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক তজ্জ্ঞা শ্রবণ করেন, তিনি আপন আত্মাকে পবিত্র করেন ॥ ৪৭ ॥

ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রজ্ঞালাভ করেন, ক্ষত্রিয় পাঠ করিলে সমাগরা পৃথিবী লাভ করেন, বৈশ্য পাঠ করিলে নিধিপতি হন এবং শূদ্র সমস্ত পাতক হইতে শুদ্ধ হন ॥ ৪৮ ॥

যিনি পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি নয়টী শক্তিদ্বারা পুষ্ট হইয়া স্থাবর ও জঙ্গমের আলম্বয়রূপ আপনাকে উপরচিত করিয়াছেন, সেই উপলক্ষিতাত্র

স্বসুখনিভৃতচেতা তদ্ব্যুদন্তান্যভাবো
 প্যজ্জিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তুদীয়ং ।
 ব্যতনুত ক্রপয়া যন্তুত্বদীপং পুরাণং
 তমখিল ব্রজিনঘ্নং ব্যাসস্নুং নতোহস্মি ॥ ৫০ ॥

[১২।৩।১:৪—১৫]

কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং
 বিতায় লোকেষু যশঃ পরেযুমাং ।
 বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো
 বচো বিভূতীর্নতু পারমার্থ্যং ॥ ৫১ ॥

স্বরূপ সনাতন ভগবান দেবর্ষভূকে আমরা নমস্কার করি। পুরুষ দুই প্রকার, ঈশ্বররূপ পুরুষটি চিৎশক্তি অধিষ্ঠিত। জীবরূপ পুরুষটি জীব-শক্তি পরিণত। আর প্রকৃতি মহতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বামূহ মাত্রাশক্তি ॥ ৪৯ ॥

যিনি আত্মসুখদ্বারা নিবৃত্তচিত্ত হইয়া অগ্রভাব দূর করিয়াছিলেন, কৃষ্ণের স্নানরলীলাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কৃপাপূর্বক এই তত্ত্বদীপ-স্বরূপ পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিলশাপনাশক ব্যাসপুত্রকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫০ ॥

মহামহারাজগণ লোকে যশবিস্তার করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। পৃথু, পুরুষবা প্রভৃতি সেই রাজাদের কথা যাহা তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, হে পরীক্ষিৎ! সে সব বাগ্‌ভূতি মাত্র, পরমার্থ নয়, তবে তাহাদের ইতিহাসে কিছু কিছু জ্ঞান বৈরাগ্য শিক্ষা হয় বলিয়া বলিয়াছি ॥ ৫১ ॥

যন্তু তমঃ শ্লোকগুণানুবাদঃ
 প্রস্তু যতেহভীক্ষমমঙ্গলয়ঃ ।
 তমেব নিতং শৃণুয়াদভীক্ষং
 কৃষ্ণেহমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতকর্মরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দেশে
 শ্রীভাগবতবিবৃতিনাম তৃতীয় কিরণঃ ।

এই গ্রন্থে অমঙ্গলয় কৃষ্ণগুণানুবাদ বাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই কেবল
 অমলকৃষ্ণ ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ করিবেন । এই দুই শ্লোক
 দৃষ্টি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালা গ্রন্থিত হইল ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং শ্রীভাগবতবিবৃতি
 প্রসঙ্গে তৃতীয় কিরণে মরীচিপ্রভানাম
 গোড়ীয়-ব্যাখ্যা সমাপ্ত ।

চতুর্থঃ কিরণঃ ।

ভগবৎ স্বরূপতত্ত্বং ।

সূতঃ শৌনকাদীন [১২।১৩।১]

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুষন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
বেদৈঃ সাম্পদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সানগঃ ।
ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যন্তান্তং নবিভুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

[১২।১১]

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ং ।
ব্রহ্মৈতি পরমাশ্বেতি ভগবানিতি শক্যতে ॥ ২ ॥

ত্রীকুণ্ঠচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

ভগবৎ পারতম্যং যংকৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরং ।

পীতমানীতমত্রৈব তমদ্বৈতপ্রভুং ভজে ॥

ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র রুদ্র মরুদগণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন, বেদ
বেদাঙ্গ পদক্রম উপনিষদ্ সামগান দ্বারা যাঁহাকে গান করেন, ধ্যানাবস্থিত
তদগতমনা যোগীগণ যাঁহাকে সমাধিদ্বারা দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ
যাঁহার অস্ত্র জানেন না, সেই পরমদেবতা কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

অদ্বয় জ্ঞানকে স্তুষ্যবিশং পুরুষেরা তত্ত্ব বলেন চিন্মাত্রব্রহ্মই সেই তত্ত্বের
প্রথম প্রতীতি । চিদ্বিস্তাররূপ পরমাত্মাই সেই তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রতীতি ।

ব্রহ্মা নারদম্ [২।৬।৪০]

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্‌সম্যাগবস্থিতং ।

সত্যং পূর্ণমনান্তত্বং নিগুণং নিতমব্যয়ং ॥ ৩ ॥

কপিলোদেবহুতিং [৩।৩২।২৬]

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্ ।

দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥ ৪ ॥

জড়ভরতঃ রহুগগম্ [৫।১২।১১]

জ্ঞানং বিশুদ্ধ পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যং ।

প্রত্যক্‌ প্রশান্তং ভগবচ্ছক্সসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥ ৫ ॥

চিদ্বিলাসরূপ ভগবান সেই তত্ত্বের তৃতীয় প্রতীতি । তিন অবস্থায় তিনটি নাম হইয়াছে ॥ ২ ॥

ব্রহ্মপ্রতীতি এইরূপ । বিশুদ্ধ, কেবল চিন্মাত্র, নিঃশেষ প্রতি চেষ্টাবান, সমাগ্‌স্থিত, সত্য, পূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, সত্যনিগুণশূন্য, নিত্য, অব্যয় ক্ষয়োদয়রহিত ॥ ৩ ॥

পরমাত্মপ্রতীতি এইরূপ । জ্ঞানবিস্তৃতিক্রমে ব্রহ্ম অপেক্ষা অধিক বিকসিত পরব্রহ্ম । যাহা কিছু জগতে আছে তাহাতে অবস্থিত, নিরন্তর, পশ্চিমপুরুষ পরমাত্মা । ভগবৎ প্রতীতি এইরূপ । দৃশ্যাদি যাহা কিছু বা কেহ থাকে সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তির পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাব দ্বারা সর্বৈকধর্মপূর্ণ এক অদ্বিতীয় ভগবান প্রকাশ পান ॥ ৪ ॥

বিশুদ্ধ পরমার্থজ্ঞানভেদরহিত, বহির্বর্শূন্য, সত্য, প্রত্যক্‌ দশাবস্থ, প্রশান্ত ব্রহ্মকে ক্রোড়ীভূত করিয়া ভগবৎ শব্দে শব্দিত এক তত্ত্বকে বাসুদেব বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন । তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মপ্রতীতি ও পরমাত্ম-

বসুদেবোভগবন্তঃ [১০।৩।১৩]

বিদিতোসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মা নারদম্ [২।৭।৪৭]

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং

শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বং ।

শকো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো

মায়াপরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ॥

তদৈ পদং ভগবতঃ পরমশ্চ পুংসো

ব্রহ্মোতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকং ॥ ৭ ॥

প্রতীতিকে অন্তর্ভূত করিয়া যে পরমতত্ত্ব প্রকাশ পান তাহাই বাসুদেব ভগবান ॥ ৫ ॥

সেই বাসুদেব দেবকীগর্ভে স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা উদয় হইলে বাসুদেব মহাশয় কহিলেন, আপনাকে বুঝিতে পারিলাম, আপনি শক্তির অতীত সাক্ষাৎ শক্তিমান পরম পুরুষ, কেবলানুভবানন্দ এবং সকলের বুদ্ধিকে দর্শন করেন ॥ ৬ ॥

ভবানন্দ নিত্য প্রশান্ত অভয় প্রতিবোধমাত্র বিশুদ্ধ সং ও অসং এই দুইয়ের সম যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা তদ্ব্যুক্ত । সুতরাং ক্রিয়াময় শব্দ তাহাতে ক্রিয়া করিতে অসমর্থ এবং মায়া বিলজ্জমানা হইয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থান করে। সেই পরমপুরুষ ভগবানের পদকেই বিশোক অজস্রসুখ ব্রহ্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন অর্থাৎ ব্রহ্মই সূর্যাস্থলীয় ভগবানের অঙ্গকান্তি মাত্র ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মা ভগবন্তঃ [৩।১।১১]

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহংসরোজ
আস্মৈ শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং ।
যদযদ্বিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদপুং প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ৮ ॥

মহুর্ভগবন্তঃ [৮।১।১৫]

ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিসজ্জতে ।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেহনু তং ॥ ৯ ॥

দেবা ভগবন্তঃ [১০।২।৩৯]

নতেহভবন্ত্বেশ ভবন্ত কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে ।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিভ্রয়া কৃত্য যতত্বদ্যভয়াশ্রয়ান্ননি ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্ হে নাথ ! তুমি জীবের শ্রুতেক্ষিত পথ
স্বরূপ অর্থাৎ শ্রুত হইয়া ঈক্ষিততত্ত্ববিশেষ । ভক্তিযোগ পরিভাবিত
হংসরোজে উদয় হইয়া থাক । হ্রদয়ে সুবুদ্ধি দ্বারা হে উরুগায়, ভক্তগণ যে
যে রূপ তোমার ভাবনা করেন তুমি সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক সেই
সেই বপুতে প্রকাশ পাও ॥ ৮ ॥

ভগবান পরমেশ্বর । তিনি আত্মলাভে নিত্যপূর্ণার্থ । তিনি যে যে
স্থলে প্রকাশ পান তাহাতে তাঁহার আসক্তি হয় না । যে সকল ব্যক্তি
তাঁহার অনুগত তাঁহারাও কখনই অবসাদ প্রাপ্ত হন না ॥ ৯ ॥

হে ঈশ, তুমি অভয় । আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তোমার
প্রপঞ্চোদয়ে তোমার লীলাবিনোদ ব্যতীত অত্র কোন কারণ নাই । তুমি
অভয়াশ্রয়স্বরূপ । জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ অবিষ্টাদ্বারা তোমাতেই কল্পিত
বলিয়া মনে করে ॥ ১০ ॥

পিপ্লাননে! নির্মিৎ [১১।৩।৩৬—৩৭]

নৈতন্মনো বিশতি বাণ্ডত চক্ষুরাত্মা
 প্রাণেন্দ্রিয়ানিচ যথানলমচ্চিষঃ স্বাঃ ।
 শক্যোপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূল-
 মর্থোক্তমাহ যদূতেন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥ ১১ ॥
 সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
 সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবং ।
 জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তিঃ
 ত্রৈকৈবভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং বৎ ॥ ১২ ॥

[১১।৩।৩৫]

স্থিত্যুদ্ভব প্রলয়হেতুরহেতুরশু
 যৎস্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদহিচ্চ ।

সেই পরমপুরুষ ভগবত্তে মন, চক্ষু, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রবেশ
 নাই। অনলের স্বীয় ফুলিজ যেরূপ অনলকে প্রকাশ করে না, সেইরূপ
 রশ্মিস্থলীর চিংকণ জীব সূর্য্যাস্থলীয় ভোমাকে প্রকাশ করিতে পারে না।
 সুতরাং ভগবত্ত্ব ব্রহ্ম হইতেও দূরূহ। শব্দ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে
 না। কেন না শব্দাদি তাঁহা হইতেই উৎপন্ন। সুতরাং ইহা নয়, ইহা নয়
 করিয়া অবশেষ যাহা থাকে তাহাতে ব্যক্তি সিদ্ধি করে ॥ ১১ ॥

সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণবিশিষ্ট প্রকৃতিসূত্র অর্থাৎ মহত্ত্ব, অহঙ্কার
 (যাহাকে জীবতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জীব বলে) এই সমস্ত শক্তির আধার
 তুমি একতত্ত্ব তাহাতেই জ্ঞান ক্রিয়া অর্থ ফলরূপ সদস্য এবং তদতীত
 পরব্রহ্ম প্রকাশ পায় ॥ ১২ ॥

যিনি এই জগতের স্থিতি উদ্ভব ও প্রলয়ের হেতু এবং স্বয়ং অহেতু ;

দেহেন্দ্রিয়ামুহুদয়ানি চরন্তি যেন
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ ১৩ ॥

সূতঃ শৌনকাদীন [১।৩।৩৮]

ন চাস্ত কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু-
রবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ উতীঃ ।
নামানি রূপাণি মনোবচেভিঃ
সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ ॥ ১৪ ॥

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরশ্চ
দুরন্তবীৰ্য্যশ্চ রথাস্পপাণেঃ ।
যোহমায়য়া সন্ত তয়াহনুবৃত্তা
ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধং ॥ ১৫ ॥

স্বপ্ন জাগর ও সুবুষ্টি অবস্থায় যিনি সৎ এবং সমাধিতে বর্ত্তমান, যিনি দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও হৃদয়ে বিচরণ করেন এবং বাহ্য দ্বারা ভূতসকল জীবিত থাকে, হে নরেন্দ্র ! তিনিই পরতত্ত্ব ॥ ১৩ ॥

জীব কুমনীষ, কেন না তাহার বুদ্ধি অত্যন্ত পরিমিত । অতএব কোন জীবই বুদ্ধিনৈগুণ্যদ্বারা সেই বিধাতার লীলা জানিতে পারে না । যেক্রপ নটব্যক্তির নানাবিধ নামরূপ বিস্তারিত নটচর্য্য অজ্ঞব্যক্তি মন ও বাক্যের দ্বারা জানিতে পারে না তদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

যিনি নিকপটে নিরন্তর অনুবৃত্তিধারা তাঁহার পাদপদ্মগন্ধ ভজন করেন তিনিই কেবল দুরন্তবীৰ্য্য চক্রপাণি পরমেশ্বর বিধাতার পদবী অর্থাৎ তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ১৫ ॥

কুস্তী কৃষ্ণং [১৮৮২৬]

জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্ ।

নৈবাহিত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন গোচরং ॥ ১৬ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতঃ [২।২।১৭-১৮]

ন যত্র কালোহনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ

কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে ।

ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ

ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানং ॥ ১৭ ॥

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্

যন্তেতি নেতীত্যতদ্যৎসিস্ক্রবঃ ।

বিস্ক্র্য দৌরাঅ্যমন্যসৌহৃদা

হৃদোপগুহাইপদং পদে পদে ॥ ১৮ ॥

জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত, জ্ঞান ও শ্রী দ্বারা সমৃদ্ধ মদমুক্ত পুরুষ অকিঞ্চনের
প্রাপ্য ধন যে তুমি, তোমাকে অভিধান করিতে যোগ্য হয় না ॥ ১৬ ॥

দেবতাগণের পরপ্রভু কাল যে পরমেশ্বরে কোন কার্যাক্ষম হয় না,
জগতের বিধাতারূপ অণু দেবতাগণ তাহার কি করিবে? তাঁহাতে সত্ত্ব,
রজ, তম, বিকার, মহত্ত্ব ও প্রধান কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিতে পায়
না ॥ ১৭ ॥

যোগীগণ অতঃ পরিত্যাগ বাসনায় ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়া অনাত্ম্য
দৌরাঅ্য পরিত্যাগ করিয়া অনন্তনৌহৃদদ্বারা হৃদয়ে অর্হপদ শ্রীকৃষ্ণকে পদে
পদে আলিঙ্গন করত বৈষ্ণবপদকে পরমপদ বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ১৮ ॥

[১০।৩৮।২২]

ন তস্য কশ্চিদদয়িতঃ সূহৃত্তমো
ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা ।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোহর্থদঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তঃ [১০।৮৭।২৮]

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর
স্তববলিমুদহন্তি সমদন্ত্যজয়াহ্নিনিমিষাঃ ।
বর্ষ ভূজোহখিলক্ৰিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥ ২০ ॥

সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের কেহ দয়িত বা সূহৃত্তম নাই, কিছুই প্রিয় বা উপেক্ষ্য নাই সত্য, তথাপি তিনি যথা তথা ভক্তগণকে ভজনা করেন যেক্রপ কল্পতরু উপাশ্রিত হইলে অর্থদ হন তৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিগণ বলিলেন, হে প্রভো ! অত্র করণদ্বারা তোমার কার্য্য-
দিদ্ধির প্রয়োজন হয় না, যেহেতু তুমি চিচ্ছক্তির দ্বারা স্বরাট অখিলকারক
শক্তি তুমি স্বভাবত ধারণ করিয়াছ । দেবতাগণ তোমার মান্নাশক্তিকে
আশ্রয়রূপে পাইয়া তোমার বলি বহন করে । বর্ষ ঋগ্বেদের অধিকারী
যেক্রপ অখিল ক্রিতিপতির আজ্ঞা বহন করে সেইরূপ ব্রহ্মাদি বিশ্ব-
সৃজনকারী আপন আপন বর্ষের অধিকারী হইয়া তোমার ভয়ে চকিত
এবং সর্বদা তোমার সম্মান বিধান করেন ॥ ২০ ॥

বহুদেবঃ কৃষ্ণবলদেবো [১০।৮৫।৬]

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরন্তু তাঃ ।

পারতন্ত্র্যাদৈসাদৃশ্যাং দ্বয়োশ্চেষ্টেই চেষ্টতাং ॥ ২১ ॥

[১০।৮৫।১০]

ইন্দ্রিয়ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ ।

অববোধো ভবান্ বুদ্ধৈর্জীবিতানুস্মৃতিঃ সতী ॥ ২২ ॥

[১০।৮৫।১৩]

সত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্ব্যক্তয়শ্চ যাঃ ।

ত্বয়্যাক্ষা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া ॥ ২৩ ॥

মহুর্ভগবন্তঃ [৮।১।১৩]

স বিশ্বকায়ঃ পুরুহুত ঈশঃ

সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পুরাণঃ ।

বিশ্বসৃষ্টা ব্রহ্মাদির যে প্রাণাদি শক্তি সে সমস্তই পরম পুরুষরূপ তোমার শক্তি। তাহারা পরতন্ত্র। তুমি প্রভু তাহারা দাস সূতরাং তোমাদের পরস্পরে সাদৃশ্য নাই। অতএব উভয়ের চেষ্টা তোমার শক্তির দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া তাহারা কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

তুমিই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়, দেবগণ তোমার অনুগ্রহজীবী। তুমি বুদ্ধির অবরোধস্বরূপ জীবের শুদ্ধানুস্মৃতি ॥ ২২ ॥

সত্ব রজ তম মায়াবৃত্তি হইলেও পরব্রহ্মরূপ তোমাতে সাক্ষাৎ যোগমায়ী দ্বারা কল্পিত। যোগমায়ী চিহ্নক্ৰিই ক্রিয়াবতী। তাহার ছায়া মায়্যাক্রি তাহাও তোমাতে সাক্ষাৎ সেই শক্তিদ্বারা পরিকল্পিত ॥ ২৩ ॥

সমস্ত বিশ্বই বাঁহার শরীর, বাঁহার নাম অনেক, যিনি সকলের নিমিত্ত,

ধত্তেহস্ত জন্মান্তজয়াশ্রুত্যা

তাং বিভ্রয়োদস্ত নিরীহ আস্তে ॥ ২৪ ॥

দেবা ভগবন্তঃ [৬।২।৩২]

ওঁ নমস্তেহস্ত ভগবন্নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহা-
পুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারু-
ণিক কেবলজগদাধার লোকৈক্যনাথ সর্বেশ্বর
লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাশ্রয়োগ-
সমাধিনা পরিভাবিত পরিস্ফুটপারমহংস্যধর্ম্মে-
ণোদঘাটিততমঃকবাটদ্বারেহপারিত আত্মলোকে স্বয়-
মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্ ॥ ২৫ ॥

স্বয়ং সত্য চিৎ সূর্য্য, জন্ম রহিত, সনাতন পুরুষ, তিনিই আত্মশক্তিদ্বারা
মার্ম্মাকে ক্রিয়াবতী করিয়া এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ ধারণ করেন এবং
মায়্যশক্তিকে বিভাক্রূপ চিহ্নক্তি দ্বারা দূরে রাখিয়া স্বয়ং নিশ্চেষ্টভাবে
আছেন ॥ ২৪ ॥

তোমাকে নমস্কার । তুমি ভগবান নারায়ণ বাসুদেব, আদিপুরুষ,
মহানুভাব, পরমমঙ্গলস্বরূপ, পরম কল্যাণময়, পরম কারুণিক, কেবল
জগদাধার, সর্ব লোকের একমাত্র নাথ, সর্বেশ্বর, লক্ষ্মীনাথ । পরম-
হংস পরিব্রাজকগণ পরম আশ্রয়োগসমাধি পরিভাবিত করিয়া পরিস্ফুট
পারমহংস্ত্ব ধর্ম্মের সহকারে তোমোদ্বার উদঘাটন করত অপারিতদ্বার আত্ম-
লোককে দর্শন করেন । তুমি স্বয়মুপলব্ধ নিজসুখানুভবস্বরূপ
ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব ॥ ২৫ ॥

ভগবৎস্বরূপগতনিত্যগুণাঃ । ধরনী ধর্ম্মং [১।১৬।২৭-৩০]

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবং ।

শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতং ॥ ২৬ ॥

জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ ।

স্বাতন্ত্র্য্যং কৌশলং কান্তিধৈর্য্যমার্দবমেব চ ॥ ২৭ ॥

প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয় শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ ।

গান্তীর্ঘ্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তিমানোহনহংকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥

এতে চাত্তো চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ ।

প্রার্থ্যা মহত্মমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কহিচিৎ ॥ ২৯ ॥

গুণ দুই প্রকার অর্থাৎ মায়িক সদোষগুণ ও মায়াতীত অপ্রাকৃত গুণ। ভগবানের নিত্যস্বরূপে নিগূর্ণরূপেও যে সকল গুণ আছে তাহা বলিতেছেন। সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, সরলতা, শম, দম, তপঃ, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, নিত্য জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য, আর্দব, প্রাগল্ভ্য, প্রশ্রয়, শীল, সহ, ওজ, বল, ভগ, গান্তীর্ঘ্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, অভিমানশূন্যতা প্রভৃতি অনন্ত গুণ পরিপূর্ণরূপে আছে ॥ ২৬-২৮ ॥

ভগবৎস্বরূপে এই সকল এবং অনেকানেক মহাগুণ নিত্য অবস্থিতি করে। যাহারা মহত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কিছু কিছু এই সকল গুণ লাভ করেন। ভগবৎ স্বরূপ হইতে এই সমস্ত গুণ কদাপি বিযুক্ত হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ চিৎস্বর্য্য। তাঁহাতে সমস্ত চিদগুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত জীবসকলে কতকগুলি বিন্দু বিন্দু ভাবে থাকে। ভক্তিশক্তি দ্বারা এই সকল গুণ সমৃদ্ধ হয় ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মা নারদঃ [২।৬।৩১]

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতং ।

গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥ ৩০ ॥

[২।৬।১৮]

সত্ত্বং রজস্তম ইতি নিগুণশ্চগুণাস্ত্রয়ঃ ।

স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীত মায়া বিভোঃ ॥ ৩১ ॥

[২।৬।১৯]

পাদেষু সর্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিভুঃ ।

অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধোহধারি মূর্দ্ধসু ॥ ৩২ ॥

[২।৬।১৪]

দ্রব্যং কন্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ ।

বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মান্ ন চাত্যোর্থোস্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৩ ॥

মায়িক গুণ অসম্পূর্ণ ও নদোষ । নারায়ণ ভগবানে এই বিশ্ব আহিত আছে । তিনি এই প্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে মায়ার উরুগুণে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্ট্যাদি করেন । বস্তুতঃ তিনি স্বয়ং অগুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনন্তগুণবিশিষ্ট ॥ ৩০ ॥

এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে নিগুণ হইয়াও সত্ত্ব, রজ, তমরূপ তিনটী-গুণ মায়াদ্বারা স্বীকার করেন ॥ ৩১ ॥

সেই স্থিতিপদ পুরুষের চারিটা পদ কল্পিত হইলে একপাদে সর্বভূতের সংস্থিতি হয় । অমৃত, ক্ষেম ও অভয় এই তিন উর্দ্ধস্থানীয় ত্রিপদ । ইহাকেই ত্রিপাদ বিভূতি বলে । এই চতুর্দশ ভুবনময় অধঃস্থপদেই মায়িক বিভূতি । উক্ত উর্দ্ধ ত্রিপাদ বিভূতিই চিহ্নিভূতি ॥ ৩২ ॥

দ্রব্য, কন্ম, কাল, স্বভাব ও জীব এই পাঁচটা অর্থ । তত্ত্বতঃ ইহার

সূতঃ শৌনকাদীন [১।১।৩৭-৫৮]

তময়ং মন্যতে লোকে হসন্তমপি সঙ্গিনং ।

আত্মোপম্যেন মনুজং ব্যপৃথানং যতোহবুধঃ ॥ ৩৪ ॥

এতদীশনমীশশ্চ প্রকৃতিস্থোপি তদুপগৈঃ ।

ন যুজ্যতে সদাঅস্বৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৩৫ ॥

সদাশিবঃ সত্যৈঃ [৪।৩।২৩]

সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশক্তিতং

যদীয়তে তত্র পুমানপারতঃ ।

সত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো

হৃদক্কে মে মনসাভিধীয়তে ॥ ৩৬ ॥

বাসুদেব হইতে পৃথক নয়। বাসুদেবে জীবশক্তি হইতে জীব এবং জড়শক্তি বা মায়াশক্তি হইতে আর চারিটা। শক্তি বস্তু হইতে পৃথক নয়। এক বস্তুরই দুইটা শক্তি দেখ ॥ ৩৩ ॥

সাধারণ মান্বিক লোক নিজ নিজ উপমা দৃষ্টে মনে করে যে কৃষ্ণও আমাদের ত্রায় মানব, জীব জগদ্ব্যাপারে বিমিশ্রত। তাহারা কৃষ্ণতত্ত্ব জানে না, অতএব জড়গুণে অনাসক্ত তত্ত্বকে বুঝিতে না পারিয়া বিষয়ঙ্গী বলিয়া মনে করে ॥ ৩৪ ॥

জীব ঈশিতব্য এবং কৃষ্ণ ঈশ্বর। ঈশ্বরের ঈশিতা এই যে, প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে প্রবেশ করিয়াও প্রাকৃতগুণের দ্বারা যুক্ত হন না। তিনি স্বয়ং সর্বদা আত্মস্থ। কৃষ্ণাশ্রয়া জীব বুদ্ধিও তদ্রূপ হয় ॥ ৩৫ ॥

মহাদেব বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। যে অপ্রাকৃত পুরুষ তাহাতে প্রকাশ পান তিনিই ভগবান বাসুদেব। সেই অখোক্ষজ পুরুষকে মনের দ্বারা আমি প্রণতি বিধান করি ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মা দেবান্ [২।১৫।১৪-১৬]

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সৰ্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ ।

যেহনিমিত্তনিমিত্তেন ধৰ্ম্মেণারাধয়ন্ হরিং ॥ ৩৭ ॥

যত্র চাত্ত্বঃ পুমানাস্তে ভগবাজ্জগদগোচরঃ ।

সত্বং বিষ্টভ্য বরজং স্থানাং নো মৃড়য়ন্ বৃষঃ ॥ ৩৮ ॥

যত্র নৈশ্রেয়সং নাম বনং কামদুগ্ধৈদ্ৰুমৈঃ ।

সৰ্ব্বভূতশ্রীভির্বিভ্রাজং কৈবল্যমিব মূর্তিমং ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতং [২।১৫।১৬]

অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং

বৃত্তং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ ।

যুতং ভগৈঃ স্বেরিতরত্রাচাত্ত্ববৈঃ

স্ব এব ধামন্মমাণমীশ্বরং ॥ ৪০ ॥

ঐশ্বর্যাময় ভগবদ্ধাম কিরূপ তাহা বলিতেছেন । সেখানে যে সকল পুরুষ আছেন সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্তি অর্থাৎ চিদাকার । অনিমিত্ত নিমিত্ত-রূপ ভগবতধর্ম্মের দ্বারা তাঁহারা নিত্য হরিকে আরাধনা করেন ॥ ৩৭ ॥

যেখানে আশ্রয় পুরুষ ভগবৎ শব্দগোচর পরব্রহ্ম আছেন । বিরজ অর্থাৎ অপ্ৰাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ প্রকাশ করত স্বভক্তগণের পালক স্বরূপ তাঁহাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

যেখানে নিঃশ্রেয়স নামক বন আছে, কামকল্পতরু সমূহ সৰ্ব্ব ঋতু-শ্রীদ্বারা শোভিত মূর্তিমান কৈবল্যের দ্বায় ॥ ৩৯ ॥

যেখানে তিনি বসিষ্ঠ সিংহাসনে অবস্থিত পঞ্চবিংশতি শক্তিদ্বারা বৃত্ত স্বীয় ষট্‌ঐশ্বর্য্য যুক্ত এবং দূরগত, অত্রব মায়া ঐশ্বর্য্যাবিত স্বরূপে, নিজধামে সৰ্ব্বৈশ্বর্য্যভাবে রমমাণ ॥ ৪০ ॥

তত্র মাধুর্যমপি শ্রীকৃষ্ণাপ্রকটলীলায়াং [১১।৩১।৬]

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলং ।

যোগধারণয়াগ্নেয়্যাহদন্ধাধামাবিশং স্বকং ॥ ৪১ ॥

[১১।৩১।৯-১০]

সৌদমন্যা যথাকাশে যান্ত্যাহিত্রাভ্রমণ্ডলং ।

গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্ত দৈবতৈঃ ॥

ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দধ্যুর্যোগগতিং হরেঃ ॥

বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা ॥৪২॥

গোপান্ কৃষ্ণঃ গোলোকং দর্শয়তি [১০।২৮।১৩-১৫ ও ১৭]

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিজ্ঞাকামকর্মাভিঃ ।

উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥ ৪৩ ॥

মাধুর্যময় ভগবান্‌র স্মৃতি করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ যে সময় অপ্রকট হইলেন তখন সর্বলোকের মনোহারী স্বতনু অর্থাৎ দ্বিভুজ সুন্দররূপ যাহা ধারণা ধ্যানের মঙ্গলময় আশ্রয়, ক্ষুদ্র যোগীদের দ্বারা যোগাগ্নিতে দন্ধ না করিয়াই যোগমায়া দ্বারা স্বীয় কৃষ্ণ ধাম প্রবেশ করিলেন ॥ ৪১ ॥

সৌদামিনী আকাশে বেক্রপ অভ্রমণ্ডলভেদ করিয়া বায়ু তরুণ সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি মর্ত্যলোকের অলক্ষ্য গতিতে অপ্রকট হইতে লাগিল । ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেই কৃষ্ণ দেবতার মহা যোগ গতি ধ্যান করিতে লাগিলেন । বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় লোকে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

এখন কৃষ্ণলোক বর্ণন করিতেছেন । একদিন কৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন যে আমার গোপ সকল কেহ কেহ বৈকুণ্ঠ হইতে

ইতি সংচিন্ত্য ভগবান মহাকারুণিকো বিভূঃ ।

দশয়ামাস স্বং লোকং গোপানাং তমসঃ পরং ॥৪৪॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং ।

যাক্টি পশুন্তি যুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

নন্দাদয়স্ত তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনিবৃত্তাঃ ।

কৃষ্ণস্ত তত্র ছন্দোভিঃ স্তুয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

আসিয়াছে । লৌকিক লীলায় তাহারা জীব সকলের হুঃখ দেখিয়া কিছু ভগ্নমন হইতে পারে । এই লোকে জীব সকল অবিজ্ঞা কাম কন্মের দ্বারা স্বীয় গতি জানিতে না পারিয়া উচ্চ এবং নীচগতিতে ভ্রমণ করিতেছে, আমরাও কি সেইরূপ অবস্থিধ তব্ব' সাধনসিদ্ধ ভক্তদিগের মধ্যে হইতে পারি ॥ ৪৩ ॥

ভগবান এই চিন্তা করিয়া সাধনসিদ্ধ গোপদিগের প্রতি মহা কারুণিক হইয়া তাহাদিগকে মায়া পারে স্বলোক অর্থাৎ নিত্য গোলোক দেখাইয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

সেই গোলোক কিরূপ তাহা বলিতেছেন । সত্যজ্ঞান অনন্তরূপ যে সনাতন ব্রহ্ম সেই ধামের জ্যোতিঃস্বরূপ । সত্ব রজ তম রূপ গুণ পরিহার করিয়া শুদ্ধপ্রেমী মুনিগণ সমাহিত হইয়া যাহার দর্শন পান, নিগুণ চিন্তায় পরব্যোমগমনাদিজ্ঞানী যোগীদের সম্ভব কিন্তু নিগুণ ভক্তিযোগে লিঙ্গ শরীর ভঙ্গ করিয়া প্রেম যোগীগণ কেবল গোলোক প্রাপ্ত হন আর কেহ তাহা পান না । ইহাই সাধারণ পরব্যোম অপেক্ষা গোলোকের উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠতা ॥ ৪৫ ॥

নন্দাদি নিত্যসিদ্ধ প্রেমময় গোপ সকল গোলোকদর্শন করিয়া এবং

তদবতার বিষয়াঃ । সূতঃ শৌনকাদীন [১।৩।১]

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহাদাদিভিঃ ।

সমুতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৪৭ ॥

[১।৩।৫-২৮]

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং ।

যন্তাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতীর্য্যঙ নরাদয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

স এব প্রথমং দেবঃ কোমারং সর্গমাস্রিতঃ ॥

চ চার দৃশচরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতং ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণকে ছন্দ সকল স্তব করিতেছে দেখিয়া বিস্মিত এবং পরমানন্দে নিবৃত্ত হইলেন । নন্দাদির স্বরূপে গোলোকাগত নিত্য সিদ্ধ প্রেমময় গোপগণ এবং দ্রোণাদি ভক্তগণ বর্ত্তমান ছিলেন । নন্দাদির গোলোক নিত্য দৃষ্ট বস্তু । দ্রোণাদির উপকারের জন্য গোলোক প্রদর্শিত হইল । বস্তুতঃ গোকুল ও গোলোক একই তত্ত্ব । গোলোক গোকুলের বৈভব । সেই বৈভব গোকুলে যোগমায়া কর্ত্তক একটু আবৃত । সে তত্ত্ব আবৃত হয় না । দ্রষ্টা মায়াবদ্ধ জীবের চক্ষুই আবৃত হয় ॥ ৪৬ ॥

এখন ভগবদবতারগণের কথা বলিতেছেন । লোক সৃজন করিবার মানসে ভগবান্ মহাদাদি সংযুক্ত হইয়া ষোড়শ কলা বিশিষ্ট পৌরুষরূপ ধারণ করিলেন । সেই পুরুষ বিষ্ণু ঠাঁহার তিনটি পৃথক পৃথক অবল অর্থাৎ কারণগর্গবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ী এই তিনটি পুরুষাবতার । নানাবতারের নিধানরূপ অব্যয় বীজ বিষ্ণু ঠাঁহার অংশ ও কলাতে দেব তির্য্যক নরাবতারাদি হন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

সেই পুরুষ প্রথমে কোমাররূপে অবতার হইলেন । ব্রাহ্মণ হইয়া

দ্বিতীয়স্ত ভবায়ান্ত রসাতলগতাং মহীং ।

উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥ ৫০ ॥

তৃতীয়ম্বিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ ।

তন্ত্রং সাহিত্যমাচষ্টে নৈক্ষর্য্যং কশ্মণাং যতঃ ॥ ৫১ ॥

তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবুধী ।

ভুত্বাশ্বপশমোপেতমকরোদুশ্চরং তপঃ ॥ ৫২ ॥

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং ।

প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্গয়ং ॥ ৫৩ ॥

ষষ্ঠমত্রেপত্যত্বং বৃতং প্রাপ্তোহনুসূয়রা ।

আশ্বিনিকীমলকায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্ ॥ ৫৪ ॥

অথও ব্রহ্মচর্য্য আচার করিয়াছিলেন । এই পৃথিবী রসাতলগত হন ; তাহাকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে যজ্ঞেশ শৌকরবপু ধারণ করেন ॥ ৪৯-৫০ ॥

তৃতীয়ে দেবর্ষি নারদরূপ ঋষি স্বর্গ অবলম্বনপূর্ব্বক কশ্ম হইতে নৈক্ষর্য্য শিক্ষা দেয় এমনত একটা সাহিত্য তন্ত্র রচনা করেন । তাহাকে নারদ পঞ্চরাত্র বলে ॥ ৫১ ॥

চতুর্থ ধর্ম্মকলা সর্গে নরনারায়ণ ঋষি হইয়া আশ্বোপশম হয় একরূপ দুশ্চর তপস্তা করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

পঞ্চমে সিদ্ধেশ্বর কপিল হইয়া কাল বিপ্লুত সাংখ্যাতত্ত্ব বিনির্গয় করেন । আসুরিকে তাহা শিক্ষা দেন ॥ ৫৩ ॥

ষষ্ঠে অনুসূয়ার গর্ভে অত্রি পুত্র হইয়া অলক ও প্রহ্লাদাদিকে আশ্বিনিকী বিত্তা বলিয়াছিলেন । ৫৪ ॥

ততঃ সপ্তম আকৃত্যাং রুচ্যেজ্জোহভ্যজারতে ।

স যামাভ্যেঃ সুরগণৈরপাং স্বায়ত্ত্ববান্তরং ॥ ৫৫ ॥

অষ্টমে মেরুদেব্যাস্ত নাভেজাং উরুক্রমঃ ।

দর্শয়ন্ বহুধীরাণাং সর্ক্সাশ্রমনমস্কৃতং ॥ ৫৬ ॥

ঋষিভির্ষাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ ।

তুফ্ণেমামোবধীর্ষিপ্রাস্তেনারং স উশত্তমঃ ॥ ৫৭ ॥

রূপং স জগৃহে মাংস্তং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে ।

নাব্যারোপ্য মহীময়্যামপাদৈবস্বতং মনুং ॥ ৫৮ ॥

সুরাসুরাণামুদধিং মথুতাং মন্দরাচলং ।

দণ্ডে কন্ঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ ॥ ৫৯ ॥

ধামন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ ।

সপ্তমে আকৃতি গর্ভে রুচিপুত্র যজ্ঞ হইয়া যামাদি দেবগণের সাহায্যে স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

অষ্টমে নাভিপত্রী মেরুদেবীর গর্ভে উরুক্রম অবতার হইয়া সর্ক্সাশ্রম নমস্কৃত ধীরগণের ধর্ম্মপথ দেখাইয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

নবমে ঋষিদিগের প্রার্থনায় পৃথু হইয়া সেই সুন্দর পুরুষ পৃথিবী হইতে ঔষধি দোহন করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র সংপ্লবে মংস্তাবতার হইয়া মহীময়ী নৌকায় আরোপিত করত বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

দেবাসুর সমুদ্র মন্থন করে, তখন কূর্ম্মরূপী হইয়া পৃষ্ঠে মন্দরাচল একাদশ অবতার ধারণ করেন ॥ ৫৯ ॥

দ্বাদশে ধন্বন্তরীকূপে এবং ত্রয়োদশে মোহিনীকূপে স্ত্রীবেশে অসুরগণকে

অপায়য়ৎসুরানান্যামোহিত্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥ ৬০ ॥

চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদৈতেত্যদ্রমূর্জিতং
দদার করজৈরুরাবেরকাং কটকৃদঘথা ॥ ৬১ ॥

পঞ্চদশং বামনকং কৃত্যাগাদম্বরং বলেঃ ।

পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিংসুস্ত্রিপিষ্টপং ॥ ৬২ ॥

অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মজ্ঞোহো নৃপান্ ।

ত্রিঃসপ্তকৃত্যঃ কুপিতো নিঃস্রব্জামকরোন্মহীং ॥ ৬৩ ॥

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাং ।

চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোহন্নমেধসঃ ॥ ৬৪ ॥

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া ।

সমুদ্ভূতগ্রহাদীনি চক্রে বীৰ্য্যাণ্যতঃ পরং ॥ ৬৫ ॥

মোহিত করিয়া দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

হিরণ্যকশিপু প্রবল অপরাধী হইলে চতুর্দশে নৃসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক
কটকৃৎগণ বেরূপ এরকা বিদারণ করে তদ্রূপ ঐ অসুরকে উরুদেশে রাখিয়া
নখের দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

পঞ্চদশে বামন হইয়া বলির যজ্ঞে গমন করেন । সেখানে পদত্রয়
ভূমি ধাক্কা করেন ; ত্রিপিষ্টপ ইন্দ্রকে দিবেন মনে করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

ষোড়শ অবতারে নৃপগণকে ব্রহ্মজ্ঞোহী দেখিয়া কুপিতভাবে পরশুরাম
মূর্ত্তি গ্রহণপূর্ব্বক একুশবার পৃথিবীকে নিঃস্রব্জ করিলেন ॥ ৬৩ ॥

সপ্তদশে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর হইতে জাত হইয়া অন্নবুদ্ধি লোকের
উপকারের জন্ত বেদতরুর শাখা প্রণয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

অষ্টাদশে শ্রীরামরূপে নরদেব হইয়া দেবকার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী ।
 রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্বয়ং ॥ ৬৬ ॥
 ততঃ কলৌ সংপ্রবৃতে সংমোহায় সুরদ্বিবাং ।
 বুদ্ধোনান্নাং জনসূতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ৬৭ ॥
 অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু ।
 জনিতা বিষ্ণুঘণসো নান্না কন্ধিজগৎপতিঃ ॥ ৬৮ ॥
 অবতারা হসংখ্যেয়া হরেঃ সত্বনিধের্দ্বিজাঃ ।
 যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যু সহস্রশঃ ॥ ৬৯ ॥
 এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ।
 ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৭০ ॥

সমুদ্র নিগ্রহ প্রভৃতি অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

উনবিংশতি ও বিংশতি অবতারে বৃষ্ণিবংশে উৎপন্ন হইয়া ভগবান রামকৃষ্ণস্বরূপে ভূমির ভার হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

কলি সংপ্রবৃত্ত হইলে অসুরদিগকে মোহন করিবার অভিপ্রায়ে কীকটাদিদেবে বৃদ্ধনামা অজ্ঞনসূত হইবেন ॥ ৬৭ ॥

যুগসন্ধিতে রাজাগণ দস্যুপ্রায় হইলে বিষ্ণুঘণা হইতে উৎপন্ন এবং কন্ধিনামে জগৎপতি অবতার হইবেন ॥ ৬৮ ॥

হে শৌনকাদি দ্বিজগণ ! যেরূপ বৃহৎ জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র জল-প্রবাহ বাহির হয়, সেইরূপ সত্বনিধি ভগবান হরির অসংখ্য অবতার হইয়া থাকে । কএকটি বলিলাম । বলিতে অনেক বাকি রহিল । অতিপ্রধান কোন অবতার বলিতে ছন্দরূপে হইবেন তাহার উল্লেখ করিলাম না ॥ ৬৯ ॥

এই সকল অবতারের মধ্যে অনেকেই পুরুষাবতারের স্বাংশ, আবার

প্রহ্লাদঃ শ্রীমুদ্রিংশ [৭।২।৩৮]

ইথাং নৃতির্য্যগৃষিদের বধাবতারৈ
লৌকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোথ স ত্বং ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরমরীচিমালায়ং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে
ভগবৎ স্বরূপতত্ত্বনিরূপণং নাম চতুর্থঃ কিরণঃ ।

অনেকেই শক্ত্যাবেশ বিভিন্নাংশ এবং অংশকলা । কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং
ভগবান । এই কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে । ইহারা সকলেই
অশ্রুপীড়িত লোকসকলকে যুগে যুগে পালন করেন ॥ ৭০ ॥

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি এইপ্রকার নয় তির্য্যক্
ঋষিদের মন্ত্র ইত্যাদি রূপে লোকদিগকে বিভাবিত কর এবং জগৎশত্রু-
দিগকে বিনাশ কর । হে মহাপুরুষ ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নামকৌর্জনধর্ম্ম
ছন্নভাবে প্রচার করিবে । এই জন্ত তোমার নাম ত্রিযুগ । কেননা
ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরমরীচিমালায়ং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে
ভগবৎস্বরূপতত্ত্ব নিরূপণে চতুর্থ কিরণে মরীচিপ্রভা
নাম গোড়ীস্বাব্যাপ্তা সমাপ্তা ॥

পঞ্চমঃ কিরণঃ ।

ভগবৎ শক্তিতত্ত্বং ।

শ্রুতয়ো ভগবন্তং । [১০।৮৭।১৪]

জয় জয় জহজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধকতে ।
কচিদজয়াত্মনা চ চরতোনুচরেন্নিগমঃ ॥ ১ ॥

একা ভগবন্তং । [২।৯।২৬]

যথাত্মমায়োগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতং ।
বিলুপ্তন্ বিশ্বজনং গ্রহন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা ।

প্রতিগণ কহিলেন, হে অজিত তোমার জয় হউক । মহাদোষরূপ ত্রিনগুণবিশিষ্ট অজ্ঞা যে মায়া তাঁহাকে তুমি বিনাশ কর, যেহেতু তাহার ক্ষয়ে তোমার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না । তুমি আত্মশক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি দ্বারা আপনাতে আপনি অখিল ঐশ্বর্য্যযুক্ত আছ এবং চরাচর বিশ্বের অখিলশক্তির অববোধক তোমাকে উপনিষদে আত্মশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া স্থানে স্থানে ব্যক্ত করেন এবং মায়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া মান্নিকবিশ্ব সম্বন্ধে অনুবর্ণন করেন ॥ ১ ॥

আত্মমায়ী স্বরূপশক্তি । তাঁহার যোগে নানাশক্তি দ্বারা উপবৃংহিত এই বিশ্বকে স্বজন গ্রহণ ও সংহার কর । আত্মশক্তিদ্বারা আপনাকে

ক্ৰীড়শ্চমোঘসঙ্কল্প উৰ্ণনাভিৰ্যথোণুতে ।

তথা তদ্বিবরাং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব ॥ ২ ॥

তত্শাক্তৈরনন্তপ্রকারত্বং । সূতঃশৌনকাदीন্ [১।১৮।১৯]

কুতঃ পুনর্গৃণতো নামতশ্চ মহত্তমৈকান্তপরাযণশ্চ ।

যোহনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদগুণত্বাদ্যমনন্তমাত্ত্বঃ ॥ ৩ ॥

তদ্বৈশ্ব যোগমায়াত্বং । ব্রহ্মা কৃষ্ণঃ [১০।১৪।২১]

কোবেতি ভূমন্ ভগবন্ পরাশ্রন্

যোগেশ্বরোতীর্ভবতঞ্জিলোক্যাং ।

ব্রাহো কথং বা কতি বা কদেতি

বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং ॥ ৪ ॥

আপনি ধারণ কর । উৰ্ণনাভি ধেরূপ তত্ত্ব বিস্তার করে তদ্রূপ অমোঘ-
সঙ্কল্প তুমি সর্বত্র ক্রীড়া কর । হে মাধব, সেইরূপ আমাকে তদ্বিবরা
অর্থাৎ সৃষ্টিবিবরা মনীষা অর্থাৎ বুদ্ধি দান কর ॥ ২ ॥

সূত্র কহিলেন, দোঁকুল্যরূপ আমাদের আধি, মহোত্তমদিগের নাম
উচ্চারণে যায়, তখন ভগবানের নাম যাহারা গ্রহণ করেন তাহাদের আর
কথা কি? মহত্তমদিগের একান্ত গতি অনন্তশক্তিবিশিষ্ট সেই ভগবান
তাঁহাতে অনন্ত মহদগুণ আছে বলিয়া তাঁহাকে অনন্ত বলে ॥ ৩ ॥

সেই আশ্রমায়ার নাম যোগমায়া । ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভূমা পুরুষ !
কৃষ্ণ ! হে পরাশ্রা ! হে যোগেশ্বর ! এই ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্
ব্যক্তি ইহা জানে যে তুমি কোথায় কিরূপে কোন্ সময়ে তোমার
যোগমায়া অর্থাৎ স্বরূপশক্তিবিস্তারপূর্বক ক্রীড়া করিয়া থাক ॥ ৪ ॥

প্রবোভগবন্তঃ । ত্রিশক্তিবঃ চিচ্ছক্তিগীবশক্তিমায়াশক্তিরূপত্বঞ্চ

তস্তাঃ [৪।২।১৫]

ত্বং নিত্যমুক্ত পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ ।
যদ্বুদ্ধাবস্থিতমখাপ্তয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমথো ব্যতিরিক্ত আসুসে ॥ ৫ ॥

ধর্মীধর্মঃ [১।১৬।৩০]

ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষ
কামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।
সা ত্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহার
যৎ পাদসৌভগমলং ভজতেহনুরক্তা ॥ ৬ ॥

এব কহিলেন, হে ভগবান ! তুমি নিত্যমুক্ত, পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ আত্মা, কূটস্থ আদিপুরুষ, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং চিচ্ছক্তি গীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিন শক্তির অধীশ্বর । জীব হইতে তুমি ব্যতিরিক্ত তত্ত্ব । অখণ্ডিত আত্মদৃষ্টিদ্বারা জীবের বুদ্ধাবস্থিত অবস্থার দ্রষ্টা । স্থিতি কালে তুমি অধিমথ বিবু । জীবে ও তোমাতে এইরূপ নিত্যভেদ । তুমি স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত, পরিশুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, কূটস্থ অর্থাৎ নিবিষ্কার অনাদি ভগবান গুণাধীশ । জীব স্বভাবতঃ তোমার প্রসাদে মুক্ত হয়, মলিন হইবার যোগ্য, অজ্ঞজ্ঞ, মায়াবিকার প্রবণ, অণুচৈতন্য, ভগহীন, শক্তিহীন ও ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতা বশতঃ পরতন্ত্র ॥ ৫॥

দেখ, হে ভগবান ! তোমার মহিমা কি বলিব । ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি বহুসময়ে যাহার কৃপা কটাক্ষের জন্ত প্রসন্ন হইয়া যাহার প্রতি তপ

হ্লাদিনীসন্ধিনী সন্নিহিতপাশ্চাত্ত্বিকৈবৃত্তয়ঃ । শুকঃ পরীক্ষিতঃ ।

[১০।৩৯।৫৫]

শ্রিয়া পুষ্টি গিরা কান্ত্যা কার্ত্যাতুষ্টিয়োজ্জয়া ।
বিদ্যয়াহবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতং ॥ ৭ ॥

নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণঃ [১০।১৬।৪৬]

নমো গুণপ্রদীপায় গুণাঘ্রাচ্ছাদনায় চ ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসম্বিদে ॥ ৮ ॥

আচরণ করেন সেই শ্রীশক্তি স্বীয় পদ্মবনরূপ নিজাবাস পরিত্যাগ করিয়া
অনুরক্তভাবে তোমার পাদনোভগ ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

সেই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্নিহিতপাশ্চাত্ত্বিকৈবৃত্তয়ঃ ।
শ্রীঃ, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কার্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উজ্জয়া, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়্যা
এই সকল শক্তি বিশেষণ । শ্রী এতলে সম্পদসমূহের সম্পদাত্রী সন্ধিনী
প্রভাব । পুষ্টি স্বরূপ পোষয়িত্রী শক্তি । গী বাকশক্তি বেদাদি । কান্তি শোভা
বদ্যয়া কৃষ্ণস্বরূপের সর্বমাদুর্য্য । কার্ত্তি যশবিস্তারিণী । তুষ্টি হ্লাদিনী ।
ইলা ভূশক্তি । উজ্জয়া লীলাশক্তি । বিদ্যা যথার্থ জ্ঞানশক্তি । অবিদ্যা
হ্লাদিনী পোষিকা আবরণ শক্তি । এই সমস্ত অন্তরঙ্গা শক্তিগত ।
এতদ্ব্যতিরিক্ত বহিরঙ্গা মায়্যাশক্তি এবং তৎপ্রাপ্ত তত্ত্ব শক্তির বিকার
বিশেষ । এই সমস্ত শক্তিদ্বারা ভগবান পরিসেবিত ॥ ৭ ॥

সকল অপ্রাকৃত গুণপ্রদীপস্বরূপ গুণস্বরূপাহনকারী গুণবৃত্তি দ্বারা
উপলক্ষিত স্বীয় সন্নিহিতপাশ্চাত্ত্বিকৈবৃত্তয়ঃ দ্রষ্টা যে তুমি, তোমাকে প্রণাম
করি ॥ ৮ ॥

গন্তেন্দ্রো ভগবন্তঃ । [৮।৩।২৮]

নমো নমস্তভ্যমসহবেগ শক্তিত্রয়াখিলধীগুণায় ।

প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে কদম্ভিরাণামনবাধ্যবন্তে ॥৯॥

ভগবান স্বয়ং অসহবন্ত তদতিরিক্তনর্কমপি তৎশক্তিরূপং ।

ঋং । [৪।২।১৬]

যস্মিন্ বিরুদ্ধগত্যোহনিশং পতন্তি

বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্য্যা ।

তদ্রক্ষা বিশ্ব ভবমেকমনন্তমাত্ৰ-

মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপত্তে ॥ ১০ ॥

মনুষ্কং [৪।১।১৮]

স খন্দিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীৰ্য্যঃ ।

করোত্যকর্ত্তেব নিহন্ত্যহন্তা চেষ্টা বিভূন্নঃ খলু দুর্কিভাব্যা ॥১১॥

অসহ বেগশক্তিত্রয়বিশিষ্ট অখিলধীগুণসম্পন্ন প্রপন্ন পালক, দুরন্ত-
শক্তিবিশিষ্ট, জড়েন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য পথ যে তুমি, তোমাকে বারবার
নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

আমি সেই এক আনন্দমাত্র অনন্ত আপ্ত বিশ্বজনক অবিকার ব্রহ্মকে
প্রপত্তি করি । যে ব্রহ্মকে নিত্যরূপে বিদ্যাদি বিবিধ শক্তি আনুপূর্ণভাবে
পরস্পর বিরুদ্ধগতি হইলেও অবনত হইয়া নিরন্তর সেবা করে ॥ ১০ ॥

সেই বিভক্তবীৰ্য্য ভগবান কালশক্তিদ্বারা গুণপ্রবাহক্রমে এই বিশ্বকে
সৃজন ও পালন করেন এবং অহন্তা হইয়া বিনাশ করেন, সেই বিভূর চেষ্টা
দুর্কিভাব্যা ॥ ১১ ॥

ভ্রমিলঃ নিমিঃ [১১।৪।২]

যো বা অনন্তশ্চ গুণাননন্তাননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ ।
রজাংসি ভূমেৰ্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিলশক্তি-
ধানঃ ॥ ১২ ॥

জড়মায়াএব যোগমায়ায়াচ্ছায়া । ব্রহ্মা নারদঃ [২।৫।১৩]

বিলজ্জমানয়া যশ্চ স্হাতুমীক্ষাপথেহমুয়া ।

বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুদ্ধিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

জড়মায়াএব সত্ত্বরজস্তমগুণবিশিষ্টা [২।৬।৩০]

সৃজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদশঃ ।

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিব্ধক্ ॥ ১৪ ॥

অনন্ত পুরুষের অনন্ত গুণ । যিনি তাহা অনুক্রম করিতে ইচ্ছা করেন
তিনি বালবুদ্ধি । ভূমির বেগুনকল কোন প্রকারে গণিত হইতে পারিলেও
অখিলকালে অখিলশক্তিধাম ভগবানের গুণসমূহ কখনই সংখ্যা করিতে
পারা যায় না ॥ ১২ ॥

জড়মায়াই যোগমায়ার ছায়া । যে জড়মায়া নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত
লজ্জিত হইয়া তাঁহার সীক্ষাপথে অবস্থিত করিতে সক্ষম হয় না, সেই মায়া
দ্বারা মোহিত হইয়া দুৰ্দৃষ্টি ব্যক্তিগণ জড়দেহে আমি ও তদনুগ ব্যক্তি ও
বস্তুতে আমার এইরূপ প্রলাপ বাক্য বলে ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, তাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া আমি সৃষ্টি করি এবং শিব
তদ্বশ হইয়া সংহার করেন । তিনি স্বয়ং পুরুষরূপ অর্থাৎ বিষ্ণুরূপে আমা-
দের মধ্যে বসিয়া স্বয়ং ত্রিশক্তি ধারণপূর্বক বিশ্বকে প্রতিপালন করেন ।
ব্যবহারিক বাক্যে ব্রহ্মা শিবাদির সহিত বিষ্ণুর সাম্য দেখা যায় । তথাপি
বিষ্ণু ঈশ্বর এবং ব্রহ্মা শিবাদি তদ্বশবর্তী আধিকারিক দাস ॥ ১৪ ॥

[২।৭।৪১]

নান্তং বিদাম্যহমমী যুনয়ো প্রজাস্তে
 মায়াবলশ্চ পুরুষশ্চ কুতোহবরা যে ।
 গায়ন- গুণানন্দশশতানন আদিদেবং
 শেবোধুনাপি সমবশ্চতি নাস্তি পারং ॥ ১৫ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতং [২।৯।১]

আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরশ্চানুভবাত্মনঃ ।
 নবটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা ॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয়ো বিজ্ঞরং [৩।৬।২ ও ৩৯]

অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী ।
 যৎ স্বয়ংক্কাবল্যাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে ॥
 কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিরুরুক্রমঃ ।
 ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশং ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, মায়া বল পুরুষের অন্ত আদি জানিনা এবং হে নারদ !
 তোমার অগ্রজ মুনিগণও জানেন না । অপরে কি জানিবে ? সহস্রানন
 আদিদেব শেষ তাঁহার গুণসকল অনাদিকাল হইতে গান করিতেছেন ।
 আজ পর্য্যন্ত তিনিও তাহার পার জানিতে পারেন নাই ॥ ১৫ ॥

তিনি অনুভবস্বরূপ পরতত্ত্ব, হে রাজন্ তাঁহার যে অর্থ সম্বন্ধ স্বপ্নদ্রষ্টা
 স্বরূপ বিষয় দর্শন করে তদ্রূপ । চিহ্নিক্তিই তাহার যোজ্যতা । চিহ্নিক্তি
 অচিন্ত্য ॥ ১৬ ॥

ভাগবতী মায়া মায়িদিগেরও মোহন করে । স্বেচ্ছা পুরুষ স্বয়ং সেই
 মায়াকে নিজে জানেন না, অতুলোকে কি জানিবে ? অনন্তর প্রত্যেক

[৩৬।৪০]

যতোহপ্রাপ্য গুবর্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ ।

অহংকাত্ত্ব ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ১৮ ॥

বিহরো মৈত্রেয়ঃ [৩৭।২-৩]

ব্রহ্মান্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ ।

লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নিগুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৯ ॥

ক্ৰীড়ায়ামুত্তমোৰ্তস্য কামশ্চিক্ৰীড়িষ্যাগত্যতঃ ।

স্বতন্ত্ৰ্যস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদাগত্যতঃ ॥ ২০ ॥

[৩৭।৫]

দেশতঃ কালতো যোসাববস্থাতঃ স্বতোগত্যতঃ ।

অবিলুপ্তাববোধাত্মা স যুজ্যেতজ্জায়া কথং ॥ ২১ ॥

শক্তিই অনন্ত । মায়া ছায়াশক্তি হইলেও মূলশক্তির আনন্ত লাভ করিয়াছে । অনন্তের সীমা অনন্তও জানেন না । কালশক্তিকে ধারণ করিয়া ভগবান ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে ষুগপৎ প্রবেশ করিলেন । তাহাতে সৃষ্টি হইল ॥ ১৭ ॥

যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, আমি যে ব্রহ্মা এবং এই সমস্ত দেবও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় । সেই ভগবানকে নমস্কার বৈ আর কি করিব ॥ ১৮ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! চিন্মাত্র অধিকারী ভগবান কিরূপে লীলার দ্বারা মায়াযুক্ত হন ? নিগুণের গুণক্রিয়া কিরূপে হয় ? কামই ক্ৰীড়ায় উত্তম বাগককে কার্য্য করায়, তিনি কামহীন স্বতঃ তৃপ্ত ও নিবৃত্ত, তাঁহার অত্ম হইতে কি প্রকার লাভ হয় ? যিনি দেশ কাল অবস্থার বশীভূত নন, স্বভাবতঃ যিনি

এতদ্বত্তরং । [৩৭৭৯]

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরূধ্যতে ॥ ২২ ॥

স্বযোগমায়াশক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণলীলা । শুকঃ পরীক্ষিতঃ । [১০।১৪।৫]

সর্বেষামপি বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ ।

তস্মাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তুরূপ্যতাং ॥ ২৩ ॥

উদ্ধবো বিহরং । [৩২।১২]

বিস্মর্ত্যলীলোপরিকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং ।

বিস্মাপনং স্বশ্চ চ সৌভগদ্বৈঃপরংপদং ভূষণভূষণাঙ্গং ॥ ২৪ ॥

অবিলুপ্ত অববোধায় তিনি কিরূপে মায়াশক্তিতে যুক্ত হইতে প্রবৃত্ত হন ? ॥ ১৯—২১ ॥

ইহার উত্তর আর আমি কিরূপে দিব । ভগবন্মায়া ব্যতীত আর কোন কারণ নাই । তুমি বুদ্ধিজনিত জ্ঞানের দ্বারা তাহা বুঝিতে চাও, তাহা হইবে না । বুদ্ধিবিচার সসীম, অসীম তত্ত্বে তাহার গতি নাই । সূত্রায় তোমার বিতর্ক হইতেছে । ভগবৎশক্তি অচিন্ত্য ॥ ২২ ॥

সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে কৃষ্ণলীলা । ইহা যুক্তিদ্বারা কে বুঝিতে পারে ? প্রাকৃতাপ্রাকৃত বস্তু বস্তু আছে তাহার সত্তা কৃষ্ণশক্তির পরিণতি এরূপ নিশ্চিত হইয়াছে । সেই শক্তির একান্ত আশ্রয়স্থান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । অতএব কৃষ্ণব্যতীত অগ্রবস্তুর কি প্রকার সত্তা নিরূপণ করিতে পার ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণমূর্তিটি গোলোকের নিত্যধন । প্রপঞ্চ জগতে স্বীয় যোগমায়া-বলে প্রকটিত করা হইয়াছে । সেই মূর্তি মর্ত্যালীলার উপযোগী । সে এত সুন্দর যে তাহাতে কৃষ্ণের নিজের বিস্মাপন হয় । তাহা সৌভগ শক্তির পরম পদ এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের অলৌকিক এবং অলৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম লৌকিক ॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিতং শুকঃ । [১০।৮।৪৬]

নন্দঃ কিমকরোদ্ভক্ষান্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং ।

যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যঃ স্তনং হরিঃ ॥ ২৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতঃ [১০।৯।১৩]

ন চন্তান্ বহিঃস্যা ন পূর্বং নাপি চাপরং ।

পূর্বাপরং বহিঃচান্তজগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ ২৬ ॥

[১০।৯।২০-২১]

নেমং বিরিক্ণো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎপ্রাপ বিমুক্তিদাং ॥ ২৭ ॥

নায়েং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।

জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২৮ ॥

হে ব্রহ্মন্ নন্দ কি এমন মহোদয় শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন আর মহাভাগা যশোদাই বা কি শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন যে, হরি তাঁহার স্তন পান করেন ॥ ২৫ ॥

সেই কৃষ্ণমূর্তির অলৌকিকতা এই যে, তাহার অন্তর নাই, বাহির নাই। পূর্ব নাই, অপর নাই। জগতের পূর্বাপর বহিঃ অন্তরে যিনি আছেন এবং যিনি জগৎস্বরূপ ॥ ২৬ ॥

বিমুক্তিদাতা কৃষ্ণ হইতে গোপী যশোদা যে প্রসাদ লাভ করেন বিরিক্ণ ভব বা অঙ্গসংশ্রয়া শ্রীও সে প্রসাদ পান না ॥ ২৭ ॥

এই গোপিকাসুত শ্রীকৃষ্ণ আত্মভূত জ্ঞানী দেহীদিগের নিকট সেরূপ সুখলভ্য নন, যেহেতু ভক্তদিগের নিকট সর্বদা সুখলভ্য থাকেন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণস্বরূপপ্রাপ্তাকৃতঃ সর্বোৎকৃষ্টঃ । ব্রহ্মা কৃষ্ণঃ [১০।১৪।২]

অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য

স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোপি ।

নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ

সাক্ষাত্তবৈব কিমুতান্মস্থানুভূতেঃ ॥ ২৯ ॥

[১০।১৪।১৪]

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্বদেহিনা

মাত্ম্যাস্ত্বধীশাহখিললোকসাক্ষী ।

নারায়ণোঽস্মৎ নরভূজলায়না-

স্তচ্যাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ স্বরূপের অপ্রাকৃতত্ব এবং সর্বোৎকৃষ্টত্ব এই যে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া হে দেব ! যে বিষয় দেখাইতেছ তাহা স্বেচ্ছাময়, ভূতময় নয় । এই প্রপঞ্চানীত স্বরূপের মহিমা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না, তবে আর তোমার গোলোকস্থিত আনন্দস্থানুভূতিরূপ এই গোবিন্দমূর্ত্তির মহিমা কি বুঝিব ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! আপনি কি মৎ পিতা নারায়ণ নন, বস্তুতঃ আপনিই মূল নারায়ণ, অখিললোকসাক্ষী সর্বদেহীর আত্মা ও অধীশ্বর । ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ তোমার অংশ । তিনি সর্বনার জাত জলশায়ী । তিনি তোমার অংশ বলিয়া সত্য সচ্চিদানন্দময় । তাঁহাতেও তোমার মায়া থাকে না ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানাদিকারী কঃ । [১০।১৪।২২]

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়

প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।

জানাতি তদ্বৎ ভগবন্মহিম্নো

ন চান্য একোপি চিরং বিচিন্য় ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মা নারদঃ । [৩১।২৩]

এব প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা

যদযৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ ।

তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোপি চেতো

যুঞ্জীত কৰ্ম্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্ ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব সর্বোপরি । কৃষ্ণের বিলাসমুর্ত্তি পরব্যোমপতি ও বলদেব ।

কৃষ্ণের অংশ বিষ্ণু । কৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি ব্রহ্ম । কৃষ্ণলোক বা গোলোক পরব্যোমের সর্বোচ্চ ও সর্বগুঢ় প্রকোষ্ঠ । সেই গোলোকলীলাকে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা এই প্রপঞ্চে ভক্তস্থত বিধানের জন্ত আনিয়াছেন, তথাপি পরব্যোমাদির অতীত তত্ত্ব । এবমুত কৃষ্ণকে কে জানিতে পারে ? ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবান ! তোমার পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদ লেশে বাহারা অনুগৃহীত তাঁহারা ইহা কৃষ্ণ মহিমা ও কৃষ্ণতত্ত্ব জানেন, অন্য কেহ শাস্ত্র ও বুদ্ধিধারা চিরকাল আলোচনা করিয়াও জানিতে পারেন না ॥ ৩১ ॥

এই কৃষ্ণ প্রসন্ন ও বরদ হইয়া রম্যরূপ আত্মশক্তিদ্বারা অবতারভাবে বাহা বাহা করেন সেই স্ববিক্রমে চিত্ত সংযোগ করিলে কৰ্ম্ম শমল দূর হয় ॥ ৩২ ॥

নারদঃ যুধিষ্ঠিরঃ । [৭।১৫।৭৫]

যুয়ং নৃলোকে বত ভুরিভাগা

লোকং পুনান্না মুনয়োভিযন্তি ।

যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্

গুঢ়ংপরং ব্রহ্ম মনুষ্যালিঙ্গং ॥ ৩৩ ॥

দেবাঃ কৃষ্ণঃ [১০।২।৩৪-৩৭]

সত্বং বিশুদ্ধং শ্রুতে ভবান্ স্থিতৌ

শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ ।

বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি

স্তবাইণং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ৩৪ ॥

সত্বং ন চেক্রাতরিদং নিজং ভবে

দ্বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনং ।

আপনারা নৃলোকে ভাগ্যবান কেন না, লোকপবিত্রকারীভক্ত মুনিগণ
আপনাদের গৃহে আইগেন যেহেতু সাক্ষাৎ মনুষ্যালিঙ্গ কৃষ্ণরূপ ব্রহ্ম এখানে
সময়ে সময়ে অবস্থিত হন ॥ ৩৩ ॥

এই স্থিতি সময়ে তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়স্বরূপ প্রকট করিলে, তাহাই
শ্রেয়লাভের একমাত্র উপায়। রসিক ভক্তদিগের কথা দূরে থাকুক
এইরূপকে আশ্রয় করিয়া বৈধব্যাক্তিগণ বেদক্রিয়া যোগ তপ সমাধিদ্বারা
তোমাকে অর্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

তোমার রূপ গুণ বিজ্ঞান প্রকাশক এবং অজ্ঞানভেদ নাশক শুদ্ধ
সদ্ব্যক্ত। কিন্তু মায়িকচক্ষে ইহাকে যদি কেহ মিশ্র তত্ত্ব মনে করেন
এবং মিশ্র সত্ত্ব তোমার নিজের নয় বটে, তথাপি তোমার নির্গুণতা

গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
 প্রকাশতে যন্ত চ যেন বা গুণঃ ॥ ৩৫ ॥
 ন নামরূপে গুণকর্মজন্মভি
 নিরূপিতব্যে তব তন্তু সাক্ষিণঃ ।
 মনোবচোভ্যামনুমের বহ্ননো
 দেবক্রিয়ায়াং প্রতিষন্ত্যথাপি হি ॥ ৩৬ ॥
 শৃণ্বন্ গুণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
 নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে ।
 ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়ো
 রাবিষ্টচিত্তো ন ভবায় কল্পতে ॥ ৩৭ ॥

গুণঃ পরীক্ষিতং [৯১২৪।৩৫]

যস্তাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ
 ভ্রাজৎকপোলসুভগং স বিলাসহাসং ।
 নিত্যোৎসবং ন তত্পুদ্‌শিভিঃ পিবন্ত্যো
 নার্যোনরাশ্চমুদিতাঃ কুপিতা নিমেষ্ট ॥ ৩৮ ॥

প্রকাশের কল এই যে, তিনি ইহাকে চিন্তা করিলে ক্রমে স্বরূপগত
 নিগুণতা লাভ করিবেন । তোমার গুণ ক্রমশঃ প্রকাশ হয় ॥ ৩৫।৩৬ ॥

তোমার মঙ্গলময় নাম রূপ শ্রবণ উচ্চারণ সংস্মরণ ও চিন্তনরূপ
 তোমার উপাসনা ক্রিয়ায় তোমার পাদপদ্মে আবিষ্টচিত্ত হইলে আর জড়
 মস্তকের জন্ম হয় না ॥ ৩৭ ॥

বাঁহার সুন্দর মুখশ্রী তথা মকরকুণ্ডলশোভিত কপোল সৌন্দর্য্য এবং
 সুবিলাস হাসরূপ নিত্যোৎসবামৃত চক্ষুদ্বারা নরনারীগণ পান করিয়া

উদ্ধবো বিহরং [৩২।১১]

প্রদগ্ধা তপ্ততপসামবি তপ্তদৃশাং নৃণাং ।

আদারান্তরধাদ্যস্ত স্ববিস্মং লোকলোচনং ॥ ৩৯ ॥

[৩২।১৩-১৪]

যদ্বর্মানুনোবত রাজসূয়ে

নিরীক্ষ্য দৃক্ স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ ।

কাৎস্ম্যেন চাত্বেহ গতং বিধাতু

রক্ষাক্ স্ততো কৌশলমিত্যমণ্যত ॥ ৪০ ॥

যন্তানুরাগপ্লুতহাসরাস

লীলাবলোকপ্রতিলকমানাঃ ।

ব্রজপ্রিয়ো দৃগ্ভিরনুপ্রবৃত্ত-

ধিরোহবতস্তুঃ কিলকৃত্যশেষাঃ ॥ ৪১ ॥

আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অতৃপ্তিবশতঃ চক্ষুর নিমেষ কর্তা নিমিকে অভিশাপ করিতেন ॥ ৩৮ ॥

অবিষ্টাতাপতপ্ত ব্যক্তিদিগের অবিতৃপ্ত চক্ষুকে স্ববিধ লোকলোচন শ্রীমুক্তি দেখাইয়া অন্তর্দান হইলেন । সেই গোলোকস্থিত নিত্য গোবিন্দ মূর্তির প্রকাশান্তর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন মূর্তি । লোকসকল প্রাকৃত । বদন্তে অপ্রাকৃত তত্ত্ব দৃষ্ট হয় তাহাই লোকলোচন ॥ ৩৯ ॥

ত্রিলোকস্থিত ব্যক্তিগণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে জীবের দৃক্ স্বস্ত্যয়ন (মঙ্গল দর্শন) কৃষ্ণরূপ দেখিয়া বিধাতার মানব নির্মাণের কৌশলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

যাঁহার অনুরাগপ্লুত হাস্য লাস্তলীলা অবলোকন করিয়া নিজের

[৩২।২১]

স্বয়ম্ভুসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ

স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাণ্ডসমস্তকামঃ ।

বলিং হরন্তিশ্চিরলোকপালৈঃ

কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৪২ ॥

[৩২।২৩]

অহো বকীরং স্তনকালকূটং

জিঘাংসরাপায়রদপ্যসাক্ষী ।

লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোহন্যং

কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেমঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীমদগোলকীয়নিতালীলাচিচ্ছক্কা আনীতা । [৩২।২৭]

পরীতো বৎসপৈবৎসাংস্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ ।

বহুভাগ্য লাভ করত ব্রজস্বীগণ চক্ৰ সংলগ্নরূপে অনুপ্রবৃত্ত বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত
কৃত্য শেষ হইয়াছে, একরূপভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ কেমন ? তিনি স্বয়ং ত্রিশক্তির অধীশ্বর । তাঁহার সমান বা
অধিক কেহ নাই । স্বীয় চিত্ত্রাজ্যলক্ষ্মীসেবিত পূর্ণ কাম । লোকপালগণ
দ্বারা প্রদত্ত উপহার এবং তনীয় কিরীট কোটি স্পৃষ্ট ও স্তনপাদপীঠ ॥ ৪২ ॥

অহো ! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বক ভগিনী পুণো কৃষ্ণকে মারিবার
আশয়ে অসাধবীভাবে স্তন কালকূট পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য গতি
লাভ করিয়াছিল । অতএব কৃষ্ণ বিনা আর কে দয়ালু আছে যে, তাঁহার
শরণোপন্ন হইব ? ॥ ৪৩ ॥

কিছু কিছু গোলকীয় অষ্টকালীন লীলাও বর্ণিত হইয়াছে । বৎস-

যমুনোপবনে কুজদ্বিজসঙ্কলিতাজ্জিপে ॥ ৪৪ ॥

[৩২।২৯]

সএব গোধনং লক্ষ্ম্যা নিকেতং সিতগোবৃষং ।

চারয়ন্নুগান্ গোপান্ রণদেগুররীরমং ॥ ৪৫ ॥

[৩২।৩৪]

শরচ্ছশিকটৈর্মুণ্ডং মানয়ন্ রজনীমুখং ।

গায়ন্ কলপদং রেমে জ্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ ॥ ৪৬ ॥

নিত্যলীলাগতানাম্যমপি নিত্যতা । গর্গঃ নন্দঃ ।

[১০।৮।১৩]

আসন্ বর্ণাজ্রয়ো হৃশ্চ গৃহতোহনুযুগং তনুঃ ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৪৭ ॥

পালনিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কুজনকারী পক্ষী সমূহাশ্রিত বৃক্ষমাণ্ডিত যমুনাবুণে বৎস চারণ করিতে করিতে কৃষ্ণ বিহার করেন ॥ ৪৪ ॥

তিনি লক্ষ্মীর আবাসভূমি । শ্বেত গো বৃষ মিলিত গোধন সহিত অমুগত গোপ সমভিব্যাহারে বংশীবাদনপূর্বক গোচারণ করেন ॥ ৪৫ ॥

শরচ্ছত্রের কিরণ মার্জিত রজনীতে আনন্দিত হইয়া কলগীত গান গান করতঃ জ্রীণের মণ্ডলে মণ্ডন স্বরূপে রমণ করিয়াছিলেন । শারদীয় রাসের নিত্যতা কথিত হইল ॥ ৪৬ ॥

গর্গ কহিলেন, হে নন্দ ! তোমার নন্দনের পূর্বে তিনটা বর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল অর্থাৎ শুক্ল, রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ । প্রতি যুগে ইনি শরীর প্রকট করেন । এখন কৃষ্ণতা প্রকট করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

[১০৮।১৫]

বহুনি সন্তি নামানি রূপাণিচ সূতন্ত তে ।
 গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রবণ কলমপি । কৃষ্ণিণী কৃষ্ণঃ । [১০।৫২।৩৭]

শ্রবণ গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃংখলাং তে
 নির্ঝিগু কর্ণবিবরৈর্হরতোদ্রুতাপং ।
 রূপং দৃশ্যং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
 ত্রয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৪৯ ॥

শৌনকাদয়ঃ সূত্রং । [১।১৮।১৪]

কোনাম তুপ্যেদ্রসবিং কথায়াং
 মহত্তমৈকান্তপরায়ণন্ত ।

ইহার গুণকর্ম্মানুরূপ অনেক নাম ও রূপ আছে । সেগুলি আমি
 শাস্ত্রবারা জানি কিন্তু সাধারণ লোকে জানে না ॥ ৪৮ ॥

শ্রবণ ফল শ্রীকৃষ্ণিণী লিখিলেন । হে ভুবনসুন্দর ! হে অচ্যুত ! শ্রবণ
 শক্তি বাঁহাদের আছে তাঁহাদের কর্ণবিবর দ্বারা প্রবিষ্ট তোমার গুণগণ
 তাপ হরণ করে । বাঁহাদের দর্শন শক্তি আছে তাঁহারা চক্ষুদ্বারা তোমার
 রূপ দর্শন করিয়া অখিলার্থ লাভ করেন । তোমার রূপ ও শ্রবণ করিয়া
 আমার চিত্ত তোমাতে নির্লজ্জ হইয়া প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৪৯ ॥

মহত্তমদিগের একান্ত পরায়ণ তুমি তোমার কথা শুনিয়া কে তৃপ্তিলাভ
 করে অর্থাৎ যত তোমার কথা শুনে ততই শুনিতে আগ্রহ বৃদ্ধি হয় ।

নাস্তং গুণানামগুণস্য জগু

যোগেশ্বরো যে ভবপাদ্মমুখ্যঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে
ভগবচ্ছিত্তিত্ত্বনিকূপণং নাম পঞ্চমঃ কিরণঃ ।

ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি যোগেশ্বরগণ তাঁহারা অগুণস্বরূপ তুমি, তোমার গুণ
সকল গান করিতে করিতে অস্ত পান নাই ॥ ৫০ ॥

হ্লাদিনীসারসস্রাষ্টা রাধাশক্তি পরাংপরী ।

সৈব গৌরমহালক্ষ্মী ভক্তে গোড়ে গদাধরং ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্ম রীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে ভগবৎশক্তি
বর্ণনে পঞ্চম কিরণে মরীচিপ্রভা নাম
গৌড়ীয়া ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ষষ্ঠঃ কিরণঃ ।

ভগবদ্ভসতত্ত্বং ।

শ্লোকঃ পদীকৃতঃ কৃষ্ণভাষ্যখিলরসত্বং । [১০৮৩১৭]

মল্লানামশানিনৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোসতাং কিত্তিভূজাংশাস্তাস্বপিত্রোঃ শিশুঃ
মৃত্যুভোজপতে বিরাড়বিদ্বাং তদ্বাং পরং যোগিনাং
বৃক্ষীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রক্ষং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রাস নমঃ ।

যেন বিস্তারিতো গৌরকৃষ্ণা রসসাগরঃ ।

বিশাখিকাস্বরূপঃ তং রামানন্দমহং ভজে ॥

অখিলরসকদম্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কএকটী রসের পরিচয় । যখন
বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঞ্জে উপস্থিত হইলেন, তখন বাহার ঘে রস
সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিল । বীররস প্রিয় মল্লসকল দেখিল যে
সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপ কৃষ্ণ উদয় হইলেন । মধুররসপ্রিয় স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান
মন্মথ দেখিলেন । নরসমূহ জগতের এক নরপতি দেখিলেন । সখ্য বাৎসল্য-
প্রিয় গোপসকল স্বজন বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেন । ভয়াৰ্ত্ত অসং রাজা
সকল শাসনকর্ত্তারূপে কৃষ্ণকে দেখিল । পিতামাতা অতি সুন্দর শিশু দর্শন
করিলেন । ভোজপতি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখিলেন । জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ
বিরাট বিদ্বরূপ দেখিল । শাস্ত্ররসের পরম যোগীসকল পরতত্ত্ব দেখিতে
পাইল । বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে লক্ষ্য করিল ॥ ১ ॥

শৌনকাদয়ঃ সূতঃ । [১।১।১৯]

বয়ন্ত ন বিতুষ্যাম উত্তমঃ শ্লোকবিক্রমে ।

যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ২ ॥

বীরকর্ণাদিরসসম্পূর্ণ গৌণ ভাগবতে বহুস্থলে বর্ণিতঃ যথা কপিলঃ
দেবহুতিঃ । [৩।২।৪৪২]

মদুরাদ্বাদি বাতোরং সূর্যাস্তপতি মদুরাং ।

বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মুত্যাশ্চরতি মদুরাং ॥ ৩ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতঃ [১০।৯।১৮]

স্বমাতুঃ স্মিন্নগাত্রায়া বিস্রম্ভকবরস্রজঃ ।

দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসৌ স্ববন্ধনে ॥ ৪ ॥

শ্রীশৌনকঃ [২।৩।১৮]

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভদ্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত ।

ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোহপরে ॥ ৫ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত ! আমরা কৃষ্ণলীলা শুনিয়া তৃপ্ত হইতেছি
না । যে লীলা শ্রবণ করিয়া রসজ্ঞ পুরুষ পদে পদে স্বাদু লাভ করেন ॥ ২ ॥

বীরকর্ণাদিরসের দৃষ্টান্ত ভাগবতে অনেক স্থলে আছে । দুই একটী
বলিতেছেন । রৌদ্ররস যথা, আমার ভয়ে পবন বহিতেছে, সূর্য্য তাপদান
করিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি দহন করিতেছে ও মৃত্যু বিচরণ
করিতেছে ॥ ৩ ॥

কৃপারস বাৎসল্যগত । কৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, মাতা যশোদা পরিশ্রমে
স্মিন্ন গাত্র বিস্রম্ভকবরমালা হইয়াছেন তখন কৃপা করিয়া স্বীয় বন্ধন
স্বীকার করিলেন ॥ ৪ ॥

জুগুপ্সা যথা । তরুণ কি বাচে না, ভদ্রা কি শ্বাস বহন করে না ?

সৰ্বগৌণরসানাং বিচারো নাবশ্যকমেব । তত্র মুখ্যরসাঃ আদৌ শাস্ত্ররসঃ ।
মনুঃ ক্রবং । [৪।১১।৩০]

তৎ প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ ।

ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রহিৎ বিভেৎশ্চসি মমাহমিতি প্রকৃঢ়ং ॥ ৬ ॥

তথা দাস্তং পরীক্ষিৎ শুকঃ । [১০।১২।১১]

ইথং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্তং গতানাং পরদৈবতেন ।

মায়াপ্রিতানাং নরদারকেণ
সান্নিৎ বিজহুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৭ ॥

গ্রামে পশুগণ কি আহার প্রস্রাবাদি করে না? তবে কেন সংসারী
লোক বৃথা জীবন ধারণ করে? ॥ ৫ ॥

গৌণরসের উদাহরণে আর প্রয়োজন নাই । মুখ্য পঞ্চরসের মধ্যে
আদৌ শাস্ত্ররস । মনু কহিলেন, প্রত্যগাত্মা অনন্ত ভগবান আনন্দমাত্র
সমস্ত শক্তি উৎপন্ন পুরুষে ভক্তিবিশানপূর্বক ক্রমে ক্রমে মম অহং এইরূপ
অবিদ্যাগ্রহি নাশ করেন ॥ ৬ ॥

দাস্তের উদাহরণ । কৃষ্ণের বনবিহারে রক্তক পত্রক প্রভৃতি
দাস্তরসের কৃতাতিপুণ্যপুঞ্জভক্ত সকল ষোগমায়াপ্রিততা প্রযুক্ত পরদেবতা
নররূপী কৃষ্ণের সহিত ব্রহ্ম সুখানুভূতি ক্রমে তাঁহারা বিহার করিয়া-
ছিলেন ॥ ৭ ॥

তথা সখাং ব্রহ্মা কৃষ্ণং । [১০।১৪।৩২]

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজোকসাং ।

যশ্চিদ্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ৮ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতঃ [১০।১৮।২৪]

উবাহ কৃষ্ণে ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতং ।

বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীমুতং ॥ ৯ ॥

তথা দাহমিশ্রং সখাং । ব্রহ্মা কৃষ্ণং [১০।১৪।৩৪ ৩৫]

তদুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যং

যদেগাকুলোপি কতমাজ্জিৱজোভিষেকং ।

যজ্জীবিতং তু নির্খিলং ভগবান্ মুকুন্দ-

স্বত্মাপি যৎপদরজঃ শ্রুতমুগ্যমেব ॥ ১০ ॥

এবাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন

শ্চেতো বিশ্বফলাৎফলং তদপরং কুত্রাপ্যয়নুহতি ।

নখোর উদাহরণ । অহো কত ভাগ্যে, পূর্বব্রহ্ম সনাতন পরমানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণ নন্দ ব্রহ্মবাসী গোপদিগের মিত্রস্বরূপ প্রতীত হইতেছেন ॥ ৮ ॥

মল্লগুদে পরাজিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করিতে লাগিলেন । ভদ্রসেন ছদ্মবেশী বৃষকে এবং বলদেব ছদ্মবেশী প্রলম্বকে বহন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, অহো ! এই বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করা ভূরিভাগ্যের বিষয় । বিশেষ গোকুলবনমধ্যে তব্বাসী কাহার পদরজ দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া যায় । সেই গোকুলবাসীদিগের পক্ষে ভগবান্ মুকুন্দই জীবনস্বরূপ । সেই কৃষ্ণের পদরজ অত্যাধিক শ্রুতিগণ অনুসন্ধান করিতেছেন ॥ ১০ ॥

হে দেব ! এই ঘোষবাসীদিকে যে তুমি কি ফল দিবে তাহা বুঝিতে

সদৈশাদিব পুতনাপি সকুলা ভ্রামেব দেবাপিতা
যদ্বামার্থমুহ্মৎপ্রিয়ান্নতনয়প্রাণাশয়ত্বংকৃতে ॥ ১১ ॥

ঋবঃ কৃষ্ণঃ । [৪।৯।১৭]

সত্যাশিবোহি ভগবৎস্তব পাদপদ্ম
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমুত্তৈঃ ।
অপ্যেবমর্থ্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাস্ত্রেব বৎসকমনুগ্রহকারোহস্মান্ ॥ ১২ ॥

তথা বাৎসল্যং । শুকঃ পরীক্ষিতঃ । [১০।৬।৪০]

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণং ।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোহজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ১৩ ॥

পারি না । বিশ্বক্‌স্বরূপ তুমি তোমার অতিরিক্ত অন্ম কি ফল আছে,
তাহা আমাদের চিত্তে মোহ হয় । হে দেব । পুতনা সদৈশ দ্বারা
নিজকুল সহিত তোমাকে পাইয়াছে । কিন্তু ঘোষবাসীগণের গৃহ অর্থ
মুহ্মৎ প্রিয় আত্মা তনয় প্রাণ আশয় সকলই তোমার উদ্দেশে । এস্থলে
ইহাদের ফল কি দিবে ॥ ১১ ॥

হে ভগবন্ ! অনুভজনকারীর সম্বন্ধে তুমি পুরুষার্থ মুক্তি । তোমার
পাদপদ্মই সত্য আশীষ স্বরূপ ফল । হে আৰ্য্য ! তুমি ভগবৎ স্বরূপ ;
গাভী স্বরূপ বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং অন্ম বিষ্বরূপ বৃকাদি হইতে
রক্ষা করে, দীনস্বরূপ আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিপালন কর ॥ ১২ ॥

সেই মাতৃবৎ গোপীগণের কৃষ্ণে সর্বদা পুল্ল দৃষ্টি ছিল । পুনরায়
তাহাদের আর সংসাররূপ অজ্ঞানসম্ভব কল্পনা করা যাইতে পারে
না ॥ ১৩ ॥

[১০।১১।৫৮]

ইতি নন্দাদয়ো গোপঃ কৃষ্ণরামকথা মুদা
কুর্ষতে রমমাণাশ্চ নাবিদন্ ভববেদনাং ॥ ১৪ ॥

কুন্তী কৃষ্ণঃ [১।৮।৩১]

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসিদাম তাবদ্
যাতে দশাশ্রকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষং ।
বক্তুং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতশ্চ
সামাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ ১৫ ॥

গোপ্যঃ উদ্ধবঃ । [১০।৪৬।১৮]

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণে মাতরং সুহৃদঃ সখীন ।
গোপান্ ব্রজঞ্চাননাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিং ॥ ১৬ ॥

নন্দাদি গোপ এই প্রকার আনন্দের সহিত রামকৃষ্ণকথা বলাতে
তাঁহারা আর ভব বেদনা পান নাই। দ্রোণাদির পরে বৈকুণ্ঠ গমন
হইয়াছিল। গোলোকীয় নন্দাদির কথা একরূপ নয় ॥ ১৪ ৷

কুন্তী কহিলেন, হে কৃষ্ণ! বশোদা গোপী তোমাকে অপরাধী
দেখিয়া দামবদ্ধ করিলেন। তখন তোমার অশ্রু সমূহ দ্বারা অঞ্জন
বিলুপ্ত হইল। তুমি আপনার মুখ লুকাইয়া ভয় ভাবনায় স্থিত হইলে
তোমার যে দশা হইল তাহা আমাকে বিমোহিত করে। ভয় বাহাকে
ভয় করে তাহার একরূপ দশা ॥ ১৫ ॥

উদ্ধবকে গোপীগণ কহিলেন, আহা আমাদিগকে, স্বীয় মাতাকে,
সুহৃদ সখাদিগকে, স্বীয়ব্রজকে, গাভী সকলকে, বৃন্দাবনকে ও গোবর্দ্ধন
গিরিকে তিনি কি স্মরণ করেন? ॥ ১৬ ॥

[১০।৪৬।২৯]

তয়োরিথং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ ।

বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা ॥১৭॥

অত্রমধুররসে অচিন্ত্যশক্তিপ্রকাশঃ । শুকঃ পরীক্ষিতং [১০।৬৯।২]

চিত্রং বতৈতদেकेन বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।

গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং জিয় এক উদাবহৎ ॥১৮॥

ঐশ্বর্য্যাং মাধুর্য্যাত্মকং । নাগপত্ন্যাঃ কৃষ্ণং [১০।১৬.৩৬]

কস্থানুভাবোশ্চ ন দেব বিদ্রাহে

তবাজ্জিরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।

যদ্বাঞ্জুরা শ্রীললনা চরতপো

বিহার্য কামান্ সূচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১৯ ॥

নন্দ যশোদার ভগবান কৃষ্ণে এই প্রকার ভাব অনুরাগ দেখিয়া
আনন্দে উদ্ধব প্রশাদি করিলেন ॥ ১৭ ॥

ঐশ্বর্য্যগত মধুররসে অচিন্ত্যশক্তিপ্রকাশ । নারদ কহিলেন, ইহা বড়
বিচিত্র একস্বরূপে কৃষ্ণ একই সময়ে ষোড়শসহস্র স্ত্রীকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
বিবাহ করিলেন । ইহা কোন প্রকার ষোগদ্বারা সিদ্ধ হয় না, কেবল
যোগমায়েশ্বর কৃষ্ণই করিতে পারেন । ১৮ ॥

নাগপত্নীগণ কহিলেন, হে দেব ! এই কালীয়েয় কি স্মৃতি ছিল যে,
সে তোমার পদরেণু স্পর্শাধিকার লাভ করিল ? আমরা সে স্মৃতির
অনুভাব বুঝিতে পারি না । কেননা এই পদরেণু প্রার্থনায় ললনা লক্ষ্মী
নারায়ণ সেবাদি কাম ত্যাগ করিয়া বহুদিন ধৃতব্রত হইয়া তপ করিয়া-
ছিলেন । তাহাতে তিনি পাইলেন না । বোধ হয় যে তোমার অহৈতুকী
কৃপাই মূল ॥ ১৯ ॥

ঐশ্বর্য্যভাবশ্চ ন কৃষ্ণসেবা । উদ্ধবঃ । [১০।৪৭।৬০-৬১]

নায়েং শ্রিয়োহংগ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
 স্বর্ঘ্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ
 রাসোৎসবেহং ভুজদগুগৃহীতকণ্ঠ-
 লক্কাশিবাং য উদগাদ্ভুজসুন্দরীণাং ॥ ২০ ॥
 আসামহো চরণরেণুজুবামহং স্মৃতাং
 বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং ।
 যা দৃস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
 ভেঙ্কুমু'কুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাং ॥ ২১ ॥

[১০।৪৭।৬০]

বন্দেনন্দব্রজস্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষণঃ ।

যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥ ২২ ॥

ঐশ্বর্য্যমরী লক্ষ্মীর কৃষ্ণসেবা ভাগো হয় নাই । উদ্ধব কহিলেন, ব্রজসুন্দরী গোপীদিগের ভাগ্যের কথা কি বলিব, রাসোৎসবে কৃষ্ণের ভুজদগুগৃহীতকণ্ঠ হইয়া যে আশীষলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত রতিপ্রসাদ বলিয়া লক্ষ্মী প্রাপ্ত হন নাই । নলিন গন্ধবিশিষ্ট স্বর্ঘ্যোষিদিগপও প্রাপ্ত হন নাই । অন্ত যোষিদিগের কথা কি বলিব ॥ ২০ ॥

ব্রজসুন্দরীদিগের ভাগ্য কেহই পাইল না, বৃন্দাবনে গুল্মলতৌষধীগণের মধ্যে জন্ম লাভ করিলে ইহাদের চরণ রেণু সেবা করিতে পাই, কেননা ইহারা দৃস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্য পথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের বিমৃগ্য কৃষ্ণপদবী ভজন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

যে নন্দব্রজস্রীগণের হরিকথার উদগীত ত্রিভুবন পবিত্র করে তাঁহা-
 দিগকে আমি নিরন্তর বন্দনা করি ॥ ২২ ॥

নন্দঃ উদ্ববঃ [১০।৪৭।৬৬]

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়া ।

বাচোহভিধায়িনীর্নান্না কায়ন্তং প্রস্রবাতিমু ॥ ২৩ ॥

উদ্ববঃ । [১০।৪৭।৫৮]

এতাঃ পরং তনুভূতো ভুবি গোপবন্ধো

গোবিন্দ এবমখিলায়নি রূঢ়ভাবাঃ ।

বাঞ্ছন্তি যদ্ববভিরো মুনয়ো বয়ঞ্চ

কিং ব্রহ্ম জগ্গভিরনন্তকথারসশ্চ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা । [১০।১৪।৩১]

অহোতিথ্যা ব্রজগৌরমণ্যঃ

স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে যুদা ।

নন্দ কহিলেন, আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় করুক । বাক্য তাঁহার নামের অভিধান করুক । কায় সেই কৃষ্ণ বন্দনাদি করুক ॥ ২৩ ॥

জগতে গোপবধূগণ যে তনু ধারণ করিয়াছেন তাহা ধন্য । সিদ্ধ গোপীদিগের অপ্ৰাকৃত দেহের ত কথা নাই । সাধনসিদ্ধদিগের ব্রজে গোপীদেহ প্রাপ্তি ও মহাফল । এই দেহধারী নন্দ ব্রজবাসী গোপীগণ সর্বতোভাবে পরম ধন্য । অখিলায়া গোবিন্দে তাঁহাদের এরূপ অধিকৃত ভাব । ভবভীত মুনীগণ ও আমরা দাস্তানিরসের পার্শ্বদবর্গ এই ভাব সর্বদা বাঞ্ছা করি, কেন ইহা আমাদের পক্ষেও দুর্লভ । অনন্তকথারসে যাহারা মগ্ন তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মজগৎ অকিঞ্চিৎকর ॥ ২৪ ॥

ব্রজের গো সকল ও রমণী অতি ধন্য কেননা কৃষ্ণ তাঁহাদের স্তন্য আনন্দের সহিত পান করিয়াছেন । কেননা বহু যজ্ঞাদিতে যাহার

যাসাং বিভো বৎসতরাশ্চজ্ঞানা

যত্ৰপ্তয়েহত্ৰাপ্যথ নালমধ্বরাঃ ॥ ২৫ ॥

মাথুরমণী । । [১০।৪৪।১৪-১৬]

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদযুষ্য রূপং

লাবণ্যসারমসমোদ্ধমন্যসিদ্ধং ।

দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ

মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বর্য ॥ ২৬ ॥

যা দোহনেহবহননে মথনোপলেপ

প্রেমোৎখানার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জুনাদৌ ।

গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োহশ্রকণ্ঠ্যো

ধন্যা ব্রজদ্রিয় উরুক্রমচিন্তয়ানাঃ ॥ ২৭ ॥

প্রসাদ এ পর্য্যন্ত কর্মীগণ পান নাই, যে প্রভু যাহাদের তৃপ্তির জন্ত বৎসতর ও আশ্রয়রূপ হইয়া স্তন পান করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

মাথুর নাগরীগণ বলিলেন, আহা ! গোপীগণ কি তপস্তাই করিয়া-
ছিলেন, যে কৃষ্ণের অনন্তসিদ্ধ অসমোদ্ধ, লাবণ্যসারমরূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের
দ্বারা পান করিয়াছিলেন । এই রূপটি তৃপ্তাপ্য, প্রতিক্ষণে নূতন নূতন
রূপে প্রকাশিত, যশঃশ্রী ও ঐশ্বর্যের একান্ত ধামস্বরূপ ॥ ২৬ ॥

সে ব্রজরমণীগণ দোহন, তুষাপকরণ, দধিমহন ও উপলেপন,
দোলন, উক্ষণ, বালক রোদন ও মার্জ্জুনাদি সময়ে অনুরক্তচিত্তে
অশ্রকণ্ঠ হইয়া সর্বদা চিত্তের আকৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান কৃষ্ণ বিষয় গান
করেন ॥ ২৭ ॥

প্রাতঃপ্রজ্ঞাদ্রজত আবিশতশ্চ সায়াং
গোভিঃ সমং ক্রণয়তোহস্ম নিশম্য বেণুং ।
নির্গম্য তূর্ণমবলা পৃথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সন্মিতমুখং সদয়াবলোকং ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্য্যঃ । সূতঃ শৌনকাদীন । [১।১১।৩৫-৩৬]

স এব নরলোকেস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়রা ।

রেমে জীরত্বকূটস্থে। ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥ ২৯ ॥

উদামভাবপিপ্তনামল বঙ্কহাস-

ব্রীড়াবলোকনিহতোহমদনোপি যাসাং ।

সংযুহ্য চাপমজহাং প্রমদোত্তমাস্তা

যন্তেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ ॥ ৩০ ॥

প্রাতঃকালে ব্রজ হইতে যখন কৃষ্ণ গোচারণে যান এবং সন্ধ্যাকালে
ব্রজে ফিরিয়া আসেন এবং গোপ সকলের সহিত বেণু বাদন করিতে
থাকেন, সেই বেণু শ্রবণ করিয়া অবলাগণ শীঘ্র গৃহ হইতে বাহির
হইয়া বহু পুণ্য পথিমধ্যে সদয় দৃষ্টি এবং সন্মিত বদনযুক্ত কৃষ্ণকে
দেখেন ॥ ২৮ ॥

এই কৃষ্ণ স্বীয় চিহ্নতির দ্বারা নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্ত্রী
রত্ন মধ্যস্থ ভগবান্ প্রাকৃত মনুষ্যের ত্রায় রমণ করিয়াছিলেন । উদাম
শোভামধুর বাক্য অমলমধুরহাস লজ্জাবলোকদ্বারা নিহত অপকৃষ্ট অর্থ্যং
প্রাকৃতমদনসম্মোহিত হইয়া ধনুক ত্যাগ করিয়াছিল । সেই প্রমদোত্তমা
জীগণ সমগ্রসরতি প্রযুক্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও যাহার ইন্দ্রিয় বিমথন
করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ২৯।৩০ ॥

[১০।১৯।১৫]

গাঃ সংনিবর্ত্য সায়াহ্নে সহ রামো জনার্দনঃ ।
 বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদেগোটেপরভিষ্টুতঃ ॥
 গোপীনাং পরমানন্দ আসীৎ গোবিন্দদর্শনে ।
 কৃষ্ণং যুগশতমিব যাসাং যেন যেনাহভবৎ ॥ ৩১ ॥

গোপ্যঃ । [১০।২১।৭]

অক্ষথতাং ফলমিদং ন পরং বিদ্যামঃ
 সখ্যঃ পশুননু বিবেশয়তো বয়শ্চেঃ ॥
 বস্ত্রুং ব্রজেশসুতয়োরনুবোজুষ্ঠুং ।
 যৈ বৈ নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং ॥ ৩২ ॥

[১০।২১।৯]

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
 দর্শমোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং ।

সায়ংকালে গরু কিরাইয়া বলরামের সহিত কৃষ্ণ বেণু বাজাইতে
 বাজাইতে গোপগণ কর্তৃক অভিষ্টুত হইয়া আসিতেছেন । গোবিন্দ
 দর্শনে পরমানন্দ হইল । কৃষ্ণের বিচ্ছেদে তাঁহাদের একক্ষণও যুগশতের
 তায় অতিবাহিত হয় ॥ ৩১ ॥

হে সখীগণ ! রামকৃষ্ণ গাভীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বয়স্রগণের সহিত
 প্রবেশ করিতে করিতে বেণুবাদিত নিক্ষিপ্ত অনুরক্ত কটাক্ষপাত যাহারা
 করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণ মুখচন্দ্র দর্শন করা অপেক্ষা চক্ষুস্থান্দিগের যে
 আর অধিক কিছু ফল আছে তাহা জানি না ॥ ৩২ ॥

হে গোপীসকল, এই বেণু কি পুণ্য আচরণ করিয়াছে যে, গোপীদিগের

ভুঙপ্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হৃদি ন্যো
হস্যত্বচোহশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ৩৩ ॥

[১০.২১।১২]

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রদ্ধা চ তৎকনিতবেণুবিবিক্তগীতং ।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরন্তুন্নসারা
ব্রহ্মপ্রসূনকবরা মুমুর্হুর্ধ্বিনীব্যঃ ॥ ৩৪ ॥

[১০।২১।১৫]

নদ্যন্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ।
আলিঙ্গনস্থগিতমুন্মিভুজৈর্মুরারে
গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারীঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রাপ্য কৃষ্ণাধরমুখা পান করে । তাহার অবশিষ্ট রসগানের সহিত হৃদি নী
প্রাপ্ত হয়, এবং তরুসকল দ্বষ্টত্ব হইয়া অশ্রমোচন করে । তরুসকল মনে
করে ভাল, আমাদের বংশে একরূপ একটি বংশধর উৎপন্ন হইয়াছে, ষেকরূপ
আর্য্য পুরুষগণের কূলে একটি বৈষ্ণব হইলে সুখী হন তদ্রূপ । ৩৩ ॥

দেখ ! বনিতাদিগের উৎসবরূপ ধর্ম্ম যাহাতে আছে, একরূপ কৃষ্ণরূপ
দর্শন করিয়া এবং তাঁহার কনিতবেণুগীত শ্রবণ করিয়া বিমানগতা
দেবীগণ কামদ্বারা বিগতসার, ব্রহ্মপ্রসূন কবর ও স্থলিতনীবি হইয়া
মোহিত হইয়া পড়িতেছেন । ৩৪ ॥

নদীগুলি কৃষ্ণগীত শ্রবণ করিয়া ও কৃষ্ণ ভ্রমণ দর্শন করতঃ কামকৃত
তগ্নবেগ হইল এবং কৃষ্ণের ভুজ আলিঙ্গনদ্বারা স্থগিত উন্মি হইল । কৃষ্ণের

[১০।২১।১৮-১৯]

হস্তায়মাজ্জিবলা হরিদাসবর্যো

যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।

মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োৰ্যং

পানীয়স্ব্যবসকন্দরকন্দরমূলৈঃ ॥ ৩৬ ॥

গা গোপৈকরনুবনং নয়তোরুদার-

বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভুংসু সখ্যং ।

অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরুণাং

নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়ো বিচিত্রং ॥ ৩৭ ॥

অত্র বিপ্রলভ্যে প্রীত্যাধিক্যং । গোপাঃ [১০।৩৯।১৯]

অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া

সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ ।

পদযুগলে পদ্য উপহার দিয়া পদধারণ করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

হে অবলা! হে সখীগণ! আশ্চর্য্য দেখ! এই হরিনাস প্রধান
গোবর্দ্ধনগিরি রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদে মত্ত হইয়া গোগণ, সকলের পানীয়
ধাস ও কন্দমূল ইত্যাদি দান করিয়া পূজা করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

হে গোপীগণ! আর একটি বিচিত্র বিষয় দেখ। গো গোপ সহিত
বলদেবের পশ্চাৎ চলিতে চলিতে কৃষ্ণ বেণু গান দ্বারা তনুধারীদিগের
পরমানন্দ বিস্তার করিতেছেন। চরণগণের স্পন্দনহীনতা এবং তরু প্রভৃতি
স্থাবরদিগের পুলক বিস্তারপূর্বক নির্যোগ ও পাশ ছাদনদড়ি বহনপূর্বক
গোপ লক্ষণে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

বিপ্রলভ্যে প্রীতির আধিক্য। গোপীগণ কহিলেন, হে বিধাতঃ!

তাং শ্চাক্রুতার্থান্ বিযুনক্ত্য পার্থকং

বিচেষ্টিতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ৩৮ ॥

[১০।৩৯।২২]

যস্থানুরাগললিতস্মিতবল্লভমন্ত্র

লীলাবলোকপরিরন্তরণরাসগোষ্ঠ্যাং ।

নীতাঃস্ম নঃ কৃণামিব কৃণদা দিনা তং

গোপ্যঃ কথং স্বতিতরেম তমো দুরন্তং ॥ ৩৯ ॥

[১০।৩৯।৩৭]

তা নিরাশা নিবরতুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে ।

বিশোকো অহনো নির্যুগায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতং ॥ ৪০ ॥

রাধিকালমরঃ । [[১০।৪১।২১]

অপি বত মধুপুর্য়ামাষ্যপুল্লোহধুনাস্তে

স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধুং শ্চ গোপান্ ।

তোমার দয়া নাই । দেহীগণকে মৈত্রীদ্বারা সংযুক্ত করিয়া অকৃতার্থ অবস্থাতেই তাহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছেদ করাও । তোমার চেষ্টা বালক চেষ্টার জায় বুধা ॥ ৩৮ ॥

যাহার রাসলীলায় অনুরাগ, ললিতহাস, মদুনা, লীলাবলোক ও আলিঙ্গনে আনন্দিত হইয়া আমরা রাত্ৰিকে কৃষ্ণের জায় ব্যপিত করিয়াছি, এখন তাঁহার বিচ্ছেদে এই দুরন্ত ক্লেশরূপ তম ক্রুরপে অতিবাহিত করিব ॥ ৩৯ ॥

এই গোপীসকল কৃষ্ণ মথুরা গেলে নিরাশ হইয়া - নিবৃত্ত হইলেন এবং বিগতশোক হইয়া কৃষ্ণচেষ্টিত লীলাগান করিতে করিতে দিনসমূহ ব্যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

আহা আমাদের আর্ঘ্যপুল্ল অধুনা মথুরায় আছেন কি ? তিনি পিতৃ

কচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরু সুগন্ধং মূর্দ্ধন্যাস্ত্রং কদানু ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ পত্নী [১০।৪৭ ৩৪-৩৭]

যত্নহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাং
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ততে ।
জ্ঞীণাঞ্চ ন তথা চিত্তং সন্নিকৃষ্টেক্ষিগোচরে ॥ ৪২ ॥

ওত্র সাধনসিদ্ধানাং ।

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেন্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ ।
অলঙ্করাসকল্যাণ্যোমাপূর্নদীর্ঘ্যচিন্তয়া ॥ ৪৩ ॥

গৃহ ও গোপবন্ধুগণকে কি স্মরণ করেন? হে সৌম্য উদ্ভব! আমরা
তঁাহার কিঙ্করী, আমাদের কথা কি কখন বলেন? কখন কি তিনি
আসিয়া আমাদের মস্তকে অগুরু সুগন্ধি হস্ত অর্পণ করিবেন ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ লিখিতেছেন, হে গোপীবৃন্দ! প্রিয়দর্শী তোমরা তোমাদের
নিকট হইতে আমি যে দূরে আছি, সে কেবল তোমাদের মনের নিকট
থাকিয়া আমার অনুধ্যান বৃদ্ধি কামনায়। জ্ঞীগণের দূরগত প্রিয়পাত্রের
যে রূপ মন আবিষ্ট হইয়া থাকে সে রূপ চক্ষুগোচরে হয় না ॥ ৪২ ॥

ব্রজে নিত্যসিদ্ধাদের ভাব এক প্রকার এবং সাধন সিদ্ধাদিগের
ভাব কিছু ভিন্ন। তাহা কৃষ্ণ বলিতেছেন। রাস-রাত্রিতে এই বনে
ব্রজভূমিতে আমি ক্রীড়া করিয়াছিলাম, যে সকল ভাগ্যবতী আমার
রাসে আসিতে পারেন নাই, তঁাহারা আমার চিন্তায় আমাকে প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণাশাব্দবতী । গোপাঃ । ১০।৪৭।৪৭]

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্রং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা ।

তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যা ॥ ৪৪ ॥

নিত্য পারকীয়ভাবো গোপীনাং । উদ্ধবস্তজ্জানবদর্শনে [১০।৪৭।৫৯]

ক্রেমা স্মিরো বনচরীর্ব্যাভিচারদুষ্টাঃ

কৃষ্ণে কচৈষ পরমাত্মনি রুচভাবাঃ ।

নবীশ্বরোনু ভজতো বিদুষোপি সাক্ষাৎ ।

শ্রেয়ন্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৪৫ ॥

তদ্রূপি ন কাসাং স্বকীয়ভাব । শুকঃ । [১০।২২।৭]

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি ।

বিচ্ছেদে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা বলবতী । গোপীগণ कहিলেন, স্বৈরিণী পিঙ্গলা বলিয়াছিল যে, নৈরাশ্রই পরম মুখ, তাহা আমরা জানি, তথাপি কৃষ্ণলাভের আশা পরিত্যাগ করা কঠিন ॥ ৪৪ ॥

পারকীয় ভাবে রসের অত্যন্ত পুষ্টি, এইজন্য গোলোকে ও ব্রজে যোগমায়া তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন । সেই ভাব ব্রজে দেখিয়া উদ্ধব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, আহা! এই ব্রজরমণীগণ বনচরী এবং কৃষ্ণে উপপত্তি বিশ্বাসে প্রেম বৃদ্ধি করেন । স্মার্তদিগের মূঢ় বিতর্ককে তাঁহারা আশঙ্কা করেন না । আহা এই পারকীয়ভাবে পরমাত্মা কৃষ্ণে ইহাদের কি রুচভাব । দেখ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর অনুভজনকারীর শ্রেয় বিস্তার করেন, যেকূপ সর্বোত্তম ঔষধি প্রযুক্ত হইলে অবশ্যই উপকার করে । যেকূপ দ্রব্যের স্বাভাবিক শক্তি, সেইরূপ প্রেম বস্তুর অলৌকিক শক্তি স্বয়ং কার্য্য করে । ৪৫ ॥

কাহার কাহার স্বকীয় ভাব । হে মহামায়ে কাত্যায়নি, হে অধিশ্বরি !

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজা চক্ৰুঃ কুমারিকাঃ ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণঃ । [১০।২২।২৫]

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যে ভবতীনাং মদর্চনং ।

মর্যানুমোদিতঃ সোহসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৪৭ ॥

[১০।২২।২৬]

নময্যাবেশিতধিরাং কামঃ কামায় কল্পতে ।

ভিজ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥ ৪৮ ॥

পারকীয় রাগানুগা । সাধনসিদ্ধাঃ । শুকঃ । [১০।২৩।৩৫]

তত্রৈকা বিধ্বতা ভব্রা ভগবন্তং যথাক্রতং ।

হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কন্মানুবন্ধনং ॥ ৪৯ ॥

হে মহাযোগিনি ! নন্দনন্দনকে আমার পতি করিয়া দেও । এই মন্ত্র
জপ করিয়া কুমারীগণ পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে সাধ্বীগণ ! তোমাদের সঙ্কল্প আমি জানিয়াছি ।
আমাকে অর্চন করিতে চাও । আমার অনুমোদিত হইয়া এই সঙ্কল্প
সিদ্ধ হউক ॥ ৪৭ ॥

আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির কাম, কাম উদ্ভবের জগু হয় না ।
যেমন ভাজা ও সিদ্ধ করা ধানাদির বীজ থাকে না ॥ ৪৮ ॥

পারকীয় রাগানুগা । কোন কোন রমণী পতি কর্তৃক নিরুদ্ধ হইলে
হৃদয়ে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কন্মানুবন্ধন দেহত্যাগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

তাপাং নিষ্ঠা । সমর্থারতিঃ । যাজ্ঞিক বিপ্রাঃ । [১০।২৩।৪৩]

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি ।

ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥ ৫০ ॥

[১০।২৩।৪৪]

তথাপি ভ্যতমঃ শ্লোকে কৃষে যোগেশ্বরেশ্বরে ।

ভক্তিদৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥ ৫১ ॥

সাধারণীরতিঃ । কুজায়াঃ শুকঃ । পরীক্ষিতঃ । [১০।৪২।৯]

ততো রূপগুণৌদার্য্যসম্পন্ন প্রাহ কেশবং ।

উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য সম্ময়ং জাতহৃচ্ছয়া ॥

এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ।

ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষবর্ষত ॥ ৫২ ॥

পারকীয় ব্রহ্মরমণীগণের রতি সমর্থ। স্বকীয় পুররমণীগণের রতি সমঞ্জস। ব্রহ্মরমণী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। ইহাদের কোন সম্বন্ধ গত সংস্কার, গুরুকুলে বাস, তপস্তা, আত্ম মীমাংসা, শৌচক্রিয়া বা শুভকর্ম ছিল না। তথাপি যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর উত্তমশ্লোক কৃষে যে দৃঢ়ভক্তি তাহা সংস্কারবৃত্ত আমাদের ভাগ্যে হয় না ॥ ৫০। ৫১ ॥

কুজার সাধারণী রতি। রূপ গুণ ওদার্য্য সম্পন্ন কুজা কৃষের উত্তরীয় বস্ত্রের শেষ আকর্ষণ পূর্বক কামবেগে কহিল, হে বীর! এস আমরা ঘরে যাই তোমাকে আমি ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি আমার চিত্তকে উন্মথিত করিয়াছ, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমাকে প্রসন্ন হও ॥ ৫২ ॥

অক্লুরঃ ক্লুরঃ । [১০।৪৮।২৫]

কঃ পণ্ডিতত্বদপরং শরণং সমীরা-
 ভুক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাং ।
 সৰ্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোভিকামা-
 নান্নানমপ্যুপচর্যাপচরৌ ন যশ্চ ॥ ৫৩ ॥

ধনদং ক্রবঃ । [৪।১২.৬]

ভজস্ব ভজনীয়াজি মভবার ভবচ্ছিদং ।
 যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাগ্নমায়রা ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মা নারদং । [২।৭।৪২]

যেষাং সএব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
 সৰ্ব্বাশ্বনাশ্রিতপদো যদি নির্বালীকং ।
 তে হুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
 নৈবাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ৫৫ ॥

বাঁহার ক্ষতি লাভ নাই সেই কুক, ভক্তপ্রিয় সত্যবাক্ সুহৃদ কৃতজ্ঞ
 ভজনকারী সুহৃদ্বর্গকে আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত কাম্য বস্তু দিয়া থাকেন, আহা !
 একুপ কুককে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অথ ব্যক্তির পরণাপন্ন হয় ॥ ৫৩ ॥

সেই ভগবান কখন গুণময়ীমায়াশক্তিয়ুক্ত হইয়া ঈশ্বররূপে অধিষ্ঠান
 এবং কখন আত্মমায়াতে যুক্ত হইয়া ব্রজলীলাদি করেন । সেই ভবচ্ছেদী
 ভজনীয় চরণ কুককে পরমানন্দ লাভের জগু ভজন কর ॥ ৫৪ ॥

এই অনন্ত ভগবান সৰ্ব্বস্বরূপে নিকপটে আশ্রয় করিলে বাঁহাদের
 প্রতি দয়া করেন, তাঁহারাই হুস্তর দেবমায়াতে পার হইতে পারেন ।
 কিন্তু যে সকল লোক কুকুর শৃগাল ভক্ষ্য এই দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি
 করে তাঁহাদের প্রতি কখনই দয়া করেন নাই ॥ ৫৫ ॥

[২।৭।৪৬]

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
 শ্রীশূদ্রহুনশবরা অপি পাপজীবাঃ ।

যদ্যদুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-

স্তিৰ্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
 ভগবদ্‌সতত্বনিক্রপণং নাম ষষ্ঠঃ কীরণঃ ।

অদুতক্রম ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কপট ভক্তদিগের নিয়ম শিক্ষা করিতে
 পারিলে শ্রী শূদ্র হুন শবর বা অন্ত্যাত্ম পাপজীব তথা তির্থাক্ষোণিপ্ৰাপ্ত
 সকলে কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারেন এবং দেবমায়া হইতে উদ্ধার হন ।
 শ্রোত পুরুষদিগের কথায় সন্দেহ কি ? ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞান প্রকরণে ভগবদ্‌সতত্ব
 বর্ণনে ষষ্ঠ কীরণে মরীচিপ্ৰভা নাম গোড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

সপ্তমঃ কিরণঃ ।

জীব তত্ত্বঃ ।

কবিঃ নিমিঃ ; [১১।২।৩৭]

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যায়োহস্মৃতিঃ ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্তৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবঃ [১১।১১।৪]

একশ্চৈব মমাংশস্য জীবশ্চৈব মহামতে ।
বন্ধোহশ্রাবিভয়ানাদেবিভয়া চ তথৈতরঃ ॥ ২ ॥

গোড়রাষ্ট্রসচীবদ্বং হিত্বা গোরপদাশ্রয়াং ।

সনাতনং নুমন্তং যো জীবতত্ত্বমশিক্ষয়ং ॥

পরমেশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া জীবের স্মৃতিবিপর্যায় ঘটয়াছে । চ্যুত হইয়া মায়াকুল রূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশ বশতঃ দেহাত্মাভিমান-জনিত ভয় হইয়াছে । জীব কৃষ্ণমায়ার বন্ধ । অতএব গুরুচরণাশ্রয় পূর্বক পণ্ডিত ব্যক্তি অনন্ত ভক্তি সহকারে সেই কৃষ্ণকে ভজন করিলে মায়ার পার হন । ॥ ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব ! হে মহামতি ! জীব বলিয়া আমার একটি অংশ । তিনি অনাদি অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ এবং অনাদি বিদ্যা কর্তৃক

[১১।১৬।১১]

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাক্ষ মহানহং ।

সুক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জয়ানামহং মনঃ ॥ ৩ ॥

মুক্ত হন । এখানে অংশ শব্দের তাৎপর্য জানা আবশ্যক । ঈশ্বর
অবিভাজ্য চিরন্তন অতএব কাষ্ঠ পাষাণের ত্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ্যকে
অংশ করা যায় না । সেরূপ অংশ হইলে মূল বস্তু ধ্বংস হয় । অতএব
একদীপ হইতে বহুদীপ জালিত হয় যে রূপ, সেরূপ অংশ কথঞ্চিৎ স্বীকার
করা যায় । কড়ীয় দৃষ্টান্ত সমাক্ষ হয় না । চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া
যে রূপ স্বর্ণ প্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্ত ও আংশিক মাত্র । ঈশ্বরের অংশ
দুই প্রকার ; এক প্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্য প্রকার অংশের নাম
বিভিন্নাংশ । স্বাংশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ
উৎপন্ন হইয়া পূর্ব মহাদীপের সর্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্বদীপ
পূর্ণরূপে থাকে । এই স্বাংশ লক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে ।
বিভিন্নাংশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্রমণি ও স্বর্ণ হয়,
তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না । কিছু কিছু তদ্ব্যর্থ অণু অংশে
প্রকাশ পায় । ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির
অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয় । স্ব স্ব কার্যের দায়িত্বতা ও অস্বাভাব্য
লাভ করে । তবে কোন কোন বিভিন্নাংশে অধিক গুণ শক্তি হয় এবং
কোন বিভিন্নাংশে অভ্যঙ্গ হয় । বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রভূত ধর্ম
পায় না । জীব বিভিন্নাংশ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ বলিয়াছেন, গুণীদিগের মধ্যে আমি সূত্র রূপী প্রধান । বৃহৎ
দিগের মধ্যে আমি মহত্ত্ব । সুক্ষ্মদিগের মধ্যে আমি জীব এবং

সূত্রঃ শৌনকাদীন [১।৩।৩২]

অতঃ পরং যদব্যক্তমবূঢ়গুণবৃংহিতং ।

অদৃষ্টাশ্রতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ ॥ ৪ ॥

পিপ্লনায়নো নিমিঃ । [১।৩।৩৮]

নাশ্বা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেসো

ন ক্ষীয়তে স বনবিদ্যাভিচারিণাং হি ।

দুর্জয়দিগের মধ্যে আমি মন । এস্থলে জীব যে সূক্ষ্ম চিৎকণ তাহা জানা গেল ॥ ৩ ॥

ভগবান ও ভগবানের স্বাংশ অবতার বর্ণন করিয়া সূচ্য কহিলেন যে, এতদতিরিক্ত আর একটা তত্ত্ব আছে তাহার নাম জীব । সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা তড় জগদ্ব্যাপারে অব্যক্ত । তিনি জড়েন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া অদৃষ্ট ও অশ্রুত । তন্নিবন্ধন অবূঢ় গুণ বৃংহিত সেই জীবেরই পুনঃ পুনঃ দেহান্তর হয় । তিনি চিৎকণ বলিয়া অপ্রশস্ত অর্থাৎ ক্ষীণ । তদনুযায়ী শক্তিদ্বারা কিঞ্চিৎপলক বা পুষ্টি ॥ ৪ ॥

পিপ্লনায়ন কহিলেন যে আত্মা দুই প্রকার অর্থাৎ পরমাআ ও জীবাআ । উভয় আত্মারই এক লক্ষণ । ভেদ এই যে, পরমাআ বিভূত প্রযুক্ত সক্ষম এবং জীবাআ অণুত প্রযুক্ত অক্ষম, সূত্রাৎ জীব শক্তান্তর দ্বারা চালিতবা । আত্মার সাধারণ লক্ষণ এই যে, আত্মার ক্ষয়, জন্ম নাই । আত্মা মরেন না, আত্মা বৃদ্ধি হন না, আত্মার ক্ষয় নাই, আগমাপায়ী ব্যভিচারী বস্তু সম্বন্ধে স বনজ্ঞ অর্থাৎ কালজ্ঞ, ইন্দ্রিয় বলে চালিত হইয়া প্রাণ পৃথক থাকে তদ্রূপ আত্মাসং, জ্ঞান মাত্র এবং সর্বত্র সর্বদা অনপায়ী । তাৎপর্য্য এই যে আত্মা অজ, অমর, বৃদ্ধি

সর্বত্র শব্দদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং

প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥ ৫ ॥

প্রহ্লাদো বয়স্তান্ [৭।৭।১২-২১]

আত্মা নিত্যোহব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয় ।

অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্বেতুর্ব্যাপকোহসঙ্গ্যানাবৃতঃ ॥ ৬ ॥

এতৈর্দ্বাদশভিবিদ্যানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ ।

অহং মমেত্যসম্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥ ৭ ॥

স্বর্ণং যথা গ্রীবসু হেমকারঃ

ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ ।

ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাঅযোগৈ-

রথ্যাঅবিদ্রক্ষ্যগতিং লভেত ॥ ৮ ॥

ক্ষয় শূন্য, কালজ, যে আধারে থাকেন তাহার সর্বত্র সর্বদা ব্যাপ্তিশূন্য,
এবং উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ॥ ৫ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন,—আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়,
অবিক্রিয়, স্বদৃক্, হেতু, ব্যাপক, অসঙ্গী ও অনাবৃত ॥ ৬ ॥

পণ্ডিত লোক এই দ্বাদশ আত্মলক্ষণ দ্বারা আত্মাকে নির্দেশ করিবার
এই জড় দেহাদিতে অহং মম রূপ মোহজ্ঞ অসম্ভাব পরিত্যাগ করি-
বেন ॥ ৭ ॥

স্বর্ণ বিষয়ে পণ্ডিত হেমকার যেরূপ পাষাণক্ষেত্রে নিহিত স্বর্ণকণ সকল
দ্রব্য ও ক্রিয়াযোগে প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি আত্মপ্রাপ্তির
যোগ দ্বারা দেহে ক্ষেত্রে নিহিত চিৎকণকে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন
এবং পরমাঙ্গগতি লাভ করেন ॥ ৮ ॥

[৭।৭।২৩]

দেহস্ত সর্বসংঘাতো জপত্তস্মুরিতিবিধা ।

অত্রৈব মৃগ্যঃ পুরুষো নেতি নেতীত্যতন্ত্যজ্ঞন্ ॥ ৯ ॥

[৭।৭।২৫]

বুদ্ধেজাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ ।

তা যে নৈবানুভূয়ন্তে সোহধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১০ ॥

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তঃ । [১০।৮।৭।২০]

স্বকৃতপুৰেষ্মীষবহিরন্তরসংবরণং

তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধ্বতোহংশকৃতং ।

ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং

ভবত উপাসতেহজ্জিহ্মভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥ ১১ ॥

জন্ম ও স্থাবররূপ দুই প্রকার সর্বসংঘাত সর্ম্মিলিত দেহে কোন্ অংশ আত্মা নহ্ন ও কোন্ অংশ আত্মা ইহা বিচক্ষণপূর্ব্বক অতন্ত্যাগ করিয়া আত্মপুরুষকে অব্বেষণ করিবে ॥ ৯ ॥

জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি বুদ্ধির বৃত্তি । সেই বৃত্তিগুলিকে যিনি অনুভব করেন তিনি প্রকৃতির পরতত্ত্বরূপ অধ্যক্ষ আত্মারূপ পুরুষ ॥ ১০ ॥

স্বীকৰ্ম্ম দ্বারা লক্ষরীয়ে স্থিত, ভিতরে ও বাহিরে আবরণ শূন্য তোমার জীব পুরুষকে অখিলশক্তিধারী যে তুমি, তোমার অংশ বলিয়া বলেন । এইরূপ নৃগতি বিচারপূর্ব্বক কবিগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তোমার চরণ উপাসনারূপ ভক্তিকে নিগমোক্ত নিত্যকৰ্ম্ম বলিয়া স্থির করেন । ভিতরে আবরণশূন্য এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ গতিতে তোমার অসীম চিজ্জগৎ । বাহিরে আবরণ শূন্য শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, পরাক্গতিতে সম্মুখে অসীম মান্বিক বিশ্ব ॥ ১১ ॥

কপিলঃ দেবহুতিং । [৩২৮।৪০]

যথোল্লুকাদিস্ফুলিঙ্গাদ্ভূমাদাপি স্বসন্তবাৎ ।

অপ্যাত্মহেনাভিমতাদ্যখাগ্নিঃ পৃথগ্ভূমুকাত্ ॥ ১২ ॥

ভগবান পৃথুঃ [৪১২০।৭]

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতির্নিগুণোসৌ গুণাশ্রয়ঃ ৷

সর্বগোহনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাভ্রাভ্রাশ্রয়ঃ পরঃ ॥ ১৩ ॥

তাহার প্রকরণ বলিতেছেন । জীবাশ্রয় স্থিতি এইরূপ । জড় জগৎ সম্বন্ধে পূর্বপ্লোকে দর্শিত হইয়াছে যে যেসকল পুত্র বিভাদি হইতে মর্ত্য জীব পৃথক্ প্রভীত হয়, আত্মা বলিয়া যে পুরুষটী আছেন তিনি দেহাদি হইতে পৃথক্ । এখানে দর্শিত হইতেছে যে, উল্লুক অর্থাৎ জলৎকাষ্ঠ তাহা হইতে যে অগ্নিকণ বাহির হয় সে সব বিস্ফুলিঙ্গ, এবং তাহা হইতে যে ধূম বাহির হয় তাহা তম বিশেষ । বাহাকে জীবাশ্রা বলা যায় তিনি বিস্ফুলিঙ্গ স্থলীয় উল্লুক হইতে পৃথক্ অগ্নি বিশেষ জীব যে চিংস্ব্যাক্রূপ কৃষ্ণের রশ্মি স্থানীয় কিরণকণ তাহা বেদ পুরাণে নিশ্চিত হইয়াছে । চিংকণত্বে ঈশ্বর হইতে নিত্যভেদ এবং চিৎস্বত্বে ঈশ্বরের সহিত নিত্য অভেদ । জীব ঈশ্বরশক্তিবিশেষ । শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ হইতে পারে না । অতএব জীব ও ঈশ্বরে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধ ॥ ১২ ॥

ভগবান হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদ দেখাইবার জন্য ভগবানের স্বরূপ বলিতেছেন । তিনি এক কিন্তু জীব অনেক । তিনি নিত্য শুদ্ধ কিন্তু জীব বদ্ধ হইবার যোগ্য । তিনি নিত্য নির্মল জ্যোতি, জীব স্বরূপভ্রমক্রমে মলিন হয় । তিনি নিগুণ কখনই প্রাকৃতগুণ সঙ্গ করেন না, জীব বাসনাদোষে প্রাকৃত গুণে আবদ্ধ প্রায় হইয়া পড়েন । তিনি অপ্রাকৃত গুণাশ্রয়, জীব প্রাকৃত গুণাভিমানী হইতে

গজেন্দ্রঃ ভগবন্তং । [৮।৩।২৩]

যথার্চিসোহগ্নেঃ সবিভূর্গভস্তয়ো
নির্ঘাস্তি সংযান্ত্যসকৃতং স্বরোচিষঃ ।
যথা যতোহয়ং গুণসংপ্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥ ১৪ ॥

কপিলঃ দেবহুতিং [৩।২৮।৪১]

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাং প্রধানাজ্জীবসংজিতাং ।
আত্মা তথা পৃথগ্দ্ৰষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজিতঃ ॥ ১৫ ॥

[৩।২৯।৫]

গুণৈকচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ ।
বিলোক্য যুমুহে সত্ত্বঃ স ইহজ্ঞানগুহরা ॥ ১৬ ॥

পারেন । তিনি সর্বগ জীব স্বরূপতঃ অগ্নি, তিনি সাক্ষী, জীবের ক্রিয়া
দৃষ্টি করেন, তিনি নিরাত্মা, জড়াসক্তি শূন্য, জীব জড়শক্তিতে আবদ্ধ হন ।
তিনি অন্তর রহিত আত্মা জীব তদাত্মক । তিনি আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ
জীব তাঁহার বশীভূত । এই নয়টী জীবেশ্বরের বৈলক্ষণ্য ॥ ১৩ ॥

অগ্নি হইতে অর্চিসকল এবং সূর্য্য হইতে গভস্তি অর্থাৎ কিরণসমূহ
বাহির হয় এবং স্বীয় তেজসকল পুনঃ প্রবেশ করে, সেইরূপ কৃষ্ণ হইতে
জীবসমূহ, গুণ সংপ্রবাহরূপ জড়া প্রকৃতি, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়সকল এবং
শরীরবর্গ নিরন্তর বাহির হয় ও ভিতরে প্রবেশ করে ॥ ১৪ ॥

সুতরাং ভূতেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রধান ও সর্বোপরি জীবতত্ত্ব হইতে
আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর পৃথক দ্রষ্টা স্বরূপ ভগবানও ব্রহ্মরূপ বৃহদন্ত ॥ ১৫ ॥

এবম্ভূত চিৎকণস্বরূপ জীব কিরূপে আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা
বলিতেছেন । সত্ত্বরজতমোগুণের দ্বারা বিচিত্রস্বরূপ প্রজাসৃষ্টিকারিণী

পিপ্লয়নঃ নিমিঃ [১১।৩।৩২]

অণ্ডেষু পেশিষু তরুণ্যবিন্ধিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র ।
সন্নে যদিহ্রিয়গণেহহমিচ প্রমুপ্তে
কুটস্থ আশ্রয়মুতে তদনুস্মৃতির্মণঃ ॥ ১৭ ॥

স্মৃতঃ শৌনকাদৌ [১।৩।৩৩-৩৪]

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিসিক্ত্যে স্বসম্বিদা ।
অবিভ্রয়াগ্নিনি ক্রুতে ইতি তদ্বাক্তদর্শনং ॥ ১৮ ॥

মায়াপ্রকৃতিতে দেখিয়া জীবের মোহ হয় । তখন মায়ার জ্ঞান আবরিকা
শক্তি অবিভ্রা তাহার স্বরূপ ভ্রম উদয় করে । ভগবদনুস্মৃতিই জীবের স্বরূপ
ধর্ম । তাহা ভুলিয়া মায়ার প্রতি দৃষ্টি ফেপ করে । ইহাই জীবের
বন্ধনের হেতু ॥ ১৬ ॥

দেহাভ্যুত্তিমান দ্বারা আত্মানুস্মৃতি বিলুপ্ত প্রায় থাকে আবার ইন্দ্রিয়গণ
স্বগিদ হইলে অভিমান বিনষ্ট হয় তখন লিঙ্গশরীরের আশ্রয় অভাবে
অহমিকা বুদ্ধি লোপ পায় এবং কুটস্থ আত্মানুস্মৃতি উদয় হয় । তাহার
একটা ঐকান্তিক দৃষ্টান্ত এই যে, অগুজ জরায়ুজ উদ্ভিজ ও শ্বেদজ চারি-
প্রকার দেহ প্রাপ্তি । জীব যে যে দেহে গমন করেন প্রাণ সঙ্গে সঙ্গে সেই
দেহে ধাবিত হয় । সেইরূপ ইন্দ্রিয় বিরাম, অভিমানশূন্যতা ও লিঙ্গ ভঙ্গের
সহিত আত্মানুস্মৃতি স্পষ্ট হইতে থাকে ॥ ১৭ ॥

সং লিঙ্গ দেহ এবং অসং শূলদেহ । এই দুই দেহ অবিভ্রাবারা
আত্মাতে কৃত হইয়াছে । চিত্রপ গত সম্বিং দ্বারা যখন এই উভয় দেহই
আমার নয় বলিয়া বোধ হয়, তখন জীবাত্মা ব্রহ্ম দর্শন লাভ করেন ॥ ১৮ ॥

যতোষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ ।

সম্পন্ন এবৈতি বিদুর্ম্মহিন্মি স্বে মহীয়তে ॥ ১৯ ॥

বিদ্বৎ মৈত্রেয়ঃ । [৩৭৭৬]

ভগবানেক এবৈষঃ সর্বক্ষেত্রেষবস্থিতঃ ।

অমুশ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশোবা কর্ম্মভিঃ কুতঃ ॥ ২০ ॥

মৈত্রেয়ঃ বিদ্বৎ [৩৭৭৭-১১]

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুদ্ধ্যতে ।

ঈশ্বরশ্চ বিমুক্তশ্চ কার্পণ্যমুত বন্ধনং ॥ ২১ ॥

যদর্থেন বিনামুশ্য পুংস আত্মবিপর্য্যয়ঃ ।

প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ ॥ ২২ ॥

মায়িক বিষয়ে বৈশারদী মতি যে অবিজ্ঞা যখন উপরত হন, তখনই জীব আপনাকে সম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারেন এবং স্বীয় চিন্মহিমায় মহীমান্ হন ॥ ১৯ ॥

এখন একরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন সকল ক্ষেত্রে জীবের সহিত ভগবান অবস্থিত, তখন জীবের দুর্ভগত্ব এবং কর্ম্ম ক্লেশ কি কারণে হয় ॥ ২০ ॥

তাহার উত্তর এই মাত্র । ভগবান্মায়া অষ্টটনষটনপটিয়সী শক্তিবিশেষ । বিমুক্ত ঈশ্বরের কার্পণ্য এবং জীবের বন্ধন সেই মায়া হইতে হয় । একথা যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারিবে না অচিন্ত্য ভাববিষয়ে তর্কের যোজন্য সম্ভব নহে । ভগবদচিন্ত্য শক্তিরদ্বারা জীবের মায়ার প্রাপ্তি মাহ এবং ভগবানের তাঁহাতে অনুগ্রহাভাব ॥ ২১ ॥

বস্ত্তঃ জীবাত্মা শুদ্ধবস্ত্ত, তাহার বন্ধন হয় না । মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গ শরীরে যে আত্মাভিমান তাহাই বন্ধন । সুতরাং জীবের বন্ধন সত্য নহে । জীবের আত্মবিপর্য্যয় অর্থাৎ স্বরূপ

যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ ।

দৃশ্যতেহসন্নপি দ্রষ্টুরান্ননোহনান্ননো গুণঃ ॥ ২৩ ॥

জীবঃ নারদঃ [৬।১৬।৮]

এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহঙ্কৃতঃ ।

যাবদ্যন্ত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্মৈ তৎ ॥ ২৪ ॥

ভগবান্ উক্তবঃ । [১১।১১।১০]

দৈবাধীনে শরীরেহস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা ।

বর্তমানোহবুধস্তত্র কর্তাস্মীতি নিবধ্যতে ॥ ২৫ ॥

ভ্রম কেবল অর্থ বিনা অর্থদর্শন মাত্র। অশির ছেদনাদির গ্রাস ভ্রম মাত্র ॥ ২২ ॥

জলে প্রতিভাত চন্দ্রের কম্পাদি জলকৃত গুণমাত্র। চন্দ্রে কম্পাদি নাই। না ঘটয়াও চন্দ্রকম্প বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ দ্রষ্টাজীবের আত্মায় যে অনাস্মিক গুণ আরোপ তাহা মিথ্যা এইরূপ বিবর্ত ধর্ম্মেই জীবের অমঙ্গল। অতত্ত্বতোক্তা বুদ্ধি বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ। যাহা ঘটে নাই তাহাকে ঘটয়াছে বলিয়া যে মিথ্যা বুদ্ধি তাহাই বিবর্ত। রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং গুক্তিতে রজত ভ্রম এই সকল বিবর্তের উদাহরণ ॥ ২৩ ॥

এইরূপ লব্ধজন্মা জীব বস্তুতঃ নিত্য ও নিরহঙ্কৃত হইলেও যে পর্য্যন্ত যে শরীরে থাকেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহার সেই শরীরে অরোপিত সত্তা ॥ ২৪ ॥

গুণভাবিত কর্ম্মদ্বারা দৈবাধীনে প্রাপ্তশরীরে মুঢ় অবিদ্যা দৃষ্ট জীব বর্তমান থাকিয়া আমি কর্তা এই বলিয়া বদ্ধ থাকে ॥ ২৫ ॥

কপিলঃ দেবহুত্তিং । [৩২৬, ৬-৮]

এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্ ।

কর্মসু ক্রিয়মানেষু গুণৈরাশ্রয়নি মন্যতে ॥ ২৬ ॥

তদশ্চ সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতং ।

ভবত্যকর্তুরীশশ্চ সাক্ষিণো নিরুতাশ্রয়নঃ ॥ ২৭ ॥

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ ।

ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ২৮ ॥

জীবশ্রুত্বং প্রদশিতং নারদ চরিতে । [১৬২৯]

প্রযুক্ত্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাংভাগবতীং তনুং ।

আরন্ধ কর্মনির্বাণো ন্যপতং পাপভৌতিকঃ ।

এই প্রকারে আত্মা হইতে অপর যে প্রকৃতি তাহার অভিধ্যান দ্বারা তাহার গুণ কৃত কর্মে আপনার কর্তৃত্ব অভিমান করে ॥ ২৬ ॥

জীব বস্তুতঃ অকর্তা মায়ায় অপরাধীন, সাক্ষী, স্বয়ং কৃষ্ণদাস স্বভাব-প্রযুক্ত নিবৃত্ত স্বরূপ হইয়াও প্রকৃতি পারতন্ত্র্য প্রযুক্ত বস্তুতা স্বীকার করে । ইহার নামই জীবের সংসার বন্ধ । ইহাতে পরমেশ্বরের বৈষম্য বা নৈস্বর্গ্য দোষ নাই ॥ ২৭ ॥

এইরূপ ঘটিয়াছে প্রকৃতিই কার্য্য কর্তৃত্বের কারণ । প্রকৃতি হইতে নিতান্ত পৃথক্ হইয়াও পুরুষ বিবর্তীশ্রয়ে সুখ দুঃখের ভোক্তা হইয়াছেন ॥ ২৮ ॥

নারদ চরিত্রে জীবের প্রপঞ্চাতীত স্বরূপ প্রদশিত হইয়াছে । হে ব্যাস, যখন ভগবদনুগ্রহে আরন্ধ কর্ম সমাপ্ত হইল তখন আমার পাপ-ভৌতিক দেহ পৃথক্ হইয়া নিপতিত হইল । আমাতে সেই ভাগবতী অণু প্রযুক্ত হইল । আমি অঙ্কনিত ব্রত হইয়া ত্রিলোকের অন্তর্বহির্ভাগে

[১।৬।৩২-৩৩]

অন্তর্কর্ষিণী লোকাংস্ত্রীন্ পর্য্যোম্যক্ষন্দিতব্রতঃ ।

দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাং ।

মূচ্ছ'য়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহং ॥ ২৯ ॥

পরব্যোমস্থ মূলজীবস্বরূপং ব্রহ্মণে প্রদর্শিতং । [২।৯।১১]

শ্রামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ

পিসঙ্গবজ্রাঃ সুরূচঃ সুপেশসঃ ।

সর্বৈ চতুর্কোহব উন্মিষণ্মণি

প্রবেক নিক্কাভরণাঃ সুবর্চসঃ ॥ ৩০ ॥

পিপ্পলায়নঃ নিমিঃ । [১।১।৩।৪০]

যর্হ্যজনাভচরণৈষণায়োরুভজ্য

চেতো মলানি বিধমেদগুণ কস্মজানি ।

পর্যটন করি । ভগবদ্রূপ স্বরব্রহ্ম বিভূষিত এই বীণাটীতে মূচ্ছনা দিয়া
হরিকথা গান করিতে করিতে ভ্রমণ করি ॥ ২৯ ॥

পরব্যোমে যে সকল নিত্যমুক্ত জীব আছেন তাঁহাদের বর্ণনা
এইরূপ । তাঁহারা শ্রামবর্ণ, নিশ্মল, পদ্মচক্ষু, পিসঙ্গ বজ্রযুক্ত, সুন্দর,
মধুরভাবী, সকলেই চতুর্কোহবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট মণিসমূহ দ্বারা মণ্ডিত এবং
তাঁহারা সুন্দর জ্যোতি বিস্তার করেন । ঐশ্বর্য্যপ্রধান নিত্যগুণ জীবগণের
চিন্ময় স্বরূপ দেহ এইরূপ । মাধুর্য্য প্রধান নিত্য জীবগণ গোলোক-ব্রজে
এতদপেক্ষা অধিক মাধুর্য্যের সহিত প্রকাশ পান ॥ ৩০ ॥

যখন কৃষ্ণচরণৈষণারূপ গুহ্যভক্তিদ্বারা চিত্ত গুণকস্মজনিত মলসমূহ ধ্বংস
করে, সেই সময়ে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ অমল দৃক পুরুষের নিকট

তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্যথাহমলদৃশোঃ সবিত্ত্বপ্রকাশঃ ॥ ৩১ ॥

মৈত্রেয়ঃ বিদ্বরং । [৩।৭।১২-১৪]

স বৈ নিবৃত্তিধর্মেন বাসুদেবানুকম্পয়া ।
ভগবদ্ভক্তিব্যোগেন তিরোধতে শনৈরিহ ॥ ৩২ ॥
যদেন্দ্রিয়োপরামোথ দ্রষ্টাশ্চনি পরে হরৌ ।
বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংস্পৃশ্যেব কৃৎস্নশঃ ॥ ৩৩ ॥
অশেষসংক্লেশশমং বিধতে
গুণানুবাদশ্রবণং যুরারেঃ ।

নির্মূল সূর্য্য প্রকাশের আয় সমুদিত হয় ॥ ৩১ ॥

নিবৃত্তিধর্ম, কৃষ্ণানুকম্পা এবং শুদ্ধভক্তিব্যোগ দ্বারা সে অবিদ্যা-
ভিনিবেশ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয় । তাৎপর্য্য এই যে, শরীর যাত্রায়
সমস্ত ব্যবহারে সাত্ত্বিক ব্যাপার স্বীকার করত ক্রমে ক্রমে রাজস ও
তামস স্বভাব ও ধর্মকে দূর করিতে হয় । সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তিব্যোগদ্বারা
ঐ সাত্ত্বিক ব্যাপারসকলকে নিগূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয় । ভক্তিসাধন
যত নির্মূল হয় ততই কৃষ্ণানুকম্পা উদয় হয় । তবেই অবিদ্যার বলক্ষয়
হয় এবং বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূর উদয় হয় ॥ ৩২ ॥

যে সময়ে ইন্দ্রিয়োপরতি স্বভাবতঃ হয় তখন সংস্পৃষ্ট ব্যক্তি জাগ্রত
হইলে যেমত মিথ্যা স্বপ্নভয় সম্পূর্ণরূপে যায়, সেইরূপ সহজেই হরিতে
দৃষ্টি পড়ে এবং তন্নিবন্ধন সকল ক্লেশ বিলম্বপ্রাপ্তি হয় ॥ ৩৩ ॥

হরিগুণানুবাদ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিতে শুনিতে অশেষ ক্লেশের উপশম

কিস্মা পুনস্তচরণারবিন্দ-

পরাগসেবারতিরাত্মলক্কা ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক'মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
জীবতত্ত্বনিরূপণং নাম সপ্তমঃ কিরণঃ ।

হয়। তাঁহার চরণারবিন্দ পরাগ সম্বন্ধে আত্মলক্করতি হইলে যে কি
হয় তাহা আর কি বলিব ॥ ৩৪ ॥

এই কিরণে দেখা গেল যে কৃষ্ণ অখিলগুণ ও শক্তিসম্পন্ন বিভূ
চৈতন্য। কৃষ্ণের জীবশক্তি দ্বারা জীব অণুচৈতন্যরূপে পরিণত। জীবের
স্বগঠনে মায়াশক্তির কোন ক্রিয়া নাই। অণুধর্ম্মপ্রযুক্ত জীব কৃষ্ণবহির্মুখ
হইলে মায়াবদ্ধ হইবার যোগ্য। বদৃচ্ছাক্রমে মায়াবদ্ধ জীব বিবর্ত্তধর্ম্ম
অনুসারে দেহাত্মাভিমান প্রযুক্ত সংসার স্বীকার করেন। স্নকৃতিক্রমে
পুনরায় কৃষ্ণভক্তি দ্বারা মুক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক'মরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে জীবতত্ত্ব
নিরূপণে সপ্তমকিরণে মরীচিপ্রভা নাম গোড়ীয়া
ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ঐতি জেনশ - মুনি ৬২

অষ্টমঃ কিরণঃ ।

বাক্তজীবনক্ষণঃ ।

গর্ভগতোজীবঃ ভগবন্তঃ [৩৩১।২১]

তস্মাদহং বিগত বিক্লব উদ্ধরিষ্যে
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাশ্চনৈব ।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধং
মামেভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ ॥ ১ ॥

কপিলঃ দেবহুতিঃ । [৩২৭।২-৩]

স এষ যর্হি প্রকৃতেশু গেষ্চভবিসজ্জতে ।
অহঙ্কারবিমুক্তাত্মা কর্ত্তাহমিতিমগ্ন্যতে ॥ ২ ॥

মায়য়া জীবসম্বন্ধঃ যেন প্রদর্শিতঃ স্মৃটং ।

শ্রীগৌরকৃপয়া সাক্ষাত্তং জীবং প্রণমাম্যহং ॥

কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ আমি গর্ভগত হইয়াও অব্যাকুলচিত্তে সদ্বুদ্ধি দ্বারা
আপনাকে উদ্ধার করিব। আর অনেক জন্মাদি কষ্ট না হয় এই জন্ত
কৃষ্ণপদাশ্রয় লাভ করিতে ব্রত করিব ॥ ১ ॥

সেই জীব যখন প্রকৃতি গুণত্রয়ে আসক্তি লাভ করে তখন আমি ও
আমার এইরূপ অহঙ্কারের দ্বারা বিমুক্ত হইয়া আমি কর্ত্তা এরূপ
বিশ্বাস করে ॥ ২ ॥

তেন সংসারপদবীমশোভেত্য নিবৃত্তঃ ।

প্রাসঙ্গিকৈঃ কৰ্মদোষৈঃ সদসমিশ্রয়োনিষু ॥ ৩ ॥

[৩৩৭৩]

যদধ্রুবস্ত দেহস্ত সানুবন্ধস্ত দুৰ্ম্মতিঃ ।

ধ্রুবানি মন্যতে মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবস্তুনি চ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা ভগবন্তঃ । [৩৩৭৭-৮]

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ

সৰ্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া য়ে ।

কুৰ্ব্বন্তি কামমুখলেশলবায় দীনা

লোভাভিভূতমনসোহকুশলানি শশ্বৎ । ৫ ॥

ক্ষুভ্রুত্ৰিধাতুভিরিমা মুহুরদ্যমানাঃ

শীতোষ্ণবাতবৰ্ষৈরিতরেতরাচ্চ ।

সেই অহঙ্কারের সহিত অবশ্য হইয়া মুখবোধ করত সংসার পদবীকে প্রাপ্ত হয় । সঙ্গে সঙ্গে কৰ্মদোষে কখন ব্রাহ্মণাদি সং যোনি, কখন কুকুরাদি অসৎ যোনিতে জন্মলাভ করে ॥ ৩ ॥

অধ্রুব দেহ গেহ কলত্রাদিতে, দুৰ্ম্মতি জীব গৃহ ক্ষেত্র ধনাদিতে ধ্রুব বন্ধি করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্ ! বহির্মুখ ইন্দ্রিয়যুক্ত ব্যক্তিগণ দৈব কর্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত অশুভোপশমরূপ আপনার প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হয় এবং সৰ্বদা দীনতাবশে কামমুখলেশলব প্রাপ্তির জন্ম লোভাভিভূত চিত্তে অকুশল কৰ্ম সকল করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

আহা ! দুৰ্ব্বুদ্ধি জীবগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শীতোষ্ণ,

কামাগ্নিনাচ্যুত রুষাচ সূদুর্ভরণে
সংপশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে ॥ ৬ ॥

[৩৯:১০]

অহ্যাপ্তার্ভকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানা মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োপি দেব
যুগ্মং প্রসঙ্গ বিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ৭ ॥

কপিলঃ দেবহুতিং । [৩৩:০৪]

জন্তুর্বে ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুরজেৎ ।
তস্যাং তস্যাং সলভতে নিবৃত্তিং ন বিরজ্যতে ॥ ৮ ॥

বাত বর্ষা দ্বারা পরস্পর মুহমুহ ক্রিষ্ট হয়। কামাগ্নি ও ভীষণ ক্রোধভরে
দুঃখ পাইতে থাকে। তাহাদিগকে দেখিয়া, হে উরুক্রম! আমার মন
কম্পপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্! আর কি বলিব। আপনার প্রসঙ্গ রহিত তুর্কাদি
প্রিয় ঋষিগণ ও দিবাভাগে অবিস্মারিত ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ কর্মে
বাস্ত রাখেন এবং রাত্রে ঘোর নিদ্রায় থাকেন, কখন কখন নানা
মনোরথ চিন্তায় ক্ষণভগ্ননিদ্রা হইয়া পড়েন। আবার বাহ্য করিবার
চেষ্টা করেন, তাহার অর্থরচনা দৈবাহত হইয়া পড়ে। অনেক শাস্ত্র
প্রণয়ন করিয়াও সংসারকে লাভ করেন। ভগবৎ বহির্মুখতার এই
দুষ্টি ফল ॥ ৭ ॥

এই ভবে জন্তুগণ যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই যোনিতে
নবৃত্তি লাভ করে, বিরাম প্রাপ্ত হয় না। আহা আমার কি মোহ ॥ ৮ ॥

নারদঃ প্রাচীনবহিরাঙ্গানং । [৪।২৯।২৯]

কচিৎ পুমান্ কচিচ্চ স্ত্রী কচিন্নোভয়মন্দধীঃ ।

দেবো মনুষ্যস্তিৰ্য্যগ্না যথা কৰ্ম্মগুণং ভবঃ ॥ ৯ ॥

কপিলঃ মাতরঃ । [৩।৩০।৫০-৬]

নরকস্থোপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি ।

নারক্যাং নিবৃত্তৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ ॥ ১০ ॥

মামনারাধ্য দুঃখার্ভঃ কুটুস্বাসক্তমানসঃ ।

সংসঙ্গরহিতো মৰ্ত্ত্যো বুদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ ॥ ১১ ॥

আত্মজায়ামৃতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুযু ।

নিরুদ্ভুলহৃদয় আত্মানং বহুমগ্নতে ॥ ১২ ॥

[৩।৩০।৯]

গৃহেষু কুটুধর্ম্মেষু দুঃখতন্মেষু তস্তিতঃ ।

যথা কৰ্ম্মগুণ আশ্রয় করিয়া মন্দবুদ্ধি জীব কখন পুরুষ কখন স্ত্রী
কখন নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে । কখন দেবতা, কখন মনুষ্য কখন
তিৰ্য্যক হইয়া কৰ্ম্মফল পায় ॥ ৯ ॥

নরকস্থ হইয়াও পুরুষদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না । নরকে
নিবৃত্তি লাভ করিয়া দেবমায়ার বিমোহিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ভগবান কহিলেন, আমাকে আরাধনা না করিয়া কুটুস্বাসক্ত মন
সংসঙ্গরহিত এবং পূৰ্ণ সাধুসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া জীব দুঃখার্ভ
হইয়া পড়ে ॥ ১১ ॥

শরীর, জায়া, মৃত, আগার, পশু, দ্রবিণ, বন্ধু এই সকলে আসক্তি
বদ্ধমূল করিয়া আপনাকে আপনি বহু মানন করে ॥ ১২ ॥

আবার তিনি মুখ কাহাকে বলে দেখুন । কষ্টকর গৃহধর্ম্মে নানাবিধ

কুর্কন দুঃখপ্রতীকারং সুখবল্লভ্যতে গৃহী ॥ ১৩ ॥

[৩৩০।১১]

বার্তায়াং লুপ্যমানায়ামারকায়ং পুনঃ পুনঃ ।

লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাং ॥ ১৪ ॥

[৩৩০।১৪-১৬]

তত্রাপ্যজাতনির্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভুতৈঃ ।

জরয়োপাত্ত বৈরূপ্যো মরণাভিযুখো গৃহে ॥ ১৫ ॥

আন্তেহবমত্যোপন্যস্তং গৃহপালইবাহরন্ ।

আময়াব্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্লাহারোহল্লচেষ্টিতঃ ॥ ১৬ ॥

দুঃখতন্নে অতদ্বিত ভাবে দুঃখের প্রতিকার অনুসন্ধান করিয়া গৃহী সুখ পাইল্যাম মনে করে। এই সংসারে বাহাকে সুখ বলে তাহা সুখ নয়, কিছু কিছু দুঃখের প্রতিকার মাত্র ॥ ১৩ ॥

গৃহী লোক জীবন নির্বাহের বার্তা বা ব্যবসায় রচনা করে। একটা বার্তা নষ্ট হইলে আর একটা আরম্ভ করে। এইরূপ লোভাভিভূত হইয়া বস্তুতঃ সত্ত্বহীন কার্য্যে পরের জ্ঞাত স্পৃহা করে ॥ ১৪ ॥

এইরূপ করিতে করিতে জরাগ্রস্ত হয় তথাপি নির্বেদ জন্মে না। ষাহাদের পালন করে তাহারা স্বয়ং পালিত হইয়া তাহাকে পালন করিতে থাকে। বৈরাগ্যত হইল না। এইরূপ মরণাভিযুখে অগ্রসর হইতে থাকে ॥ ১৫ ॥

তখন গৃহপাল ষাহা কিছু ফেলিয়া দেয় তাহা কুকুরের মত অপমানিত হইয়া থাকিতে থাকে। পীড়ার দ্বারা অগ্নাগ্নি ও অগ্নাহার ও অল্লচেষ্টিযুক্ত হইয়া জীবন বাপন করে ॥ ১৬ ॥

বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িনা ।
কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥ ১৭ ॥

[৩৩০।১৮]

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপ্তাত্মাহজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ত্রিযতে রুদ্ধতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ ॥ ১৮ ॥

[৩৩১।৪৪]

জীবোহুত্মানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ ।
তন্নিরোধোহস্থ মরণমাবির্ভাবস্ত সন্তবঃ ॥ ১৯ ॥

[৩৩২।৩৮]

জীবস্থ সংসৃতীর্বহীরবিজ্ঞাকর্ম্মনির্ম্মিতাঃ ।
যাস্থঙ্গ প্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমান্বনঃ ॥ ২০ ॥

শোনকঃ সূতঃ । [২।৩।১৯-২৪] *তৎকালঃ* ঈদৃশীভবতি
শ্ববিড়বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংসৃতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।

বায়ু দ্বারা ক্রমশঃ উর্দ্ধশ্বাস, কফরুদ্ধ নাড়ি, কাস শ্বাস জন্ম কৃতচেষ্ট হয়
এবং কণ্ঠ ঘুর ঘুর করে ॥ ১৭ ॥

এইরূপে কুটুম্বভরণে ব্যাপ্ত অজিতেন্দ্রিয়, উক্ত বেদনায়ুক্ত পুরুষ নষ্টবুদ্ধি
হইয়া আপন জনের ক্রন্দনমধ্যে প্রাণত্যাগ করে ॥ ১৮ ॥

ভূতেন্দ্রিয় মনোময় লিঙ্গ স্থল শরীরের অন্তর্গত হন জীব। এই স্থল
দেহের নিরোধকে মৃত্যু ও আবির্ভাবকে জন্ম বলে ॥ ১৯ ॥

অবিজ্ঞা কর্ম্মদ্বারা জীবের গতি বহুপ্রকার হয়। যে সকল গতিতে
প্রবেশ করিয়া আত্মার গতি আত্মা জানিতে পারে না ॥ ২০ ॥

খাহার কর্ণে কখনই কৃষ্ণকথা প্রবেশ করে না তিনি পুরুষরূপী পশু।

(২)

ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাপ্রজঃ ॥ ২১ ॥

বিলে বতোরক্রমবিক্রমান্ যে

ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্থ ।

জিহ্বা সতীদার্দুরিকেব সূত

ন চোপগায়তুরুগায় গাথাঃ ॥ ২২ ॥

ভারঃ পরং পটুকিরীটজুষ্ট

মপ্যুত্তমাস্রং ন নমেনুকুন্দং ।

শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং

হরেল্প'সৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ২৩ ॥

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং

লিঙ্গানি বিষোণনি নিরীক্ষতো যে ॥

পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ

ক্ষেত্রাণি নানুরজতো হরৈর্যৌ ॥ ২৪ ॥

তাঁহাকে কুকুর, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দভ পর্য্যন্ত পরিহাস করিয়া শুভ করে ॥ ২১ ॥

যে নরের কর্ণদ্বয় কৃষ্ণের উরুবিক্রম কথা শ্রবণ করে না, সেই দুইটা কর্ণ বুঝা ছিদ্ৰমাত্র । হে সূত ! যে জিহ্বা উরুগায় কৃষ্ণের নামাদি গান করে না সে জিহ্বা ভেকজিহ্বা মাত্র । সর্বদা অসতী ॥ ২২ ॥

যে মস্তক মুকুন্দ পাদপদ্মে নমিত না হয় তাহা অতি উত্তম-কিরীটজুষ্ট হইলেও কেবল ভারমাত্র । অতি সুন্দর কঙ্কনশোভিত দুইটা হস্ত কৃষ্ণের সেবা না করিলে মৃত শরীরের করদ্বয় হইয়া পড়ে ॥ ২৩ ॥

যে দুইটা নয়ন শ্রীকৃষ্ণমूर्তি দেখিল না, সেই দুইটা চক্ষু ময়ূরপাখার বুঝা

জীবজ্ঞবোভাগবতাজ্জিহ্বেণ ন
ন জাতু মৰ্ত্ত্যোভিলভেত যন্ত ।

শ্রীবিষ্ণুপত্নামনুজস্কলশ্চাঃ ।

শ্বসজ্ঞবো যন্ত ন বেদ গন্ধং ॥ ২৫ ॥

তদগ্ৰসারং হৃদয়ং বতেদং

যদগ্ৰহমানৈর্হরিনামধৈরৈঃ

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো

নেত্রে জলং গাত্ররহেষু হর্ষঃ ॥ ২৬ ॥

সূতঃ শৌনকাদীন । [১।১৭।৩৮-৩৯] তে কলিস্থানানি আশ্রয়ন্তি ।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ ।

দ্যুতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ ॥ ২৭ ॥

অঙ্কিত চক্ষু প্রায় । শ্রীহরির ক্ষেত্র ভ্রমণ করিল না একরূপ পদ দুইটি কেবল
বৃক্ষজাত কাষ্ঠবিশেষ প্রায় ॥ ২৪ ॥

সে ব্যক্তি জীবিত শব, যে বৈষ্ণবপদরেণু কখনই গ্রহণ করিল না ।
নিখাসযুক্ত শব সেই ব্যক্তি, যে শ্রীবিষ্ণুপদে দত্ত তুলসী গন্ধ আশ্বাদন
করিল না ॥ ২৫ ॥

সেই হৃদয় অপরাধযুক্ত কঠিন প্রস্তরস্বরূপ, যাহা হরিনাম গ্রহণ সময়ে
নেত্রে জল ও পুলক কোন কারণে হইলেও দ্রবিত না হয় । কপট ব্যক্তির
ও পিচ্ছিল স্বভাব ব্যক্তির সত্বাভাস ক্রমে পুলকাক্রম হয় তাহা বুঝা । যদি
হরিনাম গ্রহণে হৃদয় সরলতার সহিত আর্দ্র হইয়া চক্ষু জল ও পুলক উৎপন্ন
করে তবেই মঙ্গল ॥ ২৬ ॥

মায়াবদ্ধ জীব কলিস্থানেই থাকিতে চায় । কলির দ্বারা প্রার্থিত হইয়া

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাং প্রভুঃ।

ততোহনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমং ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবঃ । [১১।২৫।৩২ ৩৩]

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ ।

যেনেমে নির্জিতা সৌম্যঃগুণা জীবনে চিত্তজাঃ ॥২৯॥

ভক্তিযোগেন মগ্নিষ্ঠো মন্তাবায়োপপত্ততে ।

তস্মাদেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ৩০ ॥

ভগবান্ উদ্ধবঃ । [১১।১২।২০-২২]

যএষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ

কর্মাশ্রকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে ।

দে অশ্রুবীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ

পঞ্চক্ষকঃ পঞ্চরসঃ প্রসূতিঃ ॥ ৩১ ॥

রাজা পরীক্ষিত তাহাকে দ্যুতক্রীড়া স্থান, আসব, ধূম্রাদি পান, ইন্দ্রিয়
তোষী জীলোক এবং পশুবধ স্থানরূপ চতুর্বিদ অধর্ম স্থান দিলেন ॥ ২৭ ॥

পুনরায় প্রার্থিত হইয়া স্বর্ণ, অমৃত, মদ, কাম, রজঃ ও বৈর এই পাঁচটা
স্থানও দিলেন ॥ ২৮ ॥

এই সমস্ত জীবের গুণ কর্ম নিবন্ধন সংসৃতির বিষয় । ইহারা চিত্ত
হইতে উৎপন্ন । যে জীব এই সকল জয় করেন তিনিই ধন্য ॥ ২৯ ॥

মগ্নিষ্ঠ ব্যক্তি ভক্তিযোগে মন্তাব পাইবার যোগ্য হন । অতএব এই
ক্ষণভঙ্গুর দেহ প্রাপ্ত হইয়া গুণসঙ্গ ধৌত করত জ্ঞান বিজ্ঞান সম্ভব শরীর
দ্বারা গুরুরূপাপ্রাপ্ত বিচক্ষণ পুরুষগণ আমাকে ভজন করুন ॥ ৩০ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব ! এই সমষ্টি ব্যষ্টিস্বরূপ বিশ্বই অনাদি

দশৈক শাখো দ্বি সুপর্ণনীড়
 দ্বিবন্ধলো দ্বিফলোহক্কং প্রবিষ্টঃ ॥ ৩২ ॥
 অদন্তি চৈকং ফলমশ্ব গৃধ্রা
 গ্রামেচরা একমরণ্য বাসাঃ ।
 হংসা যএকং বহুরূপমিজ্যৈ
 মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদং ॥ ৩৩ ॥
 এবং গুরুপাসনয়ৈক ভক্ত্যা
 বিছাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ ।

সংসার তরু । কর্ম প্রবাহময় । শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্টরূপ দুইটা ফলকে
 প্রসব করে । পাপ পুণ্য ইহার দুই বীজ, শত শত বাসনা ইহার মূল ।
 ত্রিগুণই ইহার ত্রিণাল । পঞ্চভূত পঞ্চ স্বরূপ । পঞ্চ বিবর পঞ্চ রস ।
 সুখ দুঃখ প্রভৃতি । একাদশ ইন্দ্রিয় একাদশ শাখা । জীবাত্মা ও পরমাাত্মা
 দুটা পক্ষী ঐ বৃক্ষে থাকেন । বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিনটা বন্ধল । সুখ দুঃখ
 দুইটা ফল । সুখামণ্ডল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট এই সংসার তরু ॥ ৩১।৩২॥

কাম্য পুরুষগণ এই সংসার তরুর দুঃখরূপ একটা ফল গ্রাম্য ব্যবহারে
 সেবন করে । সুখরূপ নিবৃত্তি ফলটি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীগণ ভোগ করেন ।
 এই সংসারে গুপ্তভাবে একটি ফল আছে সে আমি । বাহারা ক্ষীর নীর
 বিচার চতুর হংস সকল গুরু কৃপায় এক হইয়াও বহুরূপ যে আমি
 আমাকে জানিতে পারেন । সংসার তরুকে মায়াময় বলিয়া যিনি জানেন
 তিনিই বেদ তাৎপর্য্য অবগত আছেন ॥ ৩৩ ॥

এইরূপ সদগুরু উপাসনারূপ ভক্তিক্রমে ধীর পুরুষ বিছাকুঠার দ্বারা
 জীবাশ্ম অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর ছেদন করিয়া আত্ম-দম্পাদি লাভ দ্বারা

বিরূপ জীবাশয়মপ্রমত্তঃ

সম্পাদ্যচাত্ত্বানমথত্যাগস্তং ॥ ৩৪ ॥

[১১।১১।৫-৭]

অথ বদ্ধস্ত মুক্তস্ত বৈলক্ষণ্যং বদামি তে ।

বিরুদ্ধধর্ম্মিণোস্তুত স্থিতযোরেকধর্ম্মিণি ॥ ৩৫ ॥

সুপর্ণাবেতো সদৃশৌ সখায়ৌ

বদৃচ্ছয়ৈতো কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে ।

একস্তয়োঃ খাদতি পিঙ্গলান্ন

মন্যো নিরন্যোপি বলেন ভুয়ান্ ॥ ৩৬ ॥

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বান্

অপিঙ্গলাদৌ ন তু পিঙ্গলাদঃ ।

যোহবিভয়া যুক্ত স তু নিত্যবন্ধো

বিভ্রাময়ো যঃ স তু নিত্যযুক্তঃ ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানরূপ কুঠারকে ত্যাগ করত পরাভক্তি লাভ করিবে ॥ ৩৪ ॥

এখন এক ধর্ম্মে স্থিত অর্থাৎ এক সংসার তরুতে বাস করিয়া বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত দুই জনের অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্ত দুইয়ের বৈলক্ষণ্য বর্ণন করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

এই সংসারবৃক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে পরস্পরসদৃশ ও সখারূপ দুইটি পক্ষী আসিয়া বাসা করিয়াছেন । তাহার মধ্যে একটি পিঙ্গলফলরূপ অন্ন খাইতেছেন । অপর পক্ষিটি অন্ন ভক্ষণ না করিয়াও স্বীয় বলে বলীমান ॥ ৩৬ ॥

অপিঙ্গলাদ পক্ষিটি আপনাকে ও অন্য পক্ষিটিকে জানেন । পিঙ্গলাদ আপনাকে বা অন্য পক্ষিটিকে জানেন না । পিঙ্গলাদ পক্ষী অবিভ্রাম্যুক্ত

নারদঃ প্রাচীনবহিরাঙ্গানঃ [৪২২।৪২]

তৎকৰ্ম হরিতোষং যং সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মা ভগবন্তঃ [৩২।৬]

তাবদ্রুয়ং দ্রবিণদেহসুহৃদ্বিনিমিত্তং

শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ ।

তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আৰ্ত্তিমূলং

যাবন্নতেহজ্জিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ ৩৯ ॥

ধ্রুবো ভগবন্তঃ [৪২।২]

নুনং বিমুণ্ডমতয়স্তবমায়য়া তে

যে হ্যং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ ।

আছেন বলিয়া নিত্যবদ্ধ । অপিপ্লবাদ বিজ্ঞাময় অতএব নিত্যমুক্ত ।
অপিপ্লবাদ পক্ষীকে জানিতে পারিয়া এবং আপনাকে জানিতে পারিয়া
পিপ্লবাদ পক্ষীও বিজ্ঞায়ুক্ত হইলে মুক্ত হন । আর তাঁহার পিপ্লব ফল
খাইতে হয় না ॥ ৩৭ ॥

বিজ্ঞা কাহাকে বলি कहিতেছেন । হরিতোষকর্মই কর্ম এবং যে
বিজ্ঞান হরিতে মতি হয় তাহাই বিজ্ঞা ॥ ৩৮ ॥

হে প্রভো ! যে পর্য্যন্ত তোমার অভয় পদকমল লোক বরণ না করে,
সেই কাল পর্য্যন্ত দ্রবিণ দেহ সুহৃৎনিমিত্ত ভয় হয় এবং শোক, স্পৃহা,
আশঙ্কি ও বিপুল লোভ হইয়া থাকে এবং আমি ও আমার বলিয়া
অসদাগ্রহরূপ আৰ্ত্তিমূল দূর হয় না ॥ ৩৯ ॥

যাহারা ভবাপ্যয় বিমোক্ষণ স্বরূপ কল্পতরু যে তুমি তোমাকে অল্প তুচ্ছ
ফলের জন্ত অর্চন করে তাহারা নিশ্চয়ই তোমার মায়া কর্তৃক বঞ্চিত

অর্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য
মিচ্ছন্তি যৎস্পর্শজং নরকেপি নৃণাং ॥ ৪০ ॥

[৪।৯।৭]

একস্রমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যরৌরুগুণয়া মহদাত্মশেষং ।
সৃষ্টানুবিশ্ণু পুরুষস্তদসদৃশেষু
নানৈব দারুণু বিভাবসু বদিতাসি ॥ ৪১ ॥

[৪।৯।৬]

যোহন্তঃপ্রবিশ্ণু মম বাচনিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্মা ।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণভ্রগাদীন
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যং ॥ ৪২ ॥

বুদ্ধি । কেননা যাহা নরকেও মনুষ্যের লভ্য হয় সেই স্পর্শজ, কুণপোভোগ্য
ফল ইচ্ছা করে ॥ ৪০ ॥

নানা কাষ্ঠে এক অগ্নি বেক্রপ নানা হইয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ
তুমি একই কৃষ্ণ । হে ভগবন্! আত্মশক্তি উরুগুণবিশিষ্ট মায়াদ্বারা
মহাদাদি অশেষ তত্ত্বে অনুপ্রবেশপূর্বক তত্ত্বহস্তর অসদৃশে নানারূপে
অবতার লীলায় লক্ষিত হইয়া থাক । তুমি নিত্য সৎ কিন্তু দ্রষ্টাগণের
অসৎচক্ষে দেব, তিৰ্য্যক্, রূপে প্রকাশ পাত ॥ ৪১ ॥

প্রসুপ্তরূপ আমাতে প্রবিষ্ট হইয়া অখিলশক্তিধর যিনি স্বীয়
চিহ্নক্রমে আমার হস্ত চরণ শ্রবণ ত্বক্ প্রাণ ও বাক্যকে জীবিত
করিয়াছেন সেই ভগবান পুরুষরূপী তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥

প্রজাপতিঃ [৬।৪।৩]

যোহনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল

মনামরূপো ভগবাননন্তঃ ।

নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভিঃ

ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে

মায়াবন্ধজীবলক্ষণং নাম অষ্টমঃ কিরণঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, যিনি স্বীয় পাদমূল ভজনাকারীর প্রতি অনুগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে জড় জগতে অনাম অরূপ অনন্তরূপী পরমাত্মা ভগবান্ স্বীয় চিহ্নক্ৰি নাম রূপ জন্ম কর্ম্ম দ্বারা প্রকট করিয়াছেন সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে

মায়াবন্ধজীবলক্ষণবিচারে অষ্টম কিরণে মরীচিপ্রভা-

নাম গোড়ীয়া ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

নবমঃ কিরণঃ ।

ভাগ্যবজ্জীবনক্ষণঃ ।

ব্রহ্মা কৃষ্ণঃ [১০।১৪।২৮]

অন্তর্ভবেহনন্ত ভবন্তমেব হতন্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ সন্তং গুণং তংকিমুযন্তিসন্তঃ ॥১॥

কপিলঃ দেবহুতিং । [৩।৩১।৪৬]

তস্মান্ন কার্য্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সংভ্রমঃ ।
বুদ্ধা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশচরেদিহ ॥ ২ ॥

জীবান্ কৃষ্ণোম্মুখান্ কৃত্বা কীর্ত্তনানন্দবর্ষণাৎ ।

গৌড়ভূমৌ ননর্ত্তান্মিন্ নিত্যানন্দপ্রভুং ভজে ॥

এই সংসারে, হে অনন্ত ! সাধুগণ ইতর পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে অগ্নুসন্ধান করেন । একটা রজ্জুকে সর্পবোধ করিয়া ভয় হয় । সর্প নয়, উহা রজ্জু এই কথা না জানিলে কিরূপে রজ্জুকে জানিয়া ভয় পরিত্যাগ হইবে ? জড়দেহে যে আত্মাভিমান তাহা ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমে ঐ বিবর্তরূপ অনর্থকে জানিতে হয় ॥ ১ ॥

ভয়, কার্পণ্য বা সন্ত্রমঃ পরিত্যাগ করত বিশেষ উৎসাহের সহিত ধীর ব্যক্তি জীবগতি অবগত হইয়া এই মায়াবয় সংসারে অনাসক্তভাবে বিচরণ করিবেন । যে পর্য্যন্ত আসক্তি সে পর্য্যন্ত মায়াযুক্তির পথ নাই । প্রথমে উৎসাহের সহিত আসক্তি ত্যাগ করিবে ॥ ২ ॥

কৃদ্রঃ প্রচেতসং [৪।২৪।২৯]

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাং ।
অব্যাকৃতং ভাগবতোথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ ৩ ॥

কপিলঃ দেবহুতিং [৩।২৫।৪১]

নান্যত্র মন্ত্রগবতঃ প্রাধানপুরুষেশ্বরাত্
আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবঃ [১।১।১১।২২-১৭]

প্রকৃতিস্থোহপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ

শিব কহিলেন, যে বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠপুরুষ শত জন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন। আর অধিক পুণ্যচরণদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভক্তগণকে সেরূপ উৎক্রান্তিচক্রে প্রবেশ করিতে হয় না। তাঁহারা সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। যাহা আমি মহাদেব ও অন্ত দেবতাগণ আধিকারিককাল অতীত হইলে কলাধ্বংশে আমরাও সেই বৈষ্ণবপদ পাইব ॥ ৩ ॥

ভগবান কহিলেন, প্রধান ও জীবরূপ পুরুষের ঈশ্বর আমি ভগবান সর্বভূতের আত্মা। আমি ব্যতীত আর কাহা হইতেও তীব্র ভয় নিবৃত্ত হয় না ॥ ৪ ॥

যে রূপ আকাশ, সূর্য্য ও বায়ু অন্ত দ্রব্য মিশ্রিত হইয়াও মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ প্রকৃতিতে থাকিয়াও অনাসক্ত ব্যক্তি বৈশারদী বিচারদ্বারা অসঙ্গরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছিন্নসংশয় হইয়া স্বপ্ন হইতে প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির জ্ঞান

বৈশারদ্যেক্ষয়াহসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ ॥

প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নানানাত্মাদিনিবর্ততে ॥ ৫ ॥

যশ্চ স্যাবীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াং ।

বৃত্তয়ঃ স তু যুক্তো বৈ দেহস্থোপি হি তদগুণৈঃ ॥ ৬ ॥

যশ্চাত্মা হিংস্রতে হিংস্রৈর্ঘেন কিঞ্চিদ্যদৃচ্ছয়া ।

অর্চ্যতে বা কচিত্তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ ॥ ৭ ॥

ন স্তবীত ন নিন্দেত কুর্বতঃ সাধ্বসাধু বা ।

বদতো গুণদোষাভ্যাং বজ্জিতঃ সমদৃঙ্খনিঃ ॥ ৮ ॥

ন কুর্য্যন্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা ।

আত্মারামোহনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্ধুনিঃ ॥ ৯ ॥

নানাত্ম পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ আমি চিংকণ জীব এবং কৃষ্ণদাস ইহা জানিয়া জড়ের সম্বন্ধকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করে ॥ ৫ ॥

প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বৃত্তি সকল যাহার বীতসংকল্প অর্থাৎ জড়লালসাগুণ হইয়া, তিনি দেহস্থ হইয়াও জড়মুক্ত ॥ ৬ ॥

হিংস্র ব্যক্তিকর্তৃক যাহার দেহ পীড়িত হয় বা কোন গতিকে কাহার কর্তৃক চন্দনাদি দ্বারা অর্চিত হয় তদ্ব্যতীত ক্রিয়াদ্বারা যিনি কোন বিকার লাভ না করেন, তিনি মুক্তলক্ষণে লক্ষিত পণ্ডিত পুরুষ ॥ ৭ ॥

তিনিই মুনি ও সমদর্শী, যিনি অপরে সাধু বা অসাধু কল্প করিলে বা সাধু বা অসাধু বাক্য কহিলে স্বয়ং গুণদোষবজ্জিত হইয়া তাঁহার জ্ঞতি বা নিন্দা করেন না ॥ ৮ ॥

সাধু বা অসাধু বিষয়ে তিনি কার্য্য করেন না, বলেন না এবং

বিহঃ মৈত্রেয়ঃ । [৩।৭।১৭-২৩]

যশ্চমূঢ়তমোলোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ ।

তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিষ্টতন্তুরিতে জনঃ ॥ ১০ ॥

অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীতস্তাপি নাত্মনঃ ।

তাক্ষাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে ॥ ১১ ॥

যৎ সেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্ত মধুদ্বিষঃ ।

রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ ॥ ১২ ॥

চুরাপাহ্নতপসঃ সেবাবৈকুণ্ঠবত্সু ।

যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ ॥ ১৩ ॥

চিন্তা করেন না, স্বয়ং আত্মরতি লাভ করিয়া নিগুণ বৃত্তি দ্বারা জড়ের
জ্ঞান মৌনভাবে বিচরণ করেন ॥ ৯ ॥

যিনি কিছু জ্ঞানাত্মসন্ধান না করিয়া স্বাভাবিক ভক্তি অবলম্বন
করেন এবং যিনি সম্বন্ধজ্ঞান ভাল করিয়া বুঝিয়া ভক্তি করেন সেই
উভয়বিধ লোকই সুখ প্রাপ্ত হন, কেবল মধ্যবর্তী থাকিয়া দৃঢ়শ্রদ্ধা বা
অপার জ্ঞান যাহারা পান না তাঁহারা ই ক্লেশ পান ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরের নিকট এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিবে, হে শ্রীকৃষ্ণ
এই প্রাপঞ্চিক জগৎ আমার প্রতীপ অর্থাৎ বিরোধি স্ততরাং ইহাতে
আমার কোন তাৎপর্য্য নাই, তথাপি জড়দেহাবস্থিতি পর্য্যন্ত যাহা কিছু
থাকে তাহা আপনার সেবাদ্বারা দূর করিব ॥ ১১ ॥

প্রপঞ্চাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাদ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে তীব্র
রতিরাস উদয় হয় ॥ ১২ ॥

যাহাতে নিত্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আছে এরূপ বৈকুণ্ঠ বত্সের সেবা
অনন্তপবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য ॥ ১৩ ॥

কপিলঃ দেবহুতিঃ । [৩২৫।৩৮]

ন কর্হিচিহ্নং পরাঃ শান্তরূপে
ন জ্জ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেটি হেতিঃ ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সূতশ্চ
সখা গুরুঃ সূহৃদো দৈবমিষ্টং ॥ ১৪ ॥

[৩২৮।৪২]

সর্বভূতেষু চাত্মানাং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষেতানন্ত্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাং ॥ ১৫ ॥

[৩২৮।৪৪]

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাং ।
দুর্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ ১৬ ॥

কপিল কহিলেন, হে শান্তরূপে ! আমার ভক্তগণ কখন নষ্ট হন না । আমার অনিমিষকালচক্রে তাঁহাদিগকে গ্রাস করে না । যেহেতু তাঁহারা আমাকে প্রিয় আত্মা সূত সখা গুরু সূহৃদ পরদেবতা ও ইষ্টধন বলিয়া রসমার্গে ভজন করিয়া থাকেন এবং আমিও সেই সেই রসের বিষয় হইয়া প্রত্যক্ষ হই ॥ ১৪ ॥

সর্বভূতে আত্মাস্বরূপ আমাকে এবং সর্বভূতকে আমাতে অনন্তভাবে দর্শন করেন । সূতরাং সর্বভূতে মদাত্মতা দৃষ্টিপূর্বক সর্বভূতের প্রতি দয়ায় প্রবৃত্ত হন ॥ ১৫ ॥

অতএব ভক্তজন আমার এই মায়াপ্রকৃতিকে সদসদাত্মিকা দুর্বিভাব্য দৈবী প্রকৃতি জানিয়া জাহা হইতে ক্রমশঃ পৃথক্ হইয়া স্বীয় মদভুগত অর্গুচেতনস্বরূপে দৃঢ়রূপে অবস্থান করেন ॥ ১৬ ॥

[৩২৫১২৪]

অসেবয়ায়ং প্রকৃতেগুণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্বিতেন ।
যোগেন মধ্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুদ্ধে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণঃ উক্তবঃ [১১১১১৮-৯]

দেহস্থোপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্যথোপ্থিতঃ ।
অদেহস্থোপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা ॥ ১৮ ॥
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ ।
গ্রহমাণেশ্চহং কুর্য্যাম্ বিদ্বান্ যন্তবিক্রয়ঃ ॥ ১৯ ॥

[১১১১১১]

এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে ।
দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজনশ্রবণাদিমু ॥
ন তথা বধ্যতে বিদ্বাংস্তত্রতত্রাদয়ন্ গুণান্ ॥ ২০ ॥

জ্ঞান বৈরাগ্য বিজৃম্বিত যোগ, মদর্পিত ভক্তি এবং প্রাকৃত গুণের
অসেবাবারা ভক্ত প্রত্যগাত্মাস্বরূপ আমাকে আবদ্ধ করেন ॥ ১৭ ॥

দেহস্থ হইয়াও স্বপ্নোপ্থিত ব্যক্তির ত্রায় বিদ্বান্ অদেহস্থ থাকেন, যুট
ব্যক্তি অদেহস্থ হইয়াও স্বপ্নদৃষ্টার ত্রায় দেহস্থ থাকে ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা গুণসমূহে গুণদ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া বিদ্বান্ অবি-
ক্রিয়ভাবে থাকেন, জড় শরীরে আমি বলিয়া অহঙ্কার করেন না ॥ ১৯ ॥

বিদ্বান্ পুরুষ শয়ন, আসন, ভ্রমণ, স্নান, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন
ও শ্রবণাদি ক্রিয়া করিতে করিতে বিরক্তির সহিত সেই সকল গুণ
গ্রহণ করিয়াও তাহাতে বদ্ধ হন না ॥ ২০ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতঃ [২।২।৩৩-৩৪]

নহতোন্ম্যঃ শিবঃপস্থা বিশতঃসংস্থতাবিহ ।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগে যতো ভবেৎ ॥ ২১ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মকাংশ্চৈব ত্রিরসীক্ষ্যমনীষয়া ।

তদধ্যবসংকূটেষ্টেহা রতিরাগ্নন্যতোভবেৎ ॥ ২২ ॥

[২।২।৩৭]

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং

কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভূতং ।

পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং

ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকং ॥ ২৩ ॥

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তং । [১০।৮।৩৩]

বিজীত হ্রদীক বায়ুভিরদান্ত মনস্তরগং

য ইহ যতন্তি যন্ত মতিলোলমুপায়খিদঃ ।

ভক্তিপস্থা আশ্রয় করিলে এই প্রকার যুক্তবৈরাগ্যই মায়াযুক্তির কারণ হয়। সংস্থতিপ্রবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বাহাতে বাসুদেব ভগবানে ভক্তিযোগ হয় তাহা আশ্রয় করা বাতীত অণু মঙ্গলপস্থা নাই ॥ ২১ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা-বেদত্রয় বিশেষ যত্নের সহিত বুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আত্মতত্ত্বরূপ কৃষ্ণে অপ্রাকৃত রতি বাহাতে হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ॥ ২২ ॥

যাঁহারা আত্মস্বরূপ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁহারা শ্রবণদ্বারা কৃষ্ণকথামৃত পান করেন। বিষয় বিদূষিত আশ্রয়কে তাঁহারা পবিত্র করেন। তাঁহার চরণকমলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হন ॥ ২৩ ॥

এ স্থলে সঙ্গুল চরণাশ্রয় নিতান্ত আবশ্যিক। শ্রুতিগণ করিলেন,

ব্যসনশতাব্ধিতাঃ সমবায় গুরোশ্চরণং
বর্ণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃত কর্ণধারজলধৌ ॥ ২৪ ॥

ভক্তিশক্তিঃ বিবৃত্য কপিলেন [৩।২৫।৩৩]

জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ২৫ ॥

[৩।২৫।৪৪]

এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিব্যোগেন মনো মঘ্যাপিতং স্থিরং ॥ ২৬ ॥

অতএব অনন্তবিষ্ণুভক্তিনির্দিষ্টা ক্রীড়্যতেন [১।২।২৩-২৯]

সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুণা-
স্তৈযুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাশু ধত্তে ।

হে অজ ! যাঁহারা প্রাণায়াম বলে জিতেন্দ্রিয় হইয়াও অদাস্ত অতিচঞ্চল
মনতুরঙ্গকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করেন অথচ সৎগুরু চরণ আশ্রয়
করেন নাই তাঁহারা শত শত উৎপাতে পতিত হইয়া নিরুপায় হইয়া
পড়েন । সমুদ্রে বণিকগণ অর্ণবধানে অকৃত কর্ণধার হইলে যেক্রপ কষ্ট
পান সেইরূপ ॥ ২৪ ॥

ভক্তির মহিমা এই যে ভক্ত অরুকে জঠরানল যেক্রপ অনায়াসে দগ্ধ
করে, সেইরূপ ভক্তিলিঙ্গ শরীরকে সত্বরেই জারিত করেন । আর কোন
উপায়ে তাহা হয় না ॥ ২৫ ॥

তীব্র ভক্তিব্যোগের সহিত আমাতে দৃঢ়ভাবে চিত্ত অর্পণ করাই
জীবলোকে জীবের নিঃশ্রেয়সোদয় বলিয়া জান ॥ ২৬ ॥

অতএব অনন্ত বিষ্ণুভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ । সূত কহিলেন,
হে শৌনকাদি ঋষিবর্গ, সত্ব রজ ও তম এই তিনটি প্রকৃতির গুণ । সেই

স্থিত্যদয়ে হরिवিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ

শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোন্মূৰ্ণাং সূ্যঃ ॥ ২৭ ॥

পাৰ্থিবাদ্ভাবগো ধুমন্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ ।

তমসস্ত রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদব্রহ্মদৰ্শনং ॥ ২৮ ॥

ভেজিরে মুনয়োহথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজং ।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায কল্পন্তে যেহনু তানি হ ॥ ২৯ ॥

মুমুক্শবো ঘোররূপান্ হিমা ভূতপতীনথ ।

সেই গুণে যুক্ত হইয়া পুরুষাবতার পরপুরুষ বিষ্ণু এই জগতের স্থিতি জন্য ও ভঙ্গ কার্য্যানুরোধে হরি বিরিঞ্চি ও হর এই তিনটি সংজ্ঞা ধারণ করেন । হর ও বিরিঞ্চি ভিন্নাংশে এবং হরি স্বাংশে সংজ্ঞা হইয়াছে । এই তিনের মধ্যে সত্ত্বতনু হরি হইতেই জীবের শ্রেয় উদয় হয় ॥ ২৭ ॥

কাষ্ঠ পাথিব তাহাতে অগ্নি লাগিলে ত্রয়ীময় অগ্নিই শ্রেষ্ঠ বস্তু । কিন্তু তাহাতে যে ধূম হইয়া থাকে তাহা কাষ্ঠ অপেক্ষা অগ্নির নিকটবস্তু ও শ্রেষ্ঠ । সেইরূপ সংসার কার্য্য নির্বাহে সত্ত্বই অগ্নিস্থলীয় । রজঃ ধূমস্থলীয় এবং তমঃ কাষ্ঠস্থলীয় । তমোগুণাধিষ্ঠিত ভূতপতি রুদ্র অপেক্ষা রজঃ অধিষ্ঠিত ব্রহ্মা বরণীয় । তদুভয় অপেক্ষা সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত বিষ্ণুই বরণীয় । শুদ্ধ সত্ত্বরূপ ব্রহ্মা সত্ত্বরূপ বিষ্ণুতে লক্ষিত হন । বিষ্ণুই ব্রহ্মা । সত্যাবস্থিত সাধকই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

প্রাচীন কাল হইতে মুনিগণ অধোক্ষজ ভগবান বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ বিষ্ণুকে মঙ্গলভাবের জগু ভজনা করিয়া আসিতেছেন । তাঁহাদের অনুগত সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধনা করেন ॥ ২৯ ॥

মুমুক্শু জীবমাত্রেরই ঘোররূপী ভূতপতিদিগকে ত্যাগ করিয়া নারায়ণের

নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হনুমুগবঃ ॥ ৩০ ॥

রজস্তুমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ ।

পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেঙ্গবঃ ॥ ৩১ ॥

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মথাঃ ।

বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩২ ॥

বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরন্তপঃ ।

বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ৩৩ ॥

কৃত্ত্বঃ প্রচেতসঃ [৪।২৪।২৮]

যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিলিঙ্গাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ ।

ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ ৩৪ ॥

স্বাংশ কলাদিগের ভজনা করেন । অত্যান্ত দেবতাকে অসুগ্ৰা না করিয়াই
বিষ্ণু ভজন করিতে হয় ॥ ৩০ ॥

যদি বল কতকগুলি লোক পিতৃপুরুষ, ভূতপতি ও প্রজাপতিদিগকে কেন
আরাধনা করেন তবে বলি । তাহারা মুমুকু নয় । শ্রী, ঐশ্বর্য্য, সম্ভানপ্রাপ্তি
কামনায় তাহারা ঐ সকল পৃথক দেবতাকে পূজা করে । তাহারও কারণ
এই যে, যে সকল ব্যক্তি রজঃ তম প্রকৃতি তাহারা আপনাদের প্রকৃতির
সমশীল দেবতাকেই ভজনা করে । ইহা স্বাভাবিক । জীব যখন সাত্ত্বিক
হয় তখন বিষ্ণু ব্যতীত আর কোন দেবতা ভজন করে না ॥ ৩১ ॥

দেখ বেদ সমস্ত বাসুদেব বিষ্ণুপর যজ্ঞ সমস্তই বাসুদেবপর, যোগ সমস্তই
বাসুদেবপর, কৰ্ম্ম সমস্তই বাসুদেবপর, জ্ঞান বাসুদেবপর, তপস্তা বাসুদেব-
পর, এবং গতিও বাসুদেবপর ॥ ৩২—৩৩ ॥

সূক্ষ্ম ত্রিলিঙ্গ জীবসংজ্ঞিত অর্থাৎ বিভিন্নাংশ সংজ্ঞিত বদ্ধ জীবরূপ

নাগপদ্মঃ কৃষ্ণঃ [১০, ১৬, ৪৩-৪৪]

নমোহনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতৈ ।

নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে ॥ ৩৫ ॥

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে ।

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে

মুক্তুঃশ্লুখজীবলক্ষণংনাম নবমঃ কিরণঃ ।

দেববর্গ হইতে পরতত্ত্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে যিনি প্রপন্ন তিনি আমার
প্রিয় ॥ ৩৪ ॥

অনন্ত সূক্ষ্ম কূটস্থ, সর্বজ্ঞ, নানা বাদানুরোধ স্থল, বাচ্য বাচক শক্তি
যুক্ত সেই পরমেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। বাচক ব্রহ্ম নাম এবং বাচ্য
ব্রহ্ম স্বরূপ কৃষ্ণ। বেদ ও কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের বাচক। অতএব কৃষ্ণ ও
কৃষ্ণনামে ভেদ নাই ॥ ৩৫ ॥

প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি প্রবৃত্তিস্বরূপ ও নিবৃত্তিস্বরূপ নিগমস্বরূপ
ঈশ্বরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে

মুক্তুঃশ্লুখজীবলক্ষণবিষয়ে নবমকিরণে মরীচিপ্ৰভা

নাম গোড়ীয় বাধ্যা সমাপ্তা ॥

দশমঃ কিরণঃ ।

শক্তি পরিণামঃ ।

অচিন্ত্যভেদাভেদলক্ষণং ।

ভগবান্ উক্তবঃ [৩৪।১৩]

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভো

পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে ।

জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবতাসং

যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥ ১ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মাণঃ [২।৯।৩০-৩৫]

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদিজ্ঞানসমন্বিতং ।

সরহস্তং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ২ ॥

ভেদাভেদমচিন্ত্যং ধন্যতবাদনিবর্তনং ।

গৌরাজ্ঞয়োদ্ধৃতং যেন নোমি গোপালভট্টকং ॥

পুরাকালে পাদ্যকরে আদিসর্গে ব্রহ্মা আমার নাভিপদ্মে নিষণ্ণ হইলে,
আমার মহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান তাহাকে বলিয়াছিলাম । সেই
জ্ঞান তোমাকে বলিলাম । পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাগবত বলেন ।
চতুঃশ্লোকীতে যে শক্তিপরিণামাত্মক অচিন্ত্যভেদাভেদ শিক্ষিত হইয়াছে
তাহাই ভাগবত ॥ ১ ॥

অথ জ্ঞানই পরমতত্ত্ব । ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ আমার জ্ঞান

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৩ ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নাগ্যদ্যৎসদসৎ পরং ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোবশিষ্যেত সোহস্ম্যাহং ॥ ৪ ॥

অদ্বয় ও পরমগুহ্য । তাহা অদ্বয় হইয়াও নিতাই চারিটা ভেদযুক্ত । জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ । তাহা জীব বুদ্ধিতে বৃদ্ধিতে পারিবে না, আমার অনুগ্রহে তাহার উপলব্ধি কর । জ্ঞান আমার স্বরূপ, বিজ্ঞান শক্তি সম্বন্ধ, জীব আমার রহস্য, প্রধান আমার জ্ঞানাজ । এই চারিটা তত্ত্বের নিত্য অদ্বয়তা ও নিত্য রহস্যগত ভেদ আমার অচিন্ত্যশক্তির পরিণাম ॥ ২ ॥

আমি স্বরূপতঃ যে রূপ, আমার ভাব যে প্রকার, আমার চিদচিৎ ভেদে গুণ কর্ম, আমার তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি বুঝিয়া লও ॥ ৩ ॥

এই শ্লোক হইতে চারিটি শ্লোকে চারিটি তত্ত্বের ভেদ দেখাইতেছেন । ইহার নাম চতুঃশ্লোকী ভাগবত । পরম নিত্য আমি এক অদ্বয়তত্ত্ব । প্রথমে আমিই ছিলাম । সৎ ও অসৎ এই দুই হইতে শ্রেষ্ঠ আমি মাত্র ছিলাম । আর কিছুই ছিল না । অসৎ অর্থাৎ আগমাপায়ী অবস্থা এবং সৎ অর্থাৎ সৃষ্টিতে আমার অবয়ব সম্বন্ধ এই দুই ক্রিয়া যাহা সৃষ্টিতে উদয় হইয়াছে তাহাও আমি । অগ্নির যেমন বিস্কুলিঙ্গ, সূর্যের যেমত কিরণ সর্বভূত আমার সেই রূপ শক্তি পরিণাম । আমি পরিণত হই না । কিন্তু আমার অক্ষয় শক্তি চিন্তামণির স্বর্ণ প্রসবের ন্যায় স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও এই চরাচর জগৎকে প্রসব করে । সৃষ্টি হওয়ার্তে আমার অদ্বয়ত্ব যায় নাই । সৃষ্টিতত্ত্বের পৃথকতা হইলেও আমি সর্ব স্বরূপ একই তত্ত্ব । ইহাই আমার অচিন্ত্যশক্তির ভেদাভেদ পরিচয় ।

ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।

তদ্বিত্তাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ৫ ॥

আবার প্রলয়ে আমি অবশিষ্ট একই থাকি । কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবল দ্বৈত বাদ, দ্বৈতাদ্বৈত বাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ এবং শুদ্ধদ্বৈত বাদ এই সকল নামের বিবাদমাত্র । সমস্ত বাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরম সত্য থাকে তাহা আমার অচিন্ত্য শক্তি পরিণাম রূপ নিত্য ভেদাভেদ জ্ঞান । ইহাই সর্ববেদ বাক্য ও মহাবাক্য সম্মত ॥ ৪ ॥

মতবাদীগণ আমার অচিন্ত্য শক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে অস্তি নাস্তি ইত্যাদি নানাপ্রকার জল্পনা করে । সেও আমার প্রভাব । এক পরাশক্তি মায়াই আমার অচিন্ত্য শক্তি । তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থা ও তটস্থ অবস্থা । জগৎ সৃষ্টিতে তটস্থ অবস্থাই অনু ও ছায়ারূপে দ্বিপ্রকার । অনু তটস্থ শক্তিকে কোন কোন শাস্ত্রে জীবশক্তি বলিয়াছেন, তথাপি তাহাকে আমি পরাপ্রকৃতি বলি । ছায়া তটস্থ শক্তি অচিন্মায়া শক্তি বলিয়া বিখ্যাত । তাহার এক নাম বহিরঙ্গা শক্তি । চিত্তস্বাদি প্রকাশক স্বরূপশক্তিকে চিৎ শক্তি বা অন্তরঙ্গ শক্তি বলে । মায়া বলিলে প্রধানতঃ আমার পরাশক্তিকে বুঝায় । এই মায়িক সংসারে স্বরূপ শক্তি পরিচয় গূঢ় এবং অচিন্মায়া শক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত বলিয়া মায়া বলিলে অচিন্মায়া অর্থাৎ ছায়া তটস্থাকেই বুঝায় । আমি মূল মায়া শক্তি তোমাকে বুঝাইতেছি । আমি চৈতন্য স্বরূপ আত্মা পুরুষ । বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ প্রকৃতি ও অর্থ তিনপ্রকার তত্ত্ব বিভাগ । আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ষড়্ বিংশতি সমস্ত তত্ত্বকেই অর্থ বলি । অর্থকে ছাড়িয়া দিলে যাহা আমা হইতে পৃথক্ চিন্তনীয় হয় অথচ আত্মতত্ত্বে তাহার স্বরূপ প্রতীতি হয় না তাহাই মায়া ।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষু চ্চাবচেষু ।

প্রবিষ্টাণ্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষুহং ॥ ৬ ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্তং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।

অন্যব্যতিরেকাত্যাং যৎশ্রুতং সর্বত্র সর্বদা ॥ ৭ ॥

আত্মা বস্তু এবং মায়া ছাড়া আর যতগুলি তত্ত্ব আছে সকলই বস্তু প্রায় । কিন্তু মায়া বস্তু নয় । বস্তু যে আত্মা তাহার শক্তি মাত্র । বস্তু মধ্যে ইহার দুই প্রকার পরিচয় । আভাস ইহার প্রথম পরিচয় এবং তম ইহার দ্বিতীয় পরিচয় । জীবই আভাস পরিচয় । চিৎশক্তি অনু তটস্থ অবস্থায় আভাস রূপ জীব । সুতরাং তাঁহার চিৎ পরিচয় । অচিন্মায়ায় তম পরিচয় তাহাতে জড় জগৎ । এই প্রকার শক্তিতত্ত্ব বুঝিয়া পরব্রহ্ম স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান ॥ ৫ ॥

এখন রহস্ততত্ত্ব শুন । এ জড় জগৎ মিথ্যা নয় । আমার শক্তি পরিণতি এবং আমি সংরূপে তাহার অন্তরে আছি বলিয়া সত্য । সত্য হইলেও ইহার আগমাপারী প্রকাশ নথর । এই জগতে মহাত্মত সকল উচ্চাবচ ভূতে প্রবিষ্ট হইয়া ও মহাত্মতরূপে অপ্রবিষ্ট । সেইরূপ আমিও শক্তিপরিণামরূপী জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও আমার চিদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবন ও পরব্যোমাদিতে স্বরূপে পূর্ণরূপে আছি । আবার জীবশক্তি পরিণতি জীবসকল স্বভাবতঃ আমার প্রণত দাস । তাহাদের ভিতরে পরমাত্মা রূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া আমার চিদ্ধামে প্রাপ্তপ্রেমজীবসমূহ লইয়া আমার নিরন্তর লীলা ॥ ৬ ॥

এখন দেখ আমি স্বরূপ, স্বরূপ বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে অবভাসিত হইয়াও নিত্য অথও অদ্বায় তত্ত্ব । মান্নাবদ্ধ জীব এই তত্ত্ব উপলব্ধি না

প্রাপঞ্চিকজগতঃ মায়াশক্তিপরিণামত্বঃ দর্শিতং

ব্রহ্মা নারদঃ [২।৫।২২-২৯]

কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণাম স্বভাবতঃ ।

কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥ ৮ ॥

মহতস্ত্ব বিকুর্বাণাদ্রজঃ সত্বোপবৃংহিতাৎ ।

তমঃ প্রধানত্বভবদ্ভব্যজ্ঞানক্রিয়াস্বরূপকঃ ॥ ৯ ॥

সোহহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্বনু সমভূল্লিখা ।

বৈকারিকতৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্বিদ্ভা ॥ ১০ ॥

তামসাদপি ভূতাদেবিকুর্বাণাদভূন্নতঃ ।

তস্মা মাত্রা গুণঃশব্দো লিঙ্গং বদ্ভট্টদৃশ্যয়োঃ ॥ ১১ ॥

করিয়া কত প্রকার বিতর্ক করে। তাহাদের কর্তব্য এই যে, আমার কৃপাপ্রাপ্ত শাস্ত্রাভিধেয় অবয়ব ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধি নিষেধ অথবা বিধি রাগ ভেদ অনুসারে সঙ্গুলক চরণে জিজ্ঞাসা দ্বারা সর্বদা সর্বত্র সত্য বলিয়া স্থির করে তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৭ ॥

প্রাপঞ্চিক জগৎ মায়াশক্তি পরিণাম তাহা দেখাইতেছেন, মায়াস্তর্গত কালশক্তির ব্যতিকরই মায়ার স্বভাবতঃ পরিণাম পুরুষাধিষ্ঠিত মহত্ত্ব হইতে কর্মের জন্ম ॥ ৮ ॥

মহত্ত্ব পরিণত হইয়া রজ সত্ত্ব দ্বারা উপবৃংহিত হয়। তমঃ প্রধান হইয়া ভব্য জ্ঞানক্রিয়াস্বরূপ লাভ করে ॥ ৯ ॥

তাহার নাম অহঙ্কার। তাহা পরিণত হইয়া বৈকারিক তৈজস তামস ভেদে তিন প্রকার হয় ॥ ১০ ॥

তামস অহঙ্কার হইতে আকাশ। আকাশের মাত্রাগুণ হইতে শব্দের উৎপত্তি। তাহাই দ্রষ্টা দৃশ্যের চিহ্ন ॥ ১১ ॥

নভসোথবিকূর্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোহনিলঃ ।
 পরায়রাচ্ছন্দবাৎশ্চ প্রাণ ওজঃসহোবলং ॥ ১২ ॥
 বায়োরপি বিকূর্বাণাৎ কালকর্মান্ধবতঃ ।
 উদপত্তত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ ॥ ১৩ ॥
 তেজসন্ত বিকূর্বাণাদাসীদন্তোরসাত্মকং ।
 রূপবৎ স্পর্শবচ্চান্তো ঘোষবচ্চ পরায়রাৎ ॥
 বিশেষন্ত বিকূর্বাণাদন্তসো গন্ধবানভূৎ ।
 পরায়রাদ্ভ্রসস্পর্শশব্দরূপগুণাবিতঃ ॥ ১৪ ॥

প্রপঞ্চসৃষ্টৌ বিবর্তন্ত ন স্থানমেব দর্শিতং

মৈত্রেয়ো বিদুরং [৩।১০।১১-১২]

গুণব্যতিকরাকারো নির্বিশেষোহপ্রতিষ্ঠিতঃ ।
 পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াহসৃজৎ ॥ ১৫ ॥

আকাশ বিকুবিত হইয়া স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু হইল । আকাশের গুণ
 অনুসৃত থাকায় প্রাণ ওজ ও বলযুক্ত হইল ॥ ১২ ॥

কালকর্মান্ধ স্বভাবদ্বারা বায়ু বিকুবিত হইয়া তেজ উৎপন্ন হইল ।
 তাহাতে রূপ স্পর্শ ও শব্দ তিনটি গুণ হইল ॥ ১৩ ॥

তেজ বিকুবিত হইয়া রসাত্মক জল হইল তাহাতে রস স্পর্শ শব্দ ও
 রূপ এই চারিটি গুণ হইল । গন্ধবান পৃথিবীরূপ বিশেষ জল বিকারের
 দ্বারা হইল । তাহাতে রস স্পর্শ শব্দ রূপ ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ হইল ॥ ১৪ ॥

জগৎ সৃষ্টিতে বিবর্তন নাই । কাল স্বয়ং নির্বিশেষ ও অপ্রতিষ্ঠিত ।
 কালই প্রকৃতির ব্যতিকরের আকার মাত্র । পুরুষ তদুপাদান রূপ কালকে
 লীলার দ্বারা সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়ায়া ।

ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্তিনা ॥ ১৬ ॥

নবৈকাদশপঞ্চত্রীন্ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ ।

ঈক্ষেতেথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতং ॥ ১৭ ॥

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ ॥ ১৮ ॥

স্থিত্যৎপত্যপ্যয়ান্ পণ্ডেভাবানাং ত্রিগুণাশ্রনাং ।

আদাবন্তে চ মধ্যে চ স্বজ্যাং স্বজ্যাং যদব্রিয়াং ॥

পুনস্তৎ প্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ ॥ ১৯ ॥

এই বিশ্বটি ব্রহ্ম তন্মাত্র, বিষ্ণু মায়ার দ্বারা সংস্থিত । অব্যক্ত মূর্তি কালরূপ ঈশ্বরের দ্বারা পরিচ্ছিন্নভাবে উদয় হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

তত্ত্ব সংখ্যা বলিতেছেন । পুরুষ প্রকৃতি মহত্ত্ব, অহঙ্কার রূপ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই নয়টি । পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই একাদশটি । ক্ষিতি রূপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত । সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ । একত্রে আটাইশটি তত্ত্ব । তন্মধ্যে পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য দুই প্রকার । পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, ক্ষুদ্র পুরুষ জীব মায়া প্রবণ । প্রকৃতি দুই প্রকার অর্থাৎ পরা কেবল চিং সঙ্কিনী এবং অপরা জড় সঙ্কিনী । যে জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ সর্বং খব্দিং ব্রহ্ম এই এক জ্ঞান দ্বারা তত্ত্ব সমূহে যে এক জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয় জ্ঞান তাহাই ভগবজ্জ্ঞান ॥ ১৭ ॥

ভগবৎ শক্তিপরিণত সকল তত্ত্বই ভিন্ন ও পৃথকরূপে সত্য এইরূপ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান জ্ঞান । বিজ্ঞান দ্বারা অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব উদয় হয় ॥ ১৮ ॥

ত্রিগুণাত্মক ভাব সকলের স্থিতি উৎপত্তি ও ধ্বংস কার্য্যে কার্য্যের

[১১।১২.১৮]

কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিক্যাদমঙ্গলং ।

বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্চাদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ ২০ ॥

নশ্বরমপি জগৎ ত্যং [১১।২৪।১৮]

যতুপাদায় পূর্বস্ত ভাবো বিকুরুতে পরং ।

আদিরন্তো যদা যন্ত তৎসত্যমভিধীয়তে ॥ ২১ ॥

চিচ্ছক্তেরংশভূতস্ত জীবশক্তেঃ পরিণামরূপত্বাৎ জীবোপি শক্তি পরিণাম

ইতি সপ্তম কিরণে একাদশশ্লোকে দর্শিতঃ । ইদানীং তন্ত জীবন্ত

সংসারাভিমানমেববিবর্ত্তধর্মাদিতি নিশ্চীদ্রতে

শ্রীকৃষ্ণেন [১১।১০।৮-৯]

বিলক্ষণঃ স্থলশূন্যাদেহাদাত্মৈক্ষিতা স্বদৃক্ ।

যথাগ্নিদারুণো দাহাদাহকোহন্যঃ প্রকাশকঃ ॥ ২২ ॥

আদি মধ্যে এবং অন্তে স্বজ্য বস্তু হইতে স্বজ্য বস্তুতে যাহা অধিত আছে তাহাই সৎ এবং তাহা প্রতिसংক্রমে সজ্জপে থাকে ॥ ১৯ ॥

কর্ম পরিণামী । অতএব সৃষ্টিকর্মের অন্তর্গত বিরিকি হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্তই অমঙ্গল । দৃষ্টি মর্ত্যাদি লোক এবং অদৃষ্ট ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পণ্ডিতগণ সকলকেই নশ্বর বলিয়া জানেন ॥ ২০ ॥

নশ্বর হইলেও সমস্ত সত্য অর্থাৎ কল্পিত নয় । পূর্বস্ত ভাব যতুপায় (যাহা হইতে) পরবর্তী ভাব ও তাহার পরিণাম । অতএব আদিও অন্ত যে সত্য হইতে, সেই সত্যই সর্বত্র । ইহাই বেদ সিদ্ধান্ত ॥ ২১ ॥

চিচ্ছক্তির অংশভূত জীবশক্তি । তাহার পরিণাম জীব । জীব ও শক্তিপরিণাম । সপ্তম কিরণে একাদশ শ্লোক । এ স্থলে সেই জীবের সংসারাভিমান বিবর্ত্ত ধর্ম হইতে নিশ্চিত হইতেছে । জীব স্বস্বরূপের

নিরোধোৎপত্ত্যণুরহন্নানাত্তং তৎ কৃতান্ গুণান্ ।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধতে এবং দেহগুণান্ পরঃ ॥ ২৩ ॥

[১১।২২।৫২-৫৬]

সদ্বসঙ্গাদৃশীন্ দেবান্ জসাসুরমানুষান্ ।
তমসাত্ত্ব ততির্য্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কৰ্ম্মভিঃ ॥ ২৪ ॥
নৃত্যতো গায়তঃ পশুন্ যথৈবানুকরোতি তান্ ।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশুন্ননীহোপ্যানুকার্য্যতে ॥ ২৫ ॥
যথাস্তসা প্রচলতা তরবোপি চলা ইব ।
চক্ষুৰ্ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভঃ ॥ ২৬ ॥

দ্রষ্টা ও পরদ্রষ্টা । যেরূপ দাহদারু হইতে দাহক ও প্রকাশক রূপ
অগ্নি পৃথক্ তত্ত্বং জীব তাঁহার সাম্প্রত সূক্ষ্ম অর্থাৎ স্নিগ্ধ শরীর ও স্থূল
শরীর হইতে বিলক্ষণ তত্ত্ব ॥ ২২ ॥

জীব পরতত্ত্ব হইয়াও নিরোধ, উৎপত্তি, অণু, বৃহৎ রূপ নানাত্ত
স্থূললিঙ্গদেহকৃতগুণসকল তাহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া স্বীকার করেন ॥ ২৩ ॥

সত্ত্ব গুণের সঙ্গে ঋষিত্ব, দেবত্ব, রজগুণের সঙ্গে অসুরত্ব মানুষত্ব,
তমোগুণের সঙ্গে, ভূত তির্য্যক্ত্বরূপ দেহ ধারণ পূর্ব্বক কৰ্ম্ম দ্বারা ভ্রামিত
হন ॥ ২৪ ॥

কেহ নৃত্য করিতেছে বা গীত গাহিতেছে দেখিয়া যেরূপ নর্ত্তক
ও গায়কের অন্ত কেহ অনুকরণ করে সেইরূপ বুদ্ধির গুণ সকল দেখিয়া
ভ্রান্ত জীবের অহং অভিমান (স্বয়ং জীব নিরীহ হইলেও) অনুকরণ
করিতে থাকে ॥ ২৫ ॥

ভালের উপর যাহারা নৌকায় চলে তাহারা তীরস্থ বৃক্ষসকল চলিতেছে

যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা ।

স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশাহী তথা সংসার আশ্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থে হাবিভ্যমানেপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।

ধ্যায়তো বিষয়ানশ্চ স্বপ্নেহনর্থাগমো যথা ॥ ২৮ ॥

জীবানাং দেহাদৌ আশ্রবুদ্ধিঃ সৈব বিবর্ত ইতি দর্শিতং ।

সর্বৈব শক্তিপরিণামঃ । ততোচিন্ত্যভেদাভেদো ॥

মন্তুঃ ভগবন্তঃ [৮।১১২-১০]

যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যং ।

যো জাগর্তি শয়ানেহশ্মিন্নায়ং তং বেদ বেদ সঃ ॥ ২৯ ॥

বলিয়া মনে করে । ভ্রাম্যমাণ পুরুষের চক্ষু যেমত পৃথিবীকে ভ্রাম্যমাণ দেখে সেইরূপ জীবের বিবর্তদ্বারা দেহাত্মাভিমান বুদ্ধি ॥ ২৬ ॥

যাহারা সর্বদা মনোরথ চিন্তায় থাকে, স্বপ্নে তাহাদের মিথ্যা বিষয়ানুভব উদয় হয় । হে দাশাহী উকুব, জীবাশ্রয় সংসার সেই রূপ ॥ ২৭ ॥

বিষয়ধ্যানকারী পুরুষের স্বপ্নে যেরূপ অনর্থাগম হয়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবের বাস্তবিক বিষয়ার্থ না থাকিলেও সংসার নিবৃত্ত হয় না ॥ ২৮ ॥

এই সকল বাক্যে প্রদর্শিত হইল যে, জীবের যে দেহাদিতে আশ্রবুদ্ধি তাহাই বিবর্ত । জীবের স্বরূপ অনুভবে বা গঠনে বিবর্তের ক্রিয়া নাই । শক্তিপরিণামই কার্য্য করে । তাহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদ স্থির হইল ।

যে চৈতন্য বিশ্বকে চেতন প্রদান করেন বিশ্ব তাঁহাকে চেতন করাইতে পারে না । নিদ্রিত সময়ে সুষুপ্তিতে যিনি জাগ্রত থাকেন তিনিই চেতন । তিনি সকলকে জানেন তাঁহাকে কে জানিবে ॥ ২৯ ॥

আত্মাবাস্তুমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কশ্চস্বিক্ননং ॥ ৩০ ॥

[৮।১।১২]

ন যন্তাত্তন্তো মধ্যঞ্চ স্বঃ পরোনাস্তরং বহিঃ ।
বিশ্বস্তামুনি যদযস্মাদ্বিশ্বঞ্চ তদূতং মহৎ ॥ ৩১ ॥

এই বিপুল সমস্ত বিশ্ব আত্মা দ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ আত্মা ইহাতে বাস করেন । জগতে জগৎ বলিয়া যাহা কিছু আছে সমস্তই আত্মা সম্বন্ধ । সেই আত্মা যাহা দেন তাহাই ভোগ কর । অন্তের ধনে লোভ করিও না । এই মন্ত্রে দুইটী তত্ত্ব স্থাপিত হইতেছে । একটী এই যে, জীব স্বস্বরূপ ও স্বস্বভাব ভুলিয়া মায়া রূপ কৃষ্ণশক্তিতে এই বিশ্বে আবদ্ধ । দ্বিতীয় তত্ত্ব এই যে, এ সময় কৃষ্ণামুগতি ব্যতীত আর উপায় নাই । ভক্তিসাধনই তদামুগত্য । কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত আর কিছু ভোগ করিবে না । পরের উপকার বই আর কিছু অপকার করিবে না । ক্রমশঃ বহির্মুখ জগতে মমতা ত্যাগ ও এই জগতে উদ্ভিত কৃষ্ণ লীলার নিরন্তর সেবা করত অপার প্রেম ভোগ কর । মায়াবদ্ধ ক্লেশ অনায়াসে অবাস্তুর ফলোদয়ের জ্বায় দূর হইবে ॥ ৩০ ॥

এইরূপ কৃষ্ণ সম্বন্ধ দেখিতে থাক, তাহা হইলে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অবিধেয় সাধন চলিবে । সেই কৃষ্ণের আদি, অন্ত, মধ্য স্বপরঃ অন্তর বহি এরূপ কিছু নাই । বিশ্বে যত কিছু আছে সব যিনি এবং বিশ্ব যাহা হইতে হইয়াছে, যাহার সত্যতাতে সকল সত্য হইয়াছে, সেই কৃষ্ণই আমাদের সর্বস্ব ॥ ৩১ ॥

[৮।৩।৩]

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ং ।

যোহস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপত্তে স্বয়ম্ভুবং ॥ ৩২ ॥

[৮।৩।২]

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেহনন্তশক্তয়ে ।

অরূপায়োরূপায় নম আশ্চর্য্যাকর্ষ্যণে ॥ ৩৩ ॥

বহুদেবঃ রামকৃষ্ণে । [১৭।৮৫৪]

যত্র যেন যতো যন্ত যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা ।

স্বাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর ॥ ৩৪ ॥

যে কৃষ্ণে এই বিশ্ব, যাহা হইতে এই বিশ্ব, যাহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি এই বিশ্ব । আবার যিনি বিশ্ব হইতে পর এবং জীব হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই স্বয়ম্ভুব কৃষ্ণকে আমি শরণাপন্ন হইয়া প্রপত্তি করি ॥ ৩২ ॥

সেই পরমেশ্বর ব্রহ্ম ও অনন্তশক্তি, অরূপ এবং বহুরূপ, আশ্চর্য্য-কর্ষ্যকারী স্বরূপ কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি । জ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে জানি বলিলে আমি অপরাধী হই, কন্মদ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিব মনে করিলে আমি জড়বুদ্ধি হই, যোগদ্বারা তাঁহার কৈবলা লাভ করিব এরূপ মনে করিলে আমাকে আমি ধিকার করি । সুতরাং অন্ত ভরসা ত্যাগ করিয়া আমি তাঁহাকে প্রণতি করি ॥ ৩৩ ॥

এই প্রধান অর্থাৎ প্রাকৃত তত্ত্ব এবং পুরুষ অর্থাৎ বিভিন্নাংশ জীব এবং আধিকারিক দেববর্গের যিনি ঈশ্বর এবং যাহাতে সর্ব্বকারকের স্থিতি ভূমি অর্থাৎ কর্তা, করণ, অধিকরণ, উপাদান সম্বন্ধ ও সম্প্রদানের যিনি একমাত্রস্থল সেই ভগবান কৃষ্ণই আমার সর্ব্বশ্র ॥ ৩৪ ॥

কেবলাদৈতপক্ষীয়ারিরস্তীকৃতাঃ শ্রুতিভিঃ [১-১৮৭ ৩০-৩১]

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তুভূতো যদি সর্বগতা
স্তুর্হি ন শাস্ততেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা ।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তু ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদৃষ্টতয়া ॥ ৩৫ ॥
ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতি পুরুষয়োরজয়ো
রুভয়যুজা ভবন্ত্যস্তুভূতো জলবুদ্বুদবৎ ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে ধ্রুব! জীব সংখ্যার অন্ত নাই অর্থাৎ জীব
অনন্ত এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে, জীব ব্রহ্মের দ্বায়
ব্যাপক অর্থাৎ সর্বগত এইটী তাহাদের ভ্রম, কেননা শাস্ত্রে ইহা নিশ্চিত
হইয়াছে যে, জীব ঈশিতবা অর্থাৎ শাস্ত্র এবং তুমি ঈশ্বর তাহার শাসক
অর্থাৎ জীব প্ৰেবক ও তুমি সেবা এ নিয়ম স্থির থাকে না, সুতরাং জীব
ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণু পরিমাণ । সর্বগ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের
তাৎপর্য এই যে, জীব স্বস্বরূপে ব্যাপক এবং তুমি সর্বব্যাপক । তুমি
অগ্নি বা সূর্য্য তুল্য, জীব ফুলিজ বা কিরণকণ স্থলীয় বস্তু । অতএব
চিন্ময় স্বরূপ তোমা হইতে স্থিত বলিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র হইতে বাহির
না করিয়া দিয়া তোমার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয় । যাঁহারা জীবকে সর্ব বিধঃ
তোমার সমান জ্ঞান করেন তাঁহারা জানেন না যে শ্রুতিগণ এই মতকে
দৃষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

এই বন্ধজীবের মায়িক জগতে উদ্ভব কেবল ত্রিগুণাত্মিক প্রবৃত্তি ও
পুরুষ সংযোগে ঘটে না । চিৎশক্তিবৃদ্ধ পরম পুরুষ তুমি, তোমাকে

অক্রুরঃ ভগবন্তঃ [১০।৪০।১০]

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্ত্যাপূরিতাঃ প্রভো ।

বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বদ্বাং গতয়োহন্ততঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততর্ক মরীচিমালায়াং সম্বন্ধতত্ত্বপ্রকরণে
শক্তিপরিণামাচ্চিন্ত্যভেদাভেদলক্ষণং নাম দশমঃ কিরণঃ ।
সম্বন্ধজ্ঞানং সমাপ্তং ।

মরাশক্তি যুক্ত হইয়া জীবের সোপাধিক জন্ম সংঘটন করে । জীব মরা-
শক্তির অতীত সূতরাং স্বরূপশক্তির সহায়তাক্রমেই বহির্গত জীবকে উত্তম
শক্তিযুক্ত দৈবের বলক্রমে প্রাণযুক্ত করিয়া অড়ে জলবুদ্বুদের জ্ঞান উদ্ভব
করে । সেই বহুজীবসকল তোমার বিবিধ নাম উপাসনার গুণে তোমাতে
অর্থাৎ চিন্ময়সমুদ্রস্বরূপ তোমাতে সমুদ্রে নদীগণের জ্ঞান মিশিয়া যায় ।
উপাসনা অঙ্গে যে সকল রস আছে সেই অশেষ রস চরমে মধুররসে লয়
পায় । ভক্তও সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুর রস ভোগ করেন ॥ ৩৬ ॥

অতএব কহিলেন, অদ্রিপ্রভবা নদীগণ পর্জন্তপূরিত হইয়া হে প্রভো,
সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেক্রপ জীবের অন্তিম গতি তুমি বই আর কেহ
নয় ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততর্ক মরীচিমালায়াং সম্বন্ধতত্ত্বপ্রকরণে শক্তি
পরিণামাত্মকাচ্চিন্ত্যভেদাভেদলক্ষণতত্ত্বনিরূপণে দশমকিরণে
মরীচিপ্রভা-নাম গোড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সমাপ্তং সম্বন্ধজ্ঞানং ॥

একাদশঃ কিরণঃ ।

অভিধেয়বিচারঃ ।

কৃষ্ণঃ উক্তবঃ [১১।৯।২৯]

লব্ধা সুদুল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।
তুৰ্গং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সৰ্ব্বতঃ স্মৃৎ ॥ ১ ॥

[১১।২০।৬]

যোগাজ্ঞয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিঃসয়া ।

শাস্ত্রাভিধেয়মুদঘাটা শুদ্ধাভক্তিঃনিরূপিতা ।

শ্রীচৈতন্যাজ্ঞয়া যেন বন্দে তং রূপসংজ্ঞকং ॥

কৃষ্ণ কে, জীব কে, জড়জগৎ কি এইরূপ প্রশ্নোত্তর জাত সম্বন্ধ জ্ঞান উদয় হয়। সেই সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জীবের কর্তব্য যাহা শাস্ত্রে নির্ণয় করিয়াছেন তাহার নাম অভিধেয়। এখন সেই অভিধেয় প্রকরণ আরম্ভ হইল। মায়িক বিষয় সৰ্ব্বত্রই আছে, তজ্জগৎ চেষ্টা পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক স্বরূপ পুনঃ প্রাপ্তির যত্ন করা আবশ্যক। অনেক জন্মের পর এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে, ইহা অনিত্য হইলেও অর্থদ, সুতরাং দুর্লভ। ধীর মানুষ যে পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকট না হয় ইহার মধ্যেই বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয় প্রাপ্তির চেষ্টা করিবেন ॥ ১ ॥

মানবের অধিকার ভেদে হে উক্তব! নিঃশ্রেয় বলিবার অভিপ্রায়ে

জ্ঞানং কৰ্ম চ ভক্তিঞ্চ নোপায়োন্ত্যোস্তি কুত্রচিৎ ॥ ২ ॥

তত্র কৰ্মযোগঃ [১১।১০।২-৩]

মুখবাহুরূপাদেভ্যঃ পুরুষশ্রামৈঃ সহ ।

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৩ ॥

য এবাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং ।

ন ভজন্ত্যবজ্ঞানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৪ ॥

[১১।১০।২৩]

ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বল্পৈকং যান্তি যাজ্ঞিকঃ ।

ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজাজ্জিতান্ ॥ ৫ ॥

[১১।১০।২৬-২৭]

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে বাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে ।

তিনটি উপায় যোগ বলিয়াছি অর্থাৎ কৰ্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ।

এই তিনটি যোগ ব্যতীত অন্য উপায় নাই ॥ ২ ॥

প্রথমে কৰ্মযোগ বিচারিত হইতেছে । পুরুষাবতার বিষ্ণুর মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে চারিটি আশ্রম অর্থাৎ গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের সহিত স্বীয় স্বীয় বর্ণ গুণসহকারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণী জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩ ॥

ইহাদের মধ্যে যাহারা স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তা-ঈশ্বরকে ভজনা করেন না, কোন প্রকারে অবজ্ঞা করেন তাহারা স্বীয় স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন ॥ ৪ ॥

এই বর্ণাশ্রমরূপ কৰ্মযোগে অভিন্ন ফল নাই । যাজ্ঞিক অর্থাৎ গৃহমেধ-যজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণকে যজ্ঞন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন । সেখানে দেববৎ নিজাজ্জিত ভোগ্য সকল ভোগ করেন । যে পর্য্যন্ত

ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যৰ্কাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ ৬ ॥

যদ্বাধর্ম্যরতঃ সঙ্গাদসতাং বাহজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

কামাত্মা ক্রপণো লুদ্ধঃ জ্ঞৈণো ভূতবিহিংসক ॥ ৭ ॥

[১১।১০।২৯-৩৩]

কর্মাণি দুঃখোদকাণি কুর্কন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ ।

দেহমভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্যধর্ম্মিণঃ ॥ ৮ ॥

লোকানাং লোকপালানাং মদ্রয়ং কল্পজীবিনাং ।

ব্রহ্মণোপি ভয়ং মন্তো দ্বিপরাদ্বিপরাযুষঃ ॥ ৯ ॥

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোহনুসৃজতে গুণান্ ॥

জীবন্ত গুণসংযুক্তো ভুংক্তো কর্ম্মফলাগ্ৰসৌ ॥ ১০ ॥

তাঁহার পুণ্য ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন । পুণ্য শেষ হইলে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কালপ্রেরিত হইয়া নীচে পতিত হন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

যদি অসৎ সঙ্গে অধর্ম্ম নিরত হন, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কামাত্মা, ক্রপণ, লুদ্ধ, জ্ঞৈণ, ভূতহিংসক হইয়া বিচরণ করেন ॥ ৭ ॥

স্বর্গ বা নরক হইতে আগত পুরুষ, চরমে যাহার দুঃখই ফল, সেই সকল কর্ম্ম করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ দেহ লাভ করেন । মর্ত্য জন্মে সুখ কি ? ॥ ৮ ॥

সামান্য পুণ্য ও পাপীলোকের কথা কি, সমস্ত লোক, লোকপাল, কল্পজীবীগণ এবং দ্বিপরাদ্বিপরাযুষ আত্মা হইতে ভয় আছে ॥ ৯ ॥

গুণ সকল কর্ম্মকে সৃষ্টি করে, গুণাগুণ সকলকে অনুসর্জন করে । জীব গুণসংযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন ॥ ১০ ॥

যাবৎ শ্রাৎ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ ।
 নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ।
 যাবদশ্রাস্ততন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ং ॥ ১১ ॥

অষ্টাঙ্গযোগাদৌ ন সমাক্ লাভঃ [১১।২৯।১-২]

সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ ।
 যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যোত্তমেক্রহঞ্জসাত্ম্যত ॥ ১২ ॥
 প্রায়সঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ ।
 বিবাদন্ত্যসমাধানাত্মনো নিগ্রহকষিতাঃ ॥ ১৩ ॥

[১১।১৫।৩৩]

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগযুক্তমং ।
 ময়া সম্পত্তমানশ্চ কালক্ষপণহেতবঃ ॥ ১৪ ॥

যে পর্য্যন্ত গুণবৈষম্য সে পর্য্যন্ত নানাত্ব । চিদের স্বরূপ আত্মাতে
 যতদিন নানাত্ব ততদিন তাহার পারতন্ত্র্য অর্থাৎ কৰ্ম্মাধীনতা । যে, পর্য্যন্ত
 অশ্রাস্ততন্ত্র্য সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর হইতে ভয় ॥ ১১ ॥

কৰ্ম্মমাত্রেরই এই গতি । অষ্টাঙ্গযোগাদি জ্ঞানমিশ্র কৰ্ম্মাঙ্গের ফলও
 ভাল নয় । যোগাদি গুনিয়া উদ্ধব कहিলেন, হে অচ্যুত ! অনাত্মার
 পক্ষে যোগচর্য্যাকে সুদুশ্চর বলিয়া জানিলাম । সহজে এবং নির্ভয়ে
 যাহাতে পুরুষ উত্তম ফল সিদ্ধ হন তাহা বলুন ॥ ১২ ॥

উদ্ধব कहিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! আমি দেখি যে প্রায়ই নিগ্রহ কষিত
 হইয়া যোগকার্য্যে অসমাধান বশতঃ বিবাদকে লাভ করে ॥ ১৩ ॥

উত্তমযোগ যে ভক্তিযোগ তাহার সহজে অষ্টাঙ্গযোগকে, হে উদ্ধব !
 সুবোধ লোকেরা অন্তরায় অর্থাৎ ব্যাঘাত বলিয়া মনে করেন । ভক্তিযোগেই

যোগগতিরপ্ৰস্থান [১১।২৪।১৪]

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োহমলাঃ ।

মহর্জুনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদর্গতিঃ ॥ ১৫ ॥

১ নংকুমারঃ পৃথুং [৪।২২।৩২]

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা

কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদগ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।

তদ্বনরিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-

শ্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবং ॥ ১৬ ॥

তাহার ফল অনায়াসে পাওয়া যায়। আসন প্রাণায়াম প্রত্যা-
হার প্রভৃতি যোগাদ্ধ সকল ভক্তিযোগের তুলনায় কালক্ষেপণের হেতু
মাত্র ॥ ১৪ ॥

যোগের ফলও সামান্য। যোগ, তপ, সন্ন্যাস ইহাদের গতি কর্ম
গতি অপেক্ষা অমল। ঐ যোগীগণ মহর্লোক, তপলোক ও সত্যলোক
লাভ করেন। কাষে কাষেই তাঁহারা প্রাকৃত জগৎ ছাড়িয়া উঠিতে
পারেন না। সূক্ষ্ম শরীরে ঐ সমস্ত অভ্যাসের ফল পান। চিৎ-
স্বরূপপ্রাপ্ত ভক্তযোগী আমার চিদ্ধামরূপ বিরজাপারে বৈকুণ্ঠধাম লাভ
করেন। ১৫ ॥

যাহার পাদপঙ্কপলাশ বিলাসরূপ ভক্তি দ্বারা সাধুগণ অবিষ্টাবন্ধ
কর্মাশয় উদগ্রস্থিত করেন। রিক্তমতি যোগী ও যতিগণ বহু চেষ্টাতে
ইন্দ্রিয় শ্রোতগণকে নিরোধ করিয়াও সেইরূপ সহজে কর্ম্মাশয় ছেদন
করিতে পারেন না। অতএব অস্ত্র জ্ঞান যোগাদি চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া
বাসুদেব কৃষ্ণকে ভজন কর ॥ ১৬ ॥

বহিস্পৃথকস্ম্যমাত্রস্ত নিন্দা । কপিলঃ দেবহুতিঃ [৩২৩৫৬]

নেহ যৎকস্ম্য ধর্ম্মার ন বিরাগায় কল্পতে ।

ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবনপি মৃতো হি সঃ ॥ ১৭ ॥

শৌনকঃ সূত্রং [১।১৮।১২]

কস্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধুমধূম্রান্ননাং ভবান্ ।

আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ১৮ ॥

সকামকস্মণি মুঢ়তা দশিতা শ্রীভূকেন [২।৩২-১১]

ব্রহ্মবর্চসকামস্ত যজেত ব্রহ্মণঃ পতিং ।

ইন্দ্রমিন্দ্রয়কামস্ত প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ ॥ ১৯ ॥

দেবীং মায়াস্ত শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুং ।

বসুকামো বসুন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোথবীর্য্যবান্ ॥ ২০ ॥

বহিস্পৃথ কস্ম্য মাত্রের নিন্দা । বাঁহার স্বধর্ম্মাশ্রয় রূপ কস্ম্য ধর্ম্মের উদ্দেশে কৃত হয় নাই, স্বধর্ম্ম বিরাগ উদ্দেশে কৃত হয় নাই, আবার স্বধর্ম্মজাত বিরাগ যে স্থলে তীর্থপাদ কৃষ্ণ সেবার উদ্দেশে কৃত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত ॥ ১৭ ॥

সূত্র মহাশয়কে দেখিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, অহা ! আমরা অনাশ্বাস কস্ম্যে যজ্ঞ করিয়া ধূম্রান্নক হইয়া তাপিত হইতেছি, এ সময়ে তুমি আমাদিগকে গোবিন্দ পাদপদ্ম মধুপান করাইয়া কৃতার্থ করিতেছ ॥ ১৮ ॥

সকাম কস্ম্যে মুঢ়তা । ব্রহ্ম তেজ কামনায় ব্রাহ্মণদিগের পতি ব্রহ্মার ভজনা করে । ইন্দ্রিয় বল কামনায় ইন্দ্রকে ভজনা করে । প্রজাকামী ব্যক্তি প্রজাপতিদিগকে ভজনা করে ॥ ১৯ ॥

শ্রীকামা পুরুষ মায়াদেবীকে ভজনা করে । তেজকামী ব্যক্তি সূর্য্যকে

অন্নাত্মকামস্তদিতিং স্বর্গকামোহদিতেঃ সূতান্ ।

বিশ্বান্দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকোবিশাং ॥২১

আয়ুষ্কামোহশ্বিনো দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজ্ঞেৎ ।

প্রতিষ্ঠাকাম পুরুষো রোদসৌ লোকমাতরৌ ॥ ২২ ॥

রূপাভিকামো গন্ধর্বান্ স্ত্রীকামো অপরউর্বশীং ।

আধিপত্যকামঃ সর্বেষাং যজ্ঞেত পরমেষ্ঠিনং ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞং যজ্ঞেৎ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসং ।

বিদ্বাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীং ॥ ২৪ ॥

ভজনা করে । বসুকামী পুরুষ বসুদিগকে উপাসনা করে । বীৰ্য্যকামী বীৰ্য্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মকে ভজনা করে ॥ ২০ ॥

অন্নাদিকামী পুরুষ অদিতিকে উপাসনা করে । স্বর্গকামী ব্যক্তি অদিতিপুত্র দেবগণকে ভজনা করে । রাজ্যকামী ব্যক্তি বিশ্বদেবতাকে পূজা করে । স্বাধীনতা প্রয়াসী প্রজাগণ সাধাগণকে পূজা করে ॥ ২১ ॥

আয়ুষ্কামী ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারকে পূজা করে । পুষ্টিকামী ইলা অর্থাৎ পৃথিবীকে পূজা করে । প্রতিষ্ঠাকামী পুরুষ লোকদিগের জননী দ্বাবা পৃথিবীকে পূজা করে ॥ ২২ ॥

রূপকামী গন্ধর্বগণের পূজা করে । স্ত্রীকামী উর্বশী অপ্সরার উপাসনা করে । আধিপত্যকামী ব্যক্তি সকলের প্রধান পরমেষ্ঠির পূজা করে ॥ ২৩ ॥

যশঃকামী ব্যক্তি যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে যজ্ঞন করে । কোষকামী ব্যক্তি প্রচেতাগণকে ভজনা করে । বিদ্বাকামী শিবকে যজ্ঞন করে । দাম্পত্যকামী উমাদেবীকে ভজ্ঞে ॥ ২৪ ॥

ধর্মার্থ উত্তমঃ শ্লোকং তত্ত্বং তব্ধং পিতৃন্ যজ্ঞেৎ ।
 রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজক্ষামো মরুদগণান্ ॥ ২৫ ॥
 রাজ্যকামো মনুন্ দেবান্ নিষ্ক'তিং ত্রিভিচরন্ যজ্ঞেৎ ।
 কামকামো যজ্ঞেৎ সোমং সকামঃ পুরুষং পরং ॥ ২৬ ॥
 অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
 তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজ্ঞেত পুরুষং পরং ॥ ২৭ ॥
 এতাবান্বে যজতামিহ নিশ্চেষ্টসোদয়ঃ ।
 ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ ॥ ২৮ ॥

ধর্মার্থকামী উত্তমঃশ্লোকনামা বিষ্ণু পূজা করে। প্রজাবিস্তৃতিকামী
 পিতৃলোককে ভজনা করে। রক্ষাকামব্যক্তি পুণ্য জনরক্ষ লোককে
 পূজা করে। ওজঃকাম ব্যক্তি মরুদগণকে পূজা করে ॥ ২৫ ॥

রাজ্যকাম ব্যক্তি মনু ও দেবগণকে, অভিচারকামী নিষ্ক'তিকে পূজা
 করে। কামকামী সোমকে ভজনা করে। অকাম পুরুষ পরম পুরুষ
 ভগবানকে ভজন করে ॥ ২৬ ॥

ভগবান সকল কাম দিতে পারেন এবং অপর দেবতাগণ তাঁহার
 কৃপায় সামান্ত সামান্ত ফল দেয়, তখন উদার বুদ্ধি ব্যক্তি অনন্ত তীব্র
 ভক্তির সহিত পরম পুরুষকে অকাম, সর্বকাম বা মোক্ষকাম হইয়া যজন
 করে ॥ ২৭ ॥

সংসারে যজনকারী ব্যক্তির নিঃশেষ উদয় ইহাকেই বলে যে ভাগবত
 সঙ্গ হইতে ভগবানে অচল ভাব উদয় হয়। যজন কর্ম বিশেষ। ভজন
 নিষ্কাম চেষ্টা বিশেষ। ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবঃ [১১।১৪।২০]

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং যোগ উদ্ধব ।

ন সাধ্যায়ন্তপন্ত্যাগো যথাভক্তির্ন্যমোজ্জিতা ॥ ২৯ ॥

শুকঃ পরাক্রান্তঃ [১২।৩।৪৮-৪৯]

বিজ্ঞাতপঃ প্রাণনিরোধমৈত্রী

তীর্থাভিষেকব্রতদানজপৈঃ ।

নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেন্তরায়া

যথা হৃদিস্থে ভগবত্যানন্তে ॥ ৩০ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বাশ্রনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবং ।

ত্রিয়মাণো হবাস্থিতস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥ ৩১ ॥

কেবলজ্ঞানশ্রু দিকারঃ । ব্রহ্মা ভগবন্তঃ [১০।১৪।৩-৪]

জ্ঞানে প্রয়াসযুদপাশ্রু নমন্তু এব

জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাং ।

হে উদ্ধব ! অষ্টাঙ্গযোগ সাংখ্য জ্ঞান শ্রাদ্ধায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, তপশ্রা ও সম্যাস আমাকে সাধিতে পারে না । যদি কোন স্থানে পারে তথাপি আমাতে প্রদীপ্তা ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে সেরূপ পারে না ॥ ২৯ ॥

বিজ্ঞাত, তপ, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থাভিষেক, ব্রত, দান ও জপ দ্বারা অন্তরায়া সেরূপ অন্তান্ত শুদ্ধিলাভ করে না, যেরূপ অনন্ত ভগবান হৃদি স্থিত হইলে হয় ॥ ৩০ ॥

অতএব হে রাজন্ ! সর্ব্ব স্বরূপ কেশবকে হৃদিস্থ কর । তাহা করিলে নিশ্চয় ত্রিয়মান ব্যক্তি পরাগতি প্রাপ্ত হয় । ॥ ৩১ ॥

জ্ঞানে প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণতি ভক্তি সহকারে সাধু মুখে

স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাধনোভি
 য়ে প্রায়শোহজিতজিতোপ্যসি তৈত্রিলোক্যাং ॥ ৩২ ॥
 শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদ্যত তে বিভো
 ক্লিষ্টান্তি যে কেবলবোধলক্শয়ে ।
 তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
 নাশ্চদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥ ৩৩ ॥

ভুক্তিঃ কেবলঃ অভিধেয়লক্ষণং দর্শিতং কপিলেন [৩।২৫.৪৪]

এতাবানবলোকেস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ ।
 তীব্ৰেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরং ॥ ৩৪ ॥

সূতঃ শৌনকাদীন [১।২।৬-১০]

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্শজে ।

তোমার কথা শ্রুতিগত করতঃ তনুবাক মনের দ্বারা যিনি স্থানস্থিত হইয়া
 জীবন ঘাপন করেন, হে অজিত ! এই ত্রিলোকের মধ্যে তিনিই
 তোমাকে আশ্রয়প্রার্থী করেন ॥ ৩২ ॥

ভক্তিই কেবল শ্রেয়সাভ্যর্থের একমাত্র পথ, হে বিভো ! সেই ভক্তিকে
 ত্যাগ করিয়া বোধলক্কির অন্ত যে সকল লোক চেষ্টা করেন, ক্লেশই মাত্র
 তাহাদের চরম ফল হয় । স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তি যেরূপ কোন প্রকারে
 তণ্ডুল লাভ করেন না তদ্রূপ ॥ ৩৩ ॥

কর্মজ্ঞান যোগাদি কিছুই সাক্ষাৎ অভিধেয় নয় । তাহাদের যে কিছু
 অভিধেয় সে কেবল গোপকরূপে মাত্র । অতএব শুদ্ধাভক্তি সর্বশাস্ত্রে
 অভিধেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে । অতএব কহিতেছেন যে তীব্র ভক্তি
 যোগে আমাতে মনস্থিত করাই এই লোকে জীবের নিঃশ্রেয়সের উদয় ॥ ৩৪ ॥

জীবের তাহাই পরোধর্ম যাহা অনুষ্ঠান করিলে অধোক্শজ ভগবানে

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৩৫ ॥

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ ।

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং ॥ ৩৬ ॥

ধর্ম্যঃ স্মৃষ্টিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এবহি কেবলং ॥ ৩৭ ॥

ধর্ম্যস্তু ছাপবর্গস্তু নার্থোর্থায়োপকল্পতে ।

নার্থস্তু ধর্ম্মৈকান্তস্তু কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি উদয় হয়। সেই ভক্তিতেই আত্মা প্রসন্ন হয়। অহৈতুকী নিকাম, স্বাভাবিকী অপ্রতিহতা যাহাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না ॥ ৩৫ ॥

সেই পরোধর্ম্মানুষ্ঠানে ভক্তিকে উদয় করিবার যে চেষ্টা তাহারই নাম ভক্তিযোগ। ভগবান বাসুদেবে সেই ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে হইতে অনায়াসে ইতর বৈরাগ্য ও অভেদ সন্ধান রহিত জ্ঞান উদয় হয় ॥ ৩৬ ॥

পরোধর্ম্ম শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, অনেক সময়ে ভক্তি বহির্মুখ হইয়া পড়ে। যখন উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন না করিতে পারে তখন শ্রমমাত্রই তাহার ফল হয় ॥ ৩৭ ॥

পরোধর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছেন। অপবর্গজনক ধর্ম্ম এক প্রকার এবং ত্রিবর্গজনক ধর্ম্ম আর এক প্রকার। ধর্ম্মাকারে ভেদ স্বল্প, নিষ্ঠা ভেদই মূল। ত্রিবর্গ ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়। আপ-বর্গ্যধর্ম্ম ত্রিবর্গদ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। আপবর্গ্যধর্ম্মের অর্থ গৃহীত হইয়া কামলাভের জগুই হয় না। ধর্ম্মে যে অর্থ হয় তাহাতে কাম পাওয়া যায় বটে কিন্তু কামে একান্ত ধর্ম্মের পর্য্যবসান নয় ॥ ৩৮ ॥

কামশ্চ নেন্দ্রিয়প্রীতিল্লাভো জীবতে যাবতা ।

জীবশ্চ তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাথো যশ্চেহ কৰ্ম্মভিঃ ॥ ৩৯ ॥

[১২।১২-১৩]

তচ্ছুদ্ধদ্বান্য যুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ।

পশুন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ ৪০ ॥

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।

স্বনুষ্ঠিতশ্চ ধৰ্ম্মশ্চ সংসিদ্ধিহরিতোষণং ॥ ৪১ ॥

মুখ্যভক্তিভঙ্গনং । কপিলঃ দেবহুতিঃ [৩:২৫।৫২-৩৩]

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককৰ্ম্মণাং ।

কাম যে ইন্দ্রিয় প্রীতিরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের ফল তাহা আপবর্গ্য ধর্ম্মে নাই । আপবর্গ্য ধর্ম্মে অর্থ কামকে দেয় বটে কিন্তু সে কাম কেবল জীবন যাত্রার উপযোগী মাত্র । কামভোগ চরম নয় । ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুসন্ধান এই ধর্ম্মে নাই । নিষ্পাপ সহজে অবিরোধ জীবন নির্বাহিত হইয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যে যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা তাহা সম্পাদিত হওয়াই আপবর্গ্য ধর্ম্মের তাৎপর্য্য । কৰ্ম্ম কাণ্ড বাহাকে অর্থ বলে তাহা এই ধর্ম্মের অর্থ নয় ॥ ৩৯ ॥

অপবর্গ দুই প্রকার । অভেদ অপবর্গ সাবুজ্য । অচিন্ত্যভেদাত্তদ মতে অপবর্গ শুদ্ধাত্মধর্ম্ম পরাভক্তি । এখন কহিতেছেন, পূর্ববিচারক্রমে শ্রদ্ধাবান মুনিগণ বেদশ্রুতদত্ত জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত শ্রদ্ধা ভক্তির রূপায় পরমাত্ম-তত্ত্ব আত্মাকে দেখিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনকাদি ঋষিগণ ! মানবগণের বর্ণাশ্রম বিভাগ পূর্বক উক্তমুদ্রুপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের চরম ফল হরিতোষণ ॥ ৪১ ॥

এখন শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন । বেদোদিত ক্রিয়া বিবরক সত্ত্ব

সত্ৰ এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা ॥

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধৈর্গরীয়সী ॥ ৪২ ॥

জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীৰ্ণমনলো যথা ॥ ৪৩ ॥

[৩১২১১১-১২]

মদগুণশ্রুতিমাত্রেন ময়ি সৰ্ব্বগুহাশয়ে ।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোহম্মুখো ॥ ৪৪ ॥

লক্ষণং ভক্তিব্যোগস্য নিগুণস্য ত্র্যদাহতং ।

রক্ত স্তম গুণ লিঙ্গ দ্বারা যে তিনটী দেবতা লক্ষিত হয় তন্মধ্যে সত্বাধিষ্ঠিত বিষ্ণুর প্রতি জীবের যে স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি তাহাই ভক্তি । সেই ভাগবতী ভক্তি অনিমিত্তা অর্থাৎ কলানুসন্ধান রহিতা । তাহাই সিদ্ধি অর্থাৎ সাবুজ্য মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ভক্তি এই লক্ষণ সাধারণ । সাধক যত দিন নিগুণ বুদ্ধি লাভ না করেন ততদিন কিঞ্চিৎ স্বগুণ ভাবে বিষ্ণুতে ভক্তি করিবেন । ইহাই প্রাথমিক সাধন ভক্তি । নিগুণে স্থিত বাক্তি বস্তুত নিগুণ বিষ্ণুতে ভক্তি করিবেন । তাহাই বৈধ এবং ভাব ভেদে দ্বিবিধ । শুদ্ধ নিগুণ হইলে বিষ্ণুত্বের পরাকাষ্ঠা যে কৃষ্ণত্ব তাহাতে শুদ্ধভাবভক্তি করিবেন ॥ ৪২ ॥

এই শুদ্ধাভক্তি যাহার হৃদয়ে উদয় হন তাঁহার লিঙ্গ শরীর অতি শীঘ্র জারিত হইয়া যায় । উন্নীপ্ত জঠরানল ভুক্ত অন্তকে ঘেরূপ জীর্ণ করে তৎ ॥ ৪৩ ॥

যখন নিগুণ ভক্তি আধারস্থ হন তখন তাঁহার স্বরূপ এই আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে সৰ্ব্বগুহাশয় যে আমি আমাতে অবিচ্ছিন্নতা হইয়া পড়ে । যে রূপ গঙ্গাঙ্গল সমুদ্রে পড়িয়া অবিচ্ছিন্ন হয় তদ্রূপ ॥ ৪৪ ॥

পুরুষোত্তম অর্থাৎ কৃষ্ণে যে অহৈতুকী অব্যবহিত্য ভক্তি উদাহৃত হইল তাহাই নিগুণ ভক্তিব্যোগের লক্ষণ । অব্যবহিত্য শব্দে অত্যাভিলাষ

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিং পুরুষোত্তমে ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতঃ [২।৫।১২]

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোন্মিতক্র
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ ।
কৈবল্যসম্মতপথস্তথ ভক্তিযোগঃ
কো নিবৃত্তৌহরিকথাসুরতিং ন কুর্যাৎ ॥ ৪৬ ॥

[২।৩।১৭]

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুত্তমস্তথ যন্নসৌ ।
তস্যার্ভে যৎকরণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্তয়া ॥ ৪৭ ॥

[২।৮।১৭]

শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতং ।
নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ৪৮ ॥

ও জ্ঞানকর্মযোগাদি আসিয়া যে ব্যবধান করে তদ্রহিতা ॥ ৪৫ ॥

যখন জ্ঞান গুণোন্মিতক্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ নিগুণ সম্বন্ধ জ্ঞান উদয় হয়। আত্মা প্রসন্ন হয় এবং গুণসঙ্গ রহিত হইয়া আত্মা কেবল চিন্ময় স্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন কৈবল্য সম্মত নিগুণ ভক্তিযোগ উদয় হয় অতএব এইরূপ নিবৃত্ত কোন পুরুষ হরিকথায় রতি করিবেন না ॥ ৪৬ ॥

তখন অবার্থকালত বৃদ্ধি এইরূপ হয়। দেখ এই সূর্য্য প্রতিদিন উদয়াস্ত হইয়া জীবের আয়ু হরণ করিতেছে। কেবল যক্ষণে কৃষ্ণকথা হয় সেইক্ষণকে অপহরণ করিতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য স্বীয় নামাদির শ্রবণ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে অতি অল্পকালের মধ্যে ভগবান তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন ॥ ৪৮ ॥

পরীক্ষিতং শুভং ।

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্থানাং ভাবসরোরুহং ।

ধুনোতি শমলং কৃষ্ণং সালিলস্য যথা শরৎ ॥ ৪৯ ॥

শুক পরীক্ষিতং [২।১।১৩]

খট্ৱাঙ্গো নাম রাজর্ষিষ্ঠা ত্বেয়তামিহায়ুষঃ ।

মুহূর্তাৎ সর্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিং ॥ ৫০ ॥

[২।১।১২]

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ ।

বরং মুহূর্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ ॥ ৫১ ॥

[২।১।২-৭]

শ্রোতব্যাदीনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ ।

অপণ্যতামাত্তত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাং ॥ ৫২ ॥

কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভাবপদ্মের যে মল থাকে তাহা পরিষ্কৃত করেন । শরৎকাল জলকে ঘেরূপ পরিষ্কার করে তত্বং ॥ ৪৯ ॥

খট্ৱাঙ্গ নামা রাজর্ষি আপনার আয়ুর অবশেষ এক মুহূর্ত আছে ইহা জানিয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক অভয় স্বরূপ হরির শরণাপন্ন হইয়া ছিলেন ॥ ৫০ ॥

প্রমত্ত পুরুষের অনেক বৎসর পরমাষু থাকিলেই কি হইবে । বরং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির পরিজ্ঞাত এক মুহূর্ত জীবনও শ্রেয় উৎপাদনের হেতু হয় ॥ ৫১ ॥

যাঁহারা আত্মতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি করেন না একরূপ মানবগণের পক্ষে হে রাজেন্দ্র ! গৃহস্থিত গৃহমেধীগণের সহস্র সহস্র বিষয় শ্রোতব্য আছে ॥ ৫২ ॥

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নন্তং ব্যাযেন চ বা বয়ঃ ।
 দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥ ৫৩ ॥
 দেহাপত্যকলত্রাদিষ্মাশ্রমৈশ্চৈবসংস্রপি ।
 তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশুন্নপি ন পশুতি ॥ ৫৪ ॥
 ঈশ্মাদ্ভারত সৰ্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
 শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মৰ্তব্যশ্চৈচ্ছতাহভয়ং ॥ ৫৫ ॥
 এতাবান্ সাংখ্যযোগাত্ম্যং স্বধৰ্ম্মপরিনিষ্ঠয়া ।
 জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ৫৬ ॥
 প্রায়েণ যুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ ।
 নৈশ্চ'ণ্যস্থি রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥ ৫৭ ॥

গৃহীব্যক্তি নিজার ব্যক্তি হরণ করেন অথবা শ্রী-সঙ্গরঙ্গে জীবন
 কাটান। দিবাভাগে অর্থ চিন্তায় বা কুটুম্বভরণে ব্যস্ত থাকেন ॥ ৫৩ ॥

দেহ অপত্য কলত্রাদি হইয়াছেন আশ্রমসৈন্ত। সেই অসংপাত্রসমূহ
 গইয়া মত্ত। নিধন উপস্থিত হইয়াছে তাহা দেখিয়াও দেখেন না ॥ ৫৪ ॥

অতএব হে ভারত! যিনি অভয় পাইতে ইচ্ছা করেন তিনি
 সৰ্ব্বাত্মা ঈশ্বর ভগবান হরির বিষয় শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ করুন ॥ ৫৫ ॥

সাংখ্য অষ্টাঙ্গযোগ ও স্বধৰ্ম্ম পরিনিষ্ঠা দ্বারা মানব জন্মের কি
 ফল উদ্ভিষ্ট হয়? কোন প্রকারে অস্ত্রে বা মরণকালে নারায়ণ স্মরণ
 হয় ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য। অতএব সেই সেই চেষ্টাকে গোণ জানিয়া
 মুখাভক্তি চেষ্টার সাধনই শ্রেয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

হে রাজন্! মুনিগণ এই জন্তই বিধি নিষেধের চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্বক
 নৈশ্চ'ণ্যস্থিত হইয়া কৃষ্ণগুণানুকথনে রমণ করেন ॥ ৫৭ ॥

তজ্জাধিকারনির্ণয়ঃ কৃষ্ণঃ উদ্ধবঃ [২।১।১১]

এতন্নির্ব্বিঘ্নমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং ।

যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেনামানুকীৰ্ত্তনং ॥ ৫৮ ॥

[১১।২।৭-৯]

নির্ব্বিঘ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কৰ্ম্মসু ।

তেষ্বনির্ব্বিঘ্নচিত্তানাং কৰ্ম্মযোগশ্চ কামিনাং ॥ ৫৯ ॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।

ন নির্ব্বিঘ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ ॥ ৬০ ॥

তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বীত ন নির্ব্বিঘ্নেত যাবত ।

হে নৃপ ! শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রাদিতে এইটা অভিধেয়রূপে নির্ণয় করিয়াছেন
যে, নির্বেদযুক্ত যোগীপুরুষগণ অকুতোভয় পাইবার আশা থাকিলে নিরন্তর
হরিনামানুকীৰ্ত্তন করিবেন ॥ ৫৮ ॥

ভক্তির অধিকারী কে তাহা নির্ণয় করিতেছেন । যাহাদের কৰ্ম্ম ও
কৰ্ম্মফলে নির্বেদ জন্মিয়াছে তাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী । যাহারা
অনির্ব্বিঘ্নচিত্ত এবং কামনায়ুক্ত তাহারা কৰ্ম্ম যোগের অধিকারী ॥ ৫৯ ॥

যে কোন পূৰ্ব বা আধুনিক মুকুতিতেই ইউক যাহার আমার
কথায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ; অথচ চিত্ত নির্ব্বিঘ্ন হয় নাই কিন্তু অধিক
অসক্তিও নাই এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদায়ক হন ।
অনির্ব্বিঘ্নচিত্ত শব্দে এই বুঝিতে হইবে যে, শুষ্কবৈরাগ্যে আগ্রহ হয়
নাই । অনাসক্ত ভাবে কৃষ্ণ সম্বন্ধে নিষ্কৃত বিষয় সকল ভোগ করিতে
প্রস্তুত । শ্রদ্ধাই মূল ॥ ৬০ ॥

কৰ্ম্মসকল সেই পর্য্যন্ত কর্তব্য, যে পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গে নির্বেদ উদয়
না হয় বা ভক্তিমার্গস্থিত ব্যক্তির আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে ।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৬১ ॥

[১১১২০১১]

অশ্লিল্লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্হোহনঘঃ শুচিঃ ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্বক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥ ৬২ ॥

তত্ত্বাধিকারনিষ্ঠায়া গুণত্বঃ [১১১২১১২]

স্বৈ স্বৈহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ ।

বিপর্যয়স্ত দোষঃ স্মাদুভয়োরেব নির্ণয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

সাধনলক্ষণাবলক্ষণাপ্রেমলক্ষণা চেতি ভক্তিত্রিবিধা

[১১১৩৩০-৩১]

পরম্পরানুকথনং পাবনং ভগবদম্বশঃ ।

জ্ঞানমার্গী ব্যক্তি নির্বেদ উদয় হইলেই কর্ম ত্যাগের অধিকারী ।

ভক্তিমার্গী ব্যক্তি হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলেই কর্মত্যাগ করিবে । তবে যে

ভক্তের স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সে কেবল ভক্তির অনুকূল হইলে ॥ ৬১ ॥

এই লোকে অবস্থিত ব্যক্তি নিষাপ ও শুচি হইয়া স্বধর্মে থাকিলে

ক্রমশঃ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন অথবা অতিভাগ্যবান হইলে বদৃচ্ছাক্রমে

কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন ॥ ৬২ ॥

যে ব্যক্তির বাহ্য অধিকার তাহাই তিনি করিবেন ইহাতে অপরের

অনুরোধ পালনের আবশ্যকতা নাই । স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা

তাহারই নাম গুণ । অধিকার নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ । এইটাই

গুণ দোষের নির্ণয় । অনাদি কর্ম স্বকৃতি ও দ্রুত হইতে যে স্বভাব

হইরাছে তদ্বারাই স্বীয় অধিকার রতি উদয় হয় ॥ ৬৩ ॥

বদ্ধ জীবের পক্ষে সাধনভক্তিই অবিদ্যেয় । সেই সাধন ভক্তি হইতেই

ভাবভক্তি এবং ভাবভক্তি হইতেই প্রেমভক্তি, অতএব কহিতেছেন,

মিথো রতির্মিথস্তৃষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আশ্বনঃ ॥ ৬৪ ॥

স্বরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোহঘৌঘহরং হরিং ।

ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রূত্যাং পুলকাং তনুং ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরমরীচিমালায়াং অভিধেয়-

তত্ত্ব প্রকরণে শাস্ত্রাভিধেয়বিচারো নাম

একাদশঃ কিরণঃ ।

ভগবদ্বশ অতি পবিত্রকারী তাহাই ভক্তগণ পরস্পর শ্রবণকীৰ্ত্তন করিবেন ।

তাহাতে পরস্পরের রতি তৃষ্টি ও আশ্বনিবৃত্তি উদয় হইবে ॥ ৬৪ ॥

পরস্পর অধনাশন হরিকে স্মরণ করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে সাধনভক্তি হইতে পরাভক্তি উদয় হয় । তদ্বারা উৎপলকিত হইয়া পড়েন ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে

শাস্ত্রাভিধেয়বিচারে একাদশকিরণে মরীচিপ্রভা-নাম

গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

দ্বাদশঃ কিরণঃ ।

সাধনভক্তিঃ ।

ভিক্ষুঃ [১১।২৩।৪৯]

দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা
মমাহমিত্যন্ধাধয়ো মনুষ্যাঃ ।
এষোহমন্তোয়মিতিভ্রমেণ
দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি ॥ ১ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবঃ [১১।২২।৩৭]

মনঃ কৰ্ম্মময়ং নূণামিন্দ্রিয়ৈঃ শঞ্চাভিযুতং ।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ততে ॥ ২ ॥

কৃষ্ণা গৌরচন্দ্রস্ত ভক্তির্থা সাধনাভিধা ।

রূপিতা বৈৰ্ণমামি তান্ জীবরূপসনাতনান্ ॥

মানবগণ মাত্রা অর্থাৎ যুক্তি ইন্দ্রিয়াদি ইহাকেই দেহ স্থির করিয়া
আমি ও আমার এইরূপ অল্পবুদ্ধিক্রমে এই আমি এই অপর এইরূপ
ভ্রমগ্রস্ত হইয়া দুরন্তপার সংসার ভ্রমণ করিতেছে ॥ ১ ॥

মনুষ্যগণের কর্ম্মময় মন পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া বাহা
বাহা করে তদ্বারা একলোক হইতে অল্প লোকে যায় । জীবাত্মা অল্প
হইয়াও মনের সহিত ঐক্য অভিমানে তাহার অনুবর্তমান হয় ॥ ২ ॥

[১১।২৩৬০]

তস্মাৎ সৰ্ব্বাশ্বনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া ।

ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্‌যোগসংগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

[১১।২২।৫৮-৫৯]

ক্ষিপ্তোহবমানিতোহসদ্বিঃ প্রলক্কোহসুরিতোথবা ।

তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা ভুত্যা বা পরিহাপিতঃ ॥ ৪ ॥

নিষ্ঠ্যতো মূত্রিতো বাটজো বহুধৈবং প্রকল্পিতঃ ।

শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্ৰগত আশ্বনাশ্বানমুদ্ধরেৎ ॥ ৫ ॥

সাধনলক্ষণাভক্তিৱপি রাগানুগবৈধীভেদেন ত্রিধা ।

নারদেন [৭।১।৩১]

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দেবাচ্চৈত্য়াদয়ো নৃপাঃ ।

হে উদ্ধব, সমস্ত যোগের সংক্ষেপ তাৎপর্যা এই যে আমাতে আবিষ্ট-
বুদ্ধি দ্বারা সৰ্ব্বপ্রকারে মনকে স্ববশে আন ॥ ৩ ॥

এ বিষয়ে এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত দৃঢ় হও । তোমাকে কেহ ঠেলিয়া
ফেলুক, অপমানই করুক, অসংব্যক্তির দ্বারা বঞ্চিতই হও, কেহ বা
হিংসা করুক, কেহ বা তাড়না করুক, কেহ বা আঘাত করুক,
কেহ বা তোমার সম্পত্তি হরণ করুক, কেহ বা তোমাকে খুৎকার
করুক, কেহ বা তোমার শরীরে মূত্রত্যাগ করুক, এবং অজ্ঞ ব্যক্তিগণ
বহুবিধরূপে প্রকল্পিত করুক, তথাপি তুমি দৃঢ় রূপে শ্রেয়স্কাম হও
এবং মনকে ভক্ত্যাপ্রিত বুদ্ধি দ্বারা কুবিষয় হইতে অবশ্যই উদ্ধার
করিবে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সাধনলক্ষণাভক্তি বৈধী ও রাগানুগাভেদে দ্বিবিধা । নারদ কহিলেন,
হে মহারাজ সুধিষ্ঠির, কৃষ্ণাবেশ দুই প্রকার অর্থাৎ রাগাবেশ ও

সম্বন্ধাদৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যুয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৬ ॥

ভক্ত্যা বিধিভক্ত্যা। কামাৎ সম্বন্ধাপ্তরাগভক্তিস্তদনুগা এব রাগানুগা সাধন-
ভক্তিঃ। তত্রাদৌ বিধিভক্তির্বিণিতা। রাগানুদয়ে সাবশ্রমেবালম্বনীয়া।

কৃষ্ণঃ উক্তবঃ [১১।২৭।৭]

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মথঃ।

ত্রয়ানামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ ॥ ৭ ॥

আবির্হোত্রঃ নিমিঃ [১১।৩।৪৭]

য আশু হৃদয়গ্রস্থিং নির্জর্জরীযুঃ পরাঙ্গুনঃ।

বৈধাবেশ। কাম, ভয়, দ্বেষসম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকলে হয় রাগ, নয়
রাগধর্ম্য প্রাপ্ত তদ্বিপরীত ধর্ম্য দ্বেষ আছে। সাধারণতঃ সেইগুলি
রাগধর্ম্য। কর্তব্যাকর্তব্যবিচার পূর্বক কৃষ্ণভঞ্নে যে প্রবৃত্তি তাহা
বিধিজনিত। সাধনপ্রাপ্ত গোপীগণ কাম হইতে কৃষ্ণাবেশ প্রাপ্ত হন।
কংসভয় হইতে, শিশুপাল দ্বেষ হইতে, বৃষ্টিগণ সম্বন্ধবুদ্ধি হইতে এবং
তোমারা পাণ্ডবগণ স্নেহ হইতে কৃষ্ণাবেশ লাভ করিয়াছ। আমরা
ঋষিগণ বিধিবুদ্ধি হইতে কৃষ্ণ ভঞ্জন করি। ইহার মধ্যে ভয়, দ্বেষ
এই দুইটা অনুকরণীয় নয়। কাম, সম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকলে রাগভক্তি
আছে। সেই সেই ভাব দৃষ্টে বাঁহাদের তদনুকরণে ভাল লাগে তাঁহাদের
যে সাধনলক্ষণ ভক্তি তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। এই সাধনই
বৈধসাধন অপেক্ষা প্রবল। প্রথমে বৈধলক্ষণ কথিত হইবে ॥ ৬ ॥

বৈধসাধনে বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই ত্রিবিধ লক্ষণ অর্চনাদি
আছে। সেই সেই তিন প্রকার অর্চন বিধি অনুসারে স্বীয় ঈশ্বানুমত
লোকে আমার অর্চনা করিয়া থাকেন। ৭ ॥

যিনি হৃদয় গ্রস্থিকে শীঘ্র হেদন করিতে চান তিনি পরাঙ্গুর তন্ত্র-

বিধিনোপচরেদেবং তস্ত্রোক্তেন চ কেশবং ॥ ৮ ॥

বিধিতত্ত্বৈঃ স্কলানি নব । প্রহ্লাদঃ পিতরং [৭।৫'২৩]

শ্রবণং কীর্তনং বিষোঃ স্মরণং পাদসেবনং ।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাশ্রয়নিবেদনং ॥ ৯ ॥

[৭।৫।২৪]

ইতি পুংসার্পিতা বিষো ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।

ক্রিয়েত ভগবত্যদ্বা তন্মাত্রেয়ধীতমুত্তমং ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণঃ উক্তবং । শ্রবণমাদৌ । ততো ভগবৎকথায় শ্রোত্রস্পর্শনঃ

সাধুগুরুমুখেন [১১।২০।১৭]

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুল্লভং

প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং ।

বিধি দ্বারা কেশবকে অর্চনা করিবেন ॥ ৮ ॥

বিধিভক্তি অনেক প্রকার হইলেও নয়টি অঙ্গ তাহার অঙ্গ সকল অঙ্গকে ক্রোড়ীভূত করে । শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখা ও আশ্রয়নিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তিকে যিনি বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পণ করিতে পারেন তিনিই শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত । সাক্ষাৎ শব্দের অর্থ ব্যবধান রহিত । অঙ্গ কামনা একটি ব্যবধান । জ্ঞান কর্ম ও যোগবুদ্ধি আর একটি ব্যবধান ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

প্রথমে শ্রবণ বিষয়ে । এই নৃ দেহটি সকল ফলের মূল । অতএব আত্ম । সুলভ ও সুদুল্লভ । এইটাই পটুতর নৌকা । গুরুই ইহার কর্ণধার । আমার কুণা বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত

ময়ানুকূলে নভস্বতেরিতং

পুমান্ ভবাক্ষিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ১১ ॥

প্রবন্ধঃ নিম্নিঃ [১১।৩।২১-২২]

তিস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং ।

শাক্ষে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥ ১২ ॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুরুর্বাঽদৈবতঃ ।

আমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ১৩ ॥

লোকতত্ত্ববিচক্ষণাস্ত আত্মনৈবাত্মানং উদ্বরন্তি । কৃষ্ণঃ উদ্বাহঃ

[১১।৭।৩২-৩৫]

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ ।

হইয়া যিনি এই সংসারসমুদ্রপার হইতে চেষ্টা না করেন তিনি আত্মঘাতী ।

গুরুমুখে সৎসাক্ষিধর্ম্ম প্রয়োজন বিষয়ে শ্রবণের নিষ্কাশ আবশ্যিকতা ॥ ১১ ॥

কর্তব্যাকর্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন । যিনি শাক্ষে অর্থাৎ শাক্ষে পরংগত এবং পরে অর্থাৎ ভগবত্বেষ্ট উপশমাশ্রিত হইয়াছেন তিনিই সদ্গুরু শাস্ত্রজ্ঞ এবং শুদ্ধ ভক্তই সদ্গুরু । বিশেষরূপে জানিয়া সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন ॥ ১২ ॥

শ্রীগুরুর নিকট গুরুকে আত্মদেবতা জ্ঞান করিয়া ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন । গুরুর প্রতি নিষ্ণপট অনুবৃত্তি দ্বারা আত্মা ও আত্মদ হরি পরিতুষ্ট হন ॥ ১৩ ॥

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যদি শিক্ষা প্রাপ্তিতে অবশেষ থাকে তবে শিক্ষা গুরু করিতে পারেন । আত্মচেষ্টাই সকলের মূল । দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন, হে রাজন্, সুবুদ্ধিক্রমে উপাশ্রিত আমার অনেকগুলি গুরু আছেন ।

যতো বুদ্ধিমুপাদায় যুক্তোহটামীহ তান্ শৃণু ॥ ১৪ ॥

পৃথিবীবায়ুরাকাশমাপোগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ ।

কপোতোহজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদগজঃ ॥ ১৫ ॥

তাঁহাদিগের নিকট হইতে বুদ্ধিলাভ করিয়া আমি প্রস্তুত ভাবে বিচরণ করি। আমার চব্বিশ গুরু কে কে তাহা বলি—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, রবি, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, গজ, মধুহরণকারী, হরিণ, মৌন, পিঙ্গলা, কুরর, অর্ভক, কুমারী, শরকুৎ, সর্প, উর্গনাভি ও পেশবুৎ। নিজের শিক্ষাশক্তি দ্বারা ইহাদের ক্রিয়া দৃষ্টি করিয়া আমি অনেক শিক্ষা করিয়াছি। শিক্ষা তিন প্রকারে হয় অর্থাৎ সাধুব্যক্তির উপদেশ, সাধুব্যক্তির চরিত্র এবং সঙ্কুচি ক্রমে লোকতত্ত্ব দৃষ্টে তত্ত্ব শিক্ষা। পৃথিবী হইতে ধৈর্য্য ও সন্মার্গদৃঢ়তা ও কমা শিক্ষা করিয়াছি। পৃথিবীস্থ পর্বত হইতে পরোপকার, নির্জনবাস এবং পৃথিবীস্থ বৃক্ষ হইতে পরার্থতা শিক্ষা করিয়াছি। ১ বায়ুর নিকট অনাসক্ত ভাবে প্রাণধারণ শিক্ষা করিয়াছি। ২ আকাশের নিকট সর্বত্র থাকিয়াও অসঙ্গতভাব শিক্ষা করিয়াছি। ৩ জলের নিকট স্বচ্ছতা দৃঢ়তা ও পবিত্রতা দি গুণ শিক্ষা করিয়াছি। ৪ অগ্নির নিকট সর্বভক্ষ্য হইয়াও অনিষ্টতা শিক্ষা করিয়াছি। ৫ চন্দ্রের দ্বারা বুদ্ধি অজ্ঞানকৃত তাহা দেখিয়া আত্মার জন্মাদি ষড়্‌বিংশতির নাই তাহা চন্দ্রের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। ৬ সূর্য্যের যেমত জলগ্রহণ ও প্রদান সেইরূপ আমি ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিয়া অর্থীগণকে দিয়া থাকি। সূর্য্যের প্রতিবিম্বের দর্শনে আত্মার নানাত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছি। ৭ কপোতের নিকট কুটুখাদি ও অস্ত্রের সহিত আসক্তি পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছি। ৮ প্রাক্করে বিশ্বাস এবং অনায়াসে লব্ধব্যব জীবনধারণ, ধৈর্য্য ও সন্তোষ

মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোভিকঃ ।

কুমারী শরকুৎসর্প উর্ণনাভঃ সুপেশকুৎ ॥ ১৬ ॥

এতে মে গুরবো রাজঃ শচতুর্বিংশতিরাশিতাঃ ।

ইহা অজগরের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। ৯ বাহিরে প্রসন্ন অন্তরে গম্ভীর অলক্ষ্যাভিপ্রায়, নিশ্চলতা ও অক্ষোভ্যতা ও সর্বসময় প্রশান্তভাবে এই সকল সমুদ্রের নিকট শিথিয়াছি। ১০ স্ত্রী স্বর্ণ বস্ত্রাদিতে উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলোভিত হইয়া পতঙ্গ বুদ্ধিব্রংশ হয়, তাহা হইতে সতর্ক হইতে তাহার নিকট শিথিয়াছি। ১১ মধুকরের নিকট স্বল্প গ্রাস ও মাধুকরী বৃত্তি শিথিয়াছি। ১২ ভ্রমরের নানা পুষ্প হইতে মধুহরণ দেখিয়া শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিতে শিথিয়াছি। মক্ষিকার হৃদশা দেখিয়া অসংকল্প শিক্ষা করিয়াছি। ১৩ করির দুর্গতি দেখিয়া স্ত্রীলোকে আসক্তি ত্যাগ শিক্ষা করিয়াছি। ১৪ মধুসংগ্রহীর নিকট সঞ্চয়ের দুষ্ট ফল শিক্ষা করিয়াছি। ১৫ ব্যাধের গীতে হরিণ বিনষ্ট হয় দেখিয়া চরমে হুঃখদায়ক গ্রাম্যগীত শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়াছি। ১৬ মৎস্তের জিহ্বা রসে বিনাশ দেখিয়া খাদ্যাদি রসাসক্তি ছাড়িয়াছি। রসনা জয় করা বড় কঠিন। ১৭ পিঙ্গলা বেস্তার নিকট নৈরাশ্র শিক্ষা করিয়াছি। ১৮ আসক্তির বিষয়টী ত্যাগ করিয়া সুখী হইতে কুররী পক্ষীর নিকট শিক্ষা করিয়াছি। ১৯ পারমহংস্ত ও আত্মরতি বালকের নিকট শিথিয়াছি। ২০ জনসঙ্গ ত্যাগ ও দ্বৈত ত্যাগ কুমারীর নিকট শিথিয়াছি। ২০ অতন্ত্রিত চিন্তে সাধন করিতে শিক্ষা শরকারের নিকট পাইয়াছি। ২১ সর্পের নিকট একক বিচরণ, গৃহারম্ভ ত্যাগ প্রমাদশূন্য, একান্তবাসীত্ব অলক্ষ্যমানত্ব ধর্ম্মগুলি শিথিয়াছি। ২২ মাকড়শার নিকট জঁখরের স্বশক্তি ক্রমে সৃষ্টি স্থিতি নাশ ক্রিয়া বৃদ্ধিতে পারিয়াছি। ২৩ রাগ দ্বারা জঁখর সাধন সহজে হয় ইহা

শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষিমহাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবদনুকূলতা । উদ্ধবঃ কৃষ্ণঃ [১১।২৯।৬]

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়ন্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষোপি কৃতমুদ্র যুদঃ স্মরন্তঃ ।
যোহন্তর্বহিস্তনুভূতামশুভং বিধুন্ন-
নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৮ ॥

শুকঃ রাজানং [১২।৪।৪০]

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুক্তিতীর্থো
নাশ্যঃ প্লাবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমশ্চ ।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবাদ্ধিতশ্চ ॥ ১৯ ॥

পেশকৃত অর্থাৎ কুমারিকা কীটের নিকট শিখিয়াছি । ২৪ এই চব্বিশ
শুক্লের নিকট শিক্ষা লাভ হইয়াছে ॥ ১৪-১৭ ॥

ভগবদনুকূলতার লক্ষণ । হে ঈশ ! কবি সকল দ্বিপার্দ্বিকাল পরমায়ু
প্রাপ্ত হইয়া তোমার কৃপা গুণ আনন্দের সহিত স্মরণ করিয়াও তোমার
প্রতি অশ্লীল হইতে পারেন না, কেননা প্রাণীদিগের অন্তর্বহির্ভাগে
থাকিয়া তুমি অশুভ বিনাশ কর এবং চৈত্যবপুঃ আচার্য্য হইয়া
তাহাদিগকে স্বগতি শিক্ষা দেও ॥ ১৮ ॥

জীব এই সংসারে বিবিধ দুঃখে দুঃখিত । এই সংসারসমুদ্র অতি
দুস্তর । যিনি ইহার পার হইতে ইচ্ছা করেন, ভগবান পুরুষোত্তমের
লীলাকথা শ্রবণ ব্যতীত তাঁহার অন্য নোকা নাই ॥ ১৯ ॥

উদ্ধবঃ কৃষ্ণঃ [১১।৬।৪৭-৪৮]

বাতবসনা শ্রবণঃ শ্রমণা উর্দ্ধমহিনঃ ।

ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শাস্তাঃ সংন্যাসিনোহমলাঃ ॥২০

বয়স্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কৰ্ম্মবজ্রসু ।

ত্বদার্ত্তয়া তরিস্যামস্তাবকৈর্দ্রুস্তরং তমঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ কীর্ত্তনং সৰ্ব্বমঙ্গলময়ং [৫.৩।১১] ঋত্বিজঃ ।

অথ কথঞ্চিৎ স্থলনক্ষুৎপতনজৃন্তনদ্রবস্থানাদিষু

বিবশানাং নঃ স্মরণায় জরামরণদশায়ামপি সকল-

কশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচন

গোচরাণি ভবন্তু ॥ ২২ ॥

গাভল্লঃ ভগবন্তঃ [৮।৩।২০]

একান্তিনো যশ্চ ন কঞ্চনার্থং

বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।

যোগী ঋষি শ্রমণ উর্দ্ধরেতা শাস্ত্র ও সন্ন্যাসী পুরুষসকল তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন । হে মহাযোগিন্ ! আমরা তোমার দাস । কৰ্ম্মমার্গে সংসার ভ্রমণ করিতেছি । আমরা তোমার ভক্ত সঙ্গে তোমার অনুশীলন করিতে করিতে তোমার কৃপায় দ্রুস্তর তম পার হইব ॥ ২০-২১ ॥

পরে কীর্ত্তন প্রসঙ্গ বলিতেছেন—

স্থলন, ক্ষুখায় পতন, জৃন্তন প্রভৃতি দ্রবস্থানাদিতে আমরা যখন বিবশ হই তখন জরামরণদশায় সকলক্লেশনিরসনকারী তোমার গুণকৃত নাম সকল আমাদের স্মরণপথে আশ্রুক এবং বচন গোচর হউক ॥২২॥

একান্তভগবৎপ্রপন্নপুরুষগণ সমস্ত বাঞ্ছাশূন্য হইয়া সেই কৃষ্ণের অত্যন্ত

অত্যদ্রুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্তু আনন্দসমুদ্ভবগাঃ ॥ ২৩ ॥

যমঃ তদুত্তম [৬।৩৩]

শৃংগতাং গৃণতাং বীৰ্য্যাণ্যুদ্যমানি হরেমুচ্ছঃ ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুক্লেনাত্মা ব্রতাদিভিঃ ॥ ২৪ ॥

[৬।৩।১৪]

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সংকীৰ্ত্তনং ভগবতো গুণকৰ্ম্মনাম্নাং ।
বিক্রুশ্চ পুত্রমঘবান্ যদজামিলোপি
নারায়ণেতি ত্রিয়মাণইয়ায় মুক্তিং ॥ ২৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতঃ [১২।৩।১১ ৫২]

কলেদোষনিধেরাজমস্তি হোকো মহান্গুণঃ ।
কীৰ্ত্তনাদেব কৃষ্ণশ্চ মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ২৬ ॥

সুমঙ্গলচরিত আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হইয়া গান করেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীহরির উদ্যমবীৰ্য্যসমূহ যাঁহারা মুহুমুহ শ্রবণ করেন ও কীৰ্ত্তন করেন তাঁহাদের মন সুন্দর জাতভক্তি দ্বারা অতি শীঘ্র শুদ্ধ হয় ।
ব্রতাদির দ্বারা সেরূপ হয় না ॥ ২৪ ॥

ভগবানের গুণকৰ্ম্ম ও নামসংকীৰ্ত্তন জীবের পাপ যথেষ্ট ধ্বংস করেন । দেখ অজামিলও মরণ সময় অত্যন্ত পাপী হইয়াও আপন পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকায় ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

কলি সমস্ত দোষের সমুদ্র বটে, তথাপি হে রাজন! কলির একটা মহাঙ্গুণ এই যে, কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে জীব মায়াবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রূপ পরতত্ত্ব লাভ করে ॥ ২৬ ॥

কৃত্যে যদ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।
 দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্বরিকৌত্তনাং ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণস্মরণং । কৃষ্ণঃ উদ্ধবঃ [১১।১৪।২৮]

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথং ।
 হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনোমদ্ভাবভাবিতং ॥ ২৮ ॥

[১১।১৪।২৫-২৭]

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
 ধাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপং ।
 আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধুয়
 মদ্ভুক্তিযোগেন ভজত্যথো মাং ॥ ২৯ ॥
 যথা যথাশ্রী পরিমুজ্যতেসৌ
 মংপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ ।

কৃতযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা এবং দ্বাপরে
 পরিচর্যা দ্বারা বাহ্য কিছু লাভ হয়, কলিতে কেবল হরি কীর্তনদ্বারা
 সে সমস্ত পাওয়া যায় ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ স্মরণের বিষয় বলিতেছেন—

হে উদ্ধব ! স্বপ্ন মনোরথের ন্যায় এই সংসার রূপ অসৎ অভিধান
 পরিত্যাগ পূর্বক আমার ভক্তিতে ভাবিত মনকে আমাকে অর্পণ
 কর ॥ ২৮ ॥

স্বর্ণ বেক্রপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া স্বীয় রূপ ধারণ করে সেইরূপ আমার
 ভক্তিব্যোগেরদ্বারা মন কর্মশায়কে দগ্ধ করিয়া আমাকে ভজনা করে ॥ ২৯ ॥

আমার পুণ্য গাথা শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা মন পরিমার্জিত হইয়া

তথা তথা পশ্যতি বস্তু সুস্বং

চক্ষুর্যৈবোজ্ঞনসংপ্রযুক্তম্ ॥ ৩০ ॥

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে ।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ৩১ ॥

[১১।১৪।২৯]

জীণাং জীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্ ।

ক্লেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিত্তয়েন্মামতদ্বিতঃ ॥ ৩২ ॥

যযাতিঃ স্বপত্নাঃ [১১।১৯।১৭]

মাত্ৰা স্বস্ত্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষাতি ॥ ৩৩ ॥

[১১।১৯।১৪]

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।

হবিষা ক্লৃষবস্ত্রে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৩৪ ॥

বস্তু সুস্ব ক্রমে ক্রমে দেখিতে পায় । চক্ষু যেরূপ অজ্ঞান সংযুক্ত হইয়া বহির্বস্তু ভাল রূপে দেখে তদ্রূপ ॥ ৩০ ॥

বিষয় ধ্যানে চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হয় । আমাকে অনুস্মরণ করিলে চিত্ত আমাতেই লগ্ন পায় ॥ ৩১ ॥

জীসঙ্গ ও জীসঙ্গী পুরুষের সঙ্গ আত্মবান্ পুরুষ দূরে পরিত্যাগপূর্বক নির্ভয় বিবিক্ত স্থানে আসীন হইয়া অতদ্বিতভাবে আমাকে চিন্তা করিবেন ॥ ৩২ ॥

মাতা, ভগ্নী ও দুহিতা প্রভৃতির সহিত বিবিক্তে একাসনে বসিবে না । কেন না বলবান ইন্দ্রিয়সকল পণ্ডিতগণের মনও আকর্ষণ করে ॥ ৩৩ ॥

কামের উপভোগে কখনই কামের শান্তি হয় না । অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হয়, কখনও শাম্য হয় না ॥ ৩৪ ॥

[১১।১৪।৩০]

ন তথাস্ত ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চাণ্ড্রপ্রসঙ্গতঃ ।
 যোষিৎসঙ্গাদযথা পুংসন্তুধাতৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৩৫ ॥

সুতঃ শোনকাদীন [১।১২।২৩]

ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্মাম কীর্তয়ন্ ।
 ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্মাভিঃ ॥ ৩৬ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতঃ [১০।৮২।৪৮]

আভ্রশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দং
 যোগেশ্বরৈহৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
 সংসারকুপপতিতোত্তরণাবলম্বং
 গেহং জুযামপি মনস্যুদিয়াং সদা নঃ ॥ ৩৭ ॥

সুতঃ পাদসেবনং । পরীক্ষিতঃ শুকঃ প্রতি [২।৮।৬]

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি ।
 মুক্তসর্বপরিরূপঃ পাত্নঃ স্বশরণং যথা ॥ ৩৮ ॥

জীবের যোষিৎসঙ্গে এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গে ক্লেশ ও বন্ধন বেরূপ হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না ॥ ৩৫ ॥

সামান্য যোগিগণও যে কৃষ্ণের নাম কীর্তন করিতে করিতে মনকে তাঁহাতে আবিষ্ট করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে কামকর্ম হইতে পরিমুক্ত হয় ॥ ৩৬ ॥

হে নলিননাভ, বিদ্বজ্জন বলেন যে, অগাধবোধ যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে চিন্তনীয় এবং সংসার কুপ পতিতজনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন তোমার পাদপদ্ম গৃহসেবী আমাদের মনে সর্বদা উদ্ভিত থাকুক ॥ ৩৭ ॥

এখন পাদসেবনের কথা বলিতেছেন । যে ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্ম

ভিক্ষু: [১১।২৩।৫৭]

এতাং স আশ্রয় পরাঅনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূৰ্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ ।
অহং তরিষ্যামি দুৰন্তপারং
তমো মুকুন্দাজ্জি নিষেবয়েব ॥ ৩৯ ॥

করভাজনঃ নিমিঃ [১১।৫।৪২]

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়ন্ত
ত্যাগ্যভাবস্ত হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টং ॥ ৪০ ॥

আশ্রয় করিয়া ধোতমনা হইয়াছেন, তিনি পাছ ব্যক্তির স্বীয় গন্তব্য স্থান
প্রাপ্তির তার, কৃষ্ণপাদপদ্ম পাইয়া সর্বক্লেণ হইতে মুক্তি লাভ করত আর
সে পাদপদ্ম ছাড়িতে চান না ॥ ৩৮ ॥

ভিক্ষু কহিলেন, আমি অনির্কেত বিষয়-ত্যাগী হইয়া যে অবধূত-পদ
পাইয়াছি, এই পদই পূর্বতম মহর্ষিগণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহাকে
পরান্নিষ্ঠা বলা যায়। আমি ইহাকে আশ্রয় করিয়া দুঃস্বপ্নপার যে
সংসার-তমঃ তাহা মুকুন্দপাদপদ্ম-সেবা-নিষ্ঠা দ্বারাই পার হইব ॥ ৩৯ ॥

স্বীয় পাদমূলভজনাকারী প্রিয়ব্যক্তি অনন্তভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন
দেখিয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যে কিছু বিকর্ম হঠাৎ
হইয়া পড়ে, তাহা সমুদায় ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই
যে, যে ব্যক্তি স্মৃতিক্রমে শ্রদ্ধাপান হইয়া নিষ্ঠাদ্বারা হরিভজনে প্রবৃত্ত হন,
তাঁহার পূর্বপাপ প্রথমেই দূর হয়। আর পুণ্য-পাপ-প্রবৃত্তি না থাকায়

কবিনিমিঃ [১১।২।৪৩]

ইত্যচ্যুতাজ্জিৎ ভজতোহনুসৃত্য।
ভক্তিবিরক্তিভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতশ্চ রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥ ৪১ ॥

[১১।২।৩৩]

মন্যেৎকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতশ্চ
পাদান্বজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাশ্রভাবাৎ
বিশ্বাশ্রনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ ॥ ৪২ ॥

অর্চনং ততঃ। আবিহোত্রঃ নিমিঃ [১১।৩।৪৮]

লঙ্কানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেষ্ম তুর্গাভিমতয়াশ্রনঃ ॥ ৪৩ ॥

নূতন পাপ তিনি কখনই করেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপকার্য্য
হইয়া পড়ে, তাহা কৃষ্ণ ধ্বংস করেন, এই জন্ত ভক্তের কোন প্রকার
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না ॥ ৪০ ॥

এইরূপ অনুবৃত্তিদ্বারা অচ্যুতপাদপদ্ম বাহারা ভজন করেন, তাঁহাদের
ভক্তি ও তজ্জাতবিরক্তি এবং ভগবজ্জ্ঞান যুগপৎ উদয় হইতে থাকে ক্রমশঃ
প্রেমরূপ সাক্ষাৎ পরাশান্তি তাঁহারা লাভ করেন ॥ ৪১ ॥

অচ্যুৎপাদপদ্ম উপাসনাই নিত্যধর্ম্ম। তাহাতে কাহা হইতে আর
ভয় থাকে না। অসদ্বিষয়ে চিত্তের অশুধাবন প্রযুক্ত বাহারা উদ্বিগ্নবুদ্ধি,
তাঁহাদেরও কৃষ্ণোপাসনার বিশ্বাশ্রভাব দ্বারা ভয় ও উদ্বিগ্ন নিবৃত্ত হয় ॥ ৪২ ॥

অর্চন-বিষয়। আচার্য্যের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করত তাঁহার

[১১।৩।৫১]

পাশ্র্ভাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ ।

হৃদয়াদিকৃত্যাসৌ মূলমন্ত্ৰেণ চার্চয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

[১১।৩।৫২]

গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্ভিধুপদীপোপহারকৈঃ ।

সাক্ষং সপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্ ॥ ৪৫ ॥

সুদামা [১০।৮।১।১২-২০]

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্ ।

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্ ॥ ৪৬ ॥

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পশ্বা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ ।

যজ্ঞকরাণ্ডবিতেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ ॥ ৪৭ ॥

দ্বারা আগম সন্দর্শিত হয় । আপনার অভিমত মহাপুরুষ অভ্যর্থনা করিবেন ॥ ৪৩ ॥

পাশ্র্ভাদি উপকল্পনা করিয়া নিকটে শ্রীমূর্তি স্থাপনপূর্বক সমাহিত হইবে ।

হৃদয়াদি ক্রাস করিয়া মূল মন্ত্রে অর্চন করিবে ॥ ৪৪ ॥

গন্ধমাল্য অক্ষতমালা ধূপদীপ প্রভৃতি উপহার দ্বারা শ্রীমূর্তিকে অঙ্গের সহিত বিধিবৎ পূজা করিয়া স্তবদ্বারা ভাবজ্ঞান পূর্বক হরিকে প্রণাম করিবে ॥ ৪৫ ॥

স্বর্গ অপবর্গ পৃথিবীতে এবং রসাতলে যে সকল সম্পদ আছে, সে সমুদায়ের সিদ্ধির মূল কৃষ্ণচরণার্চন ॥ ৪৬ ॥

গৃহমেধী শ্রোতপুরুষদিগের এইটাই স্বস্ত্যয়ন পশ্বা যে, নিশাপ পুণ্যার্জিত বিভদ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক মহাপুরুষকে পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবঃ [১১।১১।৩৪]

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চনম্ ॥

পরিচর্যাস্তুতিপ্রহসগুণকর্মানুকীর্তনম্ ॥ ৪৮ ॥

[১১।১১।৩৬]

মজ্জন্মকর্মকথনং মম পর্বানুমোদনম্ ।

গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদগৃহোৎসবঃ ॥ ৪৯ ॥

[১১।২৭।১৭-১৮]

শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি ।

ভূর্য্যপ্যশ্রদ্ধয়া দত্তং ন মে তোষায় কল্পতে ॥

গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোহন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ ॥ ৫০ ॥

[১১।২৭।৩৩]

পাত্তমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং সুমনসোহক্ষতান্ ।

ধূপদীপোপহার্য্যাণি দত্তায়ে শ্রদ্ধয়াচ্চকঃ ॥ ৫১ ॥

আমার শ্রীমূর্তি এবং আমার ভক্তজনের দর্শন স্পর্শন ও অর্চন পরিচর্যা স্তুতি দণ্ডবৎ ও গুণকর্মের অনুকীর্তন। আমার জন্ম কর্ম কথ্য, আমার পর্বের অনুমোদন, গীত, তাণ্ডব, বাদিত্র, স্বগোষ্ঠীর সহিত আমার গৃহোৎসব। ভক্ত কর্তৃক শ্রদ্ধাপূর্বক বাহ্য সংগৃহীত হয়, আর কিছু না হইয়া কেবল জল হইলেও যথেষ্ট। অশ্রদ্ধায় ভূরিদান আমার তুষ্টির কারণ হয় না। গন্ধ, ধূপ, দীপ, অন্নাদি বাহ্য সংগ্রহ হয়, তাহাই আমাকে দিবে। পাত্ত, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ,—দীপ এই সকল উপহার অর্চক শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে দিবে ॥ ৪৮-৫১ ॥

বন্দ্যমপি [১১।২৭।৪৫-৪৬]

স্তবন্ প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ ।

শিরোমৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্ ॥

প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ৫২ ॥

তত্ত্ব দাসাং । উদ্ধবঃ কৃষ্ণঃ [১১।৬।৩১]

ত্বয়োপর্যুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোহলঙ্কারচর্চিতাঃ ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবঃ [১১।১।১৩৫]

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব ।

সর্বকলোভোপহরণং দাস্তোনাশ্বনিবেদনম্ ॥ ৫৪ ॥

অনেক স্তব করিয়া বলিবে, হে ভগবন্ প্রসন্ন হও, এই বলিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইয়া বন্দনা করিবে। আমার পাদদ্বয়ের নিকট মস্তক দিয়া বাহুদ্বয় পরস্পর মিলিত করিয়া বলিবে, হে ঈশ! আমি প্রপন্ন, আমি সংসারে ভগবৎপাদবৈমুখ্যরূপ মৃত্যুগ্রস্ত। যখন ভীত হইয়া শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫২ ॥

সংক্ষেপে অর্চন বলিয়া বন্দনার আকার দেখাইয়া এখন দাস্ত্ব বিষয়ে বলিতেছেন—উদ্ধব कहিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার ব্যবহৃত স্রগ্, গন্ধ, অলঙ্কারদ্বারা শোভিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্টভোজী আমরা দাস, তোমার মায়াংকে জয় করিব ॥ ৫৩ ॥

মৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, যাহা কিছু লভ্য হয়, আমাকে অর্পণ এবং দাস্ত্বের সহিত আমাকে আশ্ব নিবেদন করা। আমার গৃহ মার্জন, অগ্নি উপলপন, জলপ্রোক্ষণ, সর্বকলোভাদি নিশ্চয় এবং গৃহ-দাসের দ্বারা নিকপটে আমার গৃহ-শুদ্ধি, অমানিত্ব, অদম্বিত্ব, কৃষ্ণলীলা-

[১১।১১।৩২-৪১]

সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ ।

গৃহশুশ্রূষণং মহাং দাসবদ্যদমায়রা ॥ ৫৫ ॥

অমানিত্বমদন্তিকং কৃতশ্রাপরিকার্তনং ।

অপি দীপাবলোকং মে নোপযুক্ত্যান্নিবেদিতম্ ॥ ৫৬ ॥

যদযদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মান্বনঃ ।

তত্তন্নিবেদয়েন্মহাং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫৭ ॥

[১১।১১।৪৭]

ইষ্টাপূর্তেন মামেবং যো যজ্ঞেত সমাহিতঃ ।

লভতে ময়ি সন্তুষ্টিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবরা ॥ ৫৮ ॥

[১১।১২।২১-২৩]

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সৰ্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং ।

মদন্তপূজাভ্যধিকা সৰ্ব্বভূতেষু মন্যতিঃ ॥ ৫৯ ॥

কীৰ্ত্তন, দীপদান, নিবেদিত আলোক অস্ত্র কার্ণ্যে ব্যবহার না করা, লোকে সাধারণতঃ যাহা ইষ্ট মনে করেন এবং আপনার প্রিয়বস্তু আমাকে প্রদান। এই সমস্ত করিলে অনন্ত কল হয়। ৫৪-৫৭ ॥

ইষ্টাপূর্তের দ্বারা যিনি সমাহিত হইয়া আমাকে বহন করেন, আমাতে তিনি সন্তুষ্টি লাভ করেন। কিন্তু সাধুসেবা দ্বারা আমার স্মৃতি লাভ হয় ॥ ৫৮ ॥

পরিচর্যায় আদর, সৰ্ব্বাঙ্গ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ দ্বারা অভিবন্দন, মদন্তপূজা সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে অনুষ্ঠান, সৰ্ব্বভূতে কৃৎসন্যক মতি ॥ ৫৯ ॥

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদগুণেরণম্ ।

ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সৰ্ব্বকামবিবৰ্জিতম্ ॥ ৬০ ॥

মদর্থৈর্হর্থপারিত্যাগো ভোগস্তু চ সুখস্তু চ ।

ইষ্টং দত্তং ভ্রতং জপ্তং মদর্থং যদব্রতং তপঃ ॥ ৬১ ॥

সখ্যং তথা উদ্ধবঃ কৃষ্ণম্ [১১।২৯।৩-৫]

অথাত আনন্দদুগ্ধং পদাম্বুজং

হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন ।

সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ষ্যভি-

জ্ঞায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥ ৬২ ॥

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো

দাসেধনশরণেষু যদাত্মসাত্বম্ ।

আমার উদ্দেশ্যে অঙ্গচেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ বর্ণন, আমাতে চিত্তার্পণ, সৰ্ব্বকামবর্জন—এই সমস্তই মদীয় দাস্ত্রের অঙ্গ ॥ ৬০ ॥

আমার জন্ত অথ অর্থ পরিত্যাগ অর্থাৎ ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ । ইষ্ট, দত্ত, হোম, জপ এবং আমার উদ্দেশ্যে যে একাদশাদি ব্রত, তাহাই তপ । এই সকল আমার সখ্যভাবে করিবে ॥ ৬১ ॥

হে অরবিন্দলোচন ! তোমার আনন্দদোহনস্বরূপ পাদপদ্ম হংসগণ আশ্রয় করেন । হে বিশ্বেশ্বর ! তোমার চরণাশ্রয়কে যে সুখ বলিয়া মানে না, তাহার জ্ঞানযোগী ও কর্ষ্যজড় হইয়া তোমার বিষ্ণুমায়ায় নিহত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

হে অশেষবন্ধো ! অনন্তশরণ দাসদিগকে সখ্যভাবে আত্মসাৎ কর তাহা বিচিত্র নয় । যে তুমি স্বয়ং ঈশ্বরদিগের শ্রীমৎ কিরীট-তটপীড়িত ১৩ (ক)

যোহরোচয়ং সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরানাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৬৩ ॥

তং ত্রাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাপ্রিতানাং
সর্বার্থদং স্বকৃতবিদিস্থজেত কো নু ।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েহনুভূতৌ
কিস্বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥ ৬৪ ॥

ওধাঅনিবেদনম্ । শ্রীকৃষ্ণ উদ্ববম্ [১১।২৯।৩৪]

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদাহমৃতত্বং প্রতিপত্তমানো
ময়াঅভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৬৫ ॥

পাদপীঠ হইয়াও অর্থাৎ সর্বেশ্বর হইয়াও মৃগগণের সহিত অর্থাৎ শাখা-মৃগ
বানরগণের সহিত সখ্য করিতে কুচি প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৬৩ ॥

তুমি আশ্রিতদিগের অখিল আত্মা দয়িতেশ্বর । তুমি তাহাদের
সর্বার্থদ । কৃতজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি তোমাকে ছাড়িতে পারে ? আমরা
তোমার পদরজসেবী, আমাদের তোমা ব্যতীত অন্য প্রাপ্তিতে কি ফল ?
তোমা ছাড়া অন্য যে ফল তুমি দেও, কেবা বিভূতি বৃদ্ধির জন্ত এবং
তোমাকে ভুলিয়া যাইবার জন্ত সেক্রপ ফল ভজন করে ॥ ৬৪ ॥

এখন আত্মনিবেদনের কথা । মর্ত্য ব্যক্তি যখন সমস্ত কর্ম-ত্যাগ
করিয়া আমার নিকট হইতে বিশিষ্টক্রিয়াপ্রাপ্তি-বাসনাক্রমে আত্মনিবেদন
করেন, তখন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার অত্যন্ত প্রিয়জন হইয়া
পড়েন ॥ ৬৫ ॥

আত্মনিবেদনঃ ব্যবহারঃ [১১।১২।২৪]

এবং ধর্মৈর্ম্মানুষ্যাণামুদ্বাঅনিবেদিনাম্ ।

ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোহন্যোহর্থোহস্থাবশিষ্যতে ॥ ৬৬ ॥

[১১।২২।২-১০]

কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্ ।

ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ব্যস্ত্রমনোরতিঃ ॥ ৬৭ ॥

দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্বক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্ ।

দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্বক্তাচরিতানি চ ॥ ৬৮ ॥

[১১।২২।১২]

মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্ ।

ঈক্ষেতাঅনি চাত্মানং যথা অমমলাশয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

আত্মনিবেদীদিগের ব্যবহার এইরূপ । হে উদ্বা ! পূর্বোক্ত আত্মনিবেদীদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমাতে প্রেমভক্তি হয় । আর কি অর্থ বাকী রহিল ॥ ৬৬ ॥

আমার জগ্ৰই আত্মনিবেদী আমাকে স্মরণ করিতে করিতে সকল কর্ম্ম করেন । আমাতে অর্পিতমনা ভক্তদিগের বিষয়ে চিত্ত অর্পণ কেবল ভগবদ্বর্ণ্নে মনের রতি স্থির করেন ॥ ৬৭ ॥

মদ্বক্ত সাধুগণের আশ্রিত পুণ্য দেশাশ্রয় করেন । দেবতা অসুর ও মনুষ্যের মধ্যে যাহারা আমার শুদ্ধভক্ত, তাঁহাদিগের চরিত্র আশ্রয় করেন ॥ ৬৮ ॥

আমাকে সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অনাবৃত দেখিয়া আত্মায় আত্মস্বরূপ দেখেন । অমলাশয় আকাশ যেরূপ শুদ্ধরূপ ॥ ৬৯ ॥

[১১।২৯।১৫]

নরেষভীক্ষুং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোহচিরাৎ ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহস্কারা বিরন্তি হি ॥ ৭০ ॥

[১১।২৯।২০]

নহস্ঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ব্যস্ত্রোদ্ধবাপি ।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যগ্ নিগুণত্বাদনাশিষঃ ॥ ৭১ ॥

সাধনলক্ষণা ভক্তিসমাহারঃ অশ্বরীষচরিত্রে [১।৪।১৮]

স বৈ মুনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
বর্ষচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।
করৌ হরেন্দ্রান্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসংকথোদয়ে ॥ ৭২ ॥

[১।৪।১৯-২০]

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ ।

সর্বমানবে সর্বদা মনধিষ্ঠানবুদ্ধি চিন্তা করিতে করিতে অহঙ্কারের
সহিত সর্বদা অহুয়া ও তিরস্কার ব্যবহার সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৭০ ॥

হে অজ্ঞ উদ্ধব ! আমার ধর্ম আরম্ভ করিলে আর একটুও নষ্ট হয়
না। আমার কৃপাচেষ্টায় অজ্ঞদিনেই কামনাশূন্য হইয়া সম্যক্ নিগুণতা
হয় ॥ ৭১ ॥

সেই অশ্বরীষ মহারাজ আগনার মনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন ।
বাক্যকে কৃষ্ণ-গুণানুবর্ণনে নিযুক্ত করিলেন । হরির মন্দিরমার্জ্জনাদি
কার্যো হস্ত দুইটি দিলেন । অচ্যুত ও অচ্যুতভক্ত-কথা-শ্রবণে কর্ণকে
নিযুক্ত করিলেন ॥ ৭২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্তি ও গৃহদর্শনে চক্ষুকে অর্পণ করিলেন । কৃষ্ণদাসদিগের

তদ্ভূত্যাগাত্রস্পর্শেহঙ্গসঙ্গমম্ ।

স্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে

শ্রীমন্তুলস্রাং রসনাং তদর্পিতে ॥ ৭৩ ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে ।

শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে ।

কামঞ্চ দাস্ত্রে ন তু কামকাম্যয়া

যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৭৪ ॥

বৈধীভক্তিলক্ষণানি বিবৃতানি । ইদানীং সংক্ষেপেণ নারদবাক্যেন
রাগানুগাভক্তিঃ প্রদর্শ্যতে । [৭।১:২৬]

তস্মাদৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা ।

স্নেহাং কামেন বা যুজ্যাং কথঞ্চিন্নেকতে পৃথক্ ॥ ৭৫ ॥

শরীরস্পর্শে ও সঙ্গমে অঙ্গকে অর্পণ করিলেন । কৃষ্ণপাদকমল-সৌরভে
ব্রাণকে নিযুক্ত করিলেন । কৃষ্ণাপিত তুলসীযুক্ত প্রসাদান্ন রসনাকে
অর্পণ করিলেন ॥ ৭৩ ॥

পাদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্রভ্রমণে নিযুক্ত করিলেন । মস্তককে কৃষ্ণপাদাভি-
বন্দনে অর্পণ করিলেন । কামকামনা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্ত্রে কামকে
অর্পণ করিলেন এবং কামানুগ ক্রোধ ইত্যাদিকে কৃষ্ণাশ্রিত রতি যাহাতে
হয়, সেই কার্যো নিযুক্ত করিলেন ॥ ৭৪ ॥

বৈধী সাধনভক্তির কথা বলিয়া সংক্ষেপে রাগানুগা সাধনভক্তির কথা
বিচারিত হইতেছে । কৃষ্ণকে অতি প্রিয় জানিয়া আস্রা হইতে দূরে স্থিত
বস্তুর ন্যায় দৃষ্টি করিবে না । বৈরানুবন্ধ, নির্বৈর, কাম ভয়, স্নেহ,—এই
সকল প্রবৃত্তি দ্বারা তাঁহাকে যুক্ত করিবে ॥ ৭৫ ॥

[৭।১।২৭]

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যাস্তন্ময়তামিয়াং ।

ন তথা ভক্তিয়োগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৭৬ ॥

[৭।১।২৮]

এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে ।

বৈরেণ পুতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিস্তয়া ॥ ৭৭ ॥

[৭।১।৩০-৩২]

কামাদ্বেষাদ্ ভয়াং স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ ।

আবেশ্য তদযং হিত্বা বহবস্তদগতিং গতাম্ ॥

গোপ্যঃ কামাভ্যয়াং কংসো দ্বেষাচ্চৈতদায়া নৃপাঃ ।

সম্বন্ধানুব্রক্ষ্যঃ স্নেহাদ্ যুয়ং ভক্ত্যা বযং বিভো ॥ ৭৮ ॥

কতমোহপি ন বেণঃ স্মাং পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি ।

তস্মাং কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥ ৭৯ ॥

বৈরানুবন্ধের দ্বারা মর্ত্য বৈরূপ তন্ময়তা লাভ করে, তথা বৈদ্যী ভক্তি-
যোগে করিতে পারেন না, ইহাই আমার নিশ্চয় মতি ॥ ৭৬ ॥

এইরূপ ভগবান্ কৃষ্ণে মায়ামনুজরূপ ঈশ্বরে বৈরযোগ-দ্বারা হতপাপ
হইয়া অনুচিস্তাক্রমে অনেকে তাঁহাকে পাইয়াছেন ॥ ৭৭ ॥

বিধিতন্ত্রিতে ঈশ্বরে বৈরূপ চিত্তাবেশ করিয়া পাপাদি নাশ করত লাভ
হয়, সেইরূপ কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ দ্বারাও কৃষ্ণে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া
বিনষ্ট-পাপ অনেকেরই তদগতি লাভ করিয়াছেন। গোপীগণ কামদ্বারা,
কংস ভয়দ্বারা, শিশুপালাদি দ্বেষক্রমে, ঋষিগণ সম্বন্ধ বুদ্ধিতে, পাণ্ডবগণ স্নেহে
এবং আমরা ঋষিগণ বিধিতন্ত্রি-দ্বারা কৃষ্ণে গতি লাভ করি ॥ ৭৮ ॥

কিন্তু বেণরাজার এই সকল ভাবের মধ্যে কিছুই ছিল না। এই

রাগলক্ষণসংক্ষেপে ভয়দেবাদীনাং হেয়ত্বম্ । কেবল কামসম্বন্ধলক্ষণ রাগভক্তি-
র্থনা অনুকৃতা তদা রাগানুগাভক্তির্ভবতি । শ্রুতম্: ভগবন্তম্ [১০।৮।৭।২৩]

নিভৃতমরুণ্মনোহক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুং স্বরগাং ।

দ্বিত্ব উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো

বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহজিঃ সরোজমুখাঃ ॥ ৮০ ॥

পাঁচটা ভাবের মধ্যে বেণ কোনটাকে আশ্রয় করেন নাই, কেবল ভাবের
প্রতি উদাসীন ছিলেন এইমাত্র । এই অল্প তাঁহার কোন সদগতি হয়
নাই । অতএব যে কোন একটি উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে । এই
স্থলে বিচার্য্য এই যে, কৃষ্ণের প্রতি জীবের প্রবৃত্তি দুই প্রকারে চালিত হয় ।
বিধিবিচারে কৃষ্ণভক্তি হয় এবং রাগোত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি হয় ।
রাগ চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম । অবিজ্ঞাপীড়িত চিত্ত অনুদিতরাগ । কেননা
তাহা বিষয়রাগে ব্যস্ত । স্মৃতরাং রাগের অনুদয় অবস্থায় বিধি অবলম্বন
পূর্বক ভক্তি করাই সাধারণের কর্তব্য । রাগ কিন্তু স্বভাব ধর্ম্ম । তাহাতে
যে ভক্তি উদয় হয় তাহা অতি প্রবল এবং প্রার্থনীয় । কাম, দ্বেষ, ভয় ও
স্নেহ ইহার রাগের স্বরূপ্য ও বৈরূপ্য ভাব । কাম, সম্বন্ধবুদ্ধি ও স্নেহ
ইহার রাগের স্বরূপ্য ও বৈরূপ্য ভাব । দ্বেষ ও ভয় এই দুইটা রাগের
বৈরূপ্য ভাব । তাহাদিগের অনুকরণ শিষ্ট লোকের অকর্তব্য । স্মৃতরাং
কামসম্বন্ধ ও স্নেহ ইহাদের অনুকরণ বাঞ্ছনীয় । তন্মধ্যে গোপীদিগের যে
শুদ্ধমধুর রাগ তাহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া গোড়ীয়
মহাশ্রয়গণ তাহারই অনুকরণে রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। ॥ ৭৯ ॥

শ্রুতিগণ কহিলেন, মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুকে নিভৃত্তে দৃঢ়রূপে
যোগযুক্তহৃদয়ে মূনিগণ তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাকেই শক্তভাবে

শ্লোকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৩৩।৩৬]

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাপ্রিতঃ ।

তজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়ারীঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং অভিধেয়-

তত্ত্ব প্রকরণে সাধনভক্তি নিক্রপণং নাম

দ্বাদশঃ কিরণঃ ।

অনুরগণ স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত হন । ব্রজস্বীগণ তাঁহারই সর্পাকৃতি ভুজদণ্ডে আসক্ত-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে পাইয়াছেন । আমরা তাঁহাদের স্তায় কান্ত-ভাবে তাঁহার অস্থি, পদ-মুখা লাভ করিয়াছি । ইহাকে রাগানুগাসাধনভক্তি বলা যায় ॥ ৮০ ॥

পরোপর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় মনোহর কৃষ্ণবপু মানুষদিগের স্তায় প্রকট করিয়া সেই রাগময়ী ক্রীড়া ভজন করেন । তদ্বর্ণন এই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ গোপীদের অনুগত সেই ক্রীড়াকে আশ্রয় করেন । ইহাই 'রাগানুগা ভক্তি' । সাধন-কালে ইনি সাধনলক্ষণা ভক্তি এবং সিদ্ধিকালে ইনি সাক্ষাৎ রসময়ী প্রেমলক্ষণা ভক্তি । সাধনে এবং কৃষ্ণকৃপায় ইহার ফল পাওয়া যায় । এ সম্বন্ধে সাবধানে কৈতবশু হইয়া রসান্বাদন করা আবশ্যক ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে

সাধনভক্তি নিক্রপণে দ্বাদশকিরণে মরীচিপ্রভা-নাম

গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ত্রয়োদশঃ কিরণঃ ।

ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া সাধনভক্তিঃ ।

শ্লোকঃ পরীক্ষিতঃ [২।৪।১৫]

যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্ ।
লোকস্ত সত্ত্বো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১ ॥

যমদুতান্ বমঃ । [৩।৩।২২]

এতাবানৈব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
ভক্তিয়োগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ২ ॥

চৈতন্যকৃপয়া যেন ভক্তির্নামাশ্রিতোদিতা ।

নমামি হরিদাসং তং ভক্তানাং সুখদং গুরুম্ ॥

স্বাহার নামাদিকীর্তন, স্মরণ ও শ্রবণ, রূপ দর্শন, চরণবন্দন ও পূজা,
লোকের সমস্ত কল্মষ সত্ত্ব বিনাশ করেন, সেই সুভদ্রশ্রব কৃষ্ণকে বার বার
নমস্কার করি ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণাদির দ্বারা যে ভক্তিয়োগ, তাহাই জীবের পরম-
ধর্ম্ম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ২ ॥

দেবহুতিঃ কপিলম্ [৩।৩৩।৬]

যন্মামধেয়-শ্রবণানুকীর্তনাং
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি কচিৎ ।
শ্বাদোহপি সত্ত্বঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ দর্শনাং ॥ ৩ ॥

[৩।৩৩।৭]

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ভতে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহবুঃ সমুরার্য্য।
ব্রহ্মানুচূর্ণাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৪ ॥

স্বতঃ শৌনকাদীন [১।১।১৪]

আপন্নঃ সংস্রতিং ঘোরাং যন্মাম বিবশো গৃণন্ ।

তোমার নাম শ্রবণ কীর্তন, তোমার নমস্কার ও স্মরণাদির দ্বারা
চণ্ডালও সত্ত্ব অর্থাৎ জন্মান্তর অপেক্ষা না করিয়া বোগ্য হয়। হে
ভগবন্ তোমার দর্শনে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না ॥ ৩ ॥

জন্মতঃ শ্বপচ হইলেও তিনি শ্রেষ্ঠ, যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম
নৃত্য করিতে থাকে। যিনি তোমার নাম গ্রহণ করেন, তিনি অনেক
তপস্তা করিয়াছেন, অনেক হোম করিয়াছেন, অনেক তীর্থে স্নান
করিয়াছেন এবং অনেক বেদ পাঠ করিয়াছেন। এবভূত ব্যক্তির
যে শ্বপচ-গৃহে জন্ম, সে কেবল ভক্তি-পোষক দৈবসিদ্ধির জন্ম জানিতে
হইবে ॥ ৪ ॥

যাহাকে ভয় স্বয়ং ভয় করে, তাহার নাম ঘোর সংস্রতিতে বিপন্ন

ততঃ সত্ত্বো বিমুচ্যেত যদিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥ ৫ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতম্ [১২।৩।৪৪-৪৬]

যন্মামধেয়ং ত্রিয়মাণ আতুরঃ

পতন্ অলন্ বা বিবশো গুণন্ পুমান্ ।

বিমুক্তকৰ্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং

প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ ৬ ॥

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাঙ্গসম্ভবান্ ॥

সৰ্ব্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৭ ॥

শ্রুতঃ সংকীৰ্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতস্তাদৃতোহপি বা ।

নৃণাং ক্লিণোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মায়ুতাপ্তভম্ ॥ ৮ ॥

করভাজনঃ নিমিষ [১১।৫।৩২]

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাংকৃষ্ণং সাক্ষোপাক্ষাত্রপার্ষদম্ ।

হইয়া বিবশতার সহিত যিনি উচ্চারণ করেন, তিনি সস্ত্র বিমুক্ত হন ॥ ৫ ॥

আহা বাহার প্রিয়নাম ত্রিয়মাণ আতুর হইয়া পড়িতে পড়িতে, অলিত হইতে হইতে বিবশ হইয়া যিনি গ্রহণ করেন, তিনি কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন । কলিকালে তাঁহার বজ্রন করিতে দ্রবুদ্বিলোক অনিচ্ছুক হয়, ইহাই দুঃখের বিষয় ॥ ৬ ॥

ভগবান্ চিত্তস্থ হইলে কলিকৃত দ্রব্য, দেশ ও আঙ্গুসঙ্গীয় দোষসমূহ হরণ করেন ॥ ৭ ॥

ভগবান্ শ্রুত, সংকীৰ্ত্তিত, ধ্যাত, পূজিত বা আদৃত হইলে অব্যুত জন্মের অন্তঃসমূহ হৃদিস্থ হইয়া ক্ষয় করেন ॥ ৮ ॥

সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ, বাহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ নৃত্য

যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তনপ্রায়েৰ্যজন্তি হি সূমেধসঃ ॥ ৯ ॥

[১১।৫।৩৬]

কলিং সভাজয়ন্ত্যৰ্য্য। গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।

যত্র সংকীৰ্ত্তনেনৈব সৰ্ব্বস্বার্থোহপি লভ্যতে ॥ ১০ ॥

নাম-সংকীৰ্ত্তনম্ । স্মৃতঃ শৌনকাদৌ [১২।১১।২৫]

শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণসখ বৃক্ষ্যৰ্য্যভাবনীধ্ৰুগ

রাজন্যবংশদহনানপবৰ্গবীৰ্য্য ।

গোবিন্দ গোপবনিত ব্রজভৃত্যগীত

তীৰ্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ॥ ১১ ॥

নামকীৰ্ত্তনপ্রকারঃ । নারদঃ ব্যাসম্ [১।৬।২৭]

নামান্যনন্তশ্চ হতব্রপঃ পঠন্

গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্ ।

করিতেছে এবং ষাঁহার বর্ণ উজ্জল নীলমণির স্থায় পীত, সেই সাজো-
পাঙ্গাজপার্বদ-যুক্ত পুরুষটিকে সংকীৰ্ত্তনপ্রায় বজ্র-দ্বারা বধন করিয়া
ধাকেন ॥ ৯ ॥

সারগ্রাহী গুণজ্ঞ পুরুষগণ কলিকে এই বলিয়া সম্মান করেন যে, এই
কলিকালে সঙ্কীৰ্ত্তনের দ্বারা সৰ্ব্বস্বার্থ লাভ হয় ॥ ১০ ॥

নামসংকীৰ্ত্তন এইরূপ । হে কৃষ্ণ ! হে অজুঁনসখ ! হে বৃক্ষিঋষভ !
হে পৃথিবীদ্রোহী দুষ্ট রাজন্যবংশনষ্টকারিন্ ! হে অনপবৰ্গবীৰ্য্য ! হে
গোবিন্দ ! হে গোপীগণপতি ! হে ব্রজভৃত্যগীত ! হে তীৰ্থশ্রবা ! হে
শ্রবণমঙ্গল ! ভৃত্যগণকে পালন কর ॥ ১১ ॥

নির্লজ্জভাবে অনন্তের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং কৃষ্ণের
গূঢ় ভদ্র চরিত্রসকল স্মরণ করিতে করিতে তুষ্টমনা ও স্পৃহাশূন্য হইয়া

গাং পর্যাটংস্তৃষ্টমনা গতস্পৃহঃ

কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥ ১২ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতম [২।১।১১]

এতন্নির্বিবৃত্তমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।

যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেনামানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ১৩ ॥

নিকপাটেন ভাবেন নামগ্রহণমেব কৰ্ত্তব্যম্ [২।৩।২৪]

তদগ্যসারং হৃদয়ং বতেদং

যদগ্ৰহমানৈর্হরিনামধেয়েঃ ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো

নেত্রে জলং গাত্ররূহেষু হর্ষঃ ॥ ১৪ ॥

নিরন্তরনামগ্রহণপদ্ধতিঃ । বৃত্তঃ [৩।১।২৪]

অহং হরে তব পাদৈকমূল-

দাসানুদাসো ভবিতাম্মি ভুয়ঃ ।

অমদ ও অমৎসরতার সহিত পৃথিবী পর্যাটনে কালকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম ॥ ১২ ॥

অতএব সৰ্ব্বশাস্ত্র ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, নির্বিঘ্ন ও অকুতো-ভয়লাভেচ্ছু যোগীদিগের পক্ষে কৃষ্ণনামকীৰ্ত্তনই একমাত্র কৰ্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণনাম নিরপরাধে করা কৰ্ত্তব্য । সৰ্ব্বাদো নিকপটতার কথা বলিতেছেন । হরিনাম গ্রহণে নেত্রে জল ও গাত্ররূহে হর্ষপ্রকাশ হইবার সময় যদি প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয় বিকার-প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ সরলতার সহিত জব না হয়, তবে সেই হৃদয় কাপট্য অপরাধে কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়াছে, মনে করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

নাম নিরন্তর হওয়া আবশ্যক । নামগ্রহণসময়ে অন্ত ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার

মনঃ স্মরেতাসুপতে গুণানাং
গুণীতবাকু কল্প করোতু কাঃ ॥ ১৫ ॥

তত্র আশা [৬:১১:২৬]

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যাধিতং বিবল্লা
মনোরবিন্দাক দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥ ১৬ ॥

নামপরাণাং প্রায়শ্চিত্তান্তরং নাস্তি । বিষ্ণুদূতাঃ ষমদূতান্ [৬:২:৭]

অয়ং হি কৃতনির্বেশো জন্মকোটিং হসামপি ।

যদ্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥ ১৭ ॥

ব্যবধান আসিয়া বাঘাত না করে । বৃদ্ধ কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! আমি তোমার পাদমূলে নিরন্তর দাসানুদাস হইয়া থাকি, এই প্রার্থনা । যে সময়ে আমার জিহ্বা প্রাণপতিস্বরূপ তোমার গুণসকল গান করিবে, সে সময়ে আমার মন তোমার লীলা স্মরণ করুক । এই সমস্ত শরীর তোমার সেবারূপ কল্প করিতে থাকুক ॥ ১৫ ॥

নাম করিবার সময় এইরূপ আশা আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকুক । অজাতপক্ষাবকসকল যেমত জননী দেখিবার আশা করে, বৎসতরগুলি ক্ষুধার্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন পাইবার প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয় ব্যক্তির ধ্যানে যেরূপ প্রিয়া বিবল হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার মন তোমার দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক ॥ ১৬ ॥

যাহারা নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কল্পজ্ঞানের সমস্ত অন্ত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই । এই অজামিল বিবল হইয়া শ্রীহরির

[৬২।৯-১০]

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্বংসব্রহ্মহা গুরুতল্লগাঃ ।

জীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোহপরে ॥ ১৮ ॥

সর্বেষামপ্যম্ববতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্ ।

নামব্যাহরণং বিষেয়ার্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ১৯ ॥

দূরে আস্তাঃ শুদ্ধনামগ্রহণম্ । নামান্তাসেহপি সর্বপাপনাশঃ ।

[৬২।১৪-১৫]

সাংকেত্যং পারিহাস্তং বা স্তোভং হেলনমেব বা ।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ২০ ॥

স্বস্ত্যয়ন নাম উচ্চারণ করিয়াছে, তখন কোটি জনের পাপ ইহার ধ্বংস হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, পাপ তিন প্রকার—অপ্রারদ্ধ, প্রারদ্ধ ও আকস্মিক অর্থাৎ এই ত্রয়কৃত। কৰ্ম্মপ্রায়শ্চিত্তে বিশেষ বিশেষ পাপ মাত্র ক্ষয় হয়। প্রারদ্ধ পাপসমূহ ক্ষয় হয় না, অপ্রারদ্ধের ত কথাই নাই। অমৃতাপাদি জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্তে অপ্রারদ্ধ পাপ ক্ষয় হয়। আকস্মিক পাপ হইতে জ্ঞানী লোক সাবধান হন। নতুবা প্রারদ্ধ পাপের সহিত তাহা ভোগ করিতে হইবে। নাম-গ্রহণে অপ্রারদ্ধ, প্রারদ্ধ ও আকস্মিক সকল পাপই বিনষ্ট হয়। কেবল কৃষ্ণেচ্ছায় জীবন থাকে ॥ ১৭ ॥

চৌর্য্য, মদ্যপান, মিথ্যাদ্রোহ, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্ল-গমন, জী, রাজা, পিতা, গো—এই সকলকে হনন করা এবং অন্য যত প্রকার পাপ হইতে পারে, সেই সমস্ত পাপকারী ব্যক্তি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। কেবল পাপ নষ্ট হয়, এরূপ নয়, আবার কৃষ্ণ-বিষয়ে মতি দৃঢ় হয় ॥ ১৮-১৯ ॥

নিষ্কপটে, নিরপরাধে এবং সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত যে কৃষ্ণনাম করা যায়, তাহাই শুদ্ধ নাম। তাহাতে যে কি ফল হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য।

পতিতঃ স্থলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ ।

হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নাইতি যাতনাঃ ॥ ২১ ॥

[৬।২।১৭-১৯]

তৈস্তাগ্রাঘানি পুষ্পন্তে তপো দানব্রতাদিভিঃ ।

নাধর্ম্যজং তদ্বৃদয়ং তদগীশাজ্জিসেবয়া ॥ ২২ ॥

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ ।

সংকীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ২৩ ॥

কেন না সেইরূপ নামে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয়। কৃষ্ণ সপার্বদে ভক্তের নিকট আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সেরূপ নামের কথা থাকুক ; সম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই অথচ নিকপটে ও নিরপরাধে যে নামোচ্চারণ হয়, তাহাই ছায়া নামাভাস। সেই ছায়া নামাভাসের যে অসীম শুভফল, তাহা বলিতেছেন। সাংক্ষেপ্য, পারিহাস্য, স্তোভ ও হেলা—এই চারি প্রকারে ছায়া নামাভাস হয়। সেরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেও অশেষ পাপ ক্ষয় হয় ॥ ২০ ॥

পতিত, স্থলিত, ভগ্ন, সর্পাদির দ্বারা সংদষ্ট, অগ্নির দ্বারা তপ্ত ও অস্ত্র বজ্রাদির দ্বারা আহত হইয়া যিনি 'হরি' এই নামটি অবশ অবস্থায়ও বলেন, তিনি যাতনা পাইবার যোগ্য হন না ॥ ২১ ॥

বহুতর ব্যক্তি তপ, দান ও ব্রতাদি দ্বারা সেই সেই পাপ ধ্বংস করেন বটে, কিন্তু অধর্ম্যজ হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারেন না। তাহা কেবল কৃষ্ণচরণসেবা-দ্বারাই সাধিত হয়। এ স্থলে কর্মমার্গীয় কৃচ্ছ্র প্রায়োপবেশনাদিরূপ ব্রতকে বুঝিতে হইবে। অন্নস্তী, হরিবাসরাদিব্রত কৃষ্ণচরণসেবার অঙ্গ ॥ ২২ ॥

অজ্ঞানেই হউক বা জ্ঞানেই হউক, কৃষ্ণনাম নিকপটে সংকীর্ষিত

যথাগদং বীৰ্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া ।

অজানতোহপ্যাত্মগুণং কুর্য্যামন্তোহপ্যদাহৃতঃ ॥ ২৪ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতম্ [৬২।৪২]

ত্রিয়মাণো হরেনাম গুণন্ পুল্লোপচারিতম্ ।

অজামিলোহপ্যগাদ্ভাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গুণন্ ॥ ২৫ ॥

কপটতাশূন্যঃ শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানরহিতঃ বহুগবন্নামোচ্চারণং নৈব নামাভাসঃ ।

কাপটোন বন্নামগ্রহণং তন্নামাপরাধঃ । তেনৈব হৃদয়ং প্রস্তুতবৎ কঠিনং

হইলে, অনল বেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ জীবের পাপসকল দগ্ধ হইয়া যায় । এস্থলে নামের ফলজ্ঞানকে জ্ঞান বলি এবং ফলের অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলি ॥ ২৩ ॥

ঔষধ ও মস্ত্রে যে সকল স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি আছে, সেইরূপ কৃষ্ণের নামে সমস্ত অচিন্ত্যশক্তি কৃষ্ণ অর্পণ করিয়াছেন । সেই শক্তি নামের স্বাভাবিকী শক্তি । পাপমাত্র নাশ করা এবং অনন্ত মঙ্গল উদয় করা নামের স্বাভাবিকী শক্তি । ঔষধ ও মস্ত্র প্রযুক্ত হইলে তাহাদের নিজের স্বভাবগত বীৰ্য্যের দ্বারা রোগাদি নাশ করে । রোগী ঐ ঔষধি ও মস্ত্রের বীৰ্য্য অবগত না হইয়াও ফল প্রাপ্ত হয় । সেইরূপ নামশক্তি অবগত না হইয়াও যিনি নাম করেন, তিনি অনায়াসে নাম-ফল পান । মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটতা আশ্রয় করিলে নাম তাহাদিগকে কপটতানুরূপ ফল দিবার যে শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন, আর প্রেমাди উচ্চফল দেন না ॥ ২৪ ॥

অতএব অজামিল মিরমাণ হইয়া পুল্লোপচারে যে 'নারায়ণ' শব্দরূপ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নামের ফলেই তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত

ভবতি । ভদ্রগতনামাপরাধঃ হৃষ্টিকিৎস্রঃ । অপরাধা দম্ববিধাঃ । তত্রাদৌ
সাধুনিন্দাপরাধঃ । দেবী দক্ষঃ । [৪।৪।১৩]

নাশ্চর্য্যমেতদযদসৎসু সর্ব্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপান্নবাদিযু ।
সেব্যং মহাপুরুষ-পাদপাংস্তুভি-
নিরন্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥ ২৬ ॥

চমসঃ নিমি [১১।৫।৩৭ ও ৯]

কর্ম্মণ্যকোবিদা স্তব্ধা মূর্খা পণ্ডিতমানিনঃ ।
বদন্তি চাটুকাম্মুতা যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥
রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্তবঃ ।
দান্তিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ॥ ২৭ ॥

হইলেন । শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যে ফল, তাহার আর কথা কি
বলিব । সর্বেশ্বর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম এক বস্তু, তাহাতে কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি
আছে, একরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা ॥ ২৫ ॥

নামের প্রতি যে দশটী অপরাধ আছে, তন্মধ্যে সাধুনিন্দাই প্রধান
অপরাধ । তাহা বলিতেছেন । কুণপে জড়শরীরে বাহাদের আত্মবুদ্ধি,
তাহারা মহৎ সাধুনিগকে নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?
বৈষ্ণবগণ প্রতিহিংসা করেন না ; কিন্তু তাহাদের পদরেণু জঁধা পূর্ব্বক সেই
সকল বৈষ্ণবনিন্দকে নিরন্ততেজ করিয়া ফেলেন, ইহাই শোভা
পায় ॥ ২৬ ॥

যে সকল লোক কর্ম্মকুশল নয় অর্থাৎ কর্ম্মজড়, মূর্খ, আপনাদিগকে
পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা কর্ম্ম-পক্ষীর চাটুবাণ্ডে মুগ্ধ হইয়া

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিভয়া

ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা ।

জাতস্ময়েনাক্ষয়িঃ সহেশ্বরান্

সতোহবমচ্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥ ২৮ ॥

তদপরাধে সতি তৎক্ষমাপনপদ্ধতিঃ । ভগবান্ হুর্কাসসম্ । [৯।৪।৭১]

ব্রহ্মংস্তদগচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্ ।

ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয়ে নামাপরাধঃ । পৃথগীশবুদ্ধিঃ শিবাদৌ ন কর্তব্য। [১০।৮।৮১]

শিবঃ শক্তিয়ুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।

হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৩০ ॥

থাকে । সেই সকল মিষ্টবাক্যের উৎসবে তাহার। রঞ্জনগুণে ঘোরসকল,
কামুক ও সর্পবৎ ক্রোধী, দান্তিক, অভিমানী পাপাচারী হইয়া কৃষ্ণভক্ত-
দিগকে পরিহাস করে ॥ ২৭ ॥

জড়ীয় স্ত্রী, বিভূতি, উত্তমকূলে জন্ম, সাধারণ বিদ্যা, সম্মাঙ্গাদি রূপ,
ত্যাগ, রূপ, বল ও কর্ম্ম দ্বারা অহকারী ও অন্ধবুদ্ধি খল হইয়া ঈশ্বর ও
হরিপ্রিয়দিগকে অপমান করে ॥ ২৮ ॥

এইরূপ মহদবহেলন নামাপরাধ উপস্থিত হইলে যাহার প্রতি অপরাধ
হয়, সেই সাধু ক্ষমা করিলে মঙ্গল হয় । ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্
তুমি নাভাগ-নন্দনের নিকট অপরাধী হইয়া কষ্ট পাইতেছ । তাঁহার
ক্ষমা লাভ করিলে তোমার শান্তি হইবে ॥ ২৯ ॥

শিবাদি ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বিষ্ণু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ জ্ঞান
করিলে অপরাধ হয় । তদনুগৃহীত জ্ঞানিলে নামাপরাধ হয় না ।

তৃত্যো নামাপরাধঃ । গুরোরবজ্ঞা । নারতঃ যুধিষ্ঠিরন্ [৭।১৫।২৫]

রজস্তুমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বকোপশমেন চ ।

এতৎসর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হৃঞ্জসা জয়েৎ ॥

[৭।১৫।২৬]

যশ্চ সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ ।

মর্ত্যাসন্ধীঃ শ্রুতং তশ্চ সর্বং কুঞ্জরশোচবৎ ॥ ৩১ ॥

চতুর্থাপরাধঃ । শাস্ত্রান্ধরিনিদ্রা । কৃষ্ণ উদ্ধবন্ [১১।৩২৬ ; ১০।১৬'৪৪]

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দান্যত্র চাপি হি ।

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে ॥

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥ ৩২ ॥

নামাপরাধঃ নাস্মি অর্থবাদো । যমঃ দূতান্ [৬।৩।২৫]

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোহয়ং

শিব মারাত্মকিয়ুক্ত ত্রিলিঙ্গ গুণ-সংবৃত্ত । হরি নিগুণ, প্রকৃতির অতীত
পরমেশ্বর ॥ ৩০ ॥

গুরুর অবজ্ঞা একটা নামাপরাধ । সত্ত্বের দ্বারা রজস্তুমঃকে এবং উপ-
শম দ্বারা সত্ত্বকে জয় করার বিধি । গুরুভক্তির দ্বারা অনায়াসে সে
সকল সিদ্ধ হয় । জ্ঞানদাতা গুরুতে বাহ্যিক মর্ত্য সাধারণ বুদ্ধি, তাঁহার
পক্ষে কুঞ্জরজ্ঞানের ন্যায় সকলই বুখা ॥ ৩১ ॥

বৈদিক কোন শাস্ত্র নিন্দা করিবে না । ভাগবত শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা
করিবে ; কিন্তু অত্যাগ্র শাস্ত্র তত্ত্বদিকারীর উপকারী জানিয়া নিন্দা
করিবে না । প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি কবিকে প্রণাম করি । প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি
বোধক নিগমশাস্ত্রকে প্রণাম করি ॥ ৩২ ॥

বাহ্যিক মহাজন নন, তাঁহার দেবীমায়া-দ্বারা বিমোহিত ; ভগবান্-

দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়ালালম্ ।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কৰ্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥

ভগবান্ উদ্ধবম্ । [১১।২১।৩৪]

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্ ॥
মানিনাঞ্চাতিলুক্কানাং মদ্যন্তাপি ন রোচতে ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতম্ [৩।১।১৮]

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাশ্রুতম্ ।

ন নিস্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুস্তমিবাস্তসা ॥ ৩৪

[৭।১৪৫ - যন্তসেপ্তনাং দেহমুদেদিত্যুতং । ইতি প্রথমং
[৭।১৪৬] স্তুত্বা নন কবচমুদিত্যুতং । ইতি দ্বিতীয়ম্ ।

মৌনব্রতশ্রুততপোহধ্যয়নং স্বকৰ্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবৰ্গ্যাঃ ।

মাহাত্ম্য জানিতে পারেন না । সুতরাং তাঁহারা নামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ
করিয়া জড়বুদ্ধিবশতঃ মধুপুষ্পিত কৰ্ম্মকল-প্রদর্শক বাক্যসকলে অধিক
বিশ্বাস করিয়া বৈতানিক কৰ্ম্মে নিযুক্ত হন এবং নাম-অপরাধে অমঙ্গল
লাভ করেন । ভগবান্ কহিলেন, তাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের
পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত, অভিমানী ও লুদ্ধ ব্যক্তিদিগের আমার
বার্ত্তায় ক্রটি হয় না ॥ ৩৩ ॥

নারায়ণপরাশ্রুত হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হয় না ।
মস্ত-কুস্ত জলে ধুইলে যেরূপ পবিত্র হয় না, তদ্রূপ ॥ ৩৪ ॥

নামে অর্থবাদ অপরাধ-ক্রমে মৌন, ব্রত, শ্রুত, তপ, অধ্যয়ন, স্বকৰ্ম্ম,
ব্যাখ্যা, বিবিজ্ঞবাস, জপ ও সমাধি প্রভৃতি আপবৰ্গ্য-পন্থা, হে ভগবন্!

প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে হিজিতেন্দ্রিয়াণাং
বাত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দান্তিকানাং ॥ ৩৫ ॥

যষ্ঠাপরাধঃ অত্র শুভকর্মণা সহ নাম্নঃ সাম্যবুদ্ধিঃ । নারদঃ ।

[৪।৩।১২-১২]

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ ।

নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরী ধরঃ ॥ ৩৬ ॥

কিং জন্মভিজ্জিভিক্বেহ শৌক্ৰসাবিত্রযাজিকৈঃ ।

কর্ম্মভিক্বে ত্রয়ী-প্রোক্তৈঃ পুংসোহপি বিবুধ্যুযা ॥ ৩৭ ॥

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ ।

বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা ॥ ৩৮ ॥

দান্তিক অজিতেন্দ্রিয় পুরুষনিগের প্রায়ই জীবন-বাত্তা হয়, পারমাধিক হয় না ॥ ৩৫ ॥

অত্র শুভকর্ম্মের সহিত নামকে সমান মনে করিলে অপরাধ হয় । সেই জন্মই জন্ম, সেই সকল কর্ম্মই কর্ম্ম, তাহাই আয়ু, তাহাই মন এবং তাহাই বাক্য, যদ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর হরি পরিসেবিত হন । ভক্তির নিকট ঐ সকল শুভ কর্ম্মের তুচ্ছতা দেখুন ॥ ৩৬ ॥

শৌক্ৰ, সাবিত্র্য ও যাজিক এই ত্রিবিধ জন্মের দ্বারা কি লাভ ? বেদ-ত্রয়ে যে সকল কর্ম্ম ব্যবস্থাপিত আছে, তাহাতেই বা কি ? দেবতাগণের আয়ু লাভ করিয়াই বা কি হয় ? বেদাধ্যয়নেই বা কি লাভ ? বাগ্মিতা ও চিত্তবৃত্তির দ্বারাই বা কি হয় ? বুদ্ধি বা নৈপুণ্য-দ্বারাই বা কি লাভ ? ইন্দ্রিয়চেষ্টা ও বলের দ্বারাই বা কি হয় ? যোগের দ্বারাই বা কি ? সাংখ্যজ্ঞানেই বা কি হয় ? সন্ন্যাস, বেদপাঠ বা অত্রাত্ত শ্রেয় দ্বারাই বা

কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়রোরপি ।

কিংবা শ্রেয়োভিরনৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্যদেবোপাসনাদিগুণভক্স্ৰ্ণাং নাস্মা সহ ন সাম্যম্ ।

[৪।৩১।১৪]

যথা তরোক্ষ্মূলনিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।

প্রাণোপহারাক্ষ যথেন্দ্রিয়াণাং

তথৈব সৰ্ব্বার্চনমচ্যুতেজ্যা ॥ ৪০ ॥

অন্যগুণভক্স্ৰ্ণাং ফলভ্যম্ । দেবাঃ [৬ ২।২১]

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং

স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।

বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ

শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্জিত্ব সিন্ধুম্ ॥ ৪১ ॥

কি হয়, যদি আত্মপ্রদ হরিকে না পাওয়া যায় । এই সকল গুণভক্স্ৰ্ণ জড়ময় । হরিনাম চিন্ময় । তাঁহার সহিত জড় গুণভক্স্ৰ্ণের তুলনা করিলে অপরাধ হয় ॥ ৩৭।৩৮।৩৯ ॥

অন্য দেবোপাসনাকেও হরিনামের তুল্য মনে করিলে বর্থাপরাধ হয় । তরুমূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখাসকল তৃপ্ত হয় । প্রাণ সন্তুষ্ট হইলে সকল ইন্দ্রিয় প্রশান্ত থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণোপাসনা-দ্বারাই সকল দেবতার অর্চন হয় । পৃথক পূজা নিষ্ফল ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণ পরিপূর্ণকাম, স্বীয় লাভে পরিপূর্ণ, সম ও প্রশান্ত । তাঁহাকে ছাড়িয়া গুণভক্স্ৰ্ণাদি ও তত্ত্বহৃদ্বিষ্ট কোন দেবতাকে যে আশ্রয় করে, সেও মূঢ় । সমুদ্র পার হইবার জন্য বাহারী কুকুরের লেজ ধরে, সেও তদ্রূপ ॥ ৪১ ॥

সপ্তমাপরাধঃ অশ্রদ্ধধানেষু নামোপদেশঃ । গ্রন্থাদঃ [৭।৯।৯-১১]

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-

স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ ।

নারাধনায় হি ভবন্তি পরশ্চ পুংসো

ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযুথপায় ॥ ৪২ ॥

বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাত-

পাদারবিন্দবিমুখাং শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।

মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-

প্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভুরিমানঃ ॥ ৪৩ ॥

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো

মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে ।

অশ্রদ্ধাধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয় । ধন, অভিজ্ঞন, রূপ, তপ, শ্রুত, ওজ, তেজ, প্রভাব, বল, পৌরুষ ও বুদ্ধিযোগ এই সকল পরম পুরুষের আরাধনার যোগ্য হয় না । দীনব্যক্তির শ্রদ্ধাই তদারাধনার যোগ্য । গজ-যুথপতির শ্রদ্ধাজাত ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়াছিলেন ॥৪২॥

ষাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি ভগবৎ পাদারবিন্দবিমুখ হন অর্থাৎ কৃষ্ণে শ্রদ্ধাহীন হন, তাহা অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আমি জানি, কেন না তাঁহার মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ কৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন । তিনি আপন কুল সহিত জগৎ পবিত্র করিতে পারেন । কিন্তু শ্রদ্ধাহীন ভুরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণটি কৃষ্ণভক্তি অভাবে স্বীয় কুল ও জগৎ পবিত্র করা ঘুরে থাকুক, আপনাকেও পবিত্র করিতে পারেন না ॥৪৩॥

কৃষ্ণ নিজলাভপূর্ণ । কৃষ্ণনামে অশ্রদ্ধাধান মায়াবাদী অপণ্ডিত লোকের উপাসনা তিনি গ্রহণ করে না, যেহেতু তিনি কেবল শ্রদ্ধাবান্

যদযজ্ঞনো ভগবতো বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিগৃহ্যন্ত যথা মুখশ্রীঃ ॥ ৪৪ ॥

[নাম্নো বলাৎ পাপাচারবৃদ্ধিরেব অষ্টমাপরাধঃ ।

পরীক্ষিতং শ্লোকম্ [৬:১।১০]

কচিন্নিবর্ত্ততেহভদ্রাৎ কচিচ্চরতি তৎপুনঃ ।
প্রায়শ্চিত্তমথোপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥

[৭।১৫।৩৬] নারদঃ ।

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূৰ্ব্বং ত্রিবির্গাবপনাৎ পুনঃ ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বাস্তাশ্বপত্ৰপঃ ॥ ৪৫ ॥

ভক্তের প্রতি করুণ। অতএব ভক্ত নিজ প্রভু ভগবানের যে পূজা করেন তাহা পরম প্রিয় বলিয়া কৃষ্ণকে দেন। তদনুসারে নিজের মুখে প্রতি-মুখশ্রীরূপ উদয় হয় ॥ ৪৪ ॥

নাম-গ্রহণাদি পরম প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিয়া সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। আবার প্রায়শ্চিত্তের ভরসায় সেই পাপ আচরণ করে, তাহার পক্ষে আর কি প্রায়শ্চিত্ত? তাহার কুঞ্জর-মানের ত্রাস সকলই বৃথা। নারদ বলেন, যিনি ত্রিবির্গ সমাপ্তি করিয়া মোক্ষপথে হরিনাম লইলেন, তিনি ত্যাগী হইয়া আবার ত্রীসঙ্গ গ্রহণ করেন, তিনি নির্লজ্জ বাস্তাশী ॥ ৪৫ ॥

আলম্ব্যবিক্ষেপাঙ্কপ্রমাদঃ নবমাপরাধঃ ।

পরীক্ষিতম্ । [২।২।৩৬]

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মৃত্বৈবো ভগবান্ গাম্ ॥ ৪৬ ॥

পরীক্ষিৎ শুকম্ [৬।১।৯]

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎপাপং জানন্নপ্যাঅনোহহিতম্ ।

করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্ ॥ ৪৭ ॥

[৬।১।১২]

নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োহভিভবন্তি হি ।

এবং নিয়মকুদ্রাজন্ শনৈঃ ক্লেমাৎ কল্পতে ॥ ৪৮ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! প্রমাদ অর্থাৎ অনবधानে আলম্ব্য-বিক্ষেপাদি ঘটিলে নামে জ্ঞানপূর্বক হেলা হয়, অতএব সমস্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিয়া সর্বত্র সর্বসময়ে ভগবান্ হরির নামাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ কর । তাহা হইলে নিরপরাধে নাম করিতে পারিবে ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্ট (বিবে) শ্রুত (অগ্ৰত) যে সকল পাপ হয়, সে সমস্ত পাপের নিকৃতি হরিনামে হইয়া থাকে, এই মহিমা জানিয়াও যিনি ‘অহং মম’ অভিমানে তাহাতে প্রীতি করেন না, তিনি নামাপরাধী ; তাঁহার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি ? ॥ ৪৭ ॥

নিয়ম করিয়া অন্নাদি পথ্য গ্রহণ না করিলে ব্যাধি ক্রমশঃ বলবান্ হয় । সেইরূপে সংখ্যাদি নিয়ম করিয়া হরিনাম স্মরণ, কীর্তন না করিলে কিরূপে ক্লেম হইবে ? হরিনাম গ্রহণে নিয়ম এই যে, নিকৃপটে নিরপরাধে উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিরন্তর নাম করিবে । নামরূপগুণলীলা স্মরণাদির ক্রম-নিয়মই ক্লেমজনক ॥ ৪৮ ॥

ধমঃ দূতান্ । নামগ্রহণস্তা নিত্যতা [৬।৩।২৯]

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদগুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমগতোহকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥ ৪৯ ॥

চিত্তকেতুঃ ভগবন্তম্ [৬।১৬।৪৪]

ন হি ভগবন্ন্যটিতমিদং ত্বদর্শনান্ নামখিলপাপক্ষয়ঃ ।
যন্নাম সক্রুৎশ্রবণাৎ পুরুষোহপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ ৫০ ॥

ভক্তানাং প্রার্থনা । পৃথুর্ভগবন্তঃ [৪।২০।২৪]

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং কচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণান্বজাসবঃ ।

অতএব ধমদূতদিগকে ধম এই আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন । হে
দূতগণ! যাহার জিহ্বা কৃষ্ণনাম-গুণ কীর্তন না করে, যাহার চিত্ত
কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ না করে, যাহার মস্তক একবারও কৃষ্ণকে নমস্কার
না করে, সেইরূপ অসং লোককে কিছুমাত্র ভক্তিকার্য্য করে নাই
জানিয়া আমার নিকট আন ॥ ৪৯ ॥

আপনার দর্শনে জীবের অখিল পাপ ক্ষয় হয়, ইহা অবশ্যই ঘটবে ।
আপনার নাম একবার স্মরণ করিলে পুরুষও সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥ ৫০ ॥

ভক্তমাত্রেরই কৃষ্ণনাম শ্রবণে কচি হয় । হে নাথ যাহাতে তোমার

মহত্তমাস্তু হৃদয়ানুখ্যাতো

বিধৎস্ব কর্ণায়ুতমেষ মে বরঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্ব-
প্রকরণে সাধনভক্তি নিরূপণং নাম
ত্রয়োদশঃ কিরণঃ ।

চরণাশ্রুতাসব নাই, আমি তাহা কখনই কামনা করি না। তোমার
মহত্ত্বকৃপণের হৃদয় হইতে মুখ্যাত যে হরিনাম, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য
আমাকে অবুত্ত কর্ণ দেও, এই একটা আমি প্রার্থনা করি ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
সাধনভক্তিবিশয়ে ত্রয়োদশকিরণে মরীচিপ্রভা-নাম
গৌড়ীয়া ব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

চতুর্দশকিরণঃ ।

ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ ।

দেবহুতিঃ কপিলম্ [৩৩৮]

তং ত্বামহং ব্রহ্মপরং পুমাংসং
প্রত্যক্স্রোতস্তান্মনি সংবিভাব্যম্ ।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং
বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্ ॥ ১ ॥

শরণাপত্তেরাবশ্যকত্বম্ । [কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।১২।১৪-১৫]

তস্মাদ্বিমুক্তবোংস্বজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥

প্রতিষ্ঠাশাভয়াদ্যেন বিবিঞ্জে ভজনং কৃতম্ ।

তং মাধবাস্বয়নক্ষত্রং মাধবেন্দ্রপূরীং ভজে ॥

তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষ, প্রত্যক্স্রোত দ্বারা আত্মায় আনীত
হও । স্বীয় তেজে সমস্ত গুণপ্রবাহ ধ্বংস করিয়া তুমি বর্তমান । তুমি
বেদগর্ভ কপিল । তোমাতে বিষ্ণু সাক্ষাৎ ; আমি তোমাকে বন্দনা
করি । চিদ্রূপকূলস্রোতকে প্রত্যক্স্রোত বলা যায় । চিৎপ্রতিকূল
স্রোতকে পরাক্স্রোত বলা যায় । চিৎপ্রতিকূল স্রোতট ভক্তির প্রতিকূল,
তাহা ত্যাগ না করিলে ভক্তি সাধিত হয় না ॥ ১ ॥

শরণাপত্তি নিতান্ত প্রয়োজন । হে উদ্ধব ! তুমি বেদের প্রেরণা-

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্ ।

যাহি সর্বাঅভাবেন মযাত্মা হকুতোভয়ঃ ॥ ২ ॥

শরণাপত্তে: লক্ষণানি ষট্ । প্রাতিকূল্যবর্জনং আনুকূল্যস্ত সংকল্পঃ,
কৃষ্ণো রক্ষিত্বীতি বিশ্বাসঃ; কৃষ্ণেব গোপ্তা ইতি বিশ্বাসঃ, আত্ম-
নিবেদনং, দৈন্তৃত্বক্ষেতি । অত্র কিরণে প্রাতিকূল্য বিচারঃ । তত্রাদৌ
শ্লোকঃ পরীক্ষিতম্ [৫।১৯।২৩]

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা-সুধাপগা

ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ ।

ন যত্র যজ্ঞেশমথা মহোৎসবাঃ

সুরেশ-লোকোপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥ ৩ ॥

বাক্য ও স্মৃতির প্রতিপ্রেরণা পরিত্যাগ করতঃ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রোতব্য
ও শ্রুত সমস্ত ত্যাগ করিয়া সর্বদেহিগণের আত্মস্বরূপ আমার অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অনন্ত-শরণাপত্তি কর । সর্বভাবে তাহা করিতে পারিলে
আমাতে অবস্থিত হইয়া অকুতোভয় হইবে ॥ ২ ॥

শরণাপত্তির ছয়টি লক্ষণ অর্থাৎ (১) প্রাতিকূল্য বর্জন, (২) আনু-
কূল্য মাত্র স্বীকার, (৩) এক মাত্র কৃষ্ণকে রক্ষাকর্তা বলিয়া বিশ্বাস
করা, (৪) কৃষ্ণকে আপনার একমাত্র প্রতিপালক বলিয়া বরণ করা,
(৫) আমি কেহ নই, আমি ও আমার সকলই কৃষ্ণের এবং (৬) আমি
সর্বাপেক্ষা দীন । এই কিরণে প্রাতিকূল্যবর্জনের বিচার হইবে । প্রাতি-
কূল্য বর্জন না করিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয় না । প্রতিকূল অনেক
প্রকার, তন্মধ্যে স্থান-প্রতিকূলতার বিষয় বলিতেছেন । বিষয়িগণের
স্থান প্রতিকূল, অবশু পরিত্যাগ করিবে । যেখানে কৃষ্ণকথাসুধা-সাদরং

নারদঃ গৃহকৌ [১০।১০।৮-১০]

নহন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিব্রংশো রজো গুণঃ ।

শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র শ্রীদ্যুতমাসবঃ ॥ ৪ ॥

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়েরাজিতাশ্চিভিঃ ।

মন্যমানৈরিমং দেহমজরা-মৃত্যুশ্চরম্ ॥ ৫ ॥

দেবসংজিতমপ্যন্তে কুমিবিড় ভস্মসংজিতম্ ।

ভূতধ্বক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিংবেদ নিরয়ো যতঃ ॥ ৬ ॥

শুকঃ শিশুপালচরিতে [১০।৭৪।৪০]

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণু তৎপরশ্চ জনশ্চ বা ।

ততো নাপৈতি যঃ সোহপি যাত্যধঃ সূকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥৭ ॥

নাই, যেখানে কৃষ্ণাশ্রিত সাধুলোক নাই, যেখানে কৃষ্ণকীর্তনরূপ মহোৎসব হয় না, সেস্থান যদিও স্বরেশ-লোক হয়, সেখানে বাস করিবে না ॥ ৩ ॥

যেখানে প্রিয় জড় বিষয়-সেবা, তথায় বুদ্ধিব্রংশকারী অন্ত রজোগুণের প্রয়োজন নাই । সহজেই শ্রীমদ্ তথায় বিদ্যমান । শ্রীমদ্ হইতে সংকুল-জন্মাদির অভিমান, অবৈধ জ্রীসঙ্গ, দূত-ক্রীড়া ও আসব-সেবা অর্থাৎ মত্তধুম্রাদি পান । যেখানে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ এই নশ্বর জড়দেহকে অজরামর বলিয়া ইহার পোষণের জন্য নির্দয়তার সহিত পশ্বাদি হনন করে, সেই সকল স্থান পরিত্যাগ করিবে ॥ ৪।৫ ॥

এই দেহের গতি শুন । দেবসংজিত দেহটাও মরণান্তে হয় কুমি, নয় বিষ্ঠা, নয় ভস্মসংজিত হইবে । ইহার জন্য ভূতজোহ করা যে স্বার্থ-বিরোধী, তাহা তাহার জানে না । ইহাতে অবশ্য নরক হয় ॥ ৬ ॥

যেখানে ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের নিন্দা শুনা যায়, সে স্থান

প্রতিকূলশাস্ত্রানুশীলনবর্জনম্ । শোনকাদয়ঃ সূতম্ [১।১।১০]

প্রায়েণান্নায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ ।

মন্দাঃ সূমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥ ৮ ॥

[১।১।১১]

ভুরীণি ভূরিকর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ ।

অতঃ সাধোহত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া ।

ক্রহি ভদ্রায় ভুতানাং যেনায়া সুপ্রসীদতি ॥ ৯ ॥

পরচর্চা বর্জনম্ । কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১।১।১২]

পরস্বভাবকর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি ।

স আশু ব্রহ্মতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥ ১০ ॥

হইতে যে চলিয়া না যায়, সে সমস্ত স্মৃতিচূত হইয়া অধঃপতিত হয় । ৭ ॥

প্রতিকূল শাস্ত্র ও বহুশাস্ত্রানুশীলন ত্যাগ করিবে । হে সূত ! এই কলিকালে মানবগণ প্রায়ই অন্নায়ু, মন্দ, মন্দমতি, মন্দভাগ্য এবং রোগ-শোক-দ্বারা উপদ্রুত । সুতরাং বহির্মুখ ও বহু-শাস্ত্রশ্রবণের সুবিধা নাই । হে সভ্য ! বিভাগ করিয়া শুনিতে গেলে অনেকানেক কর্ম-বিষয়ক শাস্ত্র শুনিতে হয়, তাহা ভাল নয় । সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে যাহা সার, তাহা মনীষা-দ্বারা উদ্ধৃত করতঃ জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাছে বল । তাহা হইলে আত্মা প্রসন্ন হইবে ॥ ৮।৯ ॥

পরচর্চা অকারণে করা দোষ, অতএব বর্জনীয় । কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব ! পরের স্বভাব ও কর্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না । তাহা করিলে অসদ্বিশেষে অভিনিবেশ হইবে এবং স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ১০ ॥

[১২।৬।৩৪]

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্ত্যেত কঞ্চন ।

ন চৈনং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ষ্যত কেনচিৎ ॥ ১১ ॥

ভুক্তি বা মুক্তিস্পৃহা ন বর্তব্য। মার্কণ্ডেয় চরিতে ভগবান্ ।

[১২।১০।৬]

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ কাপি ব্রহ্মধর্মোক্ষমপ্যুত ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেহব্যয়ে ॥ ১২ ॥

কপিলঃ দেবাহুতিম্ [৩।২৫।৩৪]

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-

ম্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ ।

যেহন্যোহন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য

সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ১৩ ॥

কেহ তোমাকে অতিবাদ করে, তাহা সহ করিবে। কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহার প্রতি বৈর সাধন করিবে না ॥ ১১ ॥

এষণা বা স্পৃহা বহুবিধ। সমস্ত এষণা ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তি-স্পৃহা এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। ঐহিক ধন, জন, রাজ্য, জাতি, বল, রূপ, ইন্দ্রিয়সুখ, যশ, প্রতিষ্ঠা ও মাৎসর্য্য এই সমুদায় ঐহিক ভুক্তি-সুখ। স্বর্গাদি লোকসুখই আমূলিক সুখ। সংসারে কষ্ট পাইয়া শীঘ্র মুক্তি পাইবার জন্ত যে স্পৃহা তাহা মুক্তি-সুখ। তাই বলিতেছেন যে, অব্যয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তিসুখ লাভ করত আর অন্য আশিস মোক্ষ-বাঞ্ছা বর্জন করা অতি আবশ্যক ॥ ১২ ॥

মৎপাদসেবা অভিরতা ও মদ্বিষয়ে চেষ্টাস্থিত পুরুষগণ পরস্পর প্রসক্তি

[৩।২৯।১৩]

সালোক্যসান্ধি' সামীপ্যসারূপৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

[৩।২৯।১৪]

সএব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহতঃ ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণঃ উক্তবন্ [১।১২০।৩৪ ৩৫]

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম ।
বাস্তুস্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ১৫ ॥

পূর্বক আমার লীলা-কথা সেবা করেন। একান্ততা অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তিকে ভক্তিসুখের নিতাস্ত বিরুদ্ধ জানিয়া তাহাতে কিছুমাত্র প্ৰহা করেন না ॥ ১৩ ॥

যাঁহারা আমার সেবা-সুখ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি সালোক্য, সান্ধি', সামীপ্য ও সারূপ্যকে সেবাহার বলিয়া দিগেও তাঁহারা কোন প্রকার ব্যাধাত মনে করিয়া গ্রহণ করিতে চান না। একত্ব বা সাযুজ্যকেত সহজে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করেন। ইহারই নাম অত্যন্তিক ভক্তিযোগ। ইহার দ্বারা ভক্ত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া আমার প্রেমভাবকে প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥

আমার একান্ত ভক্ত ধীরসাধুগণ কিছুমাত্র আমার নিকট হইতে পাইতে বাঞ্ছা করেন না। আমার প্রদত্ত অপুনর্ভব রূপ কৈবল্যও বাসনা করেন না ॥ ১৫ ॥

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রান্ত্রিনিঃশ্রেয়সমনল্লকম্ ।

তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষশ্চ মে ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

তত্র কৰ্ম্মাগ্ৰহবৰ্জ্জনং নিরমাগ্ৰহবৰ্জ্জনকং । শুকঃ পণ্ডীক্ষিতম্ ।

[৬।১।১১]

কৰ্ম্মণা কৰ্ম্মানিহাৰো নহাত্যন্তিক ইষ্যতে ।

অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তবিমর্শনম্ ॥ ১৭ ॥

[৬।১।১৫-১৬]

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।

অথং ধ্বন্তি কাৎস্মেন নৌহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১৮ ॥

ন তথা হৃষবান্ রাজন্ পুয়েত তপআদিভিঃ ।

যথা কৃষ্ণাপিতপ্রাণস্তৎ পুরুষনিষেবয়া ॥ ১৯ ॥

নৈরপেক্ষ্যের নাম পরম নিঃশ্রেয়ঃ । তাহা অতিশয় উৎকৃষ্ট । অতএব
নিরপেক্ষ সাধুদিগের নিকাম ভক্তি উদয় হয় ॥ ১৬ ॥

কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মসম্বন্ধীয় নিরমাগ্ৰহ দূর করিবে । কৰ্ম্মের দ্বারা যে
কৰ্ম্মনিহার, তাহা আত্যন্তিক নয় । অবিদ্বান্ ব্যক্তির অধিকারস্থিত
কৰ্ম্ম-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ॥ ১৭ ॥

বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তিগণ কেবলভক্তি অর্থাৎ কৰ্ম্মামিশ্রিত ভক্তিকার্য্যেই
সমস্ত পাপকে, হৃষ্য বেক্রপ নৌহার নষ্ট করে, তদ্রূপ ধ্বংস করিয়া
কেলেন ॥ ১৮ ॥

কৃচ্ছ তপ আদি দ্বারা হে রাজন্ ! হৃষবান্ ব্যক্তি সেক্রপ পবিত্র হয় না,
বেক্রপ কৃষ্ণে যাহাদের প্রাণ অপিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবসেবা-
দ্বারা পবিত্র হন ॥ ১৯ ॥

নারদো যুধিষ্ঠিরম্ [৭।১৫।২৮]

ষড়্‌বর্গসংঘমৈকান্তাঃ সৰ্বা নিয়মচোদনাঃ ।

তদন্তা যদি নো যোগা নাবহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ ॥

কৃষ্ণ উক্লবম্ [১১।২০।২৬]

স্বৈ স্বৈহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ ।

কর্মণাং জাত্যাশুদ্ধনামনেন নিয়মঃ কৃতঃ ।

গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া ॥ ২০ ॥

উক্লবঃ [১০।৪৭।২৪]

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংঘমৈঃ ।

শ্রেয়োভিবিবৈধৈষ্ঠাত্যৈঃ কৃষে ভক্তির্হিসাধ্যতে ॥ ২১ ॥

সুদ্রাশাবর্জজন্ম । শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৬।১২।২২]

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে ।

যোগের দ্বারাও পবিত্র হইবার উপায় সুবিধাজনক নয় । যেহেতু সমস্ত নিয়ম ও বেদপ্রেরণা ষড়্‌বর্গ সংঘম উদ্দেশেই হইয়াছে । তথাপি সেই তাৎপর্য্যের সহিত (যদি) তাহারা ভক্তির আনুকূল্য না করে, তবে যোগসমুদায়ই কেবল শ্রম-বহ হয়, তাৎপর্য্য-বহ হয় না । যে ব্যক্তির যে অধিকার, তাহাতে নিষ্ঠা করাই গুণকর্ম্ম জন্মতঃই অশুদ্ধ, যেহেতু কর্ম্মের ধর্ম্ম যে সঙ্গ, তাহা তাহাতে অনুস্থ্যত আছে । সেই সঙ্গ-সঙ্কোচের উদ্দেশে গুণ-দোষ-বিধিরূপ নিয়মসকল কৃত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংঘম এবং অগ্ন্যাগ্নি যত শুভকর্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকলেরই সাধা বস্তু কৃষ্ণ-ভক্তি ॥ ২১ ॥

ভগবান্ হরিরূপ পরমেশ্বরে যাহার নিঃশ্রেয়রূপ ভক্তি সিদ্ধ হইয়াছে-

বিক্রীড়িতোহমৃতাত্ত্বো কিংক্লুদ্রৈঃখাতকোদকৈঃ ॥২২ ॥

অসংশিক্ষকবর্জনম্ । স্বাভঃ [৫ ৫।১৮]

গুরুন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ

পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ !

দৈবং ন তং স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ

ন মোচয়েদযঃ সমুপেতমৃত্যু ॥ ২৩ ॥

প্রতিকূল আসক্তিবর্জনম্ । ক্লবঃ উদ্ববম্ [১১।২৮, ২৭]

তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ো

গুণেষু মায়রচিতেষু তাবৎ ।

মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাব-

দ্রজো নিরন্তেত মনঃ কষায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সূতঃ শোনিকাদীন । [১।১৮।২২]

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা

ব্যপোহ দেহাদিষু সঙ্গমুচম্ ।

তিনি অমৃতসমুদ্রে ক্রীড়া করিতেছেন । ভুক্তি ও মুক্তিরূপ খাতোদকে
তাঁহাদের মত ব্যক্তিগণের প্রয়োজন কি ? ॥ ২২ ॥

অসংশিক্ষক মাত্রকেই বর্জন করিবে । তাই বলিতেছেন যে, যিনি
সমুপেত মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা,
জননী, দৈব বা পতি(পদ) বাচ্য হইতে পারেন না ॥ ২৩ ॥

প্রতিকূল সমস্ত আসক্তি বর্জন করিতে হইবে । মায়ারচিত সমস্ত
গুণে যে আসক্তি, তাহা বর্জনীয় । যে পর্য্যন্ত আমার দৃঢ় ভক্তিযোগ-দ্বারা
মনের যে কষায় অর্থাৎ রজো ভাব নিরস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত আসক্তি
তাগের যত্ন করা প্রয়োজন ॥ ২৪ ॥

ব্রজন্তি তৎপারমহংশ্রমন্ত্যং

যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্যঃ ॥ ২৫ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতঃ । [২।১।২৫]

অন্তকালেতু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ ।

ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেহনু যেষ্য তম্ ॥ ২৬ ॥

ভুক্তিজনিতচরমবৈরাগ্যম্ [২।২।৪]

সত্যাং ক্রিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈস

বাহৌ স্বসিন্ধে হ্যাপবর্হণৈঃ কিম্ ।

সত্যাঞ্জলৌ কিং পুরুধানপাত্র্যা

দিক্শব্বলাদৌ সতি কিং দ্রুকূলৈঃ ॥ ২৭ ॥

[২।২।৫]

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং

নৈবাজ্জিপাঃ পরভূতঃ সরিতোহপ্যশুশ্বান্ ।

কৃষ্ণভক্তিতে অহুরক্ত হইয়া ধীরপুরুষ সহসা দেহাদিতে যে উড় (ধূত) সঙ্গ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্যধর্ম্য রূপ পারমহংশ্রুপদে গমন করিবেন । পারমহংশ্রুধর্ম্মে অহিংসা ও উপশমই জীবের স্বধর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

অন্ত্যকাল উপস্থিত হইলে পুরুষ অসঙ্গ অস্ত্রের দ্বারা দেহে ও দেহের অন্তগত পুত্রকলত্রাদিতে স্পৃহা ছেদন করিবেন ॥ ২৬ ॥

ভুক্তিজনিত চরম বৈরাগ্য এইরূপ । ভূমি থাকিতে শস্যের প্রয়াস কেন ? দুই বাহু থাকিতে উপাধান বা বালিসের চেষ্টা কেন ? অঞ্জলি থাকিতে ভোজনপাত্রের অন্বেষণ কেন ? দিক্শব্বল থাকিতে বস্ত্রের প্রয়োজন কি ? ॥ ২৭ ॥

আহা পথে কি ছিন্নবস্ত্র পড়িয়া থাকে না ? বৃক্ষগুলি কি আমাদিগকে

রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোহবতি নোপসন্নান্ ।

কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্দ্দদান্ ॥ ২৮ ॥

কর্তব্যাসক্তিরপি ভক্ত্যা বর্জনীয়া । করভাজনো নিমিস্ [১১।৫।৪১]

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং

ন কিঙ্করো নায়মুণী চ রাজন্ ।

সর্বান্ননা যঃ শরণং শরণ্যং

গতো মুকুন্দং পরিহত্য কর্তম্ ॥ ২৯ ॥

বর্ষিগুহাসক্তিবর্জনং । প্রহ্লাদঃ হিরণ্যকশিপুঃ । [৭।৫।৩০-৩১]

মতির্ন কৃষে পরতঃ স্বতো বা

মিতোহভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।

কোন ভিক্ষা দিবেন না? নদী সব শুষ্ক হইল কি? গুহা সব কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? অতি কৃষ্ণ কি তাঁহার উপসন্ন ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবেন না? অবশু রক্ষা করিবেন। তবে পণ্ডিতগণ কেন ধনদুর্দ্দদক্ৰমে অন্ধ বিষয়ীদিগকে উপাসনা করিবেন? ॥ ২৮ ॥

ধর্মসম্বন্ধে যে কর্তব্যবুদ্ধি, তাহাতেও আসক্তি করার আবশ্যক নাই। যিনি সর্বভাবে দ্বারা সর্বকর্ম ত্যাগ করত সর্বদা শরণ্য যে কৃষ্ণ, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূত, আপ্ত ও পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী থাকেন না অর্থাৎ তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত থাকেন ॥ ২৯ ॥

যে গৃহ বহির্স্থ, তাহাতে আসক্তি বর্জন করিবেন। স্বতঃ বা পরতঃ যাহাদের কৃষে মতি নাই, সেই গৃহস্থগণ গৃহব্রত হইয়া পরস্পর আসক্তিতে আবদ্ধ হয়। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, স্তবরাং তমিশ্রের ষাট্রীস্বরূপ। সংসার রূপ নিষ্কলবস্তুরে পুনঃ পুনঃ চর্কিত-চর্কণ-দ্বারা ছঃখ লাভ করিতেছে।

অদান্তগোভিবিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনর্চকিতচবর্ণগানাম্ ॥ ৩০ ॥

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ ।
অন্ধা যথাকৈরুপনীয়ানা-
স্তেপীশতদ্ব্যামুরদান্নি বন্ধাঃ ॥ ৩১ ॥

বহির্ষুং বৈরাগ্যাং বর্জনীয়ম্ । বন্ধা প্রিয়ব্রতম্ [৫।১।১৭]

ভয়ং প্রমত্তশ্চ বনেষপি শ্রাদ্-
যতঃ স আস্তে সহ ঘটসপত্ত্বঃ ।
জিতেন্দ্রিয়শ্চাস্মরতেবুর্ধশ্চ
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্ ॥ ৩২ ॥

এই সব সঙ্গ ত্যাগ করা কর্তব্য । তাহা দুই প্রকারে হয় অর্থাৎ জড়ভরতের
ত্যাগ ও প্রিয়ব্রতের ত্যাগ ॥ ৩০ ॥

বহিরর্থমানী, দুরাশয়, দীশতদ্বীতে দৃঢ়, বন্ধ, অন্ধের দ্বারা নীলমান
অন্ধ-প্রায় ঐ সকল ব্যক্তি বিষ্ণুকে জীবের একমাত্র স্বার্থগতি বলিয়া
জানে না ॥ ৩১ ॥

বহির্ষুং বৈরাগ্যাশ্রমও বর্জনীয় । বন্ধা কহিলেন, দেখ, বাহাদের চিত্ত
বশীভূত নয়, ইন্দ্রিয়চারণে প্রমত্ত, তাহাদের বনে গিয়া কি ভয় যায় ? দেখ,
তাহারা যেখানেই ষাউক, কাম ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টি বিরোধীকে সঙ্গে
লইয়া যায় । যিনি আশ্রয় ও জিতেন্দ্রিয় বৃথাব্যক্তি তাহার গৃহাশ্রমে কি
ক্ষতি করিতে পারে ॥ ৩২ ॥

বহির্মুখ জনসঙ্গবর্জনঃ সাধকানাং কার্যম্ । কপিলঃ [৩.৩১।৩৫-৩৪]

সত্যং শৌচং দয়া মোনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্ষণঃ ক্ষমা ।

শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদযাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

তেষশান্তেষু যুঢ়েষু খণ্ডিতাশ্বস্বসাধুযু ।

সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ ৩৪ ॥

[৩।৩১।৩৯]

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু

যোগস্য পারং পরমারুহক্কুঃ ।

সৎসেবয়া প্রতিলদ্ধাশ্বলাভে

বদন্তি যা নিরয়দ্বারমশ্রু ॥ ৩৫ ॥

[৩।৩১।৪১]

যাং মন্যতে পতিং মোহান্মগ্নারাম্ভভায়তীম্ ।

সাধকদিগের পক্ষে বহির্মুখজনসঙ্গ এককালীন বর্জনীয় । সত্য, শৌচ, দয়া, মোন, বুদ্ধি, হ্রী, বশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ এসমস্তই বহির্মুখ অসৎসঙ্গে ক্ষয় হইয়া পড়ে ॥ ৩৩ ॥

সেই আশ্বনাশী অসাধু, অশান্ত ও মূঢ় যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একবারে পশ্চিৎগ করিবে ॥ ৩৪ ॥

ভক্তিযোগরূপ যোগের পরমস্থানকে তারা আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন কখনই প্রমোদদায়িনী ত্রীলোকগণের সঙ্গ না করেন । যাঁহারা সাধুসেবায় আশ্বলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রমোদা-সঙ্গকে নিরয়-দ্বার বলিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

স্ত্রী ভরুগণের পক্ষে বহির্মুখ পতিসঙ্গ পরিবর্জনীয় । বহির্মুখ পুরুষকে

দ্বীত্বং দ্বীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিভাপত্যগৃহপ্রদম্ ॥ ৩৬ ॥

ভরতঃ রহুগণম্ [৫।১২।১৪]

অহং পুরা ভরতো নামরাজা

বিমুক্তদৃষ্ট-শ্রুতসঙ্গবন্ধঃ ।

আরাধনং ভগবত ঈহমানো

মৃগোহভবং মৃগসঙ্গাদিতার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

নারদঃ প্রচেতসঃ [৪।৩১।২১]

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাত্

হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ ।

শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্ঘ্যে

বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥ ৩৮ ॥

পতি মনে করাই কষ্ট, কেননা দ্বীসঙ্গক্রমে দ্বীত্বলাভ হয়। তাহা বিভাপত্য গৃহপ্রদ। সেই মায়ী পুরুষই বৃষভের জ্ঞায় আচরণ করত পতিত্ব অভিমান করিতেছে। সমস্তই মোহ। ইহাতে আসক্তি অতিশয় মন্দ ॥ ৩৬ ॥

পশু পক্ষী প্রতিপালনে আসক্তি করিবে না। জড়ভরত কহিলেন, হে রহুগণ, আমি পূর্ব্বজন্মে ভরত নামে রাজা ছিলাম। তখন দৃষ্ট শ্রুত সকল বিষয়েই আমি মুক্তসঙ্গ হইয়াছিলাম। ভগবদারাধনার জ্ঞাত শালগ্রামক্ষেত্রে তপস্তা করিতেছিলাম। তথায় একটা মৃগশাবকের প্রতি আসক্তি হওয়ায় হতার্থ হইয়া আমি মৃগ হইয়া পড়িয়াছিলাম ॥ ৩৭ ॥

শ্রুত, ধন, কুল ও কর্ম্মমদে মত্ত হইয়া যে ব্যক্তি অকিঞ্চন বৈষ্ণবে পাপ বিধান করে, সেই কুবুদ্ধি ব্যক্তির পূজা অধনের আত্মধন-প্রিয় ও রসজ্ঞ হরি কখনই স্বীকার করেন না। বিভা, কুল, ধন ও বৃহৎ কর্ম্মের দ্বারা মদ না হয়, এরূপ প্রাতিকূল্য বর্জন করা উচিত ॥ ৩৮ ॥

প্রহ্লাদঃ দৈত্যবালকান্ [৭।৬.১৮]

ততো বিদূরাং পরিহৃত্য দৈত্যা

দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াস্বকেষু ।

উপেত নারায়ণমাদিদেবং

স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোহপবর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

[৭।৭।৪৪-৪৫]

কিমু বাবহিতাপত্যদারাগারধনাদয়ঃ ।

রাজ্যকোষগজামাত্যভৃত্যাপ্তা মমতাম্পাদাঃ ॥ ৪০ ॥

কিমেতৈরাগ্ননস্তৃষ্ণৈঃ সহ দেহেন নখরৈঃ ।

অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধৈঃ ॥ ৪১ ॥

[৭।৭।৫১-৫২]

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বং ঋষিত্বং বাসুরাশ্রজাঃ ।

শ্রীণনায় মুকুন্দশ্চ ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥ ৪২ ॥

প্রহ্লাদ বলিলেন, কুসঙ্গ যখন এত মন্দ, তখন হে দৈত্যবালকগণ, বিষয়াস্বদৈত্যগণে যে সঙ্গ, তাহা দূরে পরিত্যাগ করিয়া মুক্তসঙ্গ হইয়া অপবর্গ বাসনার আদিদেব নারায়ণকে আশ্রয় কর । হরিপদসেবাই মূল অপবর্গ ॥৩৯

অপত্য, স্ত্রী, গৃহ, ধনাদি, রাজ্য কোষ, গজ, অমাত্য, ভৃত্য, আপ্ত, প্রভৃতি মমতাম্পদ বস্তু এই সকলে কি করিতে পারে ? ॥ ৪০ ॥

আত্মার তুলনায় ইহারা সব তুচ্ছ বস্তু, দেহের অহুগত সমস্ত নখর, অর্থের ত্রায় বোধ হয় কিন্তু অনর্থ । নিত্যানন্দ রসময় হইবে কৃষ্ণভক্তি, তাহার নিকট ইহারা কিছুই নয় ॥ ৪১ ॥

হে অসুরাশ্রজগণ ! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, বৃত্ত ও বহুজ্ঞতা কৃষ্ণপ্রীতির হেতু হয় না । সুতরাং এই সকল বস্তুতে মদ ও আসক্তি বর্জনীয় ॥ ৪২ ॥

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ ।

প্রীরতেহমলয়া ভক্ত্যা হরিরগ্ৰহিড়্ষনম্ ॥ ৪৩ ॥

প্রহ্লাদো ভগবন্তম্ [৭।১০।৪]

নান্যথা তেহখিলগুরো ঘটতে করুণাঅনঃ ।

যন্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥ ৪৪ ॥

নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ [৭।১৫।২৯]

যথা বার্তাদয়ো হৃথ্যা যোগস্থার্থং ন বিভ্রতি ।

অনর্থায় ভবেয়ুঃস্ম পূর্তমিষ্টং তথাহসতঃ ॥ ৪৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ । [১০।১।৪]

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-

ভুবোধধাঙ্কোত্রমনোহভিরামাং ।

দান, তপ, ইজ্যা, শৌচ এবং কৰ্ম্মমাগ য় ব্রতাদি দ্বারা হরি প্রীত হন না, কেবল অমলভক্তির দ্বারা প্রীত হন । ভক্তিশূণ্য ঐ সব কৰ্ম্ম বিড়্বন ॥৪৩॥

হে আদিগুরো ! করুণায়া তুমি, তোমা হইতে অগ্রথা ঘটে না । যিনি আশিস্ পাইবার আশায় তোমার পূজা করেন, তিনি ভৃত্য নন, বণিক্ ॥ ৪৪ ॥

যেৰূপ বার্তাদি অর্থসকল যোগের তাৎপর্য্য প্রাপ্ত হয়না, কেবল অনর্থের জ্ঞানই হয়, সেইরূপ পূর্ত ও ইষ্ট অসং লোক দ্বারা কৃত হইলে অনর্থের মূল হয় ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণগুণানুবাদ নিবৃত্তকৃষ্ণ ব্যক্তিদিগের উপগীয়মান বিষয় । সংসারী জীবের পক্ষে ভবোধধি এবং শ্রবণ মনের অভিযমণ বিশেষ । এমত বিষয়ে

ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুয়াৎ ॥ ৪৬ ॥

মুক্তাভিমানিমায়াবাদিদঙ্গ পরিবৰ্জনীয়ঃ [১০।২।৩২]

যেহত্বেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

আরুহ কৃষ্ণেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুগ্মদঙ্গয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

যাজ্ঞিকাঃ [১০।২৩।৪০]

ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবদযত্ত্বন্ধিতং ধিগ্ভজ্ঞাম্ ।

ধিক্কুলংধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে অধোক্ষজে ॥৪৮॥

আত্মবাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কে বা বিরাগ লাভ করে। পশুয়
অশ্রদ্ধানব্যক্তির সঙ্গ বৰ্জনীয় ॥ ৪৬ ॥

মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর সঙ্গ কর্তব্য নয়। দেবগণ বলিতেছেন, হে
অরবিন্দাক্ষ! কেবলজ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত
বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের ভক্তির প্রতি নিত্য জ্ঞান না থাকায়
তাহারা অশুদ্ধ বুদ্ধি। জ্ঞান-চেষ্টা-দ্বারা অর্থাৎ অতঃ বস্তু ত্যাগ করিতে
করিতে তদন্তর নিকটবর্তী যে পরং পদ, প্রায় সেই পর্য্যন্ত যায়। আবার
আশ্রয় রূপ তোমার পাদপদ্ম না পাইয়া অধঃপতিত পতিত হয়। সেই সব
লোকের সঙ্গে ভক্তি লোপ পায় ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণ বিমুখজনের শৌক্য, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক রূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্।
তাহার যজ্ঞ ব্রতাদিতে ধিক্। তাহার বহুজ্ঞতায় ধিক্। তাহার উচ্চকুলে
ধিক্। তাহার ক্রিয়া-দক্ষতায় ধিক্। এই কথা বলিয়া বহির্মুখ যজ্ঞ

কৃষ্ণোন্মেষকীঃ [১০৮৪।১৩]

যশ্চাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভোম ইজ্যধীঃ ।
যতীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচি-
জ্ঞানেন্দ্রভিভেদেষু স এব গোথরঃ ॥ ৪৯ ॥

ন চ শঠকপটদাস্তিকনাস্তিকপ্রকাহীনেষু সঙ্গঃকুর্হ্যাদ্ ॥

কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।২৯৩০]

নৈতদ্বয়া দাস্তিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ ।
অশুশ্রাবোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীরতাম্ ॥ ৫০ ॥

দীক্ষিত মাথুরব্রাহ্মণবর্গ আপনাদিগকে দিক্কার দিয়াছিলেন । তদ্রূপসঙ্গেও
ধিক্ ॥ ৪৮ ॥

যাহার ত্রিধাতুক জড় শরীরে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে আশ্রয় বুদ্ধি,
ভোমবস্তুতে ইজ্যবুদ্ধি, জলে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু ঐ সকল প্রকার বুদ্ধির মধ্যে
কোন প্রকার বুদ্ধি উক্তজনে হয় না, তিনি গরুদিগের মধ্যে প্রকৃত
গাধা ॥ ৪৯ ॥

হে উদ্ধব ! তোমাকে আমি সকল তত্ত্ব উপদেশ করিলাম । তুমি
দাস্তিক, নাস্তিক, শঠ, অশ্রদ্ধধান, অভক্ত ও দুর্বিনীত ব্যক্তিগণকে কখনই
বলিবে না । তাহাদের সহিত সঙ্গ করা কর্তব্য নয় । দাস্তিক, অভিমানী,
সর্বৈশ্বর কেহ আছেন তাহা যিনি দৃঢ় বিশ্বাস না করেন, তিনি নাস্তিক ।
ভক্তের নিকট ভক্তবেশ ধারণ করিয়া অন্য কার্য্য উদ্ধার করেন, তিনি
শঠ । যে ভক্তিবিষয়ক কথা শুনিতে শ্রদ্ধা না করে, সে অশুশ্রাবু ।
দৈন্ত্রজনিত বিনয় যাহার নাই, সেই দুর্বিনীত । বহির্মুখ কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী
ও বিষয়ী ইহারা অভক্ত ॥ ৫০ ॥

[১১।২৬।৩]

সঙ্গং ন কুর্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং কচিৎ ।

তস্তানুগন্তমস্তন্দে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥ ৫১ ॥

ঐলঃ [১১।২৬।২৪]

তস্তাং সঙ্গো ন কর্তব্যঃ স্ত্রীষু জ্ঞেয়েষু চেন্দ্রিয়ৈঃ ।

বিদুষাঞ্চাপ্যবিস্রকঃ ষড়্‌বর্গঃ কিমুদাদৃশাম্ ॥ ৫২ ॥

চমসঃ নিমিঃ [১১।৫।৫০]

সর্বেষু শশ্বতনুভূৎস্ববস্থিতং

যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্ ।

শিশ্নোদরতর্পণপ্রিয় অসদ্ব্যক্তির সঙ্গ কখনই করিবে না। সেক্রুপ লোকের সঙ্গ করিলে অন্ধের দ্বারা নীলমান অন্ধের ত্রায় অবগু অন্ধতম অবস্থায় পতিত হয় ॥ ৫১ ॥

অতএব স্ত্রীজনে ও জ্ঞেয়জনে ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন প্রকার সঙ্গ করিবে না। ঐল कहিলেন যে, আমাদের মত লোকের কথা কি, পণ্ডিতদিগেরও ষড়্‌বর্গের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত নয়। সংসার ও জীবন-নির্বাহক ধর্ম্ম-কার্য্য অনাসক্ত ভাবে করা ব্যতীত অন্য প্রকারে ইন্দ্রিয়চালনের সম্বন্ধে এস্থলে উক্তি হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

সকল দেহধারী ব্যক্তিতে ভগবান্ অবস্থিত। আকাশ যেক্রুপ লিপ্ত না হইয়া সর্বত্র থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর সর্বত্র। তাঁহার কথা বেদে সর্বদা গীত হইতেছে। অবুধ লোক নানা বিষয়বার্তায় মনোরথাবিষ্ট থাকে। কৃষ্ণ-কথায় মন দেয় না। সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্ত ভক্তিবিরোধী বার্তা হইতে

বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতেহবুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তিয়া ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং অভিধেয় তত্ত্ব-
প্রকরণে ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারে
সাধনভক্তিনিরূপণং নাম
চতুর্দশঃ কিরণঃ ।

অবসর না লইলে ভক্তিলতার বীজ ক্রমশঃ ক্ষয় হয় এবং বুদ্ধি হইতে
পারে না ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারে চতুর্দশ কিরণে মরীচিপ্রভা-
নাম গোড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

পঞ্চদশ কিরণঃ ।

ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ ।

প্রহ্লাদো নৃসিংহন্ [৭।৯।১৮]

সোহহং প্রিয়ন্ত সুহৃদঃ পরদেবতায়।
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিক্ণীগীতাঃ ।
অঞ্জস্তিতর্য্যানুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ উদ্ধবন্ [১১।১১।৪৮]

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব ।
নোপায়ো বিতুতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥২॥

অদীকৃতং সদা ভক্তেরনুকূলং যদেব হি ।

গৌরপাদাশ্রয়াদেবন শ্রীবাসং তং নমাম্যহম্ ॥

প্রিয়গণের সুহৃদ পরদেবতাস্বরূপ তোমার বিরিক্ণীগীত লীলাকথা কীর্তন
করিতে করিতে নিগুণ হইয়া দুর্গসকল সহজে উত্তীর্ণ হইব । কেননা
ভক্তির পরম অনুকূল স্বরূপ তোমার পাদ-যুগলের হংসগণের সঙ্গই আমার
প্রধান আশ্রয় ॥ ১ ॥

হে উদ্ধব ! সৎসঙ্গে যে ভক্তিযোগ তাহা বিনা, সাধুদিগের পরম
অন্ন যে আমি, আমাকে পাইবার অন্য উপায় নাই ॥ ২ ॥

[১১।৮২।১-৭]

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্য এব চ ।
 ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দাক্ষিণ্য ॥ ৩ ॥
 ব্রতানি যজ্ঞশ্চন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ ।
 যথাবরুদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ৪ ॥
 সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগা যুগাঃ ।
 গন্ধর্ব্বাঙ্গরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চরণগুহকাঃ ॥ ৫ ॥
 বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ দ্বিয়ৌহন্তজা ।
 রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিৎস্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥ ৬ ॥
 বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ ।
 বুধপর্ক্য বালিক্যাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ ৭ ॥
 সুগ্রীবো হনুমান্কে গজো গৃধ্রো বণিকৃপথঃ ।
 ব্যাধঃ কুজা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাধ্বরে ॥ ৮ ॥

অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্য, স্বাধ্যায়, তপ, ত্যাগ, হষ্টাপূর্ত্ত, দাক্ষিণ্য, ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তীর্থ, নিয়ম ও যম এই সকল আমাকে সেরূপ অবরোধ করিতে পারে না যেহেতু সর্বসন্তাপহারী সৎসঙ্গ আমাকে অবরোধ করে ॥ ৩।৪ ॥

সৎসঙ্গেই দৈতেয়, যাতুধান, খগ, যুগ গন্ধর্ব্ব, অঙ্গর, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহক, বিদ্যাধর, মনুষ্যের মধ্যে বৈশ্য শূদ্র স্ত্রী অন্ত্যজ (বাহারা স্বভাবতঃ রজস্তমঃ প্রকৃতিক) সেই সেই যুগে আমাকে পাইয়াছিল ॥ ৫।৬ ॥

ঔষ্ট্র, কাম্বাধিপুত্র প্রহ্লাদাদি, বুধপর্ক্য, বালি, বাণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, গজ, গৃধ্র, বণিকৃ, ব্যাধ, কুজা, ব্রজে সাধনসিদ্ধ গোপী-গণ যজ্ঞে যজ্ঞপত্নীগণ, অনেকেই আমার পদ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭।৮ ॥

তে নাদীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ
অবতাহতপ্ততপসা মৎসঙ্গান্মায়ুপাগতাঃ ॥ ৯ ॥

কপিলো দেবহুতিম্ [৩২৩।৫৫]

সঙ্গো যঃ সংহতেহেতুরসংসু বিহিতোহধিয়া ।
স এব সাধুষু ক্রতো নিঃসঙ্গহায় কল্পতে ॥ ১০ ॥

বিদেহো নিমিষ [১১।২।২৯ ৩৩]

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ১১ ॥
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোহনঘা ।
সংসারেস্মিন্ ক্ষণাক্ষৌহপি সংসঙ্গঃ সেবধিনৃণাম্ ॥ ১২ ॥

তাহারা শ্রুতি পাঠ করে নাই, বেদশিক্ষক পণ্ডিতদিগকে উপাসনা করে নাই, কোন ব্রতচরণ করে নাই, কোন তপশ্রা করে নাই, কেবল আমার সঙ্গ হইতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি সকল সাধুর উপাস্ত। আমার সঙ্গই প্রধান সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গেই তাহারা আমাকে পাইয়াছে ॥ ৯ ॥

অসম্ব্যক্তি বা বস্তুতে যে সঙ্গ করা যায়, তাহাতে সংসাররূপ বন্ধন ফল হয়, সেই সঙ্গ সাধুব্যক্তি বা বস্তুতে করিলে নিঃসঙ্গত্ব রূপ ফলোদয় হয়। বৃদ্ধিপূর্ব্বক করিলে ঐ সব সঙ্গের ফল অবশ্য হইবে। অজ্ঞানে করিলেও তত্তৎ ফলবীজ উৎপন্ন করে ॥ ১০ ॥

দেহীদিগের পক্ষে ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্লভ। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-প্রিয়ব্যক্তির দর্শন তদপেক্ষা দুর্লভ ॥ ১১ ॥

হে অনঘ সকল! আমরা তোমাদের নিকট আত্যন্তিক ক্ষেম কি

তেষাং লক্ষণানি । কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।১১।২৯-৩১]

কৃপালুরক্তদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্ ।

সত্যসারেহনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ ॥ ১৩ ॥

কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ ।

অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥ ১৪ ॥

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ ।

আমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ ১৫ ॥

[১১।২৬।২৭]

সন্তোহনপেক্ষা মচ্ছিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।

নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নিব্বন্দ্বা নিস্পরিগ্রহাঃ ॥ ১৬ ॥

তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি । এই সংসারে অর্দ্ধক্ষণ সাধুসঙ্গও মানবদিগের মহামূল্যধন ॥ ১২ ॥

সঙ্গযোগ্য সাধুদিগের লক্ষণ বলিতেছেন । কৃপালু কাহার প্রতি দ্রোহ করেন না, তিতিক্ষু, সত্যকে সারজ্ঞান করেন, অনিন্দনীয় স্বভাব, সম, সর্বোপকারক, কামের দ্বারা হতবুদ্ধি হন না, ইন্দ্রিয়দমনশীল, সরল, অস্তুর বাহিরে শুদ্ধ, অকিঞ্চন জড়োন্নতিতে প্রয়াস-শূন্য, পরিমিতাহারী, মনকে বশ করেন, ধীর, ভগবানে শরণাপন্ন অযথাবাক্যব্যয়রহিত, অপ্রমত্ত, গভীর চিত্ত, ধৈর্য্যশীল, ষড়্গুণের অবশীভূত, অমানী, সম্মানকারক, বিচার-কুশল, মৈত্র, কারুণিক ও কবি । ইহার মধ্যে শরণাপত্তিই স্বরূপলক্ষণ আর সকল তটস্থ লক্ষণ ॥ ১৩-১৫ ॥

সাধুগণ নিরপেক্ষ, ভগবচ্চিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতামূল্য, জড়সত্ত্ব অহঙ্কার রহিত, শীতোষ্ণ স্নেহ দুঃখে নিব্বন্দ্ব, কাহারও কিছুতে লোভ করেন না ॥ ১৬ ॥

[১১।২৮।৩৪]

সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুখিতঃ ।

দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ১৭ ॥

ষুধিষ্ঠিরো বিহরং [১।১৩।১০]

ভবান্ধবা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।

তীর্থীকূর্কন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভূতা ॥ ১৮ ॥

শোনকাদয় সূত্রম্ [১।১৮।১৩ ; ৪।৩০।৩৪]

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গশ্চ মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১৯ ॥

[১।২৯।৩৩]

যেষাং সংস্মরণাং পুংসাং সত্ত্বঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ ।

কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

সাধুগণ অন্তর্হৃদয়ে চক্ষুদান করেন। সূর্য্য সমুখিত হইয়া বাহিরের আলোক দিয়া থাকেন। সাধুগণই দেবতা, বান্ধব, আত্মা এবং আমার নিজ জন ॥ ১৭ ॥

আপনার জ্ঞান বৈষ্ণবগণ স্বয়ং তীর্থভূত। তাঁহারা তীর্থ সকলকে পবিত্র করেন, কেননা তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ বর্ত্তমান ॥ ১৮ ॥

স্বর্গ বা অপুনর্ভবকে আমি কিছুমাত্র বৈষ্ণব-সঙ্গের সহিত তুলনা করি না। বৈষ্ণবসঙ্গের তুল্য মর্ত্ত্যদিগের পক্ষে আর অধিক লাভ নাই ॥ ১৯ ॥

যাঁহাদের স্মরণে গৃহসকল সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদশৌচজলপান দ্বারা এবং আদর করিয়া বসাইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না ॥ ২০ ॥

বিচরঃ মৈত্রেয়স্ম [৩।৫।৩]

জনস্ত কৃষ্ণাদিমুখস্ত দৈবা-

দধর্মশীলস্ত সুদুঃখিতস্ত ।

অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নুনং

ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্ত ॥ ২১ ॥

কপিলঃ দেবহুতিস্ম [৩।২৫ ২০-২১ ও ২৬-২৮]

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ ।

স এব সাধুসু কৃতো মোক্ষদারমপাবৃতম্ ॥ ২২ ॥

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্

অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ২৩ ॥

মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ ।

তপন্তি বিবিধান্তাপা নৈতাগ্নদগতচেতসঃ ॥ ২৪ ॥

দৈবাৎ কৃষ্ণবিমুখ অধর্মশীল ও সুদুঃখিত ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিবার
জন্য কৃষ্ণভক্তগণ স্থানে স্থানে বিচরণ করেন ॥ ২১ ॥

কবিসকল বলেন, যে যে প্রসঙ্গ আত্মার বন্ধনকারী পাশস্বরূপ, তাহাই
আবার নিষ্কপট সাধুজনে করিতে পারিলে মোক্ষদার অপাবৃত হয় ॥ ২২ ॥

তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্বদেহীর সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত সাধুগণ
সধুভূষণ ॥ ২৩ ॥

ভক্তগণ মদগতচিত্ত, সুতরাং কষ্টাভ্যাস বহুপ্রকার করেন
না। সহজে মদাশ্রয় কথা দ্বারা মার্জিতমনে পরস্পর হরিকথা বলেন ও
শ্রবণ করেন ॥ ২৪ ॥

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সৰ্ব্বসঙ্গবিবৰ্জিতাঃ ।

সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ২৫ ॥

দেবী দক্ষম্ [৪।৪।১২]

দোষান্ পরেবাং হি গুণেষু সাধবো

গৃহ্ণন্তি কেচিৎ ন ভবাদৃশা দ্বিজ ।

গুণাংশ্চ ফল্গুন্ বহুলী করিষ্যবো

মহত্তমাস্তেষবিদম্ভবানঘম্ ॥ ২৬ ॥

সনৎকুমারঃ পৃথুম্ [৪।২২।১৯]

সন্তমঃখলু সাধুনামামৃতরেবাঞ্চ সন্মতঃ ।

যৎসন্তাষণসংপ্রশ্নঃ সৰ্ব্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥ ২৭ ॥

নারদঃ [৪।২৯।৪০]

তস্মিন্মহনুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র

পীযুষশেষসরিতঃ পরিতঃ অবন্তি ।

হে সাধ্বি ! সৰ্ব্বসঙ্গবিবৰ্জিতসাধুগণ সঙ্গদোষ নাশ করেন । তুমি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর ॥ ২৫ ॥

অপরের দোষ সাধুগণ কদাচ গ্রহণ করেন না । পরের যে সামান্য গুণ থাকে, তাহাকে বহুল করিয়া তাঁহারা সন্মান করেন । তদ্বিপরীতে আপনি মহত্তমে দোষ দৃষ্টি করিলেন, ইহাই ছঃখের বিষয় ॥ ২৬ ॥

সাধুদিগের পরস্পর সঙ্গম উভয়ের মঙ্গল-জনক, অতএব উভয়েরই সন্মত । সেই পরস্পর সন্তাষণে যে সংপ্রশ্ন হয়, তাহা সকলেরই মঙ্গল বিধান করে ॥ ২৭ ॥

পরস্পর সাধুসঙ্গে মহৎ মুখ হইতে নিঃসৃত 'কৃষ্ণচরিত্র-মুখাবশিষ্ট' হইতে নদী সকল চতুর্দিকে আবিত হয় । হে নৃপ ! সেই নদীজল গাঢ় কর্ণে

তা যে পিবন্ত্যবিভুষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥ ২৮ ॥

[৪।২৯।৪৬]

যদা যন্তানুগৃহ্ণান্তি ভগবান্নান্নভাবিতঃ ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদেচ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ২৯ ॥

প্রচেতসো ভগবন্তঃ [৪।৩০।৩৩]

ধাবন্তে মায়ায়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কৰ্ম্মভিঃ ।
তাবদ্ববৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্থানো ভবে ভবে ॥ ৩০ ॥

ঋষভঃ জনান্ [৫।৫।৩]

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেবন্তরবার্ত্তিকেষু ।
গৃহেষু জায়াঅজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাংশ্চ লোকে ॥ ৩১ ॥

যাহারা অনবরত পান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ
স্পর্শ করে না ॥ ২৮ ॥

আত্মভাবিত ভগবান্ যখন যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তিনি লোকে
ও বেদে পরিনিষ্ঠিমতি পরিত্যাগ করেন । লোকাপেক্ষা, শাস্ত্রবিধি অপেক্ষা
ছাড়িয়া ভক্তিপ্রেরিত হইয়া যাহাই করেন, তাহাই অতি সুন্দর ॥ ২৯ ॥

আমরা যতদিন তোমার মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া কৰ্ম্ম করিতে করিতে
সংসারে ভ্রমণ করি, ততদিন, হে ভগবান্ ! তোমার ভক্তসঙ্গ হইতে
বঞ্চিত না হই । তাহা হইলে আমাদের অবশ্য মঙ্গল হইবে ॥ ৩০ ॥

যে সকল ব্যক্তি আমি যে ঈশ্বর, আমাতে কৃত-সৌহৃদ হইয়া
তাৎপর্য্যবান্ হন ; তাহারা দেহ-প্রতিপোষকবার্ত্তা, প্রিয়জন-সমূহে গৃহে,

ভরতঃ রহুগণম্ [৫।১২।১২-১৩]

রহুগণৈতত্তপসা ন য়াতি
ন চেজ্যয়া নিৰ্ব্বপণাদ্গৃহাদ্ভা ।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যো-
র্বিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্ ॥ ৩২ ॥
যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রাপ্তুয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ ।
নিবেদ্যমাণোহনুদিনং যুযুক্কো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ৩৩ ॥

কে ভগবৎকর্ম-কোবিদাঃ ? যমঃ দূতান্ [৬।৩২০]

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্ভৈর্যাসকির্বরম্ ॥ ৩৪ ॥

জায়া, আত্মজ প্রভৃতি ধনদবিষয়ে প্রীতিযুক্ত হন না, কেবল স্বচ্ছন্দে
দেহবাত্তাদি সম্বন্ধীয় কার্যাদি অনাসক্তভাবে করিতে থাকেন ॥ ৩১ ॥

হে রহুগণ ! ভগবৎ শব্দবাচ্য তত্ত্ব ছন্দসা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা, গৃহাৎ
অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম দ্বারা, তপসা অর্থাৎ বানপ্রস্থ ধর্ম্মের দ্বারা, নিৰ্ব্বপণাৎ
অর্থাৎ সন্ন্যাস দ্বারা এবং জলাগ্নি সূর্য্যাদি পুত্র দ্বারা লাভ হয় না । কেবল
ভক্তপদরজোভিষেক দ্বারা তাহা পাওয়া যায় ॥ ৩২ ॥

যেখানে গ্রাম্যকথাবিঘাতক কৃষ্ণকথা হয়, সেস্থলে বসিয়া নিরন্তর সেই
কথা শুনিতে শুনিতে যুযুক্কু ব্যক্তির ক্রোধে শুদ্ধমতি অর্পিত হয় ॥ ৩৩ ॥

ভগবৎকর্ম্ম জ্ঞাতা মহাজনগণের পরিচয় । স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু,

ক্লদো দেবম্ [৬।১৪।৪-৫]

মুমুক্শুণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ।

মুক্তানাংপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।

সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে ॥ ৩৫ ॥

[৬।১৭২৮]

নারায়ণপরাঃ সর্বো ন কুতশ্চন বিভ্রতি ।

স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রহ্লাদো হিরণ্যকশিপুম্ [৭।৫।৩২]

নৈবাং মতিস্তাবদুরুক্রমাজ্জিৎ

স্পৃশত্যনর্থাপাগমো যদর্থঃ ।

মহীয়সাং পাদোরজোহভিষেকং

নিষ্কিঞ্চনানাং ন ব্রণীত যাবৎ ॥ ৩৭ ॥

সনৎকুমারাদি চারিজন, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমি ষম আমরা ভগবদ্বাক্ত্য জানি ॥ ৩৪ ॥

সহস্র সহস্র মুমুক্শুনিগের মধ্যে কেহ কেহ মুক্ত হন । সহস্র সহস্র মুক্তজনের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধি লাভ করেন । কোটি কোটি সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গস্বকৃতিবলে নারায়ণপরায়ণ হন । হে মহামুনে ! নারায়ণভক্ত সুদুর্লভ ও প্রশান্তাত্মা ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণভক্তগণ নির্ভয় । স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক—এ সকল তাঁহারা তুল্যার্থদৃষ্টি করেন ॥ ৩৬ ॥

যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্বাক্ত্যগণের পদরজে অভিষেক স্বীকার না করে, সে পর্য্যন্ত মানবদিগের মতি কখনই কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না । কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই জীবের সমস্ত অনর্থনাশের একমাত্র হেতু ॥ ৩৭ ॥

নৃসিংহঃ প্রহ্লাদম্ [৭।১০।১৮-১৯]

ত্রিসপ্তভিঃ পিতা পুত্রঃ পিতৃভিঃ সহ তেহনঘ ।

যৎ সাধোহশু কূলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥ ৩৮ ॥

যত্র যত্র চ মন্ত্রজ্ঞাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।

সাধবঃ সমুদাচারান্তে পূরন্তেহপি কীকটাঃ ॥ ৩৯ ॥

ভগবান্ ছর্কাসসং (৯।৪।৬৩ ও ৬৫-৬৮)

অহং ভক্তপরাধীনো হৃদয়তন্ত্র ইব দ্বিজ ।

সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪০ ॥

যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্ ।

হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুযুৎসহে ॥ ৪১ ॥

হে সাধো! তুমি যখন কুলপাবনরূপে ইহার কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন ইনি (তোমার পিতা) একুইশ পুরুষ পিতৃলোকের সহিত পবিত্র হইলেন ॥ ৩৮ ॥

যে যে স্থানে আমার সমদর্শী, প্রশান্ত, ভক্ত সাধুসকল বাস করেন, সম্যক্ উত্তমাচার সে সে স্থানে প্রবর্তন হয়। কীকটদেশ হইলেও সে দেশ ব্রহ্মবর্ষ অপেক্ষা পবিত্র হয় ॥ ৩৯ ॥

আমি ভক্তপরাধীন, হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরতন্ত্র। পরম ভক্ত সাধুগণ কর্তৃক আমি গ্রস্তহৃদয়। আমি ভক্তজনপ্রিয় ॥ ৪০ ॥

বাহারা পত্নী, গৃহ, পুত্র, আশ্রু, প্রাণ, বিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমাকে শরণ লইয়াছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ কিরূপে হইবে? ॥ ৪১ ॥

ময়ি নির্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ ।

বশে কুর্ষন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ৪২ ॥

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥ ৪৩ ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ম্ভহম্ ।

মদন্যন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৪৪ ॥

গঙ্গার্নাঃ পাপহরণং সাধুজ্ঞানেন । ভগীরথঃ গঙ্গাম্ । [৯'২১৬]

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ ।

হরন্ত্যঘং তেহঙ্গসঙ্গাত্তেষান্তে হৃষভিকারিঃ ॥ ৪৫ ॥

সংস্রী যেমত সৎপতিকে বশ করে, সেইরূপ আমাতে আবদ্ধ-হৃদয় সমদর্শী সাধুগণ আমাকে ভক্তি দ্বারা বশ করেন ॥ ৪২ ॥

আমার সেবা করায় সালোক্যাদিচতুষ্টয় উপস্থিত হয়, কিন্তু ভক্তগণ সেবাতেই পূর্ণ হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, অতঃপর স্নেহের কথা কি ? ॥ ৪৩ ॥

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয় । আমি ব্যতীত তাঁহারা আর কিছু জানেন না । আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আর কিছুই জানি না ॥ ৪৪ ॥

সাধুজনের স্নানে গঙ্গা নিষ্পাপ হন । সাধু, সন্ন্যাসী, শান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ লোকপাবন ব্যক্তিগণ স্নানরূপ সঙ্গদ্বারা, হে গঙ্গে ! তোমার পাপ ক্ষয় করিবেন । কেননা তাঁহাদের হৃদয়ে হরি, ভক্তি দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছেন ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৮।৪]

মহদ্বিলীনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাম্ ।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নাগ্ৰথা ক্বাচৎ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মা ভগবন্তম্ [১০।১৪।৩০]

তদস্তম্ মে নাথ স ভূরিভাগো

ভবেত্ব বাগ্ৰত তু বা তিরশ্চাম্ ।

যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং

ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৩২।২]

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নৈ শ্রীনিকেতনৈ ।

তথাপি তৎপর্য রাজন্নাভিবাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণঃ অক্রুরম্ [১০।৪৮।৩০]

ভববিধা মহাভাগাঃ সংনিষেব্যা অর্হন্তমাঃ ।

শ্রেয়স্কাটমৈনুর্ভিনিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥ ৪৯ ॥

হে ভগবন্! আমরা দীনচেতা গৃহী। আমাদের মঙ্গলের জন্য মহদ্বিলীনদিগের গমনাগমন হয়। অথ কোন কারণে নয় ॥ ৪৬ ॥

এই নরজন্মেই থাকি বা অথবা জন্ম হউক বা ত্রিধাগ্গোনি প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, আমার এই এক ভাগ্য লাভ হউক, যদ্বারা আমি আপনার ভক্তদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পাই ॥ ৪৭ ॥

শ্রীনিকেতন ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অসভ্য থাকে? তথাপি ভক্তজন, হে হে রাজন্! কিছুতেই পাইতে বাসনা করেন না ॥ ৪৮ ॥

আপনার স্থায় অর্হন্তম মহাভাব সর্বদা শ্রেয়সকাম ব্যক্তিগণের সেবনীয়।

(১০।৪৮ ৩১)

ন হ্যন্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ।

তে পুনস্ত্যক্কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৫০ ॥

মুচুক্শুঃ কৃষ্ণম্ [১০।৫১।৫৪] ৪

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-

জ্জনন্ত তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ ।

সংসঙ্গমো যহি তদৈব সদগতো

পরাবরেশে ত্রয় জায়তে রতিঃ ॥ ৫১ ॥

কনিষ্ঠমধ্যমোত্তমভেদেন ত্রিবিধানি বৈষ্ণবলক্ষণানি । ‘নাধো সঙ্গঃ
স্বতোবরে’ ইতি বিচারসিদ্ধয়ে ভেদো দর্শিতঃ । তত্রাদৌ কনিষ্ঠলক্ষণম্ ।
হবিঃ নিমিম্ । [১১।২।৪৭]

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।

ন তদ্বক্তেষু চাগ্রেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥

দেবগণ স্বার্থপর হয়, কিন্তু সাধুগণ সর্বদা অস্ত্রের মঙ্গল অবেষণ করেন ॥ ৪৯

জলময়তীর্থ ও মুৎশিলা-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিসকল বহুকাল সেবিত হইলে
পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন ॥ ৫০ ॥

জীব নানাবোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যক্রমে যে
জন্মে তাহার ভবক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই, হে অচ্যুত ! তাহার ভাগ্যে
সাধুসঙ্গ ঘটে । সাধুসঙ্গ হইলেই পরাবরেশ সদগতি-স্বরূপ তোমাতে রতি
জন্মে ॥ ৫১ ॥

ভাগবত তিন প্রকার অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ । তদনুসারে
তীর্থাদেয় লক্ষণ বলিতেছেন । ভেদ না জানিতে পারিলে আপনা হইতে
উচ্চ সাধুসঙ্গ হয় ন, অতএব প্রথমেই কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতেছেন ।

মধ্যমলক্ষণম্ [১১।২।৪৬]

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা ।

প্রেমমৈত্রীকপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৫৩ ॥

উত্তমলক্ষণম্ [১১।২।৪৭]

সৰ্ব্ভূতেষু যঃ পশ্চেন্দ্রগবদ্ভাবমান্ননঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাগ্ন্যেব ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫৪ ॥

উত্তমভাগবতানাং তটস্থলক্ষণানি [১১।২।৪৮-৫৫]

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি ।

বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশুন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫৫ ॥

লৌকিক শ্রদ্ধা অনুসারে যিনি অর্চা-মূর্তিতে হরি পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান স্বরূপ অজ্ঞ জীবকে দয়া শ্রদ্ধা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ । এই লক্ষণে কন্দী ও মার্মাবাদীকে কনিষ্ঠ বৈষ্ণব মধ্যে লওয়া যায় না । যিনি কৃষ্ণের স্বরূপকে নিত্য জানিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করেন, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত ॥ ৫২ ॥

ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মুঢ়ে ক্রুপা ও ষেবীকে উপেক্ষা যিনি করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত ॥ ৫৩ ॥

সৰ্ব্ভূতে ভগবানের আশ্বভাবে এবং ভগবানে সৰ্ব্ভূতকে যিনি দেখেন, তিনি উত্তম ভাগবত । ইহাই উত্তমভাগবতের স্বরূপ লক্ষণ ॥ ৫৪ ॥

উত্তমভক্তের তটস্থ লক্ষণ ক্রমশঃ বলিতেছেন । ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় সকল যথাযোগ্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে দ্বেষ বা রাগ করেন না, এই জড় বিশ্ব সমুদায় বিষ্ণুমাত্রা বলিয়া জানেন, তিনি ভাগবতোত্তম ॥ ৫৫ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো

জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্রয়তর্ষকৃষ্টৈষ্কঃ ।

সংসারধর্মৈরবিমুহমানঃ

স্মৃত্য। হরেভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৫৬ ॥

ন কামকর্মবীজানাং যশ্চ চেতসি সন্তবঃ ।

বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫৭ ॥

ন যশ্চ জন্মকর্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ ।

সজ্জতেহস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

ন যশ্চক্ষুঃপর ইতি বিত্তেষাঅনি বা ভিদা ।

সর্বভূতঃ সমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুষ্ঠ-

স্মৃতিরজিতাঅসুরাদিভির্বিমুগ্যাং ।

সংসারে আছেন, তথাপি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসারধর্ম্মে যিনি মোহিত না হন অর্থাৎ আসক্ত না হন, সর্বদা হরিস্মৃতি-দ্বারা কুণ্ঠে থাকেন, তিনি ভাগবতপ্রধান ॥ ৫৬ ॥

যিনি কৃষ্ণে অবস্থিত হইয়া শান্ত হন এবং কামকর্ম্মবীজ বাহ্যর চিত্তে উদ্ভব না হয়, তিনি ভাগবতোত্তম ॥ ৫৭ ॥

বর্ণাশ্রমে আছেন, তথাপি জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা এবং বর্ণাশ্রম জাতি দ্বারা আসক্ত না হন এবং এই জড়দেহে বাহ্যর অহংভাব নাই, তিনি হরির প্রিয়পাত্র ॥ ৫৮ ॥

বাহ্যর বিত্তে ও দেহে স্বীয় ও পর একরূপ ভেদ নাই, সর্বভূতে সম ও শান্ত, তিনি ভাগবতোত্তম ॥ ৫৯ ॥

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
 ল্লবনিমিষাঙ্কমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৬০ ॥
 ভগবত উরুবিক্রমাজ্জিশাখা-
 নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরন্তরতাপে ।
 হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
 প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতোহর্কতাপঃ ॥ ৬১ ॥
 বিসৃজতি হৃদয়ং ন যশ্চ সাক্ষা-
 দ্ধারিরবশাভিহিতোহপ্যঘোষনাশঃ ।
 প্রণয়রসনয়া ধ্বতাজ্জি পদ্মঃ
 স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণঃ উক্তবম্ । (১১।১১।৩২-৩৩)

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ মরাদিষ্টানপি স্বকান্ ।
 ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥৬৩

অজিতাত্ম সুরাদিগণ যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, জিহুবনপ্রাপ্তির
 লোভেও যিনি সেই কৃষ্ণের পদারবিন্দ হইতে লব-নিমিষাঙ্কও বিচলিত
 না হন, কিন্তু অকুণ্ঠস্বতি থাকেন, তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥ ৬০ ॥

কৃষ্ণের উরুবিক্রমাজ্জি-শাখার নখমণি-চন্দ্রিকা দ্বারা বাঁহার হৃদয়ের
 তাপ দূর হইয়াছে, তাঁহার আর দুঃখ কি ; সূর্য্যতাপতপ্ত ব্যক্তি দিবাব-
 সানে চন্দ্র-জ্যোৎস্না পাইলে তাঁহার কি আর তাপ ক্লেশ থাকে ? ॥ ৬১ ॥

যিনি অবশেষে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছেন, অঘনাশক হরি বাঁহার
 হৃদয়কে কখনই সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়-রজ্জুর দ্বারা তাঁহার
 পাদপদ্ম বাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ, তিনিই প্রধান উক্ত ॥ ৬২ ॥

আমার আদিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রমত স্বধর্ম্মে গুণ দোষসমূহ জ্ঞাত হইয়া সেই

জ্ঞাত্বাহজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাম্মি যাদৃশঃ ।
ভক্তন্ত্যন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ৬৪ ॥

[১১।২৬।২৬]

ততো দ্বঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জিত বুদ্ধিমান্ ।
সন্ত এবাশু ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৬৫ ॥

লক্ষসাদুঙ্গঃ সাধনভক্তভক্তানামুকুলানাশ্রয়তি । আদৌ তেষামনাসক্তভাবেন
বিষয়াদ্রোকারঃ [১১।২০।২৭-৩৩]

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিঘ্নঃ সর্বকর্মসু ।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনৌশ্বরঃ ॥ ৬৬ ॥

সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক আমাদের যিনি ভজন করেন, তিনি
সর্বোত্তম ॥ ৬৩ ॥

সমস্ত জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু অনন্ত নিকপট ভক্তি হইয়াছে,
এস্থলেও উত্তমা ভক্তি বলিতে হইবে। আমার স্বরূপ, আমার শক্তির স্বরূপ,
এবং সর্বরসতত্ত্ব কেবল সমস্তজ্ঞানেই জানিতে পারা যায়। সেইরূপ
সমস্তজ্ঞানজনিত অচিন্ত্য শক্তিপরিণামতত্ত্ব পূর্ণরূপে না বুঝিয়াও যিনি
অনন্যভাবে এবং নিকপটে আমাদের ভজন করেন, তিনিও ভক্তোত্তম,
কেননা অতিশীঘ্র মৎকথায় তাঁহার সম্পূর্ণ সমস্তজ্ঞান লাভ হইবে ॥ ৬৪ ॥

অতএব চতুর্দশ কিরণোক্ত দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এই কিরণোক্ত
সাধুজনের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সঙ্গ করেন। সাধুগণ উপদেশ দ্বারা তাঁহার
চিত্তের ক্লেশ-বন্ধন ছেদন করেন। সাধক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ
করিবেন, এই জ্ঞানই কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম সাধুদিগের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্
কথিত হইয়াছে। নিকপট বৈষ্ণব মাত্রেয় প্রতি আদর করা আবশ্যক ॥ ৬৫ ॥

লক্ষসাদুঙ্গ পুরুষের আর যে যে আনুকূল্য আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

জুষমাংশ্চ তান্ কামান্ হৃৎখোদকাংশ্চ গইয়ন্ ॥ ৬৭ ॥

প্রোক্তেন ভক্তিয়োগেন ভজতো মাংসকুন্মুনেঃ ।

কামা হৃদয্যা নশ্চন্তি সর্বৈ ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ৬৮ ॥

ভিত্ততে হৃদয়গ্রহিষ্টিচ্ছিত্তন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিলায়নি ॥ ৬৯ ॥

সাধনভক্তানাং জ্ঞানবৈরাগ্যচেষ্টা ন কৰ্ত্তব্য৷ ।

তস্মান্নভুক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাশ্রয়ঃ ।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥৭০ ॥

বলিতেছেন। প্রথমেই অনাসক্তভাবে বিষয়াকীকার। আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সকল কৰ্ম্মফলনিবিল্ল হইয়া জীবনবাড়া নির্বাহ করিবেন। কাম পরিত্যাগে অশক্ত, তথাপি কামকে চরমে হুঃখাত্মক জানিয়া তাহাকে ক্রমশঃ সঙ্কোচ করিবেন ॥ ৬৬ ॥

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমাকে ভজন করিতে থাকিবেন। হুঃখই ইহার উদর্ক অর্থাৎ চরম ফল, এরূপ জানিয়া সেই কামকে নিন্দা করিতে করিতে স্বীকার করিবেন। এই কার্য্য নিকপট হইলে আমি কৃপা করি ॥ ৬৭ ॥

পূর্বোক্ত ভক্তিয়োগের দ্বারা আমাকে নিরন্তর ভজন করিতে করিতে আমি ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদি জাত কামসকলকে সমূলে নাশ করি ॥ ৬৮ ॥

তখন সাধকের অবিদ্যাময় হৃদয়-গ্রহি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয় এবং আমাকে অখিলাত্মা বলিয়া দৃষ্টি হইলে সমুদয় কৰ্ম্মক্ষয় হয় ॥ ৬৯ ॥

সাধনভক্তদিগের জ্ঞান-বৈরাগ্য-চেষ্টার প্রয়োজন নাই। আমাকে

অত্যাশ্রয়ং বিনা ভক্তানাং সর্বলাভোভবতি ।

যৎ কর্ম্মভির্যত্নপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।

যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ ৭১ ॥

সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেহঞ্জসা ।

স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদযাদি বাঞ্ছতি ॥ ৭২ ॥

[১১.২০।৩৬]

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ।

সাধুনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেষুযাম্ ॥ ৭৩ ॥

হরিব্রতাচরণং । শুকঃ পরীক্ষিতং (৩।১।১৯)

গাং পর্য্যটন্ মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ

সদাপ্লুতোহধঃ শয়নোহবধুতঃ ।

আত্মভাবে আমার ভক্তিযুক্ত যোগী ব্যক্তি ভজন করেন । তাহাতে জ্ঞান বা বৈরাগ্য-চেষ্টা-দ্বারা প্রায় শ্রেয়ঃ হয় না ॥ ৭০ ॥

শুদ্ধভক্তিতে সকল শুভই হয় । কর্ম্ম দ্বারা, তপশ্চা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা, দানধর্ম্ম দ্বারা এবং অত্র যতপ্রকার শ্রেয়ঃ-সাধক শুভকর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের দ্বারা যে ফলের সম্ভাবনা থাকে, সে সমুদয়ই আমার ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সহজে প্রাপ্ত হন । স্বর্গ, অপবর্গ, বৈকুণ্ঠ যাহা বাঞ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন ॥ ৭১-৭২ ॥

আমার একান্ত ভক্তগণ বুদ্ধির পার লাভ করিয়াছেন । তাহার সাধু ও সমচিত্ত । গুণ দোষ হইতে যে গুণসমূহ উদয় হয়, তাহা তাঁহাদের পক্ষে উদয় হইতে পারে না ॥ ৭৩ ॥

জয়স্তুব্রত, একাদশী ও উর্জাপালনাদি অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয় । বিহ্বল মহাশয় পবিত্র সঙ্কল্পের দ্বারা জীবন রক্ষা করত পৃথিবী পর্য্যটন

অলঙ্কিতঃ সৈববধূতবেশো
ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥ ৭৪ ॥

যথালভ-সন্তোষঃ । নারদঃ ধ্রুবম্ (৪।৮।২৯)

পরিতুষ্টোত্তমস্তাত তাবন্মাত্রেণ পুরুষঃ ।
দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥

[৪।৮।৩৩]

যন্ত যদৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ ।
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমুচ্ছতি ॥ ৭৫ ॥

ক্ষোভতাগার্থং দৃঢ়বুদ্ধিঃ [৪।৮।৩৪]

গুণাধিকানুদং লিপ্সেদনুক্ৰোশং গুণাধমাং ।
মৈত্রীং সমানাদম্বিচ্ছেন্ন তাপৈরভিভূয়তে ॥ ৭৬ ॥

করিতে লাগিলেন । উপযুক্ত কালে জ্ঞান, ভূমিতে শয়ন, অবধূত ও অল-
ঙ্কিত ভাবে স্বাধীন চেষ্টা, অবধূত বেশ ধারণ পূর্বক হরিতোষণব্রতসকল
অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

যথালভে তুষ্টি ভক্তির অনুকূল । হে তাত ! যাহা দৈবে মিলে,
তাবৎমাত্র প্রাপ্তিতে পরিতুষ্ট হইবেন । বিশেষর যাহা দেন, তাহাই আমার
প্রাপ্য, এই মনে করিয়া এই তমোময় সংসার পার হইবার জন্ত তদ্বারা
আত্মাকে তুষ্ট করিবেন ॥ ৭৫ ॥

গুণাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে আনন্দ আশা করিবে । গুণাধম
ব্যক্তির নিকট হইতে অনুক্ৰোশ পাইব মনে করিবে । সমান ব্যক্তির
নিকট হইতে মৈত্রী লিপ্সা করিবে । কিছুতেই তাপ মনে করিবে
না ॥ ৭৬ ॥

নবীনমুপায়মকুর্স্বন পূর্বোপায়মবলম্বয়েৎ । মৈত্রেয়ঃ বিদুরম্ ।

[৪।১৮।৪-৫]

তানাতীত্ৰিতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্বদাশতান্ ।

অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেহঞ্জসা ॥

তাননাদৃত্য যো বিদ্বানার্থানারভতে স্বয়ম্ ।

তত্ত্ব ব্যভিচরন্ত্যর্থ্য আরক্শাশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

প্রাক্ত্যাগাধিকারপ্রাপ্তঃ গৃহমেবামুকুলম্ । ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতম্ ।

[৫।১।১৮]

যঃ স্ট সপত্নান্ বিজিগীষমাণো

গৃহেষু নির্বিশ্ণু যতেত পূর্বম্ ।

অতোয়তি দুর্গাশ্রিত উর্জ্জিতারোন্

ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ ॥ ৭৮ ॥

পূর্বমহাজন-প্রদর্শিত উপায় সকল অবলম্বন করিবে । সেই উপায় ধরিয়া ইদানীন্তন ব্যক্তি সহজে উপেয় লাভ করেন । তাহা অনাদর করিয়া যিনি আপনাকে বিদ্বান্ মনে করিয়া অর্থসকল স্বয়ং আরম্ভ করেন, তাহার অর্থসকল পুনঃ পুনঃ আরম্ভ হইয়া ব্যভিচার-দশা লাভ করে ॥ ৭৭ ॥

ভ্যাগ-অধিকার প্রাপ্তির পূর্বে গৃহাশ্রম ভজনের অমুকুল হয় । কাম ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টা শত্রুকে যিনি জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমেই গৃহে বসিয়া ষড়্ধ করিবেন । গৃহরূপ দুর্গ আশ্রয় করত বলবান অরিসকলকে দমন করিবেন । কাম ক্ষীণ হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম ভ্যাগ করিতে যোগ্য হইবেন । তৎপূর্বে নয় ॥ ৭৮ ॥

গৃহস্থবৈষ্ণবানাং বর্ণাশ্রমাশ্রিতজীবনমনুকূলম্ । নারদঃ বৃথিষ্টিম্ [৭।১১।
১৪-১৫, ২১-২৪, ৩০, ৩২, ৩৫]

বিপ্রাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যথাপ্রতিগ্রহঃ ।

রাজো বৃত্তিঃ প্রজা-গোপ্তুরবিপ্রাদা করাদিভিঃ ॥ ৭৯ ॥

বৈশ্বস্ত বার্তা-বৃত্তিঃ শ্রামিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ ।

শূদ্রস্ত দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিচ্চ স্বামিনো ভবেৎ ॥ ৮০ ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্ ।

জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ৮১ ॥

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা ।

ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥ ৮২ ॥

দেবগুরুচ্যুতে ভক্তিশ্রিবর্গপরিপোষণম্ ।

গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমনিদিষ্ট ধর্ম্মবৃত্তিতে জীবন নির্বাহ করিবেন ।
বিপ্র বৈষ্ণব অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ব্রজন, বাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (ইহার
মধ্যে বাজন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবনবৃত্তি) করিবেন । ক্ষত্রিয় প্রজাপালন
এবং বিপ্র ব্যতীত অত্র বর্ণের নিকট করণকাদি গ্রহণ করিবেন । বৈশ্ব
বার্তা-বৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মকুলের অনুগত থাকিয়া জীবন যাপন করিবেন । শূদ্র
দ্বিজশুশ্রূষাদ্বারা তাহাই করিবেন ॥ ৭৯-৮০ ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও
সত্য এই কএকটি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ॥ ৮১ ॥

শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও
সত্য এই কএকটি ক্ষত্র-লক্ষণ ॥ ৮২ ॥

দেবতা, গুরু, অচ্যুতভক্তি, ত্রিবর্গ পরিপোষণ, আত্মিক্য অর্থাৎ বেদে

আস্তিক্যযুগ্মমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্বলক্ষণম্ ॥ ৮৩ ॥

শুদ্ধশ্রু সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া ।

অমন্ত্রযজ্ঞো হস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্ ॥ ৮৪ ॥

বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃত্য ভবেৎ ।

অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্ ॥ ৮৫ ॥

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ ।

হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নিগুণতামিয়াং ॥ ৮৬ ॥

যশ্র যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।

যদ্যত্রাপি দৃশ্যেত তন্তেনৈব বিনির্দ্দেশেং ॥ ৮৭ ॥

বিশ্বাস, উত্তম ও নৈপুণ্য এই ক'একটি বৈশ্ব-লক্ষণ ॥ ৮৩ ॥

সজ্জনে নতি, শৌচ, নিষ্কপটে স্বামিসেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য, গোবিপ্ররক্ষা এই ক'একটি শুদ্ধ-লক্ষণ ॥ ৮৪ ॥

সঙ্করজাতির বৃত্তি তত্তৎকুলপ্রচলিত বাহা থাকে, তাহাই । কিন্তু অস্তেয় ও অপাপ-সিদ্ধবৃত্তি অন্ত্যজ জাতির ॥ ৮৫ ॥

বৃত্তি স্বভাবকৃতই হইয়া থাকে । সেই সেই বৃত্তিতে স্বকর্ম্মকৃৎ বর্তমান থাকিয়া ক্রমশঃ স্বভাবজ কর্ম্মকে ত্যাগ করিতে করিতে নিগুণতা লাভ করে । অর্থাৎ স্বভাব যত উন্নত হইবে, স্বকর্ম্মও ততই উচ্চোচ্চ হইবে ॥ ৮৬ ॥

মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে যে লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যেখানে দেখা যাইবে, সেই বর্ণতে তাহাকে নির্দেশ করিতে হইবে । কেবল জন্ম-দ্বারা বর্ণ নির্দিষ্ট হইবে না ॥ ৮৭ ॥

জীবনস্থানিতাত্ত্বা সত্ত্বং স্বর্জবা । বহুদেবঃ কংম্ [১০।১।৩৩]

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে ।

অত্র বাক্যশাস্ত্রে বা মৃত্যুর্বে প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥ ৮৮ ॥

দৈত্তমাশ্রয়ীম্ । ব্রহ্মা ভগবত্ম [১০।১৪।৩৮]

জানন্তু এব জানন্তু কিং বহুজ্ঞা ন মে প্রভো ।

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৮৯ ॥

আত্মীয়বিয়োগাদৌ শোকমোহাদিরাহিতামতুকূলম্ [৬।১৫।৩]

যথা প্রযান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ ।

সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥ ৯০ ॥

ক্ষমাবলম্বনীর । শুভঃ পরীক্ষিতম্ [৬।১৭।৩৭]

ইতি ভাগবতো দেব্যাঃ প্রতিশপ্তুমলন্তমঃ ।

জীবন যে অনিত্য, তাহা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে । বহুদেব বলিলেন, হে ভ্রাতা ! যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দেহের সহিত মৃত্যুও জন্মিয়াছে । অল্প বা শত বৎসরান্তে প্রাণীদিগের মৃত্যু অবশ্যই হইবে ॥ ৮৮ ॥

সর্বদা হৃদয়ে দৈন্ত থাকি চাই । ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানুন, অনেক বলিবার প্রয়োজন নাই । তোমার বৈভব আমার মন, শরীর ও বাক্যের কখনই গোচর হয় না । ॥ ৮৯ ॥

আত্মীয়-বিয়োগে শোক-মোহাদি করিলে হৃদয়ে ক্লান্ত স্থান প্রাপ্ত হন না । তাই বলিতেছেন যে, স্রোতবেগে বালুকাসকল যেমত চলিয়া যায় এবং সংযুক্ত হয়, তদ্রূপ কাল-বেগ-দ্বারা দেহীদিগের সংযোগ বিয়োগ হইয়া থাকে । ইহাতে শোক মোহের প্রয়োজনতা কি ? ॥ ৯০ ॥

ক্ষমা ভক্তির অনুকূল । চিত্তকেতু দেবীকে প্রতিশাপ দিতে যথেষ্ট

মূৰ্দ্ধা স জগৃহে শাপমেতাৱং সাধুলক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

তুৰ্দ্ধাসী [৯।৫।১৪]

অহো অনন্তদাসানাং মহত্বং দৃষ্টমগ্ৰ মে ।

কৃতাগসোহপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সম হসে ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণ এব রক্ষক ইতি বিশ্বাসঃ । দেবাঃ ভগবন্তম্ [১ ৩৩]

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচি-

ত্ৰুশ্চান্তি মার্গাং ত্বয়ি বন্ধসৌহৃদাঃ ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া

বিনায়কানীকগমূৰ্দ্ধস্য প্রভো ॥ ১৩ ॥

সৰ্বভূতদয়া । প্রহ্লাদঃ নৃসিংহঃ [৭।৯।৪৪]

প্রায়েণ দেব যুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা

মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ।

ক্ষমবান্ ছিলেন, তথাপি বৈষ্ণবতা-প্রযুক্ত তিনি দেবীর শাপকে মন্তকে গ্রহণ করিয়া ক্ষমা করিলেন । ইহাই সাধু-লক্ষণ ॥ ১১ ॥

হে রাজন্ ! অগ্ৰ আমি অনন্তদাসদিগের মহত্ব দেখিলাম । অপরাধী ব্যক্তির মঙ্গলও বৈষ্ণবজন কামনা করেন ॥ ১২ ॥

ভগবানই বৈষ্ণবের একমাত্র রক্ষক, এই বিশ্বাস করা কর্তব্য । হে মাধব ! তোমার ভক্তগণ তোমাতে বন্ধসৌহৃদ । তাঁহারা কখনই ভ্রষ্ট হন না । তোমা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তাঁহারা বিঘ্নকারকদিগের মন্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন ॥ ১৩ ॥

সৰ্বভূতে দয়া করা আবশ্যক । হে দেব ! যুনিগণ নিজমুক্তি-কামনায় বিজনস্থানে মৌনভাবে দিনযাপন করেন । অন্তর্জীবের মঙ্গল চেষ্টা করেন

নৈতান্ বিহার্য রূপাণ্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং তদন্ত শরণং ভ্রমতোহনুপশ্যে ॥ ৯৪ ॥

দৃঢ়পবিত্রজীবনঃ । ভগবান্ [৭ ১০।১৩]

ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং
কলেবরং কালজবেন হিত্বা ।
কীর্ত্তিং বিশুদ্ধাং সুরলোকগীতাং
বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধঃ ॥ ৯৫ ॥

ব্রহ্মা কৃষ্ণঃ [১০।১৪।৩৬]

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ।
তাবমোহাজ্জি নিগড়ে যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥ ৯৬ ॥

না । কিন্তু আমি তোমার দাসানুদাস, এই সকল অসুর বালককে স্বয়ং
মুমুক্ষু হইয়া ত্যাগ করিতে পারি না । তুমি ব্যতীত সংসার-লোকের অন্ত
শরণ নাই । জীবে কৃষ্ণভক্তি উৎপাদন করাই চরম উপকার । ভোজন,
আচ্ছাদন ও ঔষধাদি দানকে উপকার বলা যায় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র
উপকার । কখন তাহাতে অপকার হইয়া পড়ে । জীবাভয় প্রদানের
স্তায় উপকার নাই, তাহাই বাস্তবিক উপকার ॥ ৯৪ ॥

অনাসক্তরূপে বিষয়-ভোগ উপদিষ্ট হইয়াছে । যে পর্য্যন্ত জীবিত
থাক, পূর্ব পুণ্যসকল ভোগ-দ্বারা এবং পূর্ব পাপসকল কুশল-কর্ম্ম-দ্বারা
ক্ষয় করত কালবেগের সাহায্যে এট অনিত্য কলেবর ত্যাগ করিয়া এবং
ভক্তি-সম্বন্ধীয় সুরলোক-গীত বিশুদ্ধা কীর্ত্তি বিস্তার পূর্বক মুক্তবন্ধ হইয়া
আমাকে পাইবে ॥ ৯৫ ॥

রাগাদি সেই পর্য্যন্ত ত্যজ, গৃহ সেই পর্য্যন্ত কারাগৃহ এবং মোহ সেই

[১০।১৪।৮]

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো

ভুঞ্জান এবান্নকৃতং বিপাকম্।

হৃদাথপুভিবিদধন্নমন্তে

জীবত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৯৭ ॥

পদার্থে উৎসাহঃ । শ্লোকঃ [১০।২২।৩৫]

এতাবজ্জন্মসাকল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।

প্রাণৈরর্থৈধিরা বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৮৯ ॥

দুঃখকারণং । ভগবান্ [১০।৮৮।৮]

যস্যাহমনুগ্রহামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

স্বত এনং ত্যজন্তুশ্চ স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥ ৯৯ ॥

পর্যন্ত পদনিগড় অর্থাৎ বেড়ি যে পর্যন্ত হে কৃষ্ণ ! জীবসকল তোমার দাস
না হয় ॥ ৯৬ ॥

অতএব তোমার অনুকম্পার আশা করিয়া আনুকূল্যবিপাকসকল
ভোগ করিতে করিতে, হৃদয়, বাক্য ও শরীর দ্বারা তোমাকে যে নিরন্তর
নমস্কার বিধান করে, সেই ব্যক্তিই মুক্তিপদ-রূপ তোমাতে দায়ভাক্
তর ॥ ৯৭ ॥

শ্রুতদ্বীর প্রতি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা দেহিগণের যে শ্রেয়
সংচরণ, তাহাই জন্মের সাকল্য। ইহার নামই উৎসাহের সহিত কর্তব্য
কর্ম্ম করা ॥ ৯৮ ॥

দরিদ্রতাকে দুঃখ মনে করা উচিত নয়। ভগবান্ কহিলেন যে,
যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাহার ধন আমি ক্রমে ক্রমে হরণ করি।

১০।১৪।৮ হৃদাথপুভিবিদধন্নমন্তে তাহার কপট বান্ধবগণ তাহাকে

আনুকূল্যসমাহারঃ । শ্লোকঃ [১০।৪১।৫১]

সৌহভিবব্রেহচলাং ভক্তিং তন্মিন্নেবাখিলাঅনি ।

তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্ ॥ ১০০ ॥

শ্লোকভক্তেষু সর্বৈ সদগুণাঃ স্বভাবতঃ সন্তি । ভদ্রপ্রবা [৫।১৮।১২]

যশ্চাস্তি ভক্তিভগবত্যাকঞ্চনা

সর্বৈশ্চ গৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদগুণা

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১০১ ॥

ধৈর্য্যঃ । মৈত্রেয়ঃ বিছরঃ [৩।২২।৩৭]

শারীরো মানসো দিব্যো বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ ।

ভৌতিকাস্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥ ১০২ ॥

দুঃখদুঃখিত মনে করিয়া ত্যাগ করিবে । তাহার অসং সঙ্গ ঘুচিয়া যাইবে ॥ ১০২ ॥

বৈষ্ণবকর্তব্যতার সংক্ষেপ । তিনি সেই অখিলা কৃষ্ণে অচলা ভক্তি, কৃষ্ণভক্তে সৌহার্দ এবং সর্বভূতে শ্রেষ্ঠা দয়া পাটবার সব যাক্সা করিলেন ॥ ১০০ ॥

পৃথক পৃথক সদগুণ-শিক্ষা । চৈতন্য প্রভু । হইলেই অত্র সকল তটস্থ সদগুণ সিদ্ধি হয় । প্রভুনা কৃষ্ণে অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, সকল সদগুণ ও দেববর্গ তাঁহার শরীরকে শোভা করেন । মনোরথের সহিত যাহারা বহির্বিষয়ে ধাবমান, তাহাদের বহু চেষ্টা করিলেও সদগুণসকল কিরূপে হইবে ॥ ১০১ ॥

ধৈর্য্য বৈষ্ণবের একটি প্রধান গুণ । শারীর, মানস ও দিব্য এবং

মনসঃ স্টুৰ্ঘ্যোপায়ঃ । কৃষ্ণঃ উদ্ধবঃ [১১।২০।১২]

ধার্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবাস্থিতম্ ।

অতন্দ্রিতোহনুরোধেন মার্গেণাশ্ববশং নয়েৎ ॥ ১০৩ ॥

কর্মজ্ঞানাদিশৃঙ্খলভক্তিচেষ্টয়া সর্বার্থলাভো ভবতি [১১।১৪।১৮]

বাধ্যমানোহপি মদ্রুক্তো বিষয়েরজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ের্নাভিভূয়তে ॥ ১০৪ ॥

[১১।১৪।১৯]

যথাগ্নিঃ সূসমৃদ্ধাচ্চিঃ করোত্যেধাৎসি ভস্মসাৎ ।

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাৎসি ক্লৎস্মশঃ ॥ ১০৫ ॥

মনুষ্যদিগের ভৌতিক যে সকল ক্লেশ হয়, তাঁহারা হরিসংশ্রিত ব্যক্তিকে কখনই বাধা দিতে পারে না ॥ ১০২ ॥

মনকে স্থির করিলে ভক্তি দৃঢ় হয়। ধার্যমান মন আশুভ্রামিত হইয়া স্থির হয় না। সাবধানে অনুরোধ মার্গে তাহাকে আশ্রয় করিবে। অশ্বারোহী ব্যক্তি অশ্বের ইচ্ছানুরোধে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া যেরূপ তাহাকে কোশলে ফিরাইয়া লয়, সেইরূপ কাম-ধাবিত মনকে একটু ঋক্ষসম্মত প্রশ্রয় দিয়া ক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়, এই কোশলটী সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক ॥ ১০৩ ॥

ভক্ত্যাশ্রিত ব্যক্তির পূর্বাভ্যন্ত অজিতেন্দ্রিয় মন কিছু দিন বিষয়ে থাকিতে বাধ্য হয়। ভক্তি অনুশীলন করিতে করিতে ভক্তি-প্রাগ্‌লভ্য বৃত্তি বৃদ্ধি হয়, ততই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভক্তি-প্রবলতাক্রমে বিষয়ে অভিভূত হন না। তবে যে কেহ কেহ পতন হয়, সে কেবল কপটতার ফল ॥ ১০৪ ॥

সূসমৃদ্ধ অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি সমস্ত পাপকে মূলের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলে ॥ ১০৫ ॥

[১১।১৪।২১-২৩]

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।

ভক্তিঃ পুণ্যতি মন্নিষ্ঠা স্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১০৬ ॥

ধর্ম্যঃ সত্যাদয়োপেতো বিজ্ঞা বা তপসাস্বিতা ।

মদুভক্ত্যাপেতমাশ্রয়নং ন চ সম্যক্ পুণ্যতি হি ॥ ১০৭ ॥

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা ।

বিনানন্দাশ্রকলয়া শুদ্ধেভুভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ ১০৮ ॥

ভক্ত্যানুকূল্যধর্ম্মাঃ । প্রবুদ্ধঃ নিমিঃ [১১।৩।২৩-২৭]

সর্বতো মনসোহসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুসু ।

দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষু বিনা যথোচিতম্ ॥ ১০৯ ॥

ভক্তি অনন্ত হইলে সাধুদিগের প্রিয় আমি লব্ধ হই । মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালগণকে জ্ঞাতিদোষ হইতে পবিত্র করেন ॥ ১০৬ ॥

আমাতে ভক্তিহীন ব্যক্তির আত্মাকে ধর্ম্ম, সত্যাদি বা তপসাস্বিত বিজ্ঞা সম্যক্ পবিত্র করিতে পারে না ॥ ১০৭ ॥

জ্বলিত ও আনন্দাশ্রকলাযুক্তা শুদ্ধাভক্তি বিনা আশ্রয় কিরূপে শুদ্ধ হইবে ॥ ১০৮ ॥

যে সকল ধর্ম্মকে ভক্তি অনুকূল বলিয়া আশ্রয় করা উচিত তাহা বলিতেছেন । সকল বিষয় হইতে মনকে অসঙ্গ করা, শীঘ্র সাধুসঙ্গ করা, দয়া, মৈত্রী, সর্বভূতে প্রশ্রয় দেওয়া, শৌচ, তপ, তিতিক্ষা, মোন, ভক্তি-শাস্ত্রাধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্যা, অহিংসা, মানঅপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্ববিষয়ে সমতা, সর্বত্র আত্মারূপ দীপ্তবদর্শন, কৈবল্য (জড় হইতে আত্মাকে পৃথক্ দৃষ্টি), অনিকেততা (গৃহারস্তাদি প্রয়াসশূন্যতা) নির্জনবাস, সামান্য

শৌচং তপস্তুতিক্ষাঞ্চ মোনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাক্ষং সমদ্বং দন্দ্রসংজ্ঞয়োঃ ॥ ১১০ ॥

সর্ব্বত্রায়েশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনি কেততাম্ ।

বিবিক্ত চীরবসনং সন্তোষং মেন কেনচিৎ ॥ ১১১ ॥

মনো বাক্যার-দণ্ডঞ্চ সতং শমদমাবপি ।

শ্রবণং কীৰ্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকৰ্ম্মণঃ ॥ ১১২ ॥

[১১।৩.২৭-২৮]

জন্মকৰ্ম্মগুণানাক্ষ তদর্থৈহখিলচেষ্টিতম্ ।

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্ ।

দারান্ গৃহান্ সূতান্ প্রাণান্ যৎপরম্শৈ নিবেদনম্ ॥ ১১৩ ॥

অকিঞ্চনভোগানাং কৃষ্ণপূজাপদ্ধতিঃ । ভগবান্ [১০।৮।১৪]

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্রামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ১১৪ ॥

চীরবসন, বাহাতে তাহাতে সন্তোষ, প্রয়োজন স্থলে মন, বাক্য ও শরীরের নিগ্রহ, সত্য, শম, দম, হরিকথা শ্রবণ, কীৰ্ত্তন, ধ্যান, ভগবৎ জন্ম-কৰ্ম্ম-গুণাদির কথা, কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা, ইষ্ট, দান, তপ, জপ, এবং নিজ প্রিয় সাংখ্যিক বস্তু ও বৃত্ত অর্পণ ; জ্ঞী, গৃহ, পুত্র, প্রাণ কৃষ্ণে নিবেদন করা । এই সকল ভক্তির উদ্দেশে কৃত হইলে ভক্তির অশুকল হয় ॥ ১০৯-১১৩ ॥

অকিঞ্চন ব্যক্তির পূজা-বিধি । পত্র, পুষ্প, ফল ও জল (বাহা বিনা ব্যয়ে সংগ্রহ হয়) যত্ববান্ পুরুষ ভক্তির সহিত আমাকে দিলে আমি ঐ ভক্তিদত্ত বস্তু স্বীকার করি ॥ ১১৪ ॥

লোকশিক্ষা । ভগবান্ দেবান্ [৬।৯।৪৯]

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কস্মি হি ।

ন রাতি রোগিণোহপথ্যং বাঞ্ছতোহপি ভিষক্তমঃ ॥১১৫॥

সাধকানাং প্রার্থনা । বৃত্তঃ ভগবন্তঃ (৬।১১।২৭)

মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং

সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকস্ম্যভিঃ ।

তন্মায়য়াত্মাঅজদারগেহে-

ঔষাসক্তচিত্তশ্চ ন নাথ ভূয়াৎ ॥ ১১৬ ॥

কবিঃ নিমিঃ [১১।২।৪২]

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-

রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ।

রোগী ইচ্ছা করিলেও উত্তম চিকিৎসক তাহাকে কুপথ্য দেন না, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অজ্ঞ লোককে কস্ম্য-ত্যাগরূপ নিঃশ্রেয় তত্ত্ব বলেন না, কেননা অজ্ঞ লোকের পক্ষে তাহা ফলদায়ক নয়। অজ্ঞলোক কস্ম্যপ্রিয়, তাহাদিগকে ভক্তির অনুকূল কস্মের উপদেশ দেন। অধিকার-বিচারে উপদেশ-ভেদ। অশ্রদ্ধধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয় ॥ ১১৫ ॥

হে নাথ ! স্বকস্ম্য দ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণকারী আমার কৃষ্ণভক্তজনে সখ্য হউক। তোমার মায়ামোহিত হইয়া আসক্তচিত্ত যে আমি, আমার যেন স্ত্রীপুত্র ও গৃহাদিতে সখ্য বা আসক্তি না হয়, আমার এই প্রার্থনা ॥ ১১৬ ॥

সুপথ্য অন্নভোজনকারীর প্রতি-গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুণ্ণিবৃদ্ধি ক্রমশঃ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রসন্নব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তি, পরেশানুভবরূপ সম্বন্ধজ্ঞান

প্রপত্তমানস্ত যথাক্রমতঃ স্যু-

স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদ্রপায়োহনুঘাসম্ ॥ ১১৭ ॥

ভগবৎকৃপয়া সর্বকামক্ষয়ঃ । দেবাঃ গান্ধিন্তি ।

৫।১৯।২৬]

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং

নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-

মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ১১৮ ॥

এবং অনিত্য বস্তু ও ব্যক্তিতে বিরক্তি এককালে হয় । তাৎপর্য্য এই যে, যিনি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন, তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান এবং ইতর বস্তুতে বিরক্তি একই কালে হয় । জ্ঞান বৈরাগ্য পৃথক্ তত্ত্ব নয়, অতএব তাহাদের চেষ্টা পৃথক্ হইলে তাহারা বহির্মুখ হয় । বহির্মুখ জ্ঞান ও শুদ্ধ বৈরাগ্য অতিশয় মন্দ । ভক্তিজন্মিত সম্বন্ধজ্ঞান ও ইতর বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে । যে স্থলে উহারা উৎপন্ন হয় না, সে স্থলে ভক্তির অভাব । সুতরাং তাহাকে কপট ভক্তি বলিতে হইবে । বৈরাগ্যে আত্মার তুষ্টি, সম্বন্ধ-জ্ঞানে আত্মার গুষ্টি, এবং ভক্তিক্রিয়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তি এইরূপ তিনটী উপমা প্রদর্শিত হইল ॥ ১১৭ ॥

ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া অর্থিতবিষয় দেন সত্য, কিন্তু তাহাতে পরমার্থ হয় না, কেননা আবার পুনরায় বাজ্ঞার কারণ উপস্থিত হয় । এই জন্ত কোন সামান্য কামের সহিত ভজনা করিলেও তিনি ভক্তের ইচ্ছার অভাবসত্ত্বেও ইচ্ছানিবারক নিজ পাদপল্লব স্বয়ং বিধান করেন, তখন আর কোন প্রকার কাম থাকে না । কামের জন্ত যাহারা অল্প দেবতাকে উপাসনা করেন, তাহারা কামিত বিষয় মাত্র পাইয়া তাহাদের কাম বৃদ্ধি

বহ্নায়াসাপ্রয়োজনতা । প্রহ্লাদঃ দৈত্যবালকান্ (৭।৬।১৯)

ন হচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্নায়াসোহসুরাত্মজাঃ ।

আত্মত্বাৎ সৰ্ব্ভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সৰ্ব্বতঃ ॥ ১১৯ ॥

ভজনে কালবিলম্বো ন কর্তব্যঃ (৭।৬।১)

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধৰ্ম্মান্ ভাগবতানিহ ।

দুৰ্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্বমর্থদম্ ॥ ১২০ ॥

(৭।৬।৪-৫) নিঃসঙ্গকর্তৃন লিখিতেন দুৰ্লভং মানুষং জন্মদেবতা ।
সহজভক্তিঃ সৰ্ব্বভূতানাং সিদ্ধিঃ সৰ্ব্বভূতানাং সিদ্ধিঃ

তৎ প্রয়াসো ন কর্তব্যো যত আয়ুৰ্যয়ঃপরম্ ।

ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাশুজম্ ॥ ১২১ ॥

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ ।

শরীরং পুরুষং যাবন্নবিপদ্যেত পুঙ্কলম্ ॥ ১২২ ॥

হয় । অতএব কাম থাকিলেও কৃষ্ণভজন করিলে অচিরে নিষ্কামফল
পাওয়া যায় ॥ ১১৮ ॥

কৃষ্ণভজনে বহ্নায়াসের আবশ্যকতা নাই । কৃষ্ণ সৰ্ব্ভূতের আত্মা ।
সৰ্ব্বপ্রকারে তিনি সিদ্ধতত্ত্ব । হে অসুরবালকগণ ! বহ্ন আয়াস দ্বারা
অচ্যুত প্রীত হন না । সহজভক্তিতেই তাঁহাকে পাওয়া যায় ॥ ১১৯ ॥

মানুষজন্ম দুৰ্লভ ও অধ্বব । তথাপি এই জন্মেই পরমার্থ লাভ হয় ।
অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কৌমার বয়স হইতেই ভাগবতধৰ্ম্ম আচরণ
করিবেন ॥ ১২০ ॥

বাহাতে আয়ু বৃথা ক্ষয় হয়, সে বিষয়ে প্রয়াস করিবেন না । তাহাতে
মুকুন্দ-চরণাশুজরূপ ক্ষেম পাওয়া যায় না ॥ ১২১ ॥

এই পুঙ্কল শরীর যে পর্য্যন্ত বিপন্ন না হয়, ভাবাশ্রিত ব্যক্তি ক্ষেমপ্রাপ্তির
জন্ত যত্ন করিবেন । বিপন্ন হইলে আর কি করিয়া ভজম হইবে ॥ ১২২ ॥

বাসস্থানভোজনাদেনিগুণত্বং প্রয়োজনম্ । কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ ।

(১১।২৫।২৫ ও ২৭-২৮)

বনস্ত সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।

তামসং দ্যুতসদনং মনিকेतন্ত নিগুণম্ ॥ ১২৩ ॥

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী ।

তামশ্বধর্ম্যে বা শ্রদ্ধা মৎসেবারাস্ত নিগুণা ॥ ১২৪ ॥

পথ্যং পুতমনায়ন্তমাহার্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ।

রাজসক্ষেদ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসক্কার্ত্তিদাহশুচি ॥ ১২৫ ॥

নিষ্কণ্টবিষয়ীজনং প্রতি কৃপা । চমসঃ নিমিস্ [১১।৫।৪]

দূরে হরিকথা কেচিৎ দূরে চাচ্যতকীর্তনাঃ ।

স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেহনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥ ১২৬ ॥

নিগুণভক্তি লাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধা, বাস, আহার ইত্যাদি সকল ব্যবহারিক বস্তুকে নিগুণ করা চাই । সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন বস্তুতে কৃষ্ণভাব ঘোজিত হইলে নিগুণ হয় । বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামবাস রাজসিক, ক্রীড়া-স্থান তামসিক, আমার নিকেতন নিগুণ ॥ ১২৩ ॥

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী । কর্মশ্রদ্ধা রাজসী । অধর্ম্যে যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী । মৎসেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নিগুণ ॥ ১২৪ ॥

সুপথ্য অর্থাৎ সুপাচ্য, হৃদ্য, স্নিগ্ধ, পুত অর্থাৎ পবিত্র এবং অজ্জায়াস-সাধ্য আহার্য্য বস্তু সাত্ত্বিক । ইন্দ্রিয়প্রিয় খাপ্তদ্রব্য রাজস, আর্তিদ অর্থাৎ অপাচ্য ও অমেধ্য দ্রব্য তামস খাপ্ত । কৃষ্ণনিবেদিত সাত্ত্বিক আহার্য্যই নিগুণ ॥ ১২৫ ॥

নিষ্কণ্টক বিষয়ীজনের প্রতি কৃপা করা উচিত । স্ত্রী শূদ্রাদি বিষয়ে

শ্লোকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।১৪।৫৮]

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যঘণো মুরারেঃ ।
ভবান্মুখির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদিপদাং ন তেষাম্ ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্রমরীচিমালারাং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
ভক্ত্যানুকূল্যবিচারবিষয়ে সাধনভক্তিানুরূপণং নাম
পঞ্চদশঃ কিরণঃ ।

আবিষ্ট থাকিয়া হরিকথা ও অচ্যুতকীর্তন হইতে দূরে থাকে । সেট
সকল যদি নিষ্কপট হয়, তাহারা আপনাদের কৃণাপাত্র ॥ ১২৬ ॥

বাহারা কৃষ্ণের মহৎ পুণ্যঘণ পদরূপ পদপল্লবাত্মক প্লব আশ্রয়
করিয়াছেন, তাহারা ভবান্মুখিতে বৎসপদ জ্ঞান করেন । পরং পদ
অনার্যাস লভ্য হয় । তাহাদের বিপদের কোন ভয় থাকে না ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্রমরীচিমালারাং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
ভক্ত্যানুকূল্যবিচারবিষয়ে পঞ্চদশকিরণে মরীচিপ্রভানাং
গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ষোড়শঃ কিরণঃ ।

ভাবোদয়ক্রমঃ ।

কপিলঃ দেবহুতিং [৩।২৫।২৫]

সতাং প্রসঙ্গানুমবার্যাসংবাদো
ভবন্তি হংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্নানি
শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ১ ॥

ভাবশ্চ সর্বোত্তমতা । নারদঃ বাসং [১।৫।৩৯]

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মলবেত্য মদনুষ্ঠিতম্ ।
অদান্মৈ জ্ঞানমৈশ্বর্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ ॥২॥

সাধনৈর্জীবনে যশ্চ দৃষ্টো ভাবোদয়ক্রমঃ ।

রঘুনাথমহং বন্দে দাসগোশ্বামিনং প্রভুম্ ॥

ভাবোদয়ক্রম বলিতেছেন । সাধুগণের সঙ্গে আমার বিক্রম বিষয়ক কথা উদয় হয় । তাহাতে হৃদয় ও কর্ণকে রসিত করে । তাহা শুনিতে শুনিতে অল্পদিনের মধ্যে আপংগ্য পথ-স্বরূপ ত্রীকুঞ্জে প্রথমে শ্রদ্ধা হয় । সেই শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিতে করিতে যত অনর্থ নিবৃত্ত হয়, ততই শ্রদ্ধার ক্রমোন্নতিতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিক্রমে রতি হয় । রতির নামান্তর ভাব । রতি ক্রমে প্রেমভক্তি হয় ॥ ১ ॥

নারদ কহিলেন, হে বাস ! স্বীয় নিগম আমি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে

সাধনৈর্ভাবাপ্তিঃ [সূত্রঃ শৌনকাদীন [১।২।১৪-১৮]

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ ৩ ॥

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কৰ্ম্মগ্রহিণিবন্ধনম্ ।

হিন্দন্তি কোবিদাস্তশ্চ কো ন কুর্যাৎ কথারতিম্ ॥ ৪ ॥

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধধানশ্চ বাসুদেবকথা-রুচিঃ ।

শ্রামহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থানিষেবণাং ॥ ৫ ॥

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।

হস্তান্তঃস্থে হৃভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥ ৬ ॥

দেখিয়া ভগবান্ পরিতুষ্ট হইলেন এবং আমাকে চিৎসম্বন্ধীয় ঐখ্য ও তাহাতে ভাব প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥

যেক্রমে সাধনতত্ত্বিতে ক্রমে ক্রমে ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিতেছেন । অতএব একমনে সাত্বতপতি ভগবানের বিষয় শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও পূজা নিত্য করিবে ॥ ৩ ॥

যাহার অনুধ্যানরূপ অসিদ্ধারা পণ্ডিতগণ কৰ্ম্মগ্রহি ছেদন করেন, তাহার কথার রতি কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি না করেন ? ॥ ৪ ॥

হরিকথা শুনিতে যে ইচ্ছা, তাহার নাম শুশ্রূষা । ভাগ্যক্রমে সেই শুশ্রূষা উদয় হইলে শ্রদ্ধা হয় । স্মৃতি বাতীত সে শ্রদ্ধা হয় না । মহন্তক-সেবাই স্মৃতি । সেই স্মৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয় । পুণ্যতীর্থ-নিষেবণে মহৎসঙ্গলাভ হয় । সুতরাং পুণ্যতীর্থ গমনরূপ স্মৃতি হইতে মহৎসেবা হয় । মহৎ সেবা হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা । প্রাক্তনী বা আধুনিকী হউক স্মৃতিক্রমে শ্রদ্ধা হয় ॥ ৫ ॥

জ্ঞাতশ্রদ্ধ পুরুষের হৃদয়ে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্তন-দ্বারা পুণ্য শ্রবণ-কীর্তন

নষ্টপ্রায়েষভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।

ভগবতুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ৭ ॥

আদৌ শ্রদ্ধা । ততঃ সাধুসঙ্গঃ । ততো ভজনং । ততঃ অভদ্ররূপোহনর্থনিবৃত্তিঃ
ততঃ নিষ্ঠা । ততঃ কৃতিঃ । যথা নারদচরিতে । নারদ ব্যাস
[১।৫।২৫-২৮]

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ

সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তিকিঞ্চিৎ ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেন । হৃদয়ে বসিয়া সাধুদিগের সুসুন্দর হরি অভদ্রসকল
নাশ করেন । অভদ্র বহুবিধ । আদৌ কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অপরাধে অবিস্তা-
বন্ধন । অবিস্তাবন্ধনে স্বরূপভ্রম-বশতঃ কর্মচক্র । তাহাতে কাম, ক্রোধ,
মদ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য্য । তাহা হইতে পুণ্য পাপ । তাহা হইতে
স্বর্গ নরক । অভদ্রসমূহের সমাস । জীবের সংসার, সুখ দুঃখ রূপ বহু-
বিধ ক্লেশ । অবিস্তাজনিত কামকর্ম্মই সকল ক্লেশের মূল । কামকে
দমন করিবার জন্য জ্ঞানিগণ যোগ-চেষ্টি করিয়া থাকেন । সে পথ ভাল
নয় । ভক্তিপথই ভাল । ইহাতে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিলে
কৃষ্ণকৃপায় অভদ্র শীঘ্রই দূর হয় ও চিত্ত স্থির হয় ॥ ৬ ॥

অভদ্র যত নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণকথায় যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা
নিষ্ঠাক্রমেই উদয় হয় । নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয় । নিত্য ভাগবত সেবা
অর্থাৎ ভক্তসেবা ও এই ভাগবতগ্রন্থ-শ্রবণাদিরূপ সেবা দ্বারা অভদ্রসকল
নষ্টপ্রাপ্ত হইলে উত্তমঃশ্লোকরূপ কৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয় ॥ ৭ ॥

নারদ-চরিত্রে ইহার ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে । নারদ কহিলেন, হে
ব্যাস ! আমি সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট লেপাদি কার্য্য করিলে তাঁহাদের দ্বারা

এবং প্রবৃত্তশ্চ বিশুদ্ধচেতস-
সুদৃশ্য এবান্নরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ৮ ॥

তত্রান্নহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবশ্চক্ষু মমাভবদ্রুতিঃ ॥ ৯ ॥

তস্মিন্স্থথা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবশ্চক্ষু মতির্ময়া ।

অনুমোদিত হইয়া একবার তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলাম । তাহাতে সমস্ত পাপ দূর হইল । এইরূপ প্রবৃত্ত হইয়া বিশুদ্ধচেতা হইলাম । তাঁহাদের পবিত্র ভাগবতধর্ম্মে আমার রুচি উদয় হইল । এ সময় নিষ্ঠাই হইল ॥ ৮ ॥

প্রতিদিন আমি কৃষ্ণকথাগানকারী মহোদয়গণের অনুগ্রহে মনোহরা কথা শ্রবণ করিতে লাগিলাম । শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাহা সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রতি হইল । রতি শব্দে এস্থলে রুচি ॥ ৯ ॥

হে মহামতে ! লব্ধরুচি আমি ক্রমে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে অস্থলিতমতি হইলাম । মতি শব্দে আসক্তি, সেই আসক্তি-ক্রমে আমি আপনাকে চিৎসত্তা জ্ঞানিয়া পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিলাম । পরব্রহ্ম পরম চৈতন্য, আমি অণুচৈতন্য এইটী নিশ্চয় বোধ হইলে চিজ্জাতীয়ত্বে আমার ব্রহ্মহিতি হইল । জড়দেহে যে ‘আমি’ অভিমান, তাহা দূর হইয়া গেলে জড়-

যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া

পশ্চে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥ ১০ ॥

মতিরত্নাসক্তিঃ ।

ইথং শরৎ প্রাবৃষিকারতু হরে-

বিশৃংখতো মেহনুসবং যশোহমলম্ ।

সংকীৰ্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-

ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥ ১১ ॥

ভক্তিরত্ন ভাবঃ [১।২।১০-২০]

তদা রজস্তমো ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।

চিংসংস্রাত-দৃষ্ট দ্বৈতপ্রতীতি দূর হইল । জীব ও ব্রহ্মের চিত্তে স্বজাতীয়-প্রতীতি উদয় হইল ॥ ১০ ॥

এইরূপে শরৎকাল ও বর্ষাকাল একত্রে মহাত্মা মুনিদিগের মুখে সময়ে সময়ে শ্রীহরির অমলযশ শ্রবণ করিতে করিতে চিত্তের রজ ও তমোনাশক ভক্তি মনে উদয় হইল । ইহাই ভাবরূপা ভক্তি ॥ ১১ ॥

তখন রজোভাব ও তমোভাবস্বরূপ কামলোভাদি আর আমার চিত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিল না । সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া আত্মা প্রসন্ন হইল । এস্থলে ক্রম এইরূপ । নৈষ্ঠিকী শ্রদ্ধাপূর্বক ভাগবত সঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে সমস্ত পাপ নাশ হইল এবং চিত্তশুদ্ধ হইল । নৈষ্ঠিকী শ্রদ্ধার পূর্বে যে অভদ্রনাশ হইয়াছিল, তাহা কেবল নষ্টপ্রায় বৃদ্ধিতে হইবে । পঞ্চম বর্ষ সপ্তম শ্লোকে এই বিচার দেখা বাইবে । নষ্টপ্রায় অভদ্র ছিল, নিষ্ঠা দ্বারা হরিভজনে তাহার পাপ-অংশগুলি গেল, তথাপি চিত্তগত পাপাশয় যার নাই । কৃটির সহিত হরিভজনক্রমে সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে অস্থলিতমতি অর্থাৎ

চেত এতৈরনাবিক্তং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ১২ ॥

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিব্যোগতঃ ।

ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গশ্চ জায়তে ॥ ১৩ ॥

[১।২।২২]

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা ।

পুণ্য-পাপাশয় বিনষ্ট হইল। তথাপি পুণ্যপাপাশয়ের মূল যে অবিজ্ঞা, তাহ যায় নাই। আসক্তির সহিত কৃষ্ণভজনে অবিজ্ঞা তিরোহিত হইয়া স্বরূপোদয় হয়। তাহারই নাম ভাবভক্তি। ভাবভক্তি শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত। সে সময় আর অশিষ্টা-দ্বারা চিত্ত বিদ্ধ হয় না। এই স্বরূপ-সিদ্ধির উদয়ের পর দেহত্যাগ হইলে কৃষ্ণোচ্ছাক্রমে বস্তুসিদ্ধি হয়। এই প্রকার প্রসন্নমন হইয়া ভগবদ্ভক্তিব্যোগক্রমে মুক্তসঙ্গপুরুষের ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হয়। নবম শ্লোকে যে চিত্ততত্ত্ব-বিজ্ঞান হইয়াছিল, তাহা ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথক। উপাশ্রুতসত্ত্বে ব্রহ্মপ্রতীতি প্রথম। পরমাত্মপ্রতীতি দ্বিতীয়। ভগবৎপ্রতীতি তৃতীয়। ব্রহ্মপ্রতীতিতে শাস্ত্ররসের আধিষ্ঠ। ভগবৎপ্রতীতিতে দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উদয়। এই স্থলে ইহার সূচনা মাত্র করা গেল। ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে চতুঃশ্লোকী ভাগবতোদিত রসতত্ত্বের লক্ষণ দেখা যায়। ভাব বা রতি রসের স্থায়ী ভাব। তাহাতে বিভাব, অনুভাব, সাস্বিক ও ব্যভিচারী সংযোগে প্রেম রস হয়। তাহারই নাম ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান। দশমস্কন্ধ ভাগবতই এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা। পরে প্রকাশ হইবে ॥ ১২ ॥

এই রসপ্রাপ্তির আশায় কবিসকল পরাভক্তি দ্বারা বাসুদেব ভগবানে আত্ম প্রসাদনী ভক্তি সাধন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বৈদীভক্তিসাধনে এই প্রক্রিয়া। রাগানুগসাধনে প্রক্রিয়ার কিছু কিছু

বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ১৪ ॥

এতাবৎ বৈধসাধনভক্তির্দিশিতা । রাগানুগসাধনভক্তির্নির্দীয়তে । কৃষ্ণঃ
উদ্ধবঃ [১১।১২।৮-৯]

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ ।

যেহন্তে মূঢ়ধিরো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ১৫ ॥

ভেদ আছে । শ্রুতি-বশতঃ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, কৃতি, আসক্তি ও ভাব ক্রমে সাধিত হয় । রাগানুগসাধনে ব্রজবাসী-দিগের মধ্যে যে কোন প্রকার রাগাত্মিক ভক্তির প্রকার দেখা যায় এবং ঐ প্রকার সাধনে লোভ জন্মে, সেই লোভই রাগানুগ ভক্তির মূল । লোভ হইতে সেই ভক্তের অনুকরণ । রক্তক পত্রক প্রভৃতি কৃষ্ণদাসগণ বহুবিধ । ত্রীদাম প্রভৃতি কৃষ্ণসংগণ অনেক । যশোদা রোহিণী বলদেব নন্দ প্রভৃতি গুরুগণ অনেক । আবার ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কৃষ্ণ-প্রেমসীগণ অনন্ত । কোন ব্যক্তি আপনার বহুজন্মের শ্রুতিবলে ব্রজের কোন ভাবভক্তের চরিত্র শুনিয়া, তাঁহার বৈরূপ কৃষ্ণ-সেবা তাহাতে যে লোভ হয়, তাহা রাগগন্ধযুক্ত । সেই লোভক্রমে সেই ব্রজভক্তের অনুকৃতি করিতে করিতে সাধনসিদ্ধি ও ভাবপ্রাপ্তি হয় । ইহার নাম রাগানুগ সাধন । ইহাতে অল্প কালে ভাব হয় । সাধনদশা পরিপাক হইয়া সিদ্ধদশা হয় । বৈধসাধনে নারদের চারিমাতেই সিদ্ধি লাভ হয় । রাগানুগসাধনে অনেক মহাজনদিগের দর্শন ও বিচারমাত্রেই ভাবোদয় হইয়াছে । পঞ্চবিধ রসের মধ্যে মধুররস সর্বশ্রেষ্ঠ । আমাদের জীবিতেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেব মধুররসবিষয়ে অধিক অনুমোদন করায়, আমাদের ঐ বিষয়ে ভাব ও প্রেমের কথা সংগৃহীত হইবে । অতঃ সব রসাপেক্ষা এই গ্রন্থে মধুর রসের অধিক আলোচনা । কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব ! কেবল ভাবের দ্বারা গোপীগণ,

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোহুধরৈঃ ।

ব্যাখ্যাশ্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্যত্নবানপি ॥ ১৬ ॥

গোপ্যঃ সাধনসিদ্ধাঃ মধুররসেন । নিত্যাসিদ্ধানামানুগত্যেন চ ।

[১১।১২।১২-১৩]

তা নাবিদগ্মাভ্যনুষ্ণবন্ধ-

ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদন্তুথেদম্ ।

যথা সমাধৌ যুনয়োহক্ৰিতোয়ে

নত্বঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥ ১৭ ॥

গাভীগণ, নগমুগগণ যুটবুদ্ধি নাগগণ সিদ্ধ হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে । এইরূপ কল অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, শ্বাধ্যায় ও সন্ন্যাস দ্বারা কেহ কখনও যত্ন করিয়াও পার নাহি । গোপীদিগের মধ্যে বাহারা সাধনসিদ্ধা তাহাদেরই কথা এস্থলে বলা হইল । ॥ ১৪।১৫।১৬ ॥

মধুররসে সাধনসিদ্ধ গোপীদিগের কথা হইতেছে । সেই সকল গোপী আমাতে অনুষ্ণবন্ধ বুদ্ধি হইয়া আপনাদের পূর্ব কথা এবং সম্প্রতি লব্ধগোপীদেহ স্বরণ করিতে পারিলেন না । যখন তাঁহারা দণ্ডকারণে ঋষি ছিলেন, তখন রামচন্দ্রের কমনীয় রূপ দেখিয়া সন্তোষ কামনা করেন । সেই স্মৃতিবলে গোপীদেহ পান । শ্রুতিগণ তদ্রূপ কৃষ্ণপদ কামনা করিয়া গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করেন । কোন কোন দেবীগণ সেইরূপ করিয়াছিলেন । এ সময়ে নিজ নিজ পূর্বদেহ ভুলিলেন এবং পতিভ্রাতৃবর্গ-দ্বারা আবদ্ধ হইয়া উপস্থিত দেহও ভুলিলেন । মনে মনে সিদ্ধদেহে সখীর অনুগত হইলেন । এই ব্যাপারের তুলনা নাই । সূত্রাং

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোহবলাঃ ।

ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥ ১৮ ॥

পারকীয়-ভাবনায়াঃ শ্রেষ্ঠতা দর্শিতা । তদাতিরপি বৈধী সিদ্ধা-

পেক্ষয়া শ্রেষ্ঠা । শুকঃ পরীক্ষিতঃ [১০।২৯:২-১১]

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোহলক্কাবিনির্গমাঃ ।

কৃষ্ণং তদ্ভাবনায়ুক্তা দধ্যুমৌলিতলোচনাঃ ॥ ১৯ ॥

সমাধিতে মুনিগণ যে দশা লাভ করেন, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ তুলনা । নদীসকল নামরূপ ছাড়িয়া যেমত সমুদ্রে মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ স্বীয় স্বীয় পূর্ব নামরূপ ত্যাগ করিয়া নিত্য সিদ্ধ গোপীদিগের ভোগ্য রসসমুদ্রে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥

দেখ কৃষ্ণকাম হইয়া বস্তৃতঃ পরমব্রহ্মরূপ আমাতে অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপে নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গে সাধনসিদ্ধা অবলাগণ পরকীয়ভাবে রমণস্বরূপ আমাকে পাইয়াছিলেন । অস্বরূপবিদ্ শব্দে পারকীয় জ্ঞানকেই বুঝায় । মধুর রসের পরমপুষ্টতাবের জন্য মদীয় গোলোক-প্রেয়সীদিগের নিত্য পরকীয় বুদ্ধি । সেই অভিমানে নিত্যপতি কৃষ্ণের জারবুদ্ধি ষোগমায়া-কর্তৃক নিত্য সিদ্ধ । কৃষ্ণ জগৎপতি, গোলোকপতি, গোপতি, গোপীপতি, সুতরাং তাঁহাতে জার-পতিত্ব ঘটে না । কিন্তু পারকীয় বুদ্ধি গোপীগণের রসোদিত সিদ্ধ ধর্ম্ম । মহিবী ও লক্ষ্মীরূপে নিজপতিবুদ্ধিসত্ত্বেও গোপী-স্বরূপে পরকীয়বুদ্ধি অবশ্যস্তাবী । কৃষ্ণের নিত্য পত্নী এই জ্ঞান স্বরূপ-জ্ঞান হইলেও রস-মাধুর্য্য অস্বরূপজ্ঞান লীলাতত্ত্বে অতি রমণীয় । তাঁহাদের অনুগত সাধনসিদ্ধা গোপীদিগেরও এই পারকীয় জ্ঞান কাষে কাষেই নিত্যসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

কোন কোন গোপী বাহির হইতে না পারিয়া গৃহের অন্তঃপুরে

দুঃসহপ্রেষ্টবিরহতীব্রতাপধূতাস্তভাঃ ।

ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাল্লেষনিবৃত্ত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ২০ ॥

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।

জহুগুণময়ং দেহং সত্ৰাঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ২১ ॥

চক্ষু নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণকে তদ্ভাবনা-বৃক্ষে, ধ্যান করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অতিপ্রিয় কৃষ্ণের দুঃসহবিরহতীব্রতাপদ্বারা তাঁহাদের অশুভ সমস্ত ধোত হইল। ধ্যানপ্রাপ্ত কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ যে নিবৃত্তি লাভ করিলেন, তদ্বারা সমস্ত পুণ্য ক্ষীণ হইল ॥ ২০ ॥

জার বুদ্ধি অর্থাৎ পারকীয় বুদ্ধি দ্বারা ধ্যানে পরমাত্মার অংশীকূপ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ সত্ৰ প্রক্ষীণবন্ধন হইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। অপ্রাকৃত দেহ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন। এস্থলে ব্রজে জন্ম লাভ করিয়াও ক্রীক্বে পাপ পুণ্য ও গুণময় দেহ ছিল, ইহার মীমাংসা এই যে, সাধনকালে স্বরূপ দেহের আভাস পাইলেও গুণময় দেহ থাকে, যে পর্যন্ত নিগুণ বস্ত্তসিদ্ধি না হয়। সেই সেই ঋষিগণ, সেই সেই উপনিষদ-গণ, সেই সেই দেবীগণ সাধনময় ব্রজে গোপীজন্ম পাইয়াও সাধনদেহে ছিলেন। ভৌমব্রজে ষোগমায়াকৃত স্বরূপপ্রতীতি হয়। তথায় সিদ্ধ গোপীদিগের অনুগত হইয়া ভজিতে ভজিতে রাগাঙ্জিকা ভাব প্রাপ্ত হন। সেই রাগপ্রাপ্তিকালে গোণদেহ ত্যাগ পূর্বক নিগুণ দেহ প্রাপ্তি। ইহাকেই সাধনসিদ্ধি বলে। অগ্রকটে যে গোলোকীয় ব্রজ বৃন্দাবন, তাহাতে সকলেই বস্ত্তসিদ্ধ। সেই নিত্য গোলোকের প্রাপঞ্চিকপ্রতীতিই এই ভৌমব্রজ। যেখানেই হউক রাগানুগভক্তগণ গোপীর অনুগত হইয়া ভজন করেন, সেইখানেই ভৌমব্রজের জন-নিষ্ঠ বিশেষ প্রতীতি। সাক্ষাৎ ভৌমব্রজে এই প্রতীতি ভক্তসাধারণনিষ্ঠ ॥ ২১ ॥

শ্রদ্ধানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠাষ্কচ্যাসক্তিক্রমেণ বৈধসাধনভক্তের্ধাগতিঃ সৈব রাগানুগ-
ভক্তেঃ সন্তঃ লোভোদিতভাবোদয়ে ভবতি ।

শুকঃ পরীক্ষিতঃ [১০।২৯।১৪-১৫]

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তিভগবতো নৃপ ।

অব্যয়শ্চাপ্রমেয়শ্চ নিগুণশ্চ গুণাত্মনঃ ॥ ২২ ॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ ।

নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ২৩ ॥

ভগবান এবং তাঁহার নিত্যলীলাস্থলী গোলোকবৃন্দাবন সমস্তই
অব্যয়, অপ্রমেয়, নিগুণ, চিন্ময় । কৃষ্ণলীলার প্রপঞ্চ-বিজয় কেবল
অধিকারী জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য হইয়া থাকে । ব্যক্তি শব্দের অর্থ
কেবল প্রপঞ্চে উদয় ॥ ২২ ॥

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য ও সৌহৃদ নিত্যরূপে কৃষ্ণে নিযুক্ত
করিলে কৃষ্ণলীলার সহিত তন্ময়তা লাভ হয় । তন্ময়তা তিন প্রকার
অর্থাৎ স্বরূপ-গত, গুণ-গত ও লীলারসগত । ক্রোধ ও ভয়ের দ্বারা স্বরূপ-
গত তন্ময়তা হয় । কংস ও শিশুপাল ইহার উদাহরণ । মায়াবাদী সন্ন্যাসি-
গণও সেই স্বরূপগত তন্ময়তা লাভ করেন । স্বরূপগত তন্ময়তায় আত্ম-
লোপ হয় । 'যে যথা মাং প্রপদন্তে তাস্তথাহি ভজাম্যহং এই ভগবৎ
প্রতিজ্ঞা দ্বারা একমাত্র চিন্মাত্র সত্তানিষ্ঠপ্রপত্তিতে মায়াবাদিগণের আত্মরিক
তন্ময়তার সহিত ঐক্য ফল হয় । সৌহৃদ দ্বারা গুণগত তন্ময়তা হয় ।
তখন ভক্ত একান্ত কৃষ্ণ তন্ময় । কৃষ্ণগুণগত হইয়া দান্ত্র সখ্য ও বাৎসল্য
প্রেমে মগ্ন থাকেন । কামের দ্বারাই লীলাগত তন্ময়তা । ইহাই গোপী-
অনুগত ভক্তদিগের প্রাপ্য ॥ ২৩ ॥

দাশসখ্যবাংসল্যমধুররসেষু পৃথক্ পৃথক্ রাগানুগসাধনভক্তাঃ বর্তন্তে ।
তৎসম্বন্ধজ্ঞানং ভাবসজ্জাং উদয়তি । ব্রহ্মজনানাং স্তদন্ রাগদৃষ্ট্যা যো লোভো
জায়তে ততো ভাব উদয়তি । প্রবলউপায়ত্বাৎ । তত্র ভাবলক্ষণানি ।

প্রবৃত্তঃ নিমিঃ [১১১৩৩২]

কচিদ্ভদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিৎ
হসন্তি নিন্দন্তি বদন্ত্যালৌকিকাঃ ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষণীং পরমেত্য নিবৃত্তাঃ ॥ ২৪ ॥

প্রেমলক্ষণানাং সাত্ত্বিকবিকারাণাং স্বমোদয় এব ভক্তৌ লক্ষিতঃ । কবিঃ
নিমিঃ । [১১১২১৩৯]

শৃণ্বন্ সুভজ্ঞাণি রথাস্পপাণে-
জন্মানি কৰ্ম্মাণি চ যানি লোকে ।

কৃষ্ণ-লীলা চিন্তা করিয়া কখন কখন মুগ্ধ হইয়া রোদন করেন । কখন
কখন সেই লীলার অচিন্ত্যতা বিচার করিয়া হাঁসিতে থাকেন । কখন
কখন আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন । কৃষ্ণানু-
শীলন করিয়া কখন নৃত্য করেন কখন বা গান করেন । কখন বিম্বিত
হইয়া কৃষ্ণসংস্পর্শে নিবৃত্তি লাভ করত স্তম্ভিত হন । এই সকল বিকারকে
অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলা যায় । প্রেমভক্তদিগের মুদ্রা সুহর্গম । কখন
কখন অলৌকিক বাক্য বলিতে থাকেন, তাহা সংসারী পণ্ডিতাভিমানী
ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না ॥ ২৪ ॥

শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া আসক্তি পর্য্যন্ত ভক্তি অভিধেয় তত্ত্বের
অন্তর্গত । তাবভক্তি প্রেমভক্তির প্রথমোদয় । এস্থলে প্রেম ও ভাবের
কথা কেবল অভিধেয় পরিকৃতির জন্য প্রদর্শিত হইল । এখন স্পষ্টভাবে-

গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জ্বা বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ২৫ ॥

[১১।২।৪০]

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকৌর্তু
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ ।
হস্যত্যাগো রোদিতি রোতি গায়-
তুয়ান্নাম্ন ত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৬ ॥

প্রহ্লাদচরিতে ভাবলক্ষণানি । শ্লোকঃ পরীক্ষিতঃ [৭।৪।৩৬-৩৭]

গুণৈরলমসংখ্যৈর্ন্যাহাওয়াং তস্ত সূচ্যতে ।
বাসুদেবে ভগবতি যস্ত নৈসর্গিকী রতিঃ ॥ ২৭ ॥
ন্যস্তক্ৰীড়নকো বালো জড়বত্তন্মনস্তয়া ।

লক্ষণ বলিতেছেন । কৃষ্ণের স্মৃতদ্রুগীতা-কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার জন্ম
কর্ম ও লৌকিকচেষ্টা তথা সেই সেই লীলাময় সুগীত মধুসূদন মুরারি
প্রভৃতি নাম বিলজ্জ্বভাবে গান করিতে করিতে সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ
করেন । এহলে স্বয়ং হৃদয়বিকার ও পুলকানু হইয়া থাকে, কেননা
ভাবই প্রেমের প্রথম ছবি ॥ ২৫ ॥

এই প্রকার স্বীয় প্রিয় 'কৃষ্ণনাম' গান করিতে করিতে জাতানুরাগ
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গলিতচিত্তে হাস্ত করেন, রোদন করেন, চীৎকার করেন,
এবং লোকাপেক্ষা করেন না ॥ ২৬ ॥

প্রহ্লাদের ভাবলক্ষণ যথা । বাসুদেব কৃষ্ণে যাহার নৈসর্গিক রতি
হইয়াছিল, সেই প্রহ্লাদের অসংখ্য গুণ দ্বারা মাহাওয়া সূচিত হয় ॥ ২৭ ॥

বালক হইয়াও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । কৃষ্ণমনা হইয়া

কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্ ॥ ২৮ ॥

[৭।৪।৩৯]

কচিদ্ভদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ ।

কচিদসতি তচ্চিন্তাফ্লাদ উদগায়তি কচিৎ ॥ ২৯ ॥

[৭।৪।৪০-৪২]

নদতি কচিদ্ভৎকণ্ঠে বিলজ্জো নৃত্যতি কচিৎ ।

কচিদ্ভাবনাযুক্তস্তম্ময়োহনুচকার হ ॥ ৩০ ॥

কচিদ্ভৎপুলকস্তৃষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনিবৃত্তং ।

অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্রগঃ ॥ ৩১ ॥

স উত্তমঃশ্লোকপদারবিন্দয়ো-

নিষেবয়াহকিঞ্চনসঙ্গলক্ৰয়া ।

সংসারে একটু জড়বৎ ভাব ধারণ করিলেন । কৃষ্ণগ্রহ গৃহীতমন সেই বালক জঁদুশ জগৎকে অনুভব করিতেন না ॥ ২৮ ॥

বৈকুণ্ঠচিন্তাবিচিহ্নতায় কখন কখন রোদন করেন । কখন কখন হাস্য করেন । কৃষ্ণচিন্তাফ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কখন কখন গান করেন ॥ ২৯ ॥

কখন কখন চীৎকার করেন, কখন কখন বিলজ্জ হইয়া নৃত্য করেন । কখন কখন কৃষ্ণ ভাবানামুক্ত তম্মনা হইয়া তদনুকরণ করেন । ইহা প্রেমের অধিকৃত ভাবের বীজস্বরূপ ॥ ৩০ ॥

কখন কখন উৎপলকিত হইয়া স্তম্ভিত হন । কখন কখন ধ্যান-সংস্পর্শে নিবৃত্তি লাভ করেন । স্পন্দহীন প্রণয়ানন্দসলিলে চক্ষু নিমীলিত করেন ॥ ৩১ ॥

অকিঞ্চনসঙ্গলকৃ কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবসেবা দ্বারা পরম আত্মনিবৃত্তি বিস্তার

তস্মৈ পরাং নিরুতিমাশ্রনো মুহু-
 দুঃসঙ্গদীনস্ত মনঃ শমং ব্যধাৎ ॥ ৩২ ॥

ভাবতক্লেদহর্ষভং । পরীক্ষিৎ শুকঃ [৬।১৪।২]

দেবানাং শুকসদ্বানামুষীণাঞ্চামলাশ্রনাম্ ।
 ভক্তিমুকুন্দচরণে ন প্রায়োগোপজায়তে ॥ ৩৩ ॥

ভাবুকানাং ক্রুচিঃ । সনৎকুমারঃ পৃথুঃ [৪।২২।২৩]

অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠ্যভূষণা
 তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ ।

পূর্বক পূর্বপ্রাপ্ত দুঃসঙ্গ দ্বারা দীনতাগত মনকে ভগবন্নিষ্ঠ শমতাগুণে পূর্ণ
 করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

ভাবভক্তি হর্ষভ । অনেক সাধনেও ইহা পাওয়া যায় না। এমন কি
 সম্বোধিত দেবগণের ও যোগদ্বারা অমলাশ্রা ঋষিগণেরও মুকুন্দচরণে ভাব-
 ভক্তি হয় না। ব্রজ-রাগানুগা ভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হইলেই
 হইতে পারে। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের চরিত্রে ইহা দেখা গিয়াছে।
 এই জন্যই ‘প্রায়’ শব্দটি শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকাংশ ঋষি ও
 দেবগণের যোগাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ৩৩ ॥

ভাবুকলক্ষণ জীবন এই প্রকার। ভাবাক্রান্ত চিত্ত পুরুষদিগের ইন্দ্রিয়,
 আরাম ও গৃহ সম্বন্ধীয় গোষ্ঠীর প্রতি স্বভাবতঃ অতৃষ্ণা হয়। বিষয়িসঙ্গ
 ভাল লাগেনা। বিষয়ীর অর্থ ও অন্ন পরিগ্রহ করিতে ভাল বাসেন না।
 বিবিক্তে অর্থাৎ নির্জনে হরিগুণ-পীুষপান ব্যতীত আর তাঁহার
 কিছুতেই আশ্রপরিভোষ হয় না। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি,

বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরেণ্ড ৬-পীযুষপানাৎ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াঃ অভিধেয়-
তত্ত্বপ্রকরণে ভাবোদয়ক্রমবিচারো
নাম ষোড়শঃ কিরণঃ ।

মানশূন্যতা, কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা, সমুৎকর্ষা, সদা নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণা-
খ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে বসতিবাসনা এই প্রকার অনুভবসকল
ভাবুক জীবনে অবশ্য উদয় হইবে ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াঃ অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
ভাবোদয়ক্রমবিচারে ষোড়শ কিরণে মরীচিপ্রভানাম
গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

সপ্তদশঃ কিরণঃ ।

প্রয়োজন বিচারঃ ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং ন প্রয়োজনত্বং । উদ্ধবঃ কৃষ্ণঃ [৩।৪।১৫]

কোঽশীশ তে পাদসরোজ তাজাং
সুদুল্লভৌহর্থেষু চতুষ্পীহ ।
তথাপি নাহং প্রবণোমি ভূমন্
ভবৎপদান্তোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ ১ ॥

ভোগঃ মোক্ষঃ প্রতিষ্ঠাঞ্চ হিত্বা প্রীতিসমাশ্রয়ম্ ।

গৌরপাদাশ্রয়াদবশ্য বন্দে তং লোকনাথকম্ ॥

জৈব জগৎ, জড়জগৎ, চিজ্জগৎ ও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের মধ্যে যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহার যে জ্ঞান, তাহাই সম্বন্ধ জ্ঞান । দশম কিরণ শেষ পর্য্যন্ত সেই সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে । সম্বন্ধ জ্ঞান দ্বারা জীব যে কৃষ্ণদাস, ইহা জানিয়া জীবের যে শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য কৰ্ম্ম পাওয়া যায়, তদনুষ্ঠানের নাম অভিধেয়ত্ব । অভিধেয়ত্ব একাদশ কিরণ হইতে ষোড়শ কিরণ পর্য্যন্ত বিচারিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই কর্তব্যানুষ্ঠান-দ্বারা যে চরম ফল লাভ হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলি । সপ্তদশকিরণে প্রয়োজন নির্দিষ্ট হইতেছে । কশ্মিগণ ত্রিবর্গজনিত মুখকে প্রয়োজন বলেন । জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ চতুর্থ বর্গ যে মোক্ষ, তাহাকে প্রয়োজন বলেন । উদ্ধব-ভরুগণের উক্তি এইরূপ । হে ঈশ ! তোমার পাদপদ্মসেবী ব্যক্তিগণের

বিজয়ঃ মৈত্রৈয়ং [৩৫৫২]

সুখায় কৰ্ম্মাণি কৰোতি লোকো
ন তৈঃ সুখং বাণ্যদুপারমং বা ।
বিন্দেত ভূয়ন্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেনঃ ॥ ২ ॥

কপিণঃ দেবহুতিং [৩২৫১৩৪]

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ ।

পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটির মধ্যে কিছুই ছল্লভ নয়।
তথাপি হে ভূমন্! তোমার পাদপদ্মসেবা-সুখ ব্যতীত আমি আর কিছুই
চাই না ॥ ১ ॥

সুখের জন্ত সকলেই ব্যস্ত। সুখের জন্ত বাহা কিছু করে, তাহাতে
সুখ পায় না। সেই সেই চেষ্টা দ্বারা ব্যাঘাত না হইলে ক্রিয়ৎপরিমাণ
দুঃখনিবৃত্তি হয় মাত্র। তাহাতেও আবার কোন না কোন প্রকার দুঃখ
উদয় হয়। অতএব ইহাতে বাহা যুক্ত হয় তাহা বলুন। তাৎপর্য্য এই—
সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহসুখ বা বাসনাসুখ যথার্থ নিত্যসুখ
নয়। চিংসুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্তমোক্ষে অত্যন্ত
দুঃখনিবৃত্তি বই কোন প্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজন-
জ্ঞান-দ্বারা সৎকাজ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয় আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা
হয় ॥ ২ ॥

যদি কোন কর্ম্মে সুখ নাই এবং দুঃখের নিত্যন্ত উপগতি নাই, তবে
ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা রূপ আত্মবাত কি ভাল? তাই বলিতেছেন। না

যেহ্যোহ্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩ ॥

[৩।২৯।১৩]

সালোক্যসৃষ্টি সাক্ষ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ৪ ॥

পৃথুঃ ভগবন্তঃ [৪।২০।২৪]

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং কচিৎ
ন যত্র যুগ্মচরণানুজাসবঃ ।
মহত্তমাস্তুহৃদয়ানুখচ্যুতো
বিবৎস্ব কণীয়ুতমেঘ মে বরঃ ॥ ৫ ॥

সাধুলোক আমার সহিত সাযুজ্য প্রার্থনা করেন না, কেননা তাঁহারা আমার পদসেবানুখের স্পৃহা করেন এবং আমার সেবাচেষ্টায় পরমানন্দ এবং সমস্ত হৃৎখের নিবৃত্তি লাভ করেন । তাঁহারা পরস্পর আমার পৌরুষ কথা বলিয়া ও শুনিয়া এক প্রকার অতি তীব্রমুখ পাইয়া থাকেন, তাহা প্রাকৃত লোক বুঝিতে পারে না ॥ ৩ ॥

সাযুজ্য ছাড়া যে আর চারি প্রকার মুক্তি আছে, তাঁহারা কি তাহা লইতে বাসনা করেন ? না, সালোক্য, সৃষ্টি, সাক্ষ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য আমি তাহাদিগকে দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ছাড়িয়া আর কিছুই লইতে চান না । সাযুজ্য মৎসেবার অত্যন্ত বিরোধী, তাহাতে তাঁহাদের একান্ত তুচ্ছ বুদ্ধি । অত্র প্রকার মুক্তিগুলিতে যে মৎসেবা মাত্র আছে, তাহাই তাঁহারা গ্রহণ করেন ॥ ৪ ॥

হে নাথ ! বাহাতে তোমার চরণানুজাসব নাই, তাহা আমি কখনই কামনা করিনা । বরং মহদব্যক্তিগণের হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা নির্গত

ঋষভমাহাত্ম্য [৫।১৪।৪৪]

যো দুস্ত্যজকিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্ ।
নৈচ্ছন্নপদুতুচিতং মহতাং মধুদ্বিত
সেবানুরক্তমনসামভবোহপি ফল্লঃ ॥ ৬ ॥

বৃত্তঃ ভগবন্তঃ [৬।১১।২৫]

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিন্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহস্য কাঙ্ক্ষ ॥ ৭ ॥

তোমার গুণগান গুনিবার যোগ্য আমাকে অযুত কর্ণ দান কর । তোমার
যশ গুনিয়া আমার পরমানন্দ হয় ॥ ৫ ॥

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত মারামোহিত হইয়া জরামরণ-রহিত
অপুনর্ভবকে আত্মাস্তিক ক্ষেম বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহাও নিঃশ্রেয়
নয় । সেই ভরতরাজী দুস্ত্যজ সাম্রাজ্য, সুত, স্বজন, অর্থ, দ্বারা এবং
ইন্দ্রাদির প্রার্থনীয় সদয়াবলোকমুক্ত শ্রীকে ইচ্ছা করেন নাই । তাঁহার পক্ষে
তাহা উচিত বটে । কেননা কৃষ্ণসেবানুরক্তচিত্ত প্রাপ্ত মহাদেৱের পক্ষে সে
সকল অতি তুচ্ছ । তাঁহাদের নিকট অপুনর্ভবকে ফল্ল বলিয়া বোধ হয় ॥৬॥

আবার কেহ কেহ বলেন যে, যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা ঐহিক
ও স্বর্গীয় সুখ ভোগ করুক । আবার কেহ কেহ বলেন, যোগসিন্ধিই
জীবের প্রয়োজন । তাহাদের বাচালতা নিবৃত্তি করিতেছেন । হে
সমজ্ঞান ! নাকপৃষ্ঠ চাই না, কেবল তাহা নয়, স্বর্লোক, মহর্লোক,
জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক এবং পারমেষ্ঠ্য পদরূপ ব্রহ্মলোকও চাই

ভগবান্ তুর্কাসসং [৯।৪।৬৭]

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যং কালবিপ্লুতম্ ॥ ৮ ॥

নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণঃ [১০।১৬।৩৭]

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্কভৌমং

ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্ ।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা

বাচ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবঃ [১১।২০।৩৪]

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হেকাশ্চিনো মম ।

বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥

না। পৃথিবীতে সার্কভৌম পদ এবং রসাতলের আধিপত্যও চাই না।

আমি কেবল তোমার সেবা চাই ॥ ৭ ॥

আমার সেবায় সর্বোৎকৃষ্ট অমিশ্র চিৎসুখ। তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তগণ সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাষ্টিরূপ মুক্তিচতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও তাহা লইতে ইচ্ছা করেন না। নাকপৃষ্ঠ, পারমেষ্ঠ্য ও যোগসিদ্ধি-রূপ কাল-বিপ্লুত অস্থায়ী সুখের ত কথাই নাই ॥ ৮ ॥

পুনঃ পুনঃ সেই কথা বলিয়া সত্যের দৃঢ়তা দেখাইতেছেন। নাকপৃষ্ঠ, সার্কভৌম পদ, পারমেষ্ঠ্যপদ, রসাধিপত্য, যোগসিদ্ধি এবং অপুনর্ভব কৃষ্ণপদ-রজঃ প্রপন্নব্যক্তিগণ লইতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৯ ॥

একান্তভক্ত সাধুগণ ধীরপুরুষ। তাঁহাদিগকে আমি অপুনর্ভব রূপ কৈবল্য দিতে চাহিলেও তাঁহারা লন না। ভাগবত বিচার-প্রণালী প্রদর্শনে

অত্র মুক্তেঃ স্বরূপং বর্ণয়তি শ্রীশুভঃ [১১০।১-৭]

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমুতয়ঃ ।
 মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরশ্রয়ঃ ॥
 দশমশ্চ বিশুদ্ধার্থং নাবানামিহ লক্ষণম্ ।
 বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঙ্গুসা ॥
 ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্মসর্গ উদাহৃতঃ ।
 ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥
 স্থিতিবৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ ।
 মন্বন্তরাণি সন্ধর্য উতয়ঃ কল্মবাসনাঃ ॥
 অবতারানুচরিতং হরেশ্চাশ্রানুবর্তিনাম্ ।
 পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥
 নিরোধোহশ্রানুশয়নমাশ্রয়ঃ সহশক্তিভিঃ ।
 মুক্তিহিতানুথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥
 আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্ত্যধ্যবসীয়তে ।
 স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাশ্রুতি শক্যতে ॥ ১০ ॥

শুকদেব বলিয়াছেন যে, ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর-
 কথা, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটি বিষয়কে বর্ণন করিয়া-
 ছেন। আশ্রয়তত্ত্বকে বিশদরূপে বুড়াইবার জন্য বেদশাস্ত্রাদিলিখিতবাক্য
 দ্বারা মূলতত্ত্ব দেখাইয়া মহাত্মগণ বর্ণন করিয়া থাকেন। পঞ্চভূত,
 পঞ্চতন্মাত্রা, দশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি মন ও অহংকার এই পঁচিশ তত্ত্বের জন্মের
 নাম অপৌরুষেয় সর্গ। গুণবৈষম্য দ্বারা ব্রহ্মা কর্তৃক যে সৃষ্টি, তাহাই
 পৌরুষ সৃষ্টি অর্থাৎ বিসর্গ। প্রাপঞ্চিক জগতে সাক্ষাৎ ভগবানের বিষ্ণুরূপে

প্রীতে: প্রয়োজনং ভগবান্ ব্রহ্মণ: [৩৯।৪১-৪২]

পূর্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা ।

ব্রাহ্মণং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তদ্বিন্মতম্ ॥ ১১ ॥

অহমাত্মান্ননাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি ।

বিজয়ের নাম বৈকুণ্ঠ বিজয় । জগৎপালনক্রিয়ায় বিষ্ণুর যে অমুগ্রাহ, তাহাই পোষণ । মহৎ লোকের ইতিহাসে যে সঙ্কল্প বর্ণন, তাহাই মমন্তর কথা । জীবের কর্মবাসনাপূর্তিরূপ ভগবন্তীলার নাম উত্তি । ভগবানের অবতার চরিত এবং ভক্তিচরিতই দ্বৈতকথা । তাহা নানাধ্যান দ্বারা উপবৃংহিত হইয়াছে । পরমাত্মারূপ বিষ্ণুর সমস্ত শক্তির সহিত অমুশয়নের নাম নিরোধ । জীবের অবিষ্টাকৃত অন্তথাক্রূপ পরিত্যাগ পূর্বক স্বস্বরূপে পুনরায় যে ব্যবস্থিতি হয়, তাহার নাম মুক্তি । এই নয়টি বিষয় বাহ্য হইতে হয় এবং স্থির থাকে, সেই পুরুষ পরমব্রহ্ম ও পরমাত্মা নামে পরিচিত স্বয়ং ভগবান্ । তিনিই একমাত্র আশ্রয় তত্ত্ব । এই সিদ্ধান্তে জানা গেল যে, জীবের মুক্তি একটি অবশ্যজ্ঞাবী অবাস্তর ফল । কিন্তু আশ্রয়লাভই চরমে নিত্য ফল ॥ ১০ ॥

তদ্বিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন । প্রীতির জন্ত মানবগণ জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করেন! প্রীতিই মধু । প্রীতি ক্লেশ-বিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয় । স্মৃতির পূর্ত, তপস্তা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত গুণকর্মের অষ্টাদশোৎসব এবং ব্রহ্মজ্ঞান সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়চেষ্টার 'চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকে নির্দেশ করা হইয়াছে । তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল ॥ ১১ ॥

মৎপ্রীতি যে প্রয়োজন, তাহার তাৎপর্য এই । হে ব্রহ্মন্! আমি

অতো ময়ি রতিং কুর্যাদেহাদেৰ্যং কৃতে প্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥

নারদঃ প্রাচীনবহিরাঙ্গানঃ [৪ ২৯।৫১]

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মবপি ।

ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হারঃ ॥ ১৩ ॥

মধুরপ্ৰীতিবিষয়ে ভগবান্ দুৰ্দ্ধাসসং [৯ ৪।৬৬]

ময়ি নিৰ্ব্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।

বশে কুৰ্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ১৪ ॥

তত্ত্বক্ষণং প্রহ্লাদঃ নারদঃ [৭।৫।১৪]

যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বরমাকর্ষসন্নিধৌ ।

তথা মে ভিত্ততে চেতশ্চক্রপাণেৰ্যদৃচ্ছয়া ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণ সকল আত্মার আত্মা । জীবাত্মার যত প্রিয় বস্তু হইতে পারে, সে সকলের মধ্যে আমি অধিক প্রিয় । আমি আত্মার আত্মা । আমার জন্যই দেহাদি পর্য্যন্ত প্রিয় হইয়াছে । অতএব আমাতে সকলে রতি করুক ॥ ১২ ॥

সেই হরিই প্রিয়তম আত্মা । তাঁহার ভজন স্বাভাবিক । স্মৃতরাং তাহাতে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই । কৃষ্ণপ্রেম সূর্য্য এবং ভক্তগণ সেই সূর্য্যের আশ্রিত রশ্মি পরমাণু । পরস্পর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনিই বিদ্বান্ অতএব গুরু ॥ ১৩ ॥

মধুর ব্রজরস-ভক্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিভাব । আমাতে নিবন্ধহৃদয় সাধুসকল সমদর্শী । প্রীতিনিৰ্ব্বন্ধহৃদয়ে আমাকে ভক্তগণ আশ্চর্য্যরূপে বশ করেন, সৎস্রী যেমত সৎপতিকে বশ করে, সেইরূপ মধুরভক্ত আমাকে নিরস্তর বশ করেন । কৃষ্ণপ্রেম অতুল্য ও প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব ॥ ১৪ ॥

একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা কৃষ্ণপ্ৰীতির স্বরূপ বলিতেছেন । হে

তৎক্রিয়া চতুঃসনচরিত্রে [৩।১৫।৩৩]

তত্ত্বাবিনন্দনয়নশ্চ পদাবিনন্দ-

কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং

সংক্লেভমক্ষরজুষামপি চিত্ততথোঃ ॥ ১৬ ॥

একান্ন! লৌহ যেমত আকর্ষের চতুর্দিকে ভ্রামিত হইলেও আকর্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ ভক্ত ও কৃষ্ণের মধ্যে পরস্পর প্রীতির লক্ষণ জানিবে। যেরূপ লৌহ ও আকর্ষের ঔৎপত্তিকী ধর্ম, সেইরূপ ভক্ত ও কৃষ্ণের পরস্পর আকর্ষণ স্বাভাবিক ধর্ম। জীবাত্মার গঠনের এই ধর্ম অনুসৃত আছে। অবিদ্যা মধ্যবর্তী হইয়া এই ধর্মের ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়। জীবের স্বাভাবিক প্রীতিধর্ম সত্যবিষয়কে না পাইয়া ইতরবিষয়ে বিকৃত হয়। অভিধেয় অনুষ্ঠানে অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক দুরীকৃত হইলে জীব ও কৃষ্ণের যে নিত্যধর্ম লুপ্তপ্রায় ছিল, তাহা আবার সহজে ক্রিয়াবান হইয়া উঠে ॥ ১৫ ॥

সেই প্রীতিধর্ম প্রতিবন্ধক শূন্য হইলে কিরূপে হঠাৎ ক্রিয়াবান হইয়া উঠে, তাহার একটা উদাহরণ চতুঃসনের চরিত্রে দেখা যায়। চতুঃসন বহুকাল হইতে জ্ঞানমার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নিরাকার ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের চিন্তায় তাঁহারা মগ্ন ছিলেন। কোন সময় কোন ভক্তসঙ্গরূপ স্মৃতিবলে যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গিয়া ভগবদর্পিত তুলসী সেবন-করত তাঁহাদের অতি বিদ্যারূপ মায়াপ্রতিবন্ধক দূর হইল। অতিবিদ্যা অবিদ্যারই ভাবাস্তর, তাহা ঈশোপনিষদে উক্ত আছে। সেই প্রতিবন্ধক দূর হইলে তাঁহারা ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ দেখিতে পাইয়া হঠাৎ প্রেম লাভ করিলেন। অরবিন্দনয়ন ভগবানের পদাবিনন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্র-

প্রীতিবন্ধকনাশে প্রীতেবিষয়োদয়ঃ [৩।১৫।৫০]

প্রাচুর্যচকর্থ যদিদং পুরুহুত রূপং

তেনেশ নিবৃতিমিবা পুরলং দূশোৰ্ণঃ ।

তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম

যেহনাঅনাং দুৰুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥ ১৭ ॥

তুলসীস্পৃষ্ট মকরন্দবায়ু নাসিকা-বিবরের মধ্য দিয়া অন্তর্গত হইলে সেই নির্ভেদব্রহ্মবাদীদিগের চিত্ত ও তনুকে প্রেমবিকারের দ্বারা ক্ষোভিত করিয়াছিল। অক্ষরব্রহ্মে যে তাঁহাদের নিষ্ঠা ছিল, তাহা সহসা দূর হইল। অক্ষরজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক দূর হইলে আত্মার স্বভাবসিদ্ধধর্ম যে কৃষ্ণপ্রীতি, তাহা সহসা জাগ্রত হইল। হৃদয় দ্রব হইল। সেই মহাত্ম-গণ তখন ভগবৎসেবা সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। সংসঙ্গে নির্বিশেষ বাদীদিগের একরূপ লাভ শুকদেব প্রভৃতি অনেকের চরিত্রে দেখা গিয়াছে ॥ ১৬ ॥

তখন তাঁহারা বাহা বলিলেন, তাহা বিচার করুন। পুরুহুত ! হে বিপুলকীর্ত্তে ! হে দৈশ ! জ্ঞানঘনস্বরূপ স্বীয়মূর্ত্তি আমাদের নিকট কৃপা পূর্ব্বক আবিষ্কার করিলে। তদৃষ্টে আমাদের চক্ষু যথেষ্ট নিবৃতি লাভ করিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব শুষ্কভাব দূর হইল। এই অপূর্ব্ব আত্মা হইতে দূরগত পুরুষদিগের পক্ষে দুৰুদয়। কি সৌভাগ্য করিয়াছিলাম যে, ভগবান্ আমাদের নিকট কৃপা করিয়া প্রতীত হইলেন। এখন নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান তোমার কৃপায় দূর হইল। আমরা নির্ভয়ে এই ভগবত্তত্ত্বের প্রতি নমস্কার বিধান করি। নমস্কারই ভক্তিযোগ। এখন হইতে চতুঃ-সন শাস্তভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

ভগবৎপ্রীতাদয়ে জীবস্বরূপসিদ্ধিলক্ষণানি । শ্রুতঃ [১০।৮।৭।৩৮]

স যদজয়া ব্রজামনুষ্যীত গুণাংশ্চ জুষন্

ভজতি স্বরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেতভগঃ ।

ত্মুত জহাসি তামহিরিব ব্রজমাত্রভগো

মহসি মহীয়সেহষ্টগুণিতেহপরিমেয়ভগঃ ॥ ১৮ ॥

জীবের নিত্যস্বরূপ অপ্রাকৃত । অবিদ্যাবন্ধনে তাহার একটি লিঙ্গ শরীর ও তদুপরি একটি স্থূল শরীর হইয়াছে । কৃষ্ণপ্রীতি উদয় হইলেও যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে লিঙ্গ শরীর ভঙ্গ না হয়, সে পর্য্যন্ত স্বরূপসিদ্ধি মাত্র লাভ করেন । লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি হয় । জীব অবিদ্যা-মোহিত হইয়া মায়া সহিত অনুশয়ন করেন, তখন মায়াগুণসকল ভোগ করিতে করিতে মায়িক স্বরূপতা প্রাপ্ত হন এবং স্বকীয় চিদগুণ রহিত হইয়া হর্ভাগোর ত্রায় মায়ার অনুগত থাকেন এবং জন্ম মৃত্যু স্বীকার করেন । কিন্তু হে ভগবন্ ! তুমি চিংহর্য্যস্বরূপ । অজ্ঞা তোমার বহিরঙ্গা শক্তি । তাহার দ্বারা যখন যে কার্য্য কর, সেই কর্ম্ম করিয়া সর্প বেক্রপ কঙ্কুক ভাগ করে, তজ্জপ অজ্ঞাকে দূরে কেলিয়া দাও । অতএব তুমি স্বয়ং সর্ব্বদা অষ্টগুণিত ধর্ম্মের সহিত স্বমহিমায় অপরিমেয় ভগবৎস্বরূপ । তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন বহির্মুখ, তখন তাহার মায়িক স্বরূপতা । জীব যখন তোমার একান্ত আশ্রিত, তখন তোমার রূপায় আটটি ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হয় । জীব বস্তুসিদ্ধি লাভ করিলে আটটি ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন । যথা, আত্মাহুতপাপ্যু বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো বিজিৎসোসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহষেষ্টব্যঃ । এই ঋতি বাক্যের অর্থ যথা ।—১ অপহতপাপ, ২ বিজর, ৩ বিমৃত্যু, ৪ বিশোক, ৫ বিজিৎস, ৬ অপিপাস, ৭ সত্যকাম, ৮ সত্যসঙ্কল্প ॥ ১৮ ॥

ভক্তিসিদ্ধির্দ্ধিধা । স্বরূপসিদ্ধির্বস্তুসিদ্ধিঃ । কুমারাঃ ২গবন্তং তত্র স্বরূপসিদ্ধি-
বিষয়ে [৩।১৫।৪৮]

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিস্মদ্যদপি তভয়ং ভ্রব উন্নয়েন্তে ।
যেহঙ্গ ত্বদাজ্ঞা শরণা ভবতঃ কথায়্যাঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ১৯ ॥

হংসঃ সনকাদীন [১১।১৩।৩৫]

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণ-
স্তৃষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ ।
সংদৃশ্যতে ক চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা
ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ ॥ ২০ ॥

এখন স্বরূপ-সিদ্ধির লক্ষণ বলিতেছেন । যাঁহারা তোমার পাদপদ্মে
শরণ লইয়াছেন এবং কীর্ত্তন (অর্থাৎ কীর্ত্তনযোগ্য) তীর্থযশঃস্বরূপ
তোমার কথায় কুশল ও রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রদাস যে
সামুদ্র্য-মুক্তি, তাহাকেও বস্তু বলিয়া জ্ঞান করেন না । তোমার ভ্রভঙ্গীক্রেমে
যাহা যাহা নাশ-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত, তাহাদের কথা আর কি বলিব ।
ভুক্তিমুক্তি ও কামনাযাত্র শূন্য ভগবন্তকৃৎকরণ কৃষ্ণলীলারসে প্রবিষ্ট । সেই
সব লোক, স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

নিবৃত্ততৃষ্ণ হইয়া জড়জগৎ হইতে দৃষ্টিকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন ।
নিরীহ হইয়া আত্মার নিজ সুখানুভবে তৃষ্ণী প্রাপ্ত হইয়াছেন । যাহা
যাহা জড়জগতে দেখেন, তাহাকে অবস্তু বুদ্ধিতে ত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের
স্মৃতি দেহপাত পর্য্যন্ত ভ্রান্ত হয় না । তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণলীলা রসে

[১১।১৩।৩৬-৩৭]

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুখিতম্ভা
 সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোহধ্যগমঃ স্বরূপম্ ।
 দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
 বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্নঃ ॥ ২১ ॥
 দেহোহপি দৈববশগঃ খলু কন্ম যাবৎ
 স্বারম্ভকং প্রতिसমীকৃত এব সান্নুঃ ।

প্রবিষ্ট স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিদের সংসার এইরূপ । কৃষ্ণসম্বন্ধ বাতীত কোন বস্তুতেই আদর করেন না ॥ ২০ ॥

অবস্থিত বা উখিত হউক, দেহকে দৃষ্টি করেন না, যেহেতু ভক্ত তখন নিজের সিদ্ধস্বরূপে আত্মানুভব করিয়াছেন । যেমত মদিরামদান্নব্যক্তি কখন কখন বস্ত্র পরে ও ছাড়ে, সেই দেহকে নশ্বর জানিয়া যতক্ষণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় আছে থাকুক, যখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় যায় যাউক, এইরূপ ভাবে দেহে অনাসক্ত হইয়া পড়েন । জ্ঞানাত্মানী সিদ্ধগণ অর্থাৎ জীবমুক্ত-গণের এইরূপ সর্বসময়ে থাকে । ভক্তগণের সংসার সম্বন্ধে সেইরূপ ভাব হয় বটে । কিন্তু কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে দেহকে সিদ্ধির অনুকূল জানিয়া আদর করেন । দেহ বিনা কৃষ্ণভজন হয় না, অতএব ভক্তনানুকূলদেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজনপ্রতিকূল সমস্ত দেহগেহাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করেন । এইপ্রকার ভাবই যুক্তবৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা ॥ ২১ ॥

যে পর্য্যন্ত প্রারম্ভ কন্ম থাকে, সেই পর্য্যন্ত প্রাণের সহিত দৈববশগত দেহ প্রতীক্ষা করে । প্রতিবদ্ধ ব্যক্তি বৈরূপ স্বপ্নে বস্তুকে ভজনা করেন, সেইরূপ স্বরূপসিদ্ধভক্ত এই প্রপঞ্চময় দেহকে অধিকৃত সমাধিযোগপ্রাপ্ত হইয়া আর লাভ করেন না । অর্থাৎ দেহত্যাগের পর কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধি

তং সপ্রপঞ্চমধিকৃৎসমাধিযোগঃ

স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ উক্তং [১১।১৪।২৪]

বাগ্গদগদা দ্রবতে যন্ত চিত্তং

রুদত্যভীক্ষুং হসতি কচিচ্চ ।

বিলজ্জ উদগায়তি নৃত্যতে চ

মন্ত্তিক্ষুভো ভুবনং পুণার্হতি ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণকুপয়া বস্তুসিদ্ধির্ভবতি । তল্লক্ষণানি শ্লোকঃ [১।৯।৯-১০]

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ

সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্ ।

লাভ করেন । জ্ঞানমার্গীয় জীবমুক্তের ও ভক্তের মধ্যে অনেক ভেদ আছে । জ্ঞানীদিগের এই দেহের প্রতি ঘৃণা এবং আর দেহ প্রাপ্তি না হয়, সে জন্ত চেষ্টা থাকে । ভক্তদিগের কৃষ্ণবিরহে সেইরূপ দেহে বিরাগ হয় আবার কৃষ্ণদর্শনে দেহের সার্থকতা দৃষ্টি হয় । জ্ঞানীদিগের ভোগদ্বারা প্রারদ্ধ ক্ষয় এবং ভক্তদিগের কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভর ॥ ২২ ।

স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের বাহুলক্ষণ এই । গদগদ বাক্যের সহিত বাঁহার চিত্ত দ্রব হয়, অনুক্ষণ রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, বিগতলজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন এবং নৃত্য করেন । আমার ভক্তিক্ষুভ একরূপ পুরুষ ভুবন পবিত্র করেন ॥ ২৩ ॥

বস্তুসিদ্ধি হইলে প্রাকৃতজগতে আর থাকা যায় না । অপ্রাকৃত জগতে ভক্ত তখন অবস্থান করেন । অপ্রাকৃত জগৎ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভেদে দ্বিপ্রকার । প্রথমে ঐশ্বর্য্যজগৎ বর্ণন করিতেছেন । সম্পূজিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে স্বলোক দর্শন করাইলেন । যে লোকের শ্রেষ্ঠ

ব্যপেতসংক্লেবমোহসাক্ষসং
 স্বদৃষ্টবত্তিঃ পুরুষৈরভিষ্ট তম্ ॥ ২৪ ॥
 প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
 সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালাবক্রমঃ ।
 ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
 রনুব্রতা যত্র সুরাসুরাচ্চিতাঃ ॥ ২৫ ॥

[২৯৯১৩]

শ্রীযত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ
 করোতি মানং বহুবা বিভূতিভিঃ ।
 প্রেত্যাশ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ-
 বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম গায়তী ॥ ২৬ ॥

আর লোক নাই। সংক্লেব মোহ ভয় সেখানে নাই। সেইখানে
 ভগবান্ আত্মদৃক্ পুরুষগণ কর্তৃক সর্বদা সংস্কৃত ॥ ২৪ ॥

যেখানে রজস্তম এবং তত্ত্বভয়মিশ্রিত সত্ত্ব নাই, কালের বিক্রম নাই,
 কাল তথায় ভূত ভবিষ্যৎ লক্ষণে ছিন্ন হয় না। সর্বদা বর্তমানলক্ষণে
 লক্ষিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র আছে। জড়মায়া সেখানে বাইতে পারে
 না। অত্য়ের কথা কি? হরির অন্তরত সুরাসুরাচিত ব্যক্তিগণ যেখানে
 নিত্য অবস্থিত; সে ধামের নাম চিত্তাম বা বৈকুণ্ঠ। মহাপ্রলয়েও যে
 ধাম বিরাজমান থাকে ॥ ২৫ ॥

শ্রী অর্থাৎ চিহ্নকি যেখানে রূপবতী হইয়া উরুগায় ভগবানের পদসেবা
 করেন, অনেক বিভূতি তাঁহার সহায়তা করেন। সন্ধিনী সন্ধি ও
 হলাদিনী রূপা, শক্তি-বিভূতিত্রয় সেখানে সর্বদা ক্রিয়াবতী। চিদনন্দের
 অনুগত সমস্তই তাঁহার সহচরী। সকল সজ্জন কর্তৃক গীত প্রিয়তমের

[২।৯।১৪]

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ ।
সুনন্দনন্দপ্রবলাইণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাটৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্ ॥ ২৭ ॥

গোলোকপ্রকাশাস্তুরগোকুললীলায়াং । কৃষ্ণঃ উদ্ববঃ ।

[১১।১২।১০-১১]

রামেণ সার্কং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফঙ্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিরোগ-
তীব্রাধয়োহন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥ ২৮ ॥
তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেতমেন নীতা
ময়েব বৃন্দাবনগোচরেণ ।

লীলাগান করিয়া থাকেন । চিত্তামের যে সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ গোলোক
বৃন্দাবন, তাহাই ব্রহ্মাকে দেখাইলেন ॥ ২৬ ॥

তাহার ঐশ্বর্য্যপ্রকোষ্ঠ সাত্বতদিগের পতি, লক্ষ্মীপতি, যজ্ঞপতি জগৎ-
পতিকে দেখিলেন । সুনন্দ নন্দ প্রবল অর্হণ প্রভৃতি পার্শ্বদবর্গের দ্বারা
সেই বিভুবৈকুণ্ঠনাথ পরিসেবিত ॥ ২৭ ॥

বৃন্দাবনস্বরূপ তাহার মাধুর্য্য-প্রকোষ্ঠের কথা বলিতেছেন । কৃষ্ণ
কহিলেন, হে উদ্বব ! আমাকে অকুর যখন রামের গহিত মথুরায় আনেন,
আমাতে গাঢ় অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ আমার তীব্র বিচ্ছেদধ্যানস্থে মগ্ন
হইয়া, সুখপ্রাপ্তির জন্ত অথ কিছু দেখিলেন না ॥ ২৮ ॥

গোকুলে শ্রেষ্ঠতম আমাকে পাইয়া গোপীগণ সেই রাত্রি ষাপিত

ক্ষণাৎবিত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং

হীনা নয় কল্পসমা বভুবুঃ ॥ ২৯ ॥

মুক্ত্যপেক্ষা প্রেমভক্তিনিখিলশ্রেষ্ঠত্বঃ । নারদঃ [৫।৬।১৮]

রাজন্ পতিগুরুরলং ভবতাং যদূনাং

দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক চ কিঙ্করো বঃ ।

অস্ত্যেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো

মুক্তিং দদাতি কহিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ৩০ ॥

উদ্ধবং গোপাঃ [১০।৪৭।৪৩]

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যামু তদা প্রিয়াভি-

বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যো ।

করিয়াছিলেন । আমার মিলন সময়ে সেই সকল রাত্রি ক্ষণাৎবিত্ত বাসিত হইয়াছিল । যখন আবার আমার সহিত বিচ্ছেদ হইল, তখন এক এক ক্ষণ তাঁহাদের পক্ষে কল্পসম হইয়া উঠিল ॥ ২৯ ॥

কেবলা মুক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তির অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন । হে রাজন্ ! তোমাদের এবং যতদিগের সম্বন্ধে কৃষ্ণ পতি, গুরু, সর্বস্ব, দেব, প্রিয়, কুলপতি এবং কখন কখন কিঙ্করবৎ আচরণ করেন । ভগবান্ মুকুন্দ সহজে উপাসনাকারীকে মুক্তি দেন, কিন্তু সহজে প্রেমভক্তি দেন না ॥ ৩০ ॥

ওহে উদ্ধব ! বল দেখি, কৃষ্ণ কি আমাদের কখনোই মনোজ্ঞ কথা কখন বলিয়া থাকেন ? যে সকল রাত্রে প্রিয়াদিগের সহিত কুমুদকুন্দ-শশাঙ্কদ্বারা রম্যবৃন্দাবনে চরণপূর্ববিশিষ্টরাসগোষ্ঠীতে রমণ করিয়াছিলেন,

রেমে কণ্ঠচরণনুপূরাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং প্রয়োজনতত্ত্ব
নিক্রপণে প্রয়োজনবিচারো নাম
সপ্তদশঃ ক্রিয়ঃ ।

সেই সমস্ত রাত্রিবি্যাপার কি :স্মরণ করেন ? এই প্রকার ভাব বস্তুসিদ্ধ-
ভক্তগণের লক্ষণ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং প্রয়োজনতত্ত্বনিক্রপণে
প্রয়োজনবিচারে সপ্তদশক্রিয়ঃ মরীচি প্রভানাম
গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

অষ্টাদশঃ কিরণঃ ।

সিদ্ধপ্রেমরসঃ । রসমহিমা ।

ভীষ্মঃ কৃষ্ণঃ [১।৯।৩৩]

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌরবরাস্বরং দধানে ।
বপুরলককুলারতাননাজং
বিজয়সথে রতিরস্তু মেহনবত্যা ॥ ১ ॥

[১।৯।৪১-৪২]

নগণনূপবর্য্যাসঙ্কুলেহন্তঃ
দসি যুধিষ্ঠির-রাজসূয় এবাম্ ।

মহিমা ব্রজলীলায়া দুরোতোপি নিষেবিতঃ ।

যেধৈস্তান্ দণ্ডবমোমি ভক্তান্ ভীষ্মার্জুনাদিকান্ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, আহা আমি কৃষ্ণের এই ত্রিভুবন-কমনীয় তমালবর্ণ রূপ দেখিতেছি । সৌরকিরণের স্থায় গৌরবসন ধারণ করিয়াছেন । অলকা-সমূহদ্বারা আবৃত বদনকমল-সুশোভিতবপু । অর্জুনের সখা এই কৃষ্ণে আমার নিরুপাধিক রতি হউক ॥ ১ ॥

মুনিসমূহ ও বড় বড় রাজা দ্বারা শোভিত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভায় যিনি

অইণমুপাপেদ ঈক্ষণীয়ো

মম দৃশি গোচর এষ আবিরাগ্না ॥ ২ ॥

তমিমমহমজং শরীরভাজাং

হৃদি হৃদি ধিষ্টিতমাত্মকলিতানাম্ ।

প্রতিদৃশামিব নৈকধার্কমেকং

সমধিগতোহস্মি বিধুতভেদমোহঃ ॥ ৩ ॥

কৌরবঃ স্ত্রিয়ঃ [১।১০।২৬]

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-

মহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্ ।

যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ

স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥ ৪ ॥

পুজিত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব আত্মার আত্মা এই কৃষ্ণ আমার মরণ-
সময়ে দৃষ্টিগোচর হইলেন, ইহা অপেক্ষা আর ভাগ্য কি ॥ ২ ॥

এক সূর্য ভিন্ন ভিন্ন ঘটস্থিত ভলে যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য বলিয়া দৃষ্ট
হয়, তজ্জপ শরীরধারীদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে যে এক পরমাত্মাকে মনঃ-
কলিত পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া বৈত ভ্রম হয়, সেই ভেদ-মোহ পরিত্যাগ
পূর্ব্বক এক পরমাত্মাকে এই কৃষ্ণের অংশ বলিয়া জ্ঞাত হইলাম । সেই
জন্মরহিত এই কৃষ্ণ আমি ভক্তিপূর্ব্বক অধিগত হইলাম, অর্থাৎ শরণাগত
হইলাম ॥ ৩ ॥

অহো যদুকুল যথেষ্ট শ্লাঘনীয় । মধুবন অর্থাৎ মথুরামণ্ডল যথেষ্ট
পুণ্যতম । যেহেতু এই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীপতি স্বীয় জন্ম দ্বারা ও ভ্রমণবিহার
দ্বারা তথায় নিত্য বিচরণ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

[১/১০।২৮]

ন্যূনং ব্রতস্নানভূতাদিনেশ্বরঃ
 সমর্চিতো হস্ত গৃহীতপার্শ্বাভিঃ ।
 পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহু-
 ব্রজজিয়ঃ সংমুহুর্যদাশয়াঃ ॥ ৫ ॥

স্মারকাবাসিনাং প্রজাঃ [১।১১।৭-৯]

অহো সনাথা ভবতা স্ম যদ্বয়ং
 ত্রৈপিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্ ।
 প্রেমস্মিতস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং
 পশ্চেম রূপং তব সর্বসৌভগম্ ॥ ৬ ॥
 যস্যাম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
 কুরুন্ মধুন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া ।
 তত্রাককোটিপ্রতিমঃ ক্ষণে ভবে-
 দ্রবিং বিনাক্লেোরিব নস্তবাচ্যত ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণের বিবাহিত স্ত্রীগণ নিশ্চয়ই ব্রত স্নান হোম ইত্যাদি শুভ কর্ম
 দ্বারা কৃষ্ণকে অর্চন করিয়াছিলেন, কেননা যার অধরামৃত ব্রজস্ত্রীগণ পান
 করিয়া মুহমূহ মোহিত হইতেন, সেই অধরামৃত হইরাও পান করিবার
 অধিকার পাইয়াছেন ॥ ৫ ॥

দেবতাদিগের দুর্লভদর্শন এই কৃষ্ণের প্রেমস্মিত ও স্নিগ্ধ নিরীক্ষণময়
 সর্বসৌভগ রূপ আমরা দর্শন করিতেছি, সুতরাং আমরা সনাথ হইয়া
 আনন্দ লাভ করিতেছি ॥ ৬ ॥

হে পদ্মনয়ন ! হে অচ্যুত ! যে সময়ে তুমি সুহৃদগণকে দর্শনের জন্য
 কুরুরাজ্য বা মথুরামণ্ডলে গমন কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া সূর্য্য

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি
প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোধনম্ ।
জীবেম তে সুন্দরহাসশোভিত-
মপশ্যমানা বদনং মনোহরম্ ॥ ৮ ॥

অৰ্জুনঃ সুধিষ্ঠিরং । [১।১৫।৭]

যৎসংশ্রয়াদ্ দ্রুপদগেহমুপাগতানাং
রাজাং স্বয়ম্বরযুখে স্মরতুর্মদানাম্ ।
তেজো হতং খলু ময়া নিহতশ্চ মৎস্তঃ
সজ্জীকৃতেন ধনুষাহধিগতা চ কৃষ্ণা ॥ ৯ ॥

[১।১৫।১১-১২]

যো নো জুগোপ বন এত্য দুরন্তকৃচ্ছা-
দুর্বাসসোহরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্‌ব্যঃ ।

বিনা চক্ষের দ্বারা আমাদের ক্ষণসকল বৎসরের দ্বারা কষ্টে অতিবাহিত
হয় ॥ ৭ ॥

হে নাথ ! তুমি অধিক দিন বিদেশে গেলে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা
অখিলতাপশোধক সুন্দরহাসশোভিত মনোহর সুন্দর বদন না দেখিয়া
আমরা কিরূপে জীবিত থাকি ॥ ৮ ॥

যাঁহার সংশ্রয়বলে স্মরতুর্মদ স্বয়ম্বর-সভার দ্রুপদগৃহাগত রাজাদিগের
তেজ সজ্জীকৃত ধনুধারা আমি হরণ করিয়াছিলাম এবং মৎস্ত বিদ্ধ করতঃ
দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলাম ॥ ৯ ॥

যিনি আমাদের বনবাসের সময় বনে আসিয়া অবশিষ্ট শাকসব্জ্যভোজন
করত শত্রুপ্রেরিত দুর্বাসার ক্রোধ হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছিলেন ।

শাকান্নশিষ্টমুপযুক্ত্য যতস্ত্রীলোকীং
 তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসংঘঃ ॥ ১০ ॥
 যত্তেজসাং ভগবান্ যুধি শূলপাণি-
 বিস্মাপিতঃ সগিরিজোহস্ত্রমদান্নিজং মে ।
 অগ্নৌহপি চাহমমুনৈব কলেবরেণ ।
 প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্দ্ধম্ ॥ ১১ ॥

[১।১৫।১৬]

যদোঃষু মা প্রণিহিতং গুরুভীষ্মকর্ণ-
 নপ্ত ত্রিগর্তশলসৈন্ধববাহ্লিকাদৈ্যঃ ।
 অজ্ঞাণ্যমোঘমহিমানি নিরূপিতানি
 নোপস্পৃশ্বনু হরিদাসমিবাসুরাণি ॥ ১২ ॥

সেই অমৃতাগ্রভুকুমুনি সদলবলে জল স্নান করিতে করিতে ত্রিলোকীকে
 তৃপ্ত মনে করিয়া আর ভোজন করিতে আসিতে সাহস করেন নাই ॥ ১০ ॥

বাহার তেজে ভগবান্ গিরিজার সহিত শূলপাণি আমার সহিত যুদ্ধে
 বিস্মাপিত হইয়া নিজ পাণ্ডপদস্ত্র আমাকে দিয়াছিলেন এবং অগ্নি দেবতা-
 গণও আমাকে স্বীয় স্বীয় অস্ত্র দান করিয়াছিলেন । এই কলেবরেই
 আমি মহেন্দ্রভবনে অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছিলাম ॥ ১১ ॥

দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, নপ্তা, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত, শলা, সৈন্ধব, জয়দ্রথ,
 বাহ্লিকাদি কর্তৃক নিরূপিত মহিমা অমোঘ অস্ত্রসকল আমার উপর
 প্রযুক্ত হইলেও বাহার হস্তবস্ত্র মধ্যে স্থাপিত হওয়ায় আমাকে স্পর্শ করিতে
 পারে নাই । নৃহরিদাস প্রহ্লাদকে অসুরদিগের অস্ত্র বৈরূপ স্পর্শ করে
 নাই তদ্রূপ ॥ ১২ ॥

[১১৫।১৮]

নন্মাণ্যদাররুচিরস্মিতশোভিতানি
হে পার্থ হেহর্জুনসথে কুরুনন্দনোতি ।
সংজ্ঞিতানি নরদেব হৃদি স্পৃশানি
স্মর্ত্বলুণ্ঠান্ত হৃদয়ং মম মাধবস্য ॥ ১৩ ॥

[১ ৫।২১]

তদৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হর্যাস্তে
সোহহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি ।
সর্বং ক্রণেন তদভূদসদৌশরিভুং
ভগ্ননুভুতং কুহকরাক্রমিবোপমুখ্যাম্ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণলালাঃ বর্ণয়তি ব্রজা [২।৭।২৬।৩৫]

ভূমিঃ শীরেতরবরুথাবিমদিতায়াঃ

কেশর্যায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ ।

হে পার্থ! হে অর্জুন! হে সথে! হে কুরুনন্দন! এইরূপ উদার
রুচির স্মিতশোভিত কৃষ্ণের হৃদয়স্পর্শী বাক্যসকল হে নরদেব! এখন অরণ
কামিনী আমাকে হৃদয় বাধিত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

গদ্যদেবুলী আমাকে হস্তে সেই গাণ্ডীব ধনু রহিয়াছে, সেই অস্ত্রসকল
আছে; সেই রথ সেই ঘোটকসকল এবং সেই রথী আমি এখনও বর্তমান ।
রাজাগণ বাহা দেখিয়া আমাকে নমস্কার করিত; দেখুন একক্ষণের মধ্যে
কৃষ্ণাঙ্গী আমাকে ভাস্ত্রে ঘৃত দেওয়ার আয় নিরর্থক হইয়াছে । বেক্রপ
উকর ক্রৌঞ্চক ধনুধারিণী কোন শত্রু উৎপন্ন করিবার না, তদুপ দেহ
সর্বত্র কুহকরাক্রমবস্তুর আয় নিরর্থক হইল ॥ ১৪ ॥

৭ অর্জুনসৈন্য দ্বারা বিমদিত পৃথিবীর ভারহরণের জন্ত প্রিভেবেদর

জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ

কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ১৫ ॥

তৌকেন জীবহরণং যত্নলু কিকার্য-

জ্জৈমাসিকশ্চ চ পদা শকটোহপবৃত্তঃ ।

যদ্রিক্ততান্তরগতেন দিবি স্পৃশোর্কা

উন্মূলনং ত্বিতরথাজ্জুনয়ো ন ভাব্যম্ ॥ ১৬ ॥

যদৈ ব্রজে ব্রজপশুন্ বিষতোয়পীতান্

পালানজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিবৃষ্ট্যা ।

তচ্ছুদ্ধয়েহতিবিষবীৰ্য্যবিলোলকিঙ্কর-

মুচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্ হৃদিমুদ্রাং ॥ ১৭ ॥

ভগবান্ নিজ বলা বলদেবের সহিত জনগণের অসুখকামানস্বরূপ
স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মমহিমাশূচক বিবিধ অনুগ্রহস্বরূপ
করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তিনি স্বয়ংরূপ না হইলে কিরূপে কয়েক দিবসের মধ্যে পদাশ্রিত করিয়া
হরণ করিলেন এবং তিনমাস বয়সে পদবারা শকটকে উত্তীর্ণ হইলেন এবং
আকাশস্পর্শী অজ্জুনবৃক্ষশৃঙ্গলকে কিরূপে হামাগুড়ি দিয়া, তৎস্বয়ং প্রদর্শন
করত তাহাদিগকে উন্মূলন করিলেন ॥ ১৬ ॥

আর আশ্চর্য্য এই যে, ব্রজে ব্রজপশুগণ ও পশুপালকগণের সহিত
করিয়া প্রাণভাগ করিলে তাহাদিগকে অনুগ্রহদৃষ্টি-বৃষ্টিস্বরূপ কলসী
করিলেন এবং কালীয়হুদে বিহার করত অতি বিবীৰ্য্য বিলোলকিঙ্কর
যে কালীয়সর্প, তাহাকে দূর করিয়া যমুনা-জলকে নির্বিষ করিলেন ॥ ১৭ ॥

তৎকৰ্ম দিব্যমিব যন্নিশি নিঃশয়ানং
দাবাগ্নিনা শুচিবনে পরিদহ্যমানে ।
উন্মেষ্যতি ব্রজমতোহবাসিতান্তকালং
নেত্রে পিধাপ্য সবলোহনাধিগম্যবীৰ্য্যঃ ॥ ১৮ ॥
গ্রহীত যদ্যদুপবন্ধমযুষ্ম মাতা ।
শুভ্রং সূতশ্চ নতু তত্তদযুষ্ম মাতি ।
যজ্জুস্ততোহশ্চ বদনে ভুবনানি গোপী
সম্বীক্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীং ॥ ১৯ ॥
নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি ভয়াদরুণশ্চ পাশা-
দেগোপান্ বিলেষু পিহিতান্ময়সূনুনা চ ।

সেই একটা দিব্য কৰ্ম্ম বাহা শুচিবনে অধিকরায়ে গাঢ় নিদ্রাগত
থাংকার সময় দাবাগ্নি আসিয়া প্রলয়ের জ্বায় সমস্ত বন ও ব্রজ দহন করিতে-
ছিল, তখন অনধিগম্যবীৰ্য্য কৃষ্ণ বলদেবের সহিত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া
তাহা পান করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণমাতা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্ত যে সকল রজ্জু সংগ্রহ
করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলেন না। আবার যখন কৃষ্ণ
হাই তুলিলেন, তখন তাঁহার বদনে যশোদা সমস্ত ভুবন দেখিয়া বিস্মিত
হইয়া শঙ্কিত মনে চিন্তা করিতে করিতে প্রতিবোধিত হইয়াছিলেন, এ
সমুদায়ই মহা আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ১৯ ॥

বরুণ দেবের পাশ হইতে নন্দকে মোচন করেন, মরাসুর কর্তৃক
গোপগণ বিলমধ্যে পিহিত হইলে তাহাদিগকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার
করেন, দিবসে নানাকার্য্যে ব্যাপ্ত ও রাতে অতিশ্রমে শয়ন করিলে

অহু্যাপ্তং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ
 লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম ॥ ২০ ॥
 গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায়
 দেবেহভিবর্ষতি পশুন্ কুপয়া রিরক্ষুঃ ।
 ধর্তোচ্ছিলৌদ্ধমিব সপ্তদিনানি সপ্ত-
 বর্ষো মহীধ্রমনৈষককরে সলীলম্ ॥ ২১ ॥
 ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্যাং
 রাসোন্মুখঃ কলপদায়তমুচ্ছিতেন ।
 উদ্দীপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদধুনাং
 হর্তুহরিষ্যতি শিরো ধনদানুগম্ ॥ ২২ ॥
 যে চ প্রলম্বখরদত্বরকেশুরিষ্ট-
 মল্লোভকংসযবনাঃ কপিপৌণ্ড্রকাণ্ডাঃ ।

গোকুলবাসাদিগকে বৈকুণ্ঠলোকে নীত করিয়াছিলেন । একাধা কি
 কি কোন দেবতাও করিতে পারে ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রের বজ্র লোপ হওয়ার ব্রজবিপ্লবমানসে ইন্দ্র অতি বর্ষণাদি করিলে
 কুপা পূর্বক পশুগুলিকে রক্ষা করিলেন এবং সপ্তবর্ষ বয়সে সাতদিন গিরি
 গোবর্দ্ধনকে ছত্রাকের দ্বারা এক হস্তে লীলাক্রমে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

চন্দ্রকিরণে উজ্জলরাত্রে রাসোন্মুখে কৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছিলেন । কলপদ
 বংশীধ্বনি দ্বারা উদ্দীপিতকাম ব্রজবধুদিগকে হরণ করিবার জন্য কুবেরা-
 নুগ শজ্জাচূড় আগিলে তাহার মস্তক হরণ করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

আবার দেখ ! প্রলম্ব ধেমুক বক কেনী অরিষ্ট চানুর কুবলয়-পীড়
 যবন দ্বিবিদ পৌণ্ড্রাদি দৈত্যগণ তথা শাল নরক বঙ্কল দম্ভবক্র সপ্তোক্ষ
 সম্বর বিদূরথ ক্রান্তপ্রভৃতি দুষ্টগণ এবং যুদ্ধে অস্ত্রধারী কাষোজ মৎস্ত

অন্যে চ সান্বকুজবল্লদন্তবক্র-

সপ্তোক্ষসম্বরবিদূরথরাগ্নিমুখ্যাঃ ।

যে বা মূধে সার্মতিশালিন আতচাপাঃ

কাম্বোজমংগুকুরুস্বঞ্জয়কৈকরাত্নাঃ ।

যাশ্চন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীম

ব্যাজাহ্নয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্ ॥ ২৩ ॥

[২১৭।৪০]

বিষ্ণোৰু বীৰ্য্যগণনাং কতমোহহঁতীহ

যঃ পার্থিবাত্মপি কবিবিমমে রজাংসি ।

চক্ষন্ত যঃ স্বরহসাহস্বলতা ত্রিপৃষ্ঠং

যস্মাঙ্গিসাম্যসদনাত্তরুকম্পয়ানম্ ॥ ২৪ ॥

কুরু স্বঞ্জয় কৈকরাদি বীরসকল কেবল দেব অর্জুন ভীম প্রভৃতি স্বীয় গণেরদ্বারা এবং স্বয়ং বধ করত স্বীয় বৈকুণ্ঠনিলয়ে নীত করিলেন । এ সমস্ত আশ্চর্য্য কথা ॥ ২৩ ॥

বিষ্ণু অনন্ত বীৰ্য্য । তাঁহার বীৰ্য্য কিছুই গণনা হয় না । পৃথিবীর রেণু সমস্ত গণনা করিতে সক্ষম যে কবি তিনিও বিষ্ণু শক্তি গণনা করিতে পারেন না । দেখ সেই ভগবান বিষ্ণু স্বীয় বামনবতাবে বেগ দান করিলে প্রধান তত্ত্ব হইতে সত্য লোক পর্য্যন্ত প্রকল্পিত হইল তখন বিষ্ণু চৌদ্ধ-ভুবনকে ত্রিসাম্য সদন হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় বলে ধারণ করিয়া-ছিলেন ॥ ২৪ ॥

[২।৭।৪৩-৪৫]

বেদাহমঙ্গ পরমশ্চ হি যোগমায়াং
 যুগ্ম ভবশ্চ ভগবানথ দৈত্যবৰ্য্যঃ ।
 পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাশ্বজাশ্চ
 প্রাচীনবহিষ্কাভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ ॥ ২৫ ॥

ইক্ষাকুরৈলমুচুকুন্দাবিদেহগামি
 রঘুশ্বরীষসগরা গয়নাহুযাত্মাঃ ।
 মাক্ষাত্রলক্শশতধনুন্নরন্তিদেবা
 দেবব্রতো বলিরমূর্ত্তরয়ো দিলীপঃ ॥ ২৬ ॥

সৌভর্য্য তক্ষশিবিদেবলপিল্লাদ-
 সারস্বতোদ্ধবপরাশরভুরিষেণাঃ
 যেহত্রেবিভীষণহনুমদুপেন্দ্রদত্ত-
 পাথাষ্টিষেণ বিহুর শ্রুতদেববৰ্য্যাঃ ॥ ২৭ ॥

হে নারদ ! সেই পরম পুরুষ বিষ্ণুর যোগমায়া আমি, তোমরা, শিব, প্রহ্লাদ, মনুপত্নী, মনু, তদীয় কন্যাগণ, প্রাচীনবহি, ঋতু, অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, বিদেহ, গামি, রঘু, অশ্বরীষ, সগর, গয়, নহষাদি, মাক্ষাতা, অলক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ সৌভরি, উতক, শিবি, দেবল, পিল্লাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভুরিসেন, বিভীষণ, হনুমান, শুক, পার্থ, অরিসেন বিহুর এবং শ্রুত-দেবাদি ভক্তগণ কিছু কিছু জানি ও জানেন ॥ ২৫।২৬।২৭ ॥

[২।৭।৪৭-৪৮]

তদৈ পদং ভগবতঃ পরমশ্চ পুংসো
ব্রহ্মোতি যদিদুরজস্মুখং বিশোকম্ ।
সপ্র্যঙ্ নিযম্য যতয়ো যমকর্ত্তহোতং
জহ্যঃ স্বরাড়িব নিপানর্থানত্রিমিত্রঃ ॥ ২৮ ॥

[২।৬।৩৭।৫৮]

নাহং ন যুয়ং যদূতাং গতিং বিদু-
ন' বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ ।
তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং
বিনির্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে ॥ ২৯ ॥

অজস্র সুখ ও বিশোক ব্রহ্ম বলিয়া যাহাকে উপনিষৎ সকল বলেন তাহাই পরম পুরুষ ভগবানের স্বরূপ । যতিগণ যে অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের চেষ্টা করেন তাহা ভগবৎস্বরূপত্বে চিত্তকে সহচররূপে নিয়মিত করিয়া পরিত্যাগ করিবে, কেননা জলাভাবে বেক্রপ খনিজ দ্বারা কূপ খনন করা যায় আর যথেষ্ট জলের অধিপতি হইলে সে খনিজকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ মান্বিকতত্ত্বকে ভেদ করিয়া ভগবৎ তত্ত্ব পাইতে হইলে যে ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষুদ্র অভেদ চেষ্টা করা যায় তাহা ভগবৎস্বরূপ নিকটস্থ করিতে পারিলে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৮ ॥

হে নারদ ! আমি বা তোমরা বা বামদেব বা কেহই তাহার শুদ্ধ-স্বরূপ অবগত হইতে পারিনা । অশ্রু দেবতাদিগের কথা কি ? তাঁহার মান্নায় মোহিত বুদ্ধি আমরা তাঁহার নির্মিত এই বিশ্বব্যাপারকে আত্ম-সমবুদ্ধিতেই বিচার করিয়া থাকি ॥ ২৯ ॥

যশ্চাবতারকস্মাণি গায়ন্তি হৃষ্মদাদয়ঃ ।

ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩০ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতঃ । [১০।৯০।৪৭]

তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু স্বঃসরিংপাদশৌচং
বিদ্বিটস্মিদ্ধাঃ স্বরূপং যযুরজিতপরা শ্রীর্ঘদর্থেহন্যযত্নঃ ।
যন্নামামঙ্গলঘ্নং শ্রুতমথ গাদিতং যৎকৃতো গোত্রধর্ম্যঃ
কৃষ্ণশ্চেত্য্য চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং কালচক্রায়ুধস্ত ॥ ৩১ ॥

দেবাঃ কৃষ্ণঃ [১০।২।২৬]

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং

সত্যশ্চ যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে ।

যাঁহার অবতার কর্ম সকল আমরা গান করিয়া থাকি পরন্তু তত্বত
সে সকল কি তাহা বুঝিতে পারি না । সেই ভগবিসয়ে জ্ঞানাদিচেষ্টা
বিফল । সুতরাং আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৩০ ॥

যিনি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় পাদশৌচরূপ গঙ্গা নদীর তীর্থত্ব
নিজকীর্তির নিকট লঘু করিয়াছেন, যাঁহাকে বিদ্বৈষ করিষা অনুর সকল
ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া স্নিগ্ধ হইয়াছে, যে শ্রীর জগ্ন অগ্ন দেবতাগণ তপশ্চা
করেন, সেই শ্রী যাঁহার চরণানুগতা হইয়াছেন, যাঁহার নাম শ্রুত কীর্তিত
হইয়া সমস্ত জীবের অমঙ্গলনাশ করে এবং যদাশ্রয়ে অচ্যুতগোত্র
প্রবৃত্ত হয় সেই কালচক্রায়ুধ কৃষ্ণের পক্ষে ক্ষিতিভার হরণ করা কি
চিত্র ॥ ৩১ ॥

দেবগণ কহিলেন হে কৃষ্ণ ! তুমি সত্যব্রত তুমি সত্যপর, তুমি
ত্রিকালসত্য, তুমি সত্যের জন্মস্থান, সত্যেই তোমার স্থিতি, তুমি সত্যের

সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং

সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ৩২ ॥

উদ্ধবঃ বিহ্বরঃ । [৩২।১৬]

মাং খেদয়তো্যতদজস্য জন্ম-

বিড়ম্বনং যদ্বাসুদেবগেহে ।

ব্রজে চ বাসোহরিভয়াদিব স্বয়ং

পুরাদ্যবাংসীদ্যদনন্তবীৰ্য্যঃ ॥ ৩৩ ॥

[৩২।১৮-২০]

কো বা অমুখ্যাজি সরোজরেণুং

বিস্মৰ্ত্তুমীশীত পুমান্ বিজিঘ্রন্ ।

যো বিস্মুরদ্ভাবিটপেন ভূমে-

ভীরং কৃতান্তেন তিরশ্চকার ॥ ৩৪ ॥

সত্য অর্থাৎ নিত্য সত্য, ঋত ও সত্য তোমার ছই নেত্র । তুমি সত্যাত্মক
তোমাতে আমরা শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৩২ ॥

উদ্ধব কহিলেন, যে বসুদেব গৃহে অজ পুরুষের জন্ম বিড়ম্বন, ব্রজে
অরিভয়ে বাস এবং অনন্তবীৰ্য্যের স্বয়ং মধুরা পরিত্যাগ রূপ কৰ্ম্ম সকল
আমার মনে খেদ উৎপন্ন করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

যিনি ভ্রভঙ্জিরূপ কৃতান্ত দ্বারা পৃথিবীর ভার দূরীভূত করিয়াছিলেন
সেই পুরুষকে তাঁহার চরণকমলের রেণু আশ্বাদন করিয়া কে বা বিস্মৃতি
প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

দৃষ্টা ভবদ্বির্ননু রাজসূয়ে
 চৈত্ৰশ্চ কৃষ্ণং দ্বিষতোহপি সিদ্ধিঃ ।
 যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সমাগ্না
 যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত ॥ ৩৫ ॥
 তথৈব চান্যে নরলোকবীরা
 য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্ ।
 নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং
 পার্থাস্তপূতাঃ পদমাপুরশ্চ ॥ ৩৬ ॥

[৩২-২৪]

মান্যেহসুরান্ ভাগবতাংজ্যধীশে
 সংরস্তমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্ ।
 যে সংযুগেহচক্ষত তাক্ষপুত্র-
 মংসে সুনাতায়ুধমাপতন্তম্ ॥ ৩৭ ॥

যোগিগণ অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা যে সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য স্পৃহা করেন সেই
 সিদ্ধি, কৃষ্ণকে বিদ্বেষ করিয়া শিশুপাল যুধিষ্ঠিরের সূক্ষ্মবল্লভ লাভ
 করিয়াছিল তাহা আপনারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহার বিরহ কে
 সহিতে পারে ॥ ৩৫ ॥

আবার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নরবীরসমূহ নয়নাভিরাম কৃষ্ণমুখারবিন্দ নেত্র
 দ্বারা মরণ সময়ে পান করিয়া অজ্ঞানের অন্ধ্রে দেহত্যাগপূর্বক তাঁহার
 ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

ত্রিশক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যে অনুরাগণ সংরস্ত মার্গাভি নিবিষ্টচিত্ত
 হইয়া যুদ্ধে গুরুভঙ্করহিত চক্রায়ুধকে তাঁহাদের উপর পড়িতে দেখিয়া

[৩২২]

ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বি বিভ্যতা ।
একাদশসমাস্তত্র গুণার্চিঃ সবলোহবসং ॥ ৩৮ ॥

[৩২৩-৩৩]

প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ ।
লীলয়া ব্যুদত্তাংস্তান্ বালঃ ক্রীড়নকানিব ॥ ৩৯ ॥
বিপন্নান্ বিষপানেন নিগ্রহ ভুজগাধিপম্
উথাপ্যাপায়দগাবস্ততোয়ং প্রকৃতিস্থিতম্ ॥ ৪০ ॥
অযাজয়দগোসবেন গোপরাজং দ্বিজোত্তমৈঃ ।
বিত্তশ্চ চোরুভারশ্চ চিকীৰ্ষুঃ সদ্যয়ং বিভুঃ ॥ ৪১ ॥

ছিলেন সে অশুরদিগকে আমি ভাগ্যবান্ ভাগবত বলিয়া মনে করি ॥ ৩৭ ॥

মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কংসভয়ভীত বহুদেব কতৃক নন্দ ব্রজে
নীত হন । তথায় বলদেবের সহিত গুণার্চি কৃষ্ণ একাদশ বৎসর বাস
করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

ভোজরাজ কংসকর্তৃক প্রযুক্ত কামরূপী মায়াময় অশুর সকলকে
বালক্রীড়া বস্তুর দ্বারা নিপাত করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

কালীয়েকে নিগ্রহ করিয়া বিষপানে বিপন্নগাভিদিগকে উঠাইয়া
প্রকৃতিস্থিত ধমুনাঙ্গল পান করাইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

সংগৃহীত উরুভারবিত্তসকলের সদ্যয় করিবার মানসে দ্বিজোত্তম-
দিগের দ্বারা গোপরাজ নন্দকে গোসবন যজ্ঞ যাজিত করাইয়া-
ছিলেন ॥ ৪১ ॥

বর্ষতীন্দ্রে ব্রজঃ কোপাভ্রুগ্গমানেহতিবিহ্বলঃ ।

গোত্রলীলাতপত্রেণ ত্রাতো ভদ্রানুগৃহীত ॥ ৪২ ॥

[৩৩১-১৩]

ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রো-

শিচকীৰ্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ ।

নিপাত্য তুঙ্গাদ্রিপুযুথনাথং

হতং ব্যকৰ্ষদ্যসুমোজসৌৰ্য্যাম্ ॥ ৪৩ ॥

সান্দীপনেঃ সক্রুৎপ্রোক্তং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্ ।

তস্মৈ প্রাদাদ্বরং পুত্রং মৃতং পঞ্চজনোদরাৎ ॥ ৪৪ ॥

সমাহুতা ভীষ্মককণ্ঠয়া যে

শ্রিয়ঃ সবার্ণেন বুভুযৈষাম্ ।

গান্ধৰ্ববৃত্ত্যা মিবতাং স্বভাগং

জহ্রে পদং যুন্ধি দধৎ সুপৰ্ণঃ ॥ ৪৫ ॥

তাঁহাতে ভগ্নমান হইয়া ইন্দ্র কোপ করিয়া ব্রজে মহাবর্ষণ করিলে
নির্দোষ গোপদিগকে রক্ষা করিবার মানসে গোবর্দ্ধন পর্কত লীলা ছত্রের
গ্রায় ধারণ করত রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

ব্রজ হইতে স্বীয় পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর পুরে তাঁহাদের
মঙ্গলচেষ্টার বলদেবের সহিত আসিয়া তুঙ্গ হইতে শত্রু যুথনাথ কংসকে
নিপাত্ত করিয়া বলপূর্বক নিধন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

একবার সান্দীপনি মুনির মুখ হইতে সমস্ত বেদ শ্রবণ করিয়া অধ্যয়ন
সমাপ্ত করিলেন এবং পঞ্চজন অশ্বরের উদর হইতে সেই মুনির মৃত পুত্রকে
তাঁহার প্রার্থনামত আনিয়া প্রদান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

লক্ষ্মীস্বরূপা ক্লিষ্টা কৰ্ত্তৃক বিবাহার্থ সমাহৃত রাজাগণের মন্তকে পদ

ককুদ্দিনোহবিদ্ধনসো দমিত্বা
 স্বয়ম্বরে নাগ্নজিতীমুবাহ ।
 তত্ত্বগ্নমামানপি গৃধ্যতোহজ্ঞান
 জয়েহকৃতঃ শত্রুভূতঃ স্বশস্ত্রৈঃ ॥ ৪৬ ॥
 প্রিয়ং প্রভুগ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া
 বিধিৎসুরাচ্ছদ্যুতরুং যদর্থৈ ।
 বজ্র্যাজবত্তং সগণোরুষাক্তঃ
 ক্রীড়ামৃগো নুনময়ং বধুনাম্ ॥ ৪৭ ॥
 সূতং মৃধে খং বপুষা গ্রসন্তং
 দৃষ্ট্বা সূনাভোন্নথিতং ধরিত্র্যা ।
 আমন্ত্রিতস্তত্তনয়ায় শেষং
 দত্ত্বা তদন্তঃপুরমাবিবেশ ॥ ৪৮ ॥

দিয়া গন্ধর্ববৃত্তিধারা তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্ত সুপর্ণ ষে রূপ অমৃত
 হরণ করিয়াছিল সেইরূপ কুঞ্জিনীকে হরণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিদ্ধনস ককুদ্দিগিকে স্বয়ম্বরে দমন করিয়া নাগ্নজিতীকে বিবাহ
 করিয়াছিলেন তাহাতে যে সকল অজ্ঞ রাজাগণ ভয়মান হইয়া শত্রুধারণ
 করে তাহাদিগকে স্বীয় শস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

সত্যভামাকে সন্তোষ করিবার জন্ত প্রিয়ার প্রিয়গাথন ষে রূপ গ্রাম্য-
 ব্যবহারে লোকে করিয়া থাকে তদ্রূপ স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণ করেন ।
 তাহাতে ইন্দ্র স্বগণ লইয়া বজ্রহস্তে বধুদিগের ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কুক্ষের
 সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ॥ ৪৭ ॥

শরীরের দ্বারা আকাশ গ্রাস করিবার ন্যায় যুদ্ধে চক্রেগ্রস্ত মৃত পুত্র

তত্রাহতাস্তা নরদেবকন্যাঃ
 কুজেন দৃষ্ট্ৱা হরিমার্জবন্ধুম্ ।
 উথায় সদ্যো জগৃহঃ প্রহর্ষ-
 ব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ ॥ ৪৯ ॥

আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু যোষিতাম্ ।
 সবিন্দং জগৃহে পাণীনুরূপঃ স্বমায়য়া ॥ ৫০ ॥
 তাস্বপত্যান্যজনয়দাত্মতুল্যানি সর্বতঃ ।
 ঐকৈকশ্রাং দশদশ প্রকৃতের্ব্ববুভুষয়া ॥ ৫১ ॥
 কালমাগধশাব্দীননীকৈরুদ্রতঃ পুরম্ ।
 অজীষনং স্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশং ॥ ৫২ ॥

নরককে দেখিয়া 'তন্মাত ধরিত্রী প্রার্থনা করায় তত্ত্বপুত্র ভগদত্তকে রাজ্য
 শেষ দিয়া তদন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৮ ॥

তথা নরকরাজদ্বারা আনীত নরদেবকন্যাগণ আর্জবন্ধু হরিকে দর্শন
 করত সন্ত দাঁড়াইয়া প্রহর্ষ লজ্জানুরাগ ও প্রেম দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে
 বিবাহোচিত প্রকারে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

সেই সকল জীগণকে নানা গৃহে এক মুহূর্ত্তে যুগপৎ শাস্ত্রবিধি মত
 স্বীয় চিহ্নক্ৰিবলে আশ্চর্য্যভাবে বিবাহ করিলেন ॥ ৫০ ॥

সেই জ্ঞী সকলের গর্ভে আত্মতুল্য দশ দশটা পুত্র আত্ম বিস্তৃতি স্বরূপে
 জন্ম দিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

কালযবন জরাসন্ধ শাব প্রভৃতি সসৈন্তে পুরী বেঠন করায় স্বয়ং এবং
 স্বীয় পুরুষভেদদ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

শস্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বক্ললমেব চ ।

অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীং কাংশ্চ ঘাতয়ং ॥ ৫৩ ॥

অথ তে ভ্রাতৃপুত্রাণাং পক্ষয়োঃ পতিতাম্ নৃপান্ ।

চচাল ভুঃ কুরুক্ষেত্রং যেসামাপততাং বলৈঃ ॥ ৫৪ ॥

স কর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং

কুমন্ত্রপাকেন হতশ্রিয়ানুযম্ ।

সুযোধনং সানুচরং শয়ানং

ভগ্নোরুযুর্ব্য্যাং ন ননন্দ পশুন্ ॥ ৫৫ ॥

[৩৩।১৭-১৮]

উত্তরায়াং ধৃতঃ পুরোর্ব্যংশঃ সাক্ষাভিমন্যুনা ।

স বৈ জ্যোত্স্নসংপ্লুষ্ঠঃ পুনর্ভগবতা ধৃতঃ ॥ ৫৬ ॥

শস্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বক্লল এবং অন্যান্য দন্তবক্রাদিকে স্বয়ং এবং
অস্ত্রের দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

হে বিহর! পরে তোমার ভ্রাতৃপুত্রদিগের উভয় পক্ষপাতী রাজাদিগকে
কুরুক্ষেত্র ভূমিকে সসৈন্তে কল্পিত করার বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

কর্ণ, দুঃশাসন, সৌবল ইহাদের কুমন্ত্রণায় হতলী ও হতায় অনুচর
সহিত দুর্ঘোদনকে ভূমিতে ভগ্নউরু শয়িত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ
করেন নাই ॥ ৫৫ ॥

অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে যে পুরু বংশ ধৃত হইয়াছিল তাহা
অশ্বখামার অস্ত্রে সংপ্লুষ্ট হওয়ায় পুনরায় কৃষ্ণ তাহা ধারণ করাইলেন ॥ ৫৬ ॥

অযাজয়দ্ধর্মসুতমশ্বমেধৈস্ত্রিভির্বিভুঃ ।

সোহপি স্মামনুজৈ রক্ষন্ রেমে কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥ ৫৭ ॥

[৩-৩-২০]

স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযুষকল্পয়া ।

চরিত্রেণানবত্তেন শ্রীনিকেতেন চাত্মনা ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকঃ পরীক্ষিতঃ । [১০।১০।৪৯-৫০]

ইথং পরশু নিজধর্মরিরক্ষয়াত্ত-

লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি ।

কর্মাণি কর্মকষণানি যদুত্তমশু

শ্রাদ্ধাদযুষ্যপদয়োঃনুবৃত্তিমিচ্ছন্ ॥ ৫৯ ॥

মর্ত্তস্তয়ান্নু সমেধিতয়া যুকুন্দ-

শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্তনচিন্ত্যৈতি ।

ধর্মসুত বুদ্ধিষ্ঠিরকে তিনটা অশ্বমেধ যাজন করাইলেন । তিনিও
ভ্রাতৃবলে কৃষ্ণ অনুব্রত হইয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণ স্নিগ্ধ স্মিত অবলোকন, অমৃত সমান শিষ্টবাক্য ও অনবশু চরিত্র
এবং ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপে আত্মগুণে সকলের প্রীতির বিষয় হইয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

যে ব্যক্তিগণ সেই কৃষ্ণের পদদ্বয়ে অনুবৃত্তি ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিজধর্ম
রক্ষার জন্য গৃহীত লীলাতনু পরতত্ত্ব উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কর্মনাশক
কর্ম সকল সর্বদা শ্রবণ করুন ॥ ৫৯ ॥

মর্ত্ত্য, শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ কীর্তন চিন্তাসহকারে সমৃদ্ধ ভক্তি সমাধি

তন্নামদুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গং

প্রোমাদনং ক্ষিতিভুজোহপি যযুর্থদর্থাঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং

সিদ্ধপ্রেমরস বর্ণনে

অষ্টাদশঃ কিরণঃ ।

দ্বারা তাঁহার দ্রুত কৃতান্ত বেগনাশক ধামকে প্রাপ্ত হন । বাহা পাইবার
জন্তু ক্ষিতিপতিগণও গৃহত্যাগ করিয়া গমন করেন ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরস

বর্ণনে অষ্টাদশকিরণে মরীচিপ্রভানাং

গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

একোনবিংশঃ কিরণঃ ।

সিদ্ধ প্রেমরসঃ । রসগরিমা ।

শ্লোকঃ পরীক্ষিতঃ । [১০।২০।৪৮]

জয়তি জনানিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ সৈবদোভিরশ্রুতধর্মম্ ।
স্থিরচরব্রজিনয়ঃ স্তম্ভিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ১ ॥

ব্রজা কৃষ্ণঃ [১০।১৪।১]

নৌমীড়্য তেহভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পারিপিচ্ছ-লসনুখায় ।

গরিমা ব্রজলীলায়াঃ কৃপয়া যেন বর্ণিতঃ ।

সাধু নামুপকারায় তং নৌমি ব্যাসনন্দনং ॥

দেবকীগর্ভে জন্ম এই কথাটা যাঁহার সম্বন্ধে বাদমাত্র সেই জননিবাস
যশোদানন্দ জন্মযুক্ত হউন । যদুবরদিগকে লইয়া যাঁহার সভা এবং স্বীয়
বল ও স্বীয় জনের বাহুবল দ্বারা যিনি অধর্মকে নিরস্ত করেন এইরূপ
প্রবাদ আছে অথচ স্থিরচরগণের সমস্ত অমঙ্গল যাঁহার নামকীর্তনে দূর
হয় । যাঁহার স্তম্ভিত শ্রীমুখের দ্বারা ব্রজপুরবনিতাদিগের কাম নিরস্তর
বৃদ্ধি হয় তিনি জন্মযুক্ত হউন ॥ ১ ॥

নিত্যরূপ বর্ণনদ্বারা ব্রজা কহিলেন ; অত্র অর্থাৎ মেঘের ত্রায়
যাঁহার কান্তি ; তড়িতের ত্রায় যাঁহার অম্বর ; যাঁহার কর্ণভূষণ গুঞ্জা ;

বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-

লক্ষ্মীশ্রিয়ে মুদ্রপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ ২ ॥

[১০।১৪।১৮]

অদ্বৈব ব্রহ্মতেহশু কিং মম ন তে মায়াব্রহ্মাদর্শিত-
মেকোহসি প্রথমং ততো ব্রহ্মসুহৃদংসাঃ সমস্তা অপি ।
তাবন্তোহপি চতুর্ভূজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদয়ং শিষ্যতে ॥ ৩ ॥

ব্রজে বিহরতঃ কৃষ্ণশু সর্কালৌকিকত্বমিতব্রহ্মাধ্বয়ং ব্রহ্মণা দৃষ্টম্ ।
তদলৌকিকনরলীলাক্রমঃ । শুকঃ । [১০।১৪।১-২]

নন্দস্ত্রাশ্রজউৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ ।

আহুয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কতান্ ॥ ৪ ॥

যাঁহার মুখচন্দ্র ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা স্নশোভিত ; যাঁহার গলদেশে বনমালা ;
যিনি শ্রীকবল (দধোদনগ্রাস) বেত্র বিষাণ বেণুদ্বারা চিহ্নিত, যিনি মুদ্রপদে
গমন করেন ; পশুপ নলের পুন্ড্রাভিমাণে যিনি নিত্য বর্জমান ; তুমি
সেই কৃষ্ণ, তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ২ ॥

হে কৃষ্ণ, তোমার ব্রজলীলার গরিমা অপার । আমাকে তুমি কৃপা
করিয়া অস্ত্র ইহাই দেখাইলে যে, তুমি ব্যতীত এই সমস্তই মায়া । তুমি
প্রথমে এক অদ্বয় কৃষ্ণ লক্ষিত হইলে ; পরে ব্রহ্মসুহৃৎ বৎস সমস্ত রূপে
তুমি প্রকাশ পাইলে । পরে সে সকল চতুর্ভূজ এবং অখিল বিশ্বের
সহিত আমাকে লইয়া এক উপাসিত তত্ত্ব দেখাইলে । সে সকল জগৎ
আবার তোমাতে অমিত অদ্বয় ব্রহ্মরূপে অবশেষ রহিল ॥ ৩ ॥

সর্কালৌকিক ব্রজবিহার আনুপূর্বিক বলিতেছেন । মহামনা নন্দ

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকস্মাত্ত্বজস্য বৈ ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চনং তথা ॥ ৫ ॥

[১০।৫।১৮]

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমুদ্ভিমান্ ।
হরেনিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ ৬ ॥

[১০।৬।২]

কংসেন প্রহিতা ঘোরা পুতনা বালঘাতিনী ॥ ৭ ॥

[১০।৬।১০]

তস্মিন্ স্তনং দুর্জরবীৰ্য্যমুত্তমং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দ্দদাবথ ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড়্য তৎ
প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোহপিবৎ ॥ ৮ ॥

দ্বীয় আত্মজ উৎপন্ন হওয়ায় জাতাঙ্কাদ হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে
আহ্বানপূর্ব্বক স্নাত ও অলঙ্কৃত করাইয়া স্বস্ত্যয়ন পঠন, বিধিপূর্ব্বক
পিতৃদেবার্চন সমাপনান্তে পুত্রের জাতকস্ম নিরীক্ষা করাইলেন ॥ ৪।৫ ॥

হে নৃপ ! সেই সময় হইতে নন্দব্রজ সর্ব সমুদ্ভিমান হইল । হরি-
নিবাসনিবন্ধন রমাদেবীর ক্রীড়ার স্থল হইল ॥ ৬ ॥

ঘোরা বালঘাতিনী পুতনা কংসকর্তৃক প্রেরিত হইলে সে দুর্জর-বীৰ্য্য
বিষমুক্ত স্তন শিশুরূপী কৃষ্ণকে অঙ্কে লইয়া তাঁহাকে পান করাইতে
লাগিল । কৃষ্ণ রোষসমন্বিত হইয়া দুই করে তাহার স্তন ধরিয়া গাঢ়রূপে
তাঁহার প্রাণের সহিত পান করিলেন ॥ ৭।৮ ॥

[১০।৬।৩১]

তাবনন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাম্ ।
বিলোক্য পুতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ ॥ ৯ ॥

[১০।৭।৭] শকটভঞ্জনং ।

অধঃ শয়ানশ্চ শিশোরনেহ্লক-
প্রবালমৃদুজিহ্বতং ব্যবৰ্ত্তত ।
বিশ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং
ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকুবরম্ ॥ ১০ ॥

[১০।৭।১৮] তৃণাবৰ্ত্তবধঃ ।

একদারোহমাক্রুতং লালয়ন্তী সূতং সতী ।
গরিমাণং শিশোর্বোদুং ন সেহে গিরিকূটবৎ ॥ ১১ ॥

[১০।৭।২০]

দৈত্যো নাম্না তৃণাবৰ্ত্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রচোণোদিতঃ ।
চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমৰ্ভকম্ ॥ ১২ ॥

সেই সময় নন্দাদি গোপসকল মথুরা হইতে ব্রজে উপস্থিত হইয়া
পুতনার মৃতদেহ দেখিয়া অতি বিস্মিত হইলেন ॥ ৯ ॥

শকটতলে শায়িত শিশুর প্রবালবৎ কোমল ক্ষুদ্রপদ দ্বারা শকট পাতিত
হইল । শকটের চক্র অক্ষ ও যুগন্ধর বিপর্যাস্ত হইয়া পড়িলে তদুপস্থিত
রসকুপি পাত্র সমস্ত বিশ্বস্ত হইল ॥ ১০ ॥

একদিন যশোদা উৎসর্গে কৃষ্ণকে আক্রুত করাইয়া লালন করিতে-
ছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ পর্কতের ঞ্চায় ভারি হইলে যশোদা আর
অধিকক্ষণ রাখিতে পারিলেন না ॥ ১১ ॥

কংস-প্রেমিত তদীয় ভৃত্য তৃণাবৰ্ত্ত নামা দৈত্য চক্রবাতরূপে আসিয়া

[১০।৭।২৬ ও ২৮]

তুণাবত্তঃ শান্তরয়ো বাত্যা-রূপধরো হরন্ ।
 কৃষ্ণং নভোগতো গন্তং নাশকৌড়ুরিভারভূং ॥
 গলগ্রহর্ণান্শ্চেষ্টো দৈতেয়া নিগতলোচনঃ ।
 অব্যক্তরাবো ন্যপতং সহ বালো ব্যসূর্ব্রজে ॥ ১৩ ॥

[১০।৭।৩৪-৩৬] (কৃষ্ণমুখে বিশ্বরূপ-দর্শনং) ।

একদার্কমাদায় স্বাক্ষমারোপ্য ভাবিনী ।
 প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥
 পীতপ্রায়স্য জননী সূতস্য রুচিরস্মিতম্ ।
 মূখং লালয়তী রাজন্ জৃম্বতো দদৃশে ইদম্ ॥ ১৪ ॥
 খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
 সূর্য্যেন্দুবহিঃসনামুধীংশ্চ ।
 দ্বীপান্নগাংস্তদুহিতুবানি
 ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি ॥ ১৫ ॥

আসীন শিশুকে হরণ করিয়া লইয়া গেল ॥ ১২ ॥

বাত্যারূপ ধরিয়া কৃষ্ণকে ব্যোমমার্গে কিছুদূর লইয়া বাইতে বাইতে ভূরিভার বহনে শান্তগতি হইতে লাগিল । কৃষ্ণ তাহার গলাধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে, অত্যন্ত ভারবৃদ্ধ হইয়া দৈত্য নিশ্চেষ্ট নিগতলোচন অব্যক্তরাব অবস্থায় প্রাণত্যাগ-পূর্ব্বক বালকের সহিত পতিত হইল ॥ ১৩ ॥

একদিবস ভাবিনী ষশোদা কৃষ্ণকে স্নেহপরিপ্লুত হইয়া স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন । আহ্লাদে পুত্রের মুখলালন করিতে করিতে তাহার হাই উঠিলে মুখমধ্যে বিশ্ব দর্শন করিলেন । আকাশ, জ্যোতি,

[১০।৮।২১] (জাহ্নুচংক্রমণঃ)

কালেন ব্রজতাল্লেন গোকুলে রামকেশবৌ ।

জাহ্নুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ তু ॥ ১৬ ॥

[১০।৮।২৬ ও ২৮]

কালেনোল্লেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোব্রজে ।

অঘৃষ্টজাহ্নুভিঃ পান্ডিবিচক্রমতুরোজসা ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বাক্য কোমারচাপলম্ ।

শৃণ্বন্ত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ॥ ১৮ ॥

[১০।৮।২৯] কোমারচাপল্যং ।

বৎসান্ যুঞ্চন্ কচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ ।

স্তেয়ং স্বাদৃত্যথ দধিপয়ঃ কল্লিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ ।

মক্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নান্তি ভাণ্ডং ভিনন্তি ।

দ্রব্যলাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্ত তোকান্ ॥ ১৯ ॥

দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, বহি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপসমস্ত, ভূধরসকল, নদীসকল, বনসমস্ত, ভূতগণ ও স্থিরজঙ্গম দেখিতে পাইলেন ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

সময়ক্রমে গোকুলে রামকৃষ্ণ হস্তজাহ্নুদ্বারা হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

অল্পকালে হে রাজর্ষে ! গোব্রজে রামকৃষ্ণ জাহ্নুচংক্রমণ ছাড়িয়া পদদ্বারা বলপূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণের কোমারগত স্নন্দর চপলতা দেখিয়া গোপীসকল বশোদাকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

হে বশোদে ! তোমার কৃষ্ণ কখন কখন আমাদের বাড়ীতে গিয়া অসময়ে বৎস ছাড়িয়া দেন ও চীৎকার হাস করেন । চুরির কোশল

একদা [১০।৯।৮] (চৌধঃ)

উদুখলাজ্ঞৈরুপারি ব্যবাস্থতং
মৰ্কটায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্ ।
হৈয়ম্ভবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সূতমাগমচ্ছনৈঃ ॥ ২০ ॥

[১০।৯।১২।১৫।১৬ ও ১৮] উদুখলবন্ধনং ।

ত্যাঙ্ক্য যষ্টিং সূতং ভীতং বিজ্ঞার্যার্কবৎসলা ।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দান্মহতদীৰ্য্যাকোবিদা ॥
তদামবধ্যমানশ্চ স্মার্ককশ্চ কৃতাগসঃ ।
দ্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেহ্যচ্চ গোপিকা ॥
যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনাগ্যদপি সন্দধে ।
তদপি দ্যঙ্গুলং ন্যূনং যদযদাদত্তবন্ধনম্ ॥

করিয়া চোরিত দধি হুগ্ন আস্বাদন করেন । আবার ভাগ করিয়া মৰ্কট-
দিগকে খাওয়ান । না খাইলে ভাঁড় ভাঙ্গিয়া ফেলেন । জব্য প্রাপ্ত
না হইলে কোপপূৰ্ব্বক বালক সকলকে তাড়নপূৰ্ব্বক কাঁদাইয়া চলিয়া
যান ॥ ১৯ ॥

একদিন উদুখলে উঠিয়া শিকাস্থিত মাখন মৰ্কটগণকে যথেষ্ট খাওয়াইতে-
ছিলেন । চৌর্য্যশঙ্কিতচক্ষুযুক্ত পুত্রকে দেখিয়া অল্পে অল্পে বশোদা
আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥

পুত্রকে ভীত দেখিয়া যষ্টি ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণবীৰ্য্যানভিজ্ঞ বশোদা
গুঁাহাকে রজ্জু দিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিলেন । ভয়ভীত কৃষ্ণকে বাঁধিতে
গিয়া রজ্জু হই অঙ্গুলি কম হইতে লাগিল । তখন জননীকে স্বিন্নগাত্র

স্বমাতুঃ স্নিগ্ধগাত্রায়া বিস্রস্তকবরভ্রজঃ ।

দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ২১ ॥

[১০।১০।২০]

নেমং বিরিক্ণো ন ভবোঁন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ২২ ॥

[১০।১০।২১] যমলাজ্জুনভঙ্গঃ ।

ইত্যন্তরেণার্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্ত যমায়োর্বযৌ ।

আত্মনির্ব্বেশমাত্রেন তির্য্যগ্ গতমুদুখলম্ ॥ ২৩ ॥

[১০।১০।২২]

বালেন নিষ্কর্ষতান্বগুদুখলং তদ-

দামোদরেণ তরসোঁকলিতাজ্জিবন্ধৌ ।

নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-

ক্ষক্ষপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ ॥ ২৪ ॥

ও বিস্রস্তকবরী দেখিয়া তাঁহাকে শাস্ত আনিয়া কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ বন্ধন স্বীকার করিলেন ॥ ২১ ॥

বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ যশোদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মা শিব বা অঙ্গসংশ্রয়া শ্রীদেবীও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ২২ ॥

দুইটা অর্জুন বৃক্ষের মধ্যে কৃষ্ণ এমনত সময় প্রবেশ করিলেন যে, উদুখলটা টেরচা হইলে তাহাতে আটকিয়া গেল ॥ ২৩ ॥

বালকরূপী কৃষ্ণ নিষ্কর্ষণ করিলে সেই উদুখলের বেগে ঐ বৃক্ষদ্বয়ের অভ্যিবন্ধ শিথিল হইল এবং বৃক্ষদ্বয়ের ক্ষক্ষপ্রবাল ছিন্ন হইয়া প্রচণ্ড শব্দে সহিত পড়িয়া গেল ॥ ২৪ ॥

[১০।১০।২৮] নলকুবরমোচনং ।

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্মুরন্তো
সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ ।
কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং
বন্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমুচতুঃ স্ম ॥ ২৫ ॥

[১০।১০।৩৮]

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণো কথায়ান্
হন্তো চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ ।
স্মৃত্যং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সত্যং দর্শনেহস্ত ভবন্তনুনাং ॥ ২৬ ॥

[১০।১০।৪২] কৃষ্ণঃ নলকুবরো ।

তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকুবর সাদনম্ ।

সংজাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোহভবঃ ॥ ২৭ ॥

তখন সেই বৃক্ষদ্বয় হইতে উৎপন্ন অগ্নির ত্রায় দুইটি সিদ্ধপুরুষ বাহির হইয়া বন্ধাঞ্জলী পূর্বক অখিললোকনাথ কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ মূর্ত্তস্বরূপে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

হে নাথ ! তোমার গুণানুকথনে আমাদের বাণী নিষ্কৃত হউক, তোমার কথাশ্রবণে কর্ণ নিষ্কৃত হউক, তোমার দাস্ত্র কৰ্ম্মে আমাদের মন নিষ্কৃত হউক, জগৎনিবাসস্বরূপ তোমার বন্দনে মস্তক নিষ্কৃত হউক, তোমার অর্চা দর্শনে ও বৈষ্ণবদর্শনে আমাদের দৃষ্টি শূন্য হউক ॥ ২৬ ॥

হে নলকুবর ! তোমরা মৎপর হইয়া নিজ গৃহে যাও । আমাদের ঈপ্সিতভাব উদয় হইয়াছে । ইহা ঘাঘাই ভববন্ধন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

[১০।১১।২৭-২৮] : বৃন্দাবনগমনং । নন্দঃ গোপান্ ।

যাবদৌৎপাতিকোহরিষ্ঠৌ ব্রজং নাভিভবেদিতঃ ।

তাবদ্বালানুপাদায় যাস্থামোহন্যত্র সানুগাঃ ॥ ২৮ ॥

বনং বৃন্দাবনং নাম শশব্যং নবকাননম্ ।

গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদিতৃণবীরুধম্ ॥ ২৯ ॥

[১০।১১।৩৫-৩৬]

বৃন্দাবনং সংপ্রবিষ্ট্য সৰ্ব্বকালসুখাবহম্ ।

তত্র চক্রবর্ত্যজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ ॥

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ ।

বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োন্ নৃপ ॥ ৩০ ॥

[১০।১১।৩৭-৪০]

এবং ব্রজোকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ ।

কলবাকৈ্যঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥

অনন্তর নন্দ গোপদিগকে কহিলেন, হে গোপগণ ! যে পর্য্যন্ত অরিষ্ট উৎপাত এই ব্রজকে অভিভব না করে, তৎপূর্বেই রামকৃষ্ণ হইয়া অনুগগণের সহিত অন্যত্র গমন করিব ॥ ২৮ ॥

বৃন্দাবন নামক বন, পশুদিগের নির্বাহোপযোগী স্থান, নূতন কানন এবং গো গোপ গোপীগণের সেবনীয় পুণ্যপর্বত তৃণবীরুধযুক্ত ॥ ২৯ ॥

বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া শকট দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার সৰ্ব্বকালসুখাবহ ব্রজাবাস স্থাপন করিলেন । হে নৃপ ! যমুনাপুলিনশোভিত গোবর্দ্ধন-সংযুক্ত বৃন্দাবন দর্শন করত রামকৃষ্ণের উত্তমা প্রীতি উদ্ভব হইল ॥ ৩০ ॥

বালচেষ্টিত ও কলবাক্যদ্বারা ব্রজবাসীদিগের প্রীতি সংগ্রহ করতঃ

অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালবালকৈঃ ।
 চারয়ামাসতুর্বৎসারানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥
 কচিদ্ধাদয়তো বেণুং ক্লেপণৈঃ ক্ষিপতঃ কচিৎ ।
 কচিৎপাদৈঃ কিঙ্কণীভিঃ কচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ ॥
 ব্রষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরং ॥ ৩১ ॥

[১০।১১।৪১-৪৪] বকাসুরবধঃ ।

বয়শ্চৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিষাংসুর্দৈত্য আগমৎ ।
 তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযুথগতং হরিঃ ॥
 গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গুলতচ্যুতঃ ।
 ভ্রাময়িত্বা কপিথাগ্রে প্রাহিণোদগতজীবিতম্ ।
 তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধুসাধ্বিতি ॥ ৩২ ॥

উপযুক্তকালে রামকৃষ্ণ বৎসপাল হইয়া উঠিলেন । নানা-ক্রীড়া-পরিচ্ছদযুক্ত হইয়া ব্রজভূমির অদূরে গোপবালকদিগের সহিত গোবৎসসকল চারণ করিতে লাগিলেন । কখন বংশী বাজ, কখন ক্লেপণ দ্বারা দ্রব্যাদি ছুড়িয়া, কখন কিঙ্কণীযুক্ত পদদ্বারা, কখন গোবৃষদ্বারা, কখন পরস্পর বৃষ হইয়া নাদ সহিত পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ ও বলদেবকে বয়শ্চগণের সহিত নাশ করিবার অভিপ্রায়ে দৈত্য একটা আসিয়া উপস্থিত হইল । বৎসযুথগত সেই বৎসরূপী অনুরকে দেখিয়া কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ পাদবয় লাঙ্গুলের সহিত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাকে গতজীবিত করিয়া কপিথাবৃক্ষের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন । গোপ-বালকগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

[১০।১১।৪৭-৪৮] বকাসুরবধঃ ।

তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্ ।

তত্রসুর্বজ্রনিভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্ ॥

স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধ্বক্ ।

আগত্য তরসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোহগ্রসদলী ॥ ৩৩ ॥

[১০।১১।৫০-৫১]

তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবৎ

গোপালসূনুং পিতরং জগদগুরোঃ ।

চচ্ছদ সন্তোহতিরুষাক্রতং বক-

স্তুণ্ডেন হস্তং পুনরভ্যপত্তত ॥ ৩৪ ॥

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়ো-

দৌর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং গতিঃ ।

পশ্চাৎসু বালেষু দদার লীলয়া

মুদাবহো বীরণবদ্বিবৌকসাম্ ॥ ৩৫ ॥

গোপবালকগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বজ্রভয়গিরিশৃঙ্গের আশ্রয় একটা মহাসত্ত্বকে অবস্থিত দেখিলেন । সেই বকাসুর নামা বকরূপী বলবান্ মহাসুর বেগের সহিত আসিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড হইয়া কৃষ্ণকে গ্রাস করিল ॥ ৩৩ ॥

বকাসুর স্বীয় তালুমূল অগ্নির আশ্রয় দগ্ধ হইতে বুঝিয়া জগদগুরুর পিতা গোপাশ্রয় কৃষ্ণকে অতিক্রোধে বমন করিয়া বাহির করিল এবং তুণ্ড দ্বারা পুনরায় আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

বক আসিয়া পড়িতে পড়িতে সাধুদিগের গতি কৃষ্ণ ছই হস্তে তাহার তুণ্ডদ্বয় নিগ্রহ করত সেই কংসসখ বককে গোপবালকদিগের দৃষ্টিপথে

[୧୦।୧୨।-୧, ୬, ୮, ୧୦ ଓ ୧୨]

কচিদ্বনাশায় মনোদধদ্বজাৎ

প্রাতঃ সমুথায় বয়ন্তবৎসপান্ ।

প্রবোধয়ন্ শৃঙ্গরবেণ চাক্ৰুণা

बिनिर्गते बंसपुरःसरो हरिः ॥ ३७ ॥

কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈযুথীকৃত্য স্বকান্ স্বকান্ ।

চারয়ন্তোহৰ্ভলীলাভিৰ্বিজহুস্ত্র তত্র হি ॥ ৩৭ ॥

যদি দূরংগতঃ কুষেণ বনশোভেক্ষণায় তম্ ।

অহং পূৰ্বমহং পূৰ্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ৩৮ ॥

विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकैः ।

বকৈরূপবিশন্তশ নৃত্যন্তশ কলাপিভিঃ ॥ ৩৯ ॥

লীলাপূর্বক তুণের স্তায় বিদারিত করিলেন। তাহাতে দেবগণ
পরমাহ্লাদিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

কোন সময়ে প্রাতে বস্ত্র বৎসপালদিগকে চাক্র শৃঙ্গরবদ্বারা প্রাবোধিত
করিয়া বৎসগণ সহকারে কৃষ্ণ বনভোজনে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণের অসংখ্য বৎস এবং গোপবালকদিগের পৃথক্ পৃথক্ অনেক বৎস। সেই সকল বৎসগণকে যুগে যুগে পৃথক্ লইয়া গোপবালক সকল বনে বিহার করেন। ৩৭ ॥

কৃষ্ণ বনশোভা দেখিতে দূরগত হইলে আমি আগে বাইব, আমি
আগে বাইব বলিয়া কৃষ্ণকে স্পর্শ করতঃ গোপবালকগণ আনন্দ লাভ
করেন ॥ ৩৮ ॥

কখন কখন তাঁহারা পক্ষীর ছায়ার সঙ্গে ধাবমান হন, কখন ধীরে

সাকং ভেকৈর্বির্লজ্জন্তুঃ সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ ।
বিহসন্তুঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তুশ্চ প্রতিস্বনান্ ॥ ৪০ ॥

যৎপাদপাং শুর্বল্জ্জন্মকৃচ্ছতো
ধ্বতাস্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ ।
স এব যদৃগ্মিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্ ॥ ৪১ ॥

অথ অশাসুরবধঃ [১০।১২।১৩, ১৪, ১৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩৬]

অথাশ্বনামাভ্যপতম্মহাসুর-
স্তেবাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্রমঃ ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেষ্মুভিঃ
পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষতে ॥ ৪২ ॥

ধীরে হংসগণের সহিত গমন করেন, কখন বকের সহিত উপবেশন করেন
এবং কখন ময়ূরগণের সহিত নৃত্য করেন ॥ ৩৯ ॥

কখন কখন মণ্ডুকদিগের সহিত লক্ষ্য দেন, শ্রোতে ভাসমান হন,
প্রতিচ্ছায়াকে পরিহাস করেন এবং শাপ প্রদান পূর্বক প্রতিবিম্বের
সহিত বিবাদ করেন ॥ ৪০ ॥

বহুতন্মের তপাদির ক্রেশ দ্বারা ধ্বতাস্মা যোগিগণ যাহার পাদরেণু
প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন না, তিনি স্বয়ং যাহাদের দৃগ্মিষয় হইয়া অবস্থিত,
সেই ব্রজবাসীদিগের সৌভাগ্য কি আর বর্ণন করিব ॥ ৪১ ॥

অনন্তর তাঁহাদের বিহারক্রীড়া দেখিতে অক্ষম হইয়া মহাসুর অথ
আগিয়া উপস্থিত হইল। সেই অসুরটী এক্রপ যে অমৃত পান করিয়া
অমরগণ যাহার হাত হইতে জীবন রক্ষার জন্ত সর্বদা সতর্ক থাকেন ॥ ৪২ ॥

দৃষ্টার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ
 কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ ।
 অয়ন্ত মে সৌদরনাশকৃতয়োঃ
 দ্বয়োরথৈনং সবলং হনিষ্যে ॥ ৪৩ ॥
 ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্বপুঃ
 স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্ ।
 ধ্বজাভূতং ব্যাতগুহাননং তদা
 পথি ব্যাশেত গ্রসনাশয়া খলঃ ॥ ৪৪ ॥
 কৃত্যং কিমত্রাস্থ খলস্ত জীবনং
 ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্ ।
 দ্বয়ং কথং শ্রাদিতি সংবিচিন্ত্য
 জ্ঞাত্বাবিশন্তু গুপ্তমশেষ দৃগ্ঘরিঃ ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণানুগত গোপবালকগণকে দেখিয়া কংসানুগত বক ও গুহনার
 কনিষ্ঠ সেই অঘাসুর মনে করিল, এই কৃষ্ণই আমার সহোদরা ও সহোদরকে
 নাশ করিয়াছে ; সেই মৃতদেহের উদ্দেশে বলদেবের সহিত এই কৃষ্ণকে
 আমি বধ করিব ॥ ৪৩ ॥

এইরূপ স্থির করিয়া সেই খল অসুর মহাদ্রির ত্রায় স্থল একবোজন
 বিস্তৃত বৃহৎ অজগর বপু ধারণ পূর্বক মুখব্যাধান করিয়া কৃষ্ণকে
 গিলিবার আশায় পথমধ্যে শুইয়া রহিল ॥ ৪৪ ॥

অশেষদর্শনন্ত কৃষ্ণ ঐ খলের জীবন নাশ হয় অথচ সাধুদিগের হিংসা
 না হয়, এরূপ কি করা যাইতে পারে, ইহা চিন্তা করত তাহার
 তুণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ ।

জহমুর্ঘ্যে চ কংসাঢ়াঃ কোণপাস্ত্বঘবাক্রবাঃ ॥ ৪৬ ॥

তচ্ছুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্তব্যয়ঃ সার্ববৎসকম্ ।

চূর্ণাচিকীৰ্ষোরাগ্নানং তরসা ববুধে গলে ॥ ৪৭ ॥

ততোহতিকায়শ্চ নিকুদ্ধমার্গিণো

ভ্রাদ্গীর্ণদৃষ্টেভ্রমতাস্ততস্ততঃ ।

পূর্ণোহন্তরঙ্গে পবনো নিকুদ্ধো

মুর্দ্ধন্বি নিৰ্ভিত্ত্বি নিৰ্গতো বহিঃ ॥ ৪৮ ॥

রাজমাজগরং চন্ম্য শুক্লং বৃন্দাবনেহদ্ভুতম্ ।

ব্রজোকসাং বহুতিথং বভ বাক্রৌড়গহ্বরম্ ॥ ৪৯ ॥

তখন মেঘের আড়ে থাকিয়া দেবভাগণ হাহাকার করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং কংসাদি অঘবান্ধব কোণপ পুরুষগণ আনন্দিত হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

তাহা শ্রবণ করিয়া অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অভ্র বৎসক সহিত আপনাকে, দ্রুত চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ুক্ত অশুরের গলদেশের মধ্যে, বুদ্ধি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

তখন অতিকায় সেই অশুরের শ্বাস-প্রশ্বাস-মার্গ নিকুদ্ধ হইলে চক্ষুদ্বয় বাহির হইল এবং অশুরটী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল । কৃষ্ণ অত্যন্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যগত পবন নিরোধ করিয়া বন্ধরদ্ধ, ভেদ করত বাহির হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৮ ॥

হে রাজন্ সেই অজগরের শুক্লচন্ম্য বহুকাল বৃন্দাবনে অদ্ভুত রূপে ব্রজবাসীদিগের ক্রৌড়াগহ্বর হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

ততঃ কৃষ্ণঃ [১০।১৫ ৫, ৬, ৮, ১১, ১২ ও ১৩]

অহোহতিরম্যং পুলিনং বয়শ্চাঃ

স্বকৈলিসম্পন্নমৃদুলাচ্ছবালুকম্ ।

শ্মুটং সরোগন্ধহতালিপত্রিক-

ধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্রম্যাকুলম্ ॥ ৫০ ॥

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারুচং কুধাদ্বিতাঃ ।

বৎসাসমীপেহপঃ পীত্বা চরন্ত শনকৈস্তৃণম্ ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণশ্চ বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-

রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ ।

সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-

শ্চদা যথান্তোরুহকর্ণিকার্যাঃ ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে বয়স্গণ! আহা। এই পুলিন অতি রম্য। ইহাতে আমাদের কৈলিসম্পৎস্বরূপ মৃদুলাচ্ছবালুকা সকল বর্ত্তমান। প্রস্ফুটিত সরোবর (জাত-সরোজ-) গন্ধ ধারা আকৃষ্ট ভ্রমর ও পক্ষিগণের ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে দ্রমসকল শোভা পাইতেছে ॥ ৫০ ॥

এই স্থানে আমরা কুধাদ্বিত হইয়াছি, আমরা আহার করি, দিবস অতিবেল হইতেছে। বৎস সকল নিকটস্থিত তৃণে অগ্নে অগ্নে চক্রক ও যমুনার জল পান করুক ॥ ৫১ ॥

স্তরে স্তরে মণ্ডল নির্মাণ পূর্বক ব্রজবালকসকল বিকসিতমরন কৃষ্ণাভিমুখী হইয়া তাঁহার চতুর্দিকে সেই বিপিনে বসিয়া কমলকর্ণিকার চতুর্দিকস্থ পত্রের ত্রায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

বিভ্রদেগুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেদ্রে চ কক্ষে
 বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু ।
 তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরিমুহদো হাসয়ন্নর্মাভিঃ সৈবঃ
 স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুখালকেলিঃ ॥ ৫৩ ॥

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষুচ্যুতান্সু ।
 বৎসাত্ত্বন্তর্যকেন দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সংব্রস্তানুচে কৃষ্ণোহস্ম ভীভয়ম্ ।
 মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতে হা নেষ্যে বৎসকানহং ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণে দূরং গতে । [১০, ১৩, ১৫, ১৮ ও ১৯]

অন্তোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়াভকশ্শেখিতু-
 দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্তমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্ ।

যজ্ঞভুক্ত হইয়া বালকেলি কৃষ্ণ জঠরবস্ত্রে বেণু ধারণ এবং বাম কক্ষে
 ও বাম হস্তে শৃঙ্গ ও বেত্র ধারণ এবং অঙ্গুলীসকলে শ্রীফলাদি ধারণ
 পূর্বক দক্ষিণাত দক্ষিণ হস্তে লইয়া চতুর্দিকে স্থিত মুহুর্ভগকে নন্দ্যবাক্য
 দ্বারা হাসাইয়া স্বর্গে দেবগণের দৃষ্টিপথে থাকিয়া ভোজন করিতে
 লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

এইরূপে হে ভারত ! কৃষ্ণাত্মীয় বৎসপগণ ভোজন বিহার করিতে-
 ছিলেন, সেই সময় তৃণলোভিত হইয়া বৎসসকল দূর বনে প্রবেশ
 করিল ॥ ৫৪ ॥

তাহাতে বালকগণ ভীত হইলে তাহাদের ভয়হারী কৃষ্ণ তাহাদিগকে
 বলিলেন, “হে ভাই সকল, তোমরা ভোজন কর, আমি সমস্ত বৎস
 লইয়া আসিতেছি” ॥ ৫৫ ॥

নীত্বাগ্রত্র কুরুদহান্তরদধাৎ খেহবস্থিতো যঃ পুরা
 দৃষ্ট্বাষাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিশ্বয়ম্ ॥৫৬॥
 ততো কৃষ্ণো যুদং কর্ত্ত্বং তন্মাতৃগাঞ্চ কশ্চ চ ।
 উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকুদীশ্বরঃ ॥ ৫৭ ॥
 যাবদ্বৎসপবৎসকান্নকবপূর্যাবৎ করাজ্যাদিকং
 যাবদৃষষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ঘ্রাবদ্বিভূষাম্বরম্ ।
 যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
 সর্বং বিষ্ণুময়ং গিরোহঙ্গবদজঃ সর্বস্বরূপো বভৌ ॥৫৮॥

[১০।১৩।২৬-২৭]

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাকমম্বহম্ ।

হে কুরুদহ ! কৃষ্ণ দূরে গেলে পদ্মযোনি ব্রজা সেই অবসরে আসিয়া
 মায়া-বালক শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মহিমা দেখিবার মানসে সেই স্থান হইতে
 বৎসগুলিকে এবং বৎসপালদিগকে অগ্রত্বে লইয়া অন্তর্দ্বান হইলেন ।
 ব্রজার এই কার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু এই যে, কৃষ্ণের অবমোক্ষণ দেখিয়া পরম
 বিশ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বর কৃষ্ণ গোপবালকদিগের জননীগণের এবং ব্রজার
 আনন্দবর্দ্ধনার্থে আপনা হইতে বৎসপ ও বৎসগণ প্রকট করিলেন ॥ ৫৭ ॥

বৎস ও বৎসপগণের যে পরিমাণ বপু, যেরূপ করাজ্য, ইত্যাদি,
 যেরূপে বাহার যষ্টি, বিষাণ, বেণু, শিক্কা, ভূষা, বস্ত্র, স্বভাব, গুণ, নাম,
 আকৃতি, বয়স, বিহারাদি সকলই হইল । (সর্ববিষ্ণুময়) এই বাক্যার্থ-
 স্বরূপ স্বয়ং কৃষ্ণ প্রকাশ পাইলেন ॥ ৫৮ ॥

যশোদানন্দনে যেরূপ স্নেহ ছিল, ব্রজবাসীদিগের স্বীয় স্বীয় পুত্রে

শনৈর্নিঃসীম ববুধে যথা কৃষ্ণে ত্রপূর্ববৎ ॥ ৫৯ ॥

ইথমাত্মান্নান্নানং বৎসপালমিষণে সঃ ।

পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥ ৬০ ॥

বলদেবঃ । [১০।১৩.৬৬, ৩৭ ৪০, ৪৪, ৪৫]

কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেহখিলাত্মনি ।

ব্রজস্থ স্বাত্মনস্তোকেষুপূর্বং প্রেম বর্দ্ধিতে ॥ ৬১ ॥

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী ।

প্রায়োমায়াস্ত মে ভর্তৃনায়া মেহপি বিমোহিনী ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণতঃ সর্বং জ্ঞাত্বা বলদেবো বিস্মিতো বভূব ।

তাবদেত্যাশ্চভুরাত্মমানেন ক্রট্যনেহসা ।

পূরোবদাকং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥ ৬৩ ॥

স্নেহবল্লী একবৎসর প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে নিঃসীম হইয়া বৃদ্ধি পাইল ॥ ৫৯ ॥

সকলের আত্মা কৃষ্ণ আত্মশক্তিদ্বারা আপনাকে বৎসপালরূপে প্রকট করিয়া স্বয়ং বৎসপালস্বরূপ এক বৎসর বনে ও গোষ্ঠে বৎসপালন পূর্বক ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

তাহা দেখিয়া বলদেব বলিলেন, আহা কি আশ্চর্য্য ! অখিলাত্মা-বাসুদেবে ব্রজবাসীদিগের (স্বাভাবিক প্রেম বিপ্তমাম, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের) স্বীয় স্বীয় পুত্রে অপূর্ব প্রেম বর্দ্ধিত হইয়াছে, একি অদ্ভুত ॥ ৬১ ॥

এই মায়া কি দৈবী, বা মানুষী, বা আসুরী ! কোথা হইতে আসিল ? বোধ হয় আমার প্রভু কৃষ্ণের এ মায়া, কেননা অন্তের মায়া আমাকে বিমোহিত করিতে পারে না ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণ হইতে সমস্ত অবগত হইয়া বলদেব বিস্মিত হইলেন । ইত্যবসরে

এবং সন্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্ ।
 স্বয়ৈব মায়য়াজোহপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৬৪ ॥
 তস্যাং তমোবনৈহারং খণ্ডোতার্চিরিবাহনি ।
 মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যায়নি যুঞ্জতঃ ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মা দদর্শ । [১০।১৩।৫৪, ৫৯, ৬০, ৬১ ও ৬২] (ব্রহ্মমোহনং)

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমুত্তরঃ ।
 অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্য অপি হ্যপনিষদ্ শাম্ ॥ ৬৬ ॥
 সপত্তোবাভিতঃ পশুন্দিশোহপশ্যং পুরংস্থিতম্ ।
 বৃন্দাবনং জনাজীব্যক্রমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্ ॥

আত্মভূ ব্রহ্মা স্বীয়মানে এক ক্রুটি যাইতে না যাইতে তথায় আসিয়া
 সর্বকলা সহিত কৃষ্ণকে পূর্বের ত্রায় এক বৎসর ক্রীড়া করিতেছেন
 দেখিলেন ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বমোহন বিষ্ণুকে সন্মোহিত করিতে গিয়া তন্মায়া দ্বারা জন্মরহিত
 ব্রহ্মা স্বয়ং বিমোহিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬৪ ॥

দিবাভাগে খদ্যোতপ্রভা বেরূপ বিলুপ্ত হয় এবং রাত্রে নীহারগততম
 অদৃষ্ট হয়, তজ্জপ আত্মারূপ কৃষ্ণে অত্রের মায়া প্রযুক্ত হইলে ভগবানের
 মহতীতর মায়া দ্বারা তৎস্বরূপ বিলুপ্ত হয় ॥ ৬৫ ॥

তখন ভক্তিপূর্বক চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, কৃষ্ণতত্ত্ব
 সর্বোত্তম । তাহাতে যে রসবৈচিত্র্য, তাহা সমস্তই সত্যজ্ঞান, অনন্ত
 ও আনন্দমাত্র রসমুত্তি । উপনিষদক্ষেও তাহাদের ভূরিমাহাত্ম্য
 অস্পৃষ্ট ॥ ৬৬ ॥

চতুর্দিকে দৃষ্টি করিয়া সন্মুখে দেখিলেন যে, বনটী বৃন্দাবনবাসী জনের
 আজীব্য ক্রমাди দ্বারা পূর্ণ এবং নিত্যপ্রিয় । স্বাভাবিক বৈরাডিভাবযুক্ত

যত্র নৈসর্গদুর্ভৈরাঃ সহাসনৃমৃগাদয়ঃ ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রতরুট্ তর্বকাদিকম্ ॥ ৬৭ ॥

তত্রোদ্রহং পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং
ব্রহ্মাদয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্ ।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিহ্ন-
দেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচেষ্ঠ ॥ ৬৮ ॥

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোহবতীৰ্য্য
পৃথগ্ যং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য ।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্মুকুকোট্যভিরঞ্জি যুগ্মং
নত্বা যুদশ্চক্ষুজলৈরকৃত্যভিষেকম্ ॥ ৬৯ ॥

নরমৃগাদি মিত্রভাবে বাস করিতেছেন । বৃন্দাবন নিতাই কৃষ্ণের আবাস-
ভূমি, তথায় ক্রোধ লোভাদি নাই ॥ ৬৭ ॥

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দেখিলেন, সেই বৃন্দাবনে গোপবংশীয় শিশুত্ব-
নাট্য বিস্তার করিয়া অদ্বয়ব্রহ্ম অগাধবোধস্বরূপ পরতত্ত্ব অনন্ত
শ্রুতময় কৃষ্ণ পূর্ববৎ বৎস ও সখাদিগকে চারিদিকে কবলহস্তে অন্বেষণ
করিতেছেন ॥ ৬৮ ॥

কৃষ্ণকে দেখিয়া ব্রহ্মা সত্তর নিজধোরণ অর্থাৎ স্ববাহন হইতে নামিয়া
কনকদণ্ডবৎ স্বীয় বপু পৃথিবীর উপর নিপাতিত করিয়া চারিটি মস্তকস্থিত
মুকুটকোট্যধারা তাঁহার পাদদ্বয় স্পর্শ পূর্বক নমস্কার করিলেন এবং
আনন্দাশ্রুধারা সেই পদদ্বয়কে অভিষেক করিলেন ॥ ৬৯ ॥

[১০।১৪।১১ ও ৩৯] ব্রহ্মা কৃষ্ণঃ ।

ক্কাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবাভু-

সম্বেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।

ক্বেদৃগ্নিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-

বাতাধ্বরোমবিবরশ্চ চ তে মহিষম্ ॥ ৭০ ॥

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সৰ্ব্বং ত্বং বেৎসি সৰ্ব্বদৃক্ ।

ত্বমেব জগতাং নাথো জগট্চৈতত্ত্বাবাপিতম্ ॥ ৭১ ॥

[১০।১৫।২০-২২] ধেমুকবধঃ ।

শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা ।

সুবলস্তোককৃষ্ণাভা গোপাঃ প্রেমেন্দমব্রুবন্ ॥

রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ ।

ইতোহবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসঙ্কুলম্ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, বারি ও ভূমি এইগুলির দ্বারা সম্বেষ্টিত অণ্ডঘটরূপ সপ্তবিতস্তিকার আমি কে? আবার এইরূপ অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুবৎ স্বাহার প্রতিলোমকূপে গবাঙ্কদ্বারে বিচরণ করিতেছে, সেই তোমার মহিমার সীমাই বা কোথা? ॥ ৭০ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি সৰ্ব্বদৃক্ সমস্ত অবগত আছ। আমাকে অনুগত দাস বলিয়া স্বীকার কর। তুমিই জগৎ সমূহের নাথ। এই জগৎটা তুমিই আমাকে অর্পণ করিয়াছ ॥ ৭১ ॥

রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদামা নামক গোপাল, সুবল, তোককৃষ্ণ আদি গোপসকল প্রেমপূরক বলিল, হে মহাসত্ত্ব রাম! হে দুষ্টঘাতিন্ কৃষ্ণ!

ফলানি তত্র ভুরীণি পতন্তি পতিতানি চ ।

সন্তি কিস্তবরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাশ্বনা ॥ ৭২ ॥

[১০।১৫।৩২ ও ৪০] বলদেবঃ ।

স তং গৃহীত্বা পদয়োত্র াময়িত্বৈকপাণিনা ।

চিক্কেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্ ॥

অথ তালফলাগ্ৰাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ ।

তৃণঞ্চ পশবশ্চেচরুহতধেনুককাননে ॥ ৭৩ ॥

[১০।১৬।১] কালিয়দমনঃ ।

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ ।

তস্তা বিশুদ্ধিমন্নিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ ॥

[১০।১৬।৬৬-৬৭]

পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাত্ত গরুড়ধ্বজম্ ।

ততঃ প্রীতোহভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রমাভিবাদ্য তম্ ॥

এই স্থান হইতে অল্পদূরে তালপংক্তি পূর্ণ একটি সুমহদ্বন আছে । সেখানে অনেক ফল পড়িয়া আছে ও পড়িতেছে ; কিন্তু দুরাশ্বা ধেনুকান্নর সেই সকল ফল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৭২ ॥

তখন বলদেব সেই ধেনুকগর্দভের পদদ্বয় হস্তদ্বারা ধরিয়া ঘুরাইয়া নিহত করিলেন এবং তালবৃক্ষের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন । মনুষ্যসমূহ বিগতভয় হইয়া সেই হস্তধেনুক কাননে তালফল খাইতে লাগিলেন এবং গরুসকল তৃণভোজন করিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥

কালিয়বিষে বমুনাঙ্গল দূষিত হইয়াছে দেখিয়া কৃষ্ণ তাহার শুদ্ধি-কামনায় সেই সর্পকে তথা হইতে নির্বাসিত করিলেন । জগন্নাথ কৃষ্ণকে

সকলব্রহ্মহুংপুত্রো দ্বীপমন্ধেজগাম হ ।

তদৈব সাম্বতজলা যমুনা নির্বিষাভবৎ ॥ ৭৪ ॥

[১০.১৭।২০-২২ ও ২৫]

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুভ্রুভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ ।

উষুর্জৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ॥

তদা শুচিবনোদ্ধূতো দাবাগ্নিঃ সর্বতো ব্রজম্ ।

সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদক্ষু যুপচক্রমে ॥

তত উথায় সম্ভ্রান্তা দহমানা ব্রজৌকসঃ ।

কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্ ॥

ইথং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ ।

তর্মগ্নিমপিবত্তীব্রমনন্তোহনন্তশক্তিধ্বক্ ॥ ৭৫ ॥

পূজা পূর্বক প্রসন্ন করিয়া প্রীতিপূর্বক তাঁহাকে পরিক্রমা করিয়া কলত্র পুত্র ও স্তম্ভদগণ সহিত কালিয়, সমুদ্রমধ্যস্থ রমণক দ্বীপে গমন করিল। সেই অবধি নির্বিষ হইয়া যমুনা অম্বতজলা হইলেন ॥ ৭৪ ॥

হে রাজেন্দ্র ক্ষুংপিপাসাতুর ব্রজবাসী ও গো-সমূহ কালিন্দীকূলে সেই রাত্রি বাস করিলেন। সহসা শুচিবনোদ্ধূত দাবাগ্নি সমস্ত ব্রজ দক্ষ করিতে উপক্রম করিল। সেই ঘোর রাত্রে সকলে নিদ্রিত ছিলেন। তখন ব্রজ দক্ষ হইতেছে দেখিয়া সকলে সম্মুখে উঠিয়া মায়া-মনুষ্য পরমেশ্বর কৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। স্বজনগণের বৈক্লব্য দেখিয়া জগদীশ্বর অনন্ত শক্তিদ্বারা অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণ সেই অগ্নিকে তৎক্ষণাৎ পান করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭৫ ॥

[১০।১৮।১৭-১৮ ও ২৪] প্রলম্ববধঃ ।

পশুংশ্চারয়তোর্গৌষ্টৈপশুদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ ।

গোপরূপী প্রলম্বোহগাদমুরস্তজ্জিহ্বায়ৈ ।

তদ্বিদ্বানপি দাশাহে । ভগবান্ সর্বদর্শনঃ ।

অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্ম বিচিস্তয়ন্ ॥ ৭৬ ॥

উবাহ কৃষ্ণে ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ

বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রৌহিণীসুতম্ ॥ ৭৭ ॥

[১০।১৮।২৮-২৯] ততঃ বলদেবঃ জ্ঞাৎবা

রুমাহনপ্রিরসি দৃঢ়েন যুষ্টিনা

সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা ।

স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো

মুখাদমন্ধিরমপশ্বতোহসুরঃ ।

মহারবং ব্যাসুরপতৎ সমীরয়ন্

গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ ॥ ৭৮ ॥

বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ পশু চরাইতেছিলেন, প্রলম্বাসুর তাঁহাদিগকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে গোপরূপ ধারণপূর্বক উপস্থিত হইল। সর্বদর্শন ভগবান্ দাশাহী তাহা জানিয়াও তাহার বধ :বিচার করিয়া তাহার সহিত প্রথমে সখ্য ব্যবহার করিলেন। ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীদামাকে বহন করিতে লাগিলেন। ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করিল এবং প্রলম্ব রৌহিণীসুত বলদেবকে বহন করিতে লাগিল ॥ ৭৬-৭৭ ॥

বলদেব প্রলম্বকে জানিতে পারিয়া দৃঢ়মুষ্টির দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। ইন্দ্র যেরূপ পর্বতকে বজ্র দ্বারা আহত করেন, তদ্রূপ। এক

[১০।১৯।১ ও ১২] দাবানলপানঃ

ততঃ সমস্তাদবধুমকেতু-
বদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কুবনৌকসাম্ ।
সমীরিতঃ সারাথিনোন্মণোল্লুকৈ-
বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্ ॥ ৭৯ ॥

গোপানামাতিশ্রবণাৎ ।

তথেষ্টমিলিতাক্ষেমুভগবানগ্নিমুদ্রণম্ ।
পীত্বা খেন তান্ কৃচ্ছাদেষোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ ॥ ৮০ ॥

[১০।২০।৭, ৯ ও ১২] কৃষ্ণপ্রেরিতক্ষুধিতগোপ লাঃ ।] (যজ্ঞপত্নীকৃপা ।)

গাশ্চারণস্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লম্বতো বুভুক্ষিতৌ ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্যবিত্তমাঃ ॥ ৮১ ॥

আঘাতেই সেই অশুর বিদীর্ণমস্তক হইয়া মুখদ্বারা রক্তবমন করিতে করিতে
মহারবে বিগতজীবন হইয়া গেল ॥ ৭৮ ॥

তদনন্তর দাবাধিরূপ ধুমকেতু বনবাসীদিগকে ক্ষয় করিবার জন্ত হঠাৎ
উত্তিত সারথিরূপ বায়ুর সাহায্যে স্থিরজঙ্গমকে নাশ করিতে লাগিল ॥ ৭৯ ॥

গোপদিগের আকৃতি দেখিয়া কৃষ্ণ সকলকে চক্ষু নিমীলিত করাইয়া উত্তর
অগ্নিকে মুখ দ্বারা পান করিয়া ফেলিলেন এবং মহাধোগ দ্বারা সকলকে
অগ্নিমুক্ত করিলেন ॥ ৮০ ॥

দূরবনে গরু চরাইতে চরাইতে ক্ষুধিত হইলে গোপবালক সকল
রামকৃষ্ণকে জানাইল । কৃষ্ণের আজ্ঞায় তাহারা যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট
গিয়া বলিল, হে বিপ্রগণ! গাভী চরাইতে রামকৃষ্ণ দূরবনে আসিয়া

ইতি তে ভগবদ্ব্যাক্রাং শৃণ্বন্তোহপি ন শুশ্রুবুঃ ।

ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্মাণো বালিশা বুদ্ধমানিনঃ ॥

ন তে যদোমিতি প্রোচুন' নেতি চ পরস্তপ ।

গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥৮২॥

[১০।২৩।১৪] ততঃ কৃষ্ণঃ ।

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সমকর্ষণমাগতম্ ।

দাস্তস্তি কামমন্মং বঃ স্নিদ্ধা মযু্যষিতা ধিয়া ॥ ৮৩ ॥

[১০।২৩।১৭, ১৯, ২২, ২৬, ৩৪ ও ৫০] ততঃ গোপালাঃ ।

গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ ।

বুভুক্ষিতশ্চ তস্থান্নং সান্নগশ্চ প্রদীয়তাম্ ॥ ৮৪ ॥

ক্ষুধিত হইয়াছেন, আপনাদের নিকট হইতে অন্ন যাক্রা করিয়াছেন । হে ধর্ম্মবিন্দুমগণ ! যদি শ্রদ্ধা হয়, অন্নদান করুন ॥ ৮১ ॥

ক্ষুদ্রাশা বুদ্ধ ভূরিকর্ম্মপ্রিয়, মৃঢ় বুদ্ধাভিমানী ব্রাহ্মণগণ সেই ভগবৎ-প্রার্থনা শুনিয়াও শুনিল না । হে পরস্তপ ! তাহারা যখন হাঁ, না, কিছুই বলিল না, গোপগণ নিরাশ হইয়া গিয়া রামকৃষ্ণকে জানাইল ॥ ৮২ ॥

তখন কৃষ্ণ কহিলেন, তবে তোমরা সেই বিপ্রদিগের পত্নীদিগকে জানাও যে নকর্ষণ-সহিত কৃষ্ণ আসিয়াছেন । এই কথা বলিলে সেই মন্যনা, স্নিদ্ধ যজ্ঞপত্নীগণ তোমাদিগকে বখেটে অন্নদান করিবেন ॥ ৮৩ ॥

গোপালগণ যজ্ঞপত্নীদিগের নিকট গিয়া বলিল যে, কৃষ্ণ ক্ষুধিত হইয়া দূরে রামের সহিত আসিয়াছেন । তাঁহাদের অনুগগণের সহিত তাঁহাদিগকে অন্নপ্রদান করুন ॥ ৮৪ ॥

ততঃ যজ্ঞপত্নাঃ ।

চতুর্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ ।

অভিসম্রুঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্ভূমিব নিম্নগাঃ ॥ ৮৫ ॥

তা অপশ্রু ।

শ্রামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবহ্নি-

ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে ।

বিদ্যাস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমজ্জং

কর্ণোৎপলালককপোলমুখাজ্জহাসম্ ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণঃ ।

নমস্কা ময়ি কুর্বাতি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ ।

অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাগ্নপ্রিয়ে যথা ॥

তাহা শুনিয়া যজ্ঞপত্নীগণ পাত্রে করিয়া বহু গুণশালী চতুর্বিধ অন্ন লইয়া, নদীসকল যেমত সমুদ্রাভিমুখে বেগে গমন করে, তজ্জপ সকলেই প্রিয় কৃষ্ণের প্রতি অভিসার করিলেন ॥ ৮৫ ॥

তাহারা গিয়া কৃষ্ণের যে মনোহর রূপ দেখিলেন, তাহা শুকদেব বর্ণন করিয়াছেন । হিরণ্যপরিধি বিশিষ্ট, শ্রাম, বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু, প্রবালযুক্ত নটবরবেশে অমুব্রতদিগের স্বন্ধে এক হস্ত অর্পণ করিয়া এবং অপর হস্তে একটি পদ্ম ঘুরাইতে ছিলেন । সেই-সময় তাহার কর্ণোৎপল ও অলকাযুক্ত কপোল এবং মুখপদ্মের হাস শোভা পাইতেছিল ॥ ৮৬ ॥

যজ্ঞপত্নীগণ অন্নপ্রদান করিয়া কৃপা প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ কহিলেন, হে স্নানরীগণ ! কুশলকর্ম্মা স্বার্থদর্শিগণ আমাতে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা

শ্রবণাদর্শনান্ধ্যানাম্ময়ি ভাবোহনুকীৰ্ত্তনাং ।

ন তথা সন্নিকর্ষণে প্রতিঘাত ততো গৃহান্ ॥ ৮৭ ॥

ততঃ যাজ্ঞিকব্রাহ্মণা হনুতাপেন ।

তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।

যন্মায়ামোহিতধিরো ভ্রমামঃ কৰ্ম্মবয়্ম্ম ॥ ৮৮ ॥

[১০।২৪।১৫ ও ২৮-৩০] ইন্দ্রপূজাবিষয়ে কৃষ্ণঃ নন্দঃ ।

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্ব কৰ্ম্মানুবর্ত্তিনাম্ ।

অনীশেনাগ্রথা কৰ্ত্ত্বং স্বভাববিহিতং নৃণাম্ ॥

যবসঞ্চ গবাং দত্তা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ ॥

প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপৰ্ব্বতান্ ।

এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে ॥ ৮৯ ॥

সাক্ষাৎ ভক্তি করিয়া থাকেন । আত্মপ্রিয়ে যেরূপ প্রিয়াগণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ । শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও অনুকীৰ্ত্তন দ্বারা আমাতে যেরূপ ভাব হয়, সেরূপ সন্নিকর্ষণে হয় না । অতএব তোমরা ঘরে গিয়া আমাতে ভক্তি কর ॥ ৮৭ ॥

পরে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণ পত্নীদিগের ভাব জানিয়া এরূপ অনুতাপ পূর্বক বলিলেন, সেই অকুণ্ঠমেধা ভগবান্ কৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি । সেই কৃষ্ণমায়ায় ভ্রামিত হইয়া আমরা কৰ্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি ॥ ৮৮ ॥

ইন্দ্রপূজার আহরণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিলেন, হে তাত ! স্বীয় স্বীয় কৰ্ম্মানুবর্ত্তী ভূতগণের সম্বন্ধে ইন্দ্রের কি অধিকার । মনুষ্যগণ স্বভাব-বিহিত কৰ্ম্ম করে তাহাতে ইন্দ্র অগ্রথা করিতে অশক্ত । গরু সকলকে বাস খাওয়াইয়া গোবর্দ্ধন পর্বতকে উপযুক্ত বলি প্রদান কর । গো বিপ্র

[১০।২৪।৩৮]

ইত্যঙ্গি-গোদ্বিজমথং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ ।

যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ॥ ৯০ ॥

ইন্দ্রঃ । [১০।২৫।৫ ও ৭]

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্ ।

কৃষ্ণং মত'যুপাশ্রিত্য গোপা মে চকুরপ্রিয়ম্ ॥

অহৈকৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্ ।

মরুদগণৈর্মহাবেগৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসরা ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণঃ । [১০।২৫।১৭।১৯ ও ২৩] (গোবর্দ্ধনধারণং)

নহি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরানামীশবিস্ময়ঃ ।

মতোহসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে ॥

অনল ও পর্বতকে প্রদক্ষিণ কর । ইহাই আমার মত । যদি কুচি হয়,
এইরূপ করিতে পার ॥ ৮৯ ॥

এই প্রকার পর্বত, গো ও দ্বিজ-যজ্ঞ কৃষ্ণাভিপ্রায়-মত সম্পন্ন করিয়া
গোপসকল কৃষ্ণের সহিত ব্রজে গমন করিলেন ॥ ৯০ ॥

ইহা দেখিয়া ইন্দ্র বলিল, অহো ! গোপসকল বাচাল, বালিশ, স্তব্ধ,
অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমानी মরণশীল কৃষ্ণকে উপাশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয়
সাধন করিল । নন্দগোষ্ঠ নষ্ট করিবার জন্য আমি ঐরাবত আরোহণ
পূর্বক ব্রজে চলিলাম ॥ ৯১ ॥

ইন্দ্র বর্ষণদ্বারা গোষ্ঠ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে কৃষ্ণ কহিলেন, ভক্তি-
বৃদ্ধ ব্যক্তির দেবগণের অধিপতি বলিয়া গর্ব হয় না । ভক্ত্যাবাবেই
ইন্দের এইরূপ দুর্বুদ্ধি । অসৎ ব্যক্তির মানভঙ্গ আমি হইতে তাহাদের

ইত্যাভ্যেকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্ ।

দধার লীলয়া বিষ্ণুচ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥

ক্ষুভৃড়ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈব্রজবাসিভিঃ ।

বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলং পদাং ॥ ৯২ ॥

[১০।২৫।২৪ ও ২৮]

কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোহতিবিস্মিতঃ ।

নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসংকল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংগ্ৰবারয়ং ॥

ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ববৎ প্রভুঃ ।

পশুতাং সর্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া ॥ ৯৩ ॥

[১০।২৬।২৫]

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুশা বজ্রাশ্মপরুমানিলৈঃ

সীদংপালপশুজিয়াশ্রয়ণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যাম্ময়ন্ ।

মঙ্গলের স্তম্ভই হয় । এই কথা বলিয়া এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্বত তুলিয়া ভগবান ছত্রাকের আয় লীলা পূর্বক ধারণ করিলেন । ক্ষুধা, তৃষ্ণা সুখাপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবাসিগণের দর্শনপথে পর্বতধারণপূর্বক সপ্তাহ পদচালন করেন নাই ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণের যোগানুভাব দেখিয়া ইন্দ্র অতি বিস্মিতভাবে ভ্রষ্টসংকল্প ও নিস্তম্ভ হইয়া স্বীয় মেঘগণকে নিবৃত্ত করিলেন । কৃষ্ণও সর্বভূতের দর্শনপথে লীলাপূর্বক শৈলকে স্বস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিলেন ॥ ৯৩ ॥

নিজ যজ্ঞবিপ্লবনিবন্ধন ক্রোধে ইন্দ্র, বর্ষা, বজ্রপাত, করকাপাত, তীব্র-বায়ু দ্বারা উৎপাত করায় পশু ও পশুপাল এবং ব্রজজীগণ ক্লিষ্ট হইলে তাহাদের একমাত্র শরণরূপ কৃষ্ণ তদ্ব্যপ্তে অনুকম্পাহাসের সহিত শৈল

উৎপাট্যককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছলীক্লং যথা
বিভ্রদেগাষ্ঠমপান্নহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান ইন্দ্রো গবাম্ ॥৯৪॥

ইন্দ্রঃ [১০।৩৭।১৩ ও ২৮]

তয়েশানুগৃহীতোহস্মি ধ্বস্তস্তন্তো বৃথোত্তমঃ ।
ঈশ্বরং গুরুমাখ্যানং ত্বামহং শরণংগতঃ ॥ ৯৫ ॥
ইতি গো-গোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্ৰো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্ ॥ ৯৬ ॥

বরুণালয়ানন্দানয়নং [১০।২৮।১-৩] (নন্দমোক্ষণং)

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য জনার্দনম্ ।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশং ॥
তং গৃহীত্বানয়দ্ভূত্যো বরুণস্থাসুরোহন্তিকম্ ।
অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥

উৎপাটন পূর্বক বাগক অবস্থায় লীলাছত্রাকের দ্বারা ধারণ করত মহেন্দ্রের
গর্ভধর্মার্থে গোষ্ঠ রক্ষা করিয়াছিলেন । সেই গাভীগণের ইন্দ্র গোবিন্দ
আমাদের প্রীতি সম্পাদন করুন ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারিয়া ইন্দ্র প্রণত হইয়া বলিলেন, হে ঈশ !
আমি তোমার শরণাগত হইলাম । তুমি জগতের ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা ।
আমার উত্তমকে বৃথা করিয়া আমার অহঙ্কারকে তুমি যে নাশ করিলে,
তাহাতে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম । ইহা বলিয়া গো-গোকুলপতি
গোবিন্দকে অভিষেক করিয়া দেবতাগণের সহিত ইন্দ্র অনুজ্ঞাত হইয়া
স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৯৫।৯৬ ॥

একাদশীর দিনে নিরাহারে জনার্দনকে অর্চন করত দ্বাদশী-তিথিতে

ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহতম্ ।

তদন্তিকং গতৌ রাজন্ স্বানামভয়দৌ বিভুঃ ॥ ৯৭ ॥

[১০।২৮।১০, ১৩ ও ১৪

নন্দস্ত্রুতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্ ।

কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোহব্রবীৎ ॥ ৯৮ ॥

জনো বৈ লোক এতস্মিন্ বিজ্ঞাকামকর্ম্মভিঃ ।

উচ্চবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥

ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ ।

দর্শয়ামাস স্বং লোকং গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥ ৯৯ ॥

নন্দ কালিন্দী-জলে স্নানার্থে প্রবেশ করিলেন । বরুণভৃত্য তাঁহাকে ধরিয়া বরুণের নিকট লইয়া গেল । রাত্র থাকিতে উদক প্রবেশ করায় আশুস্রী-বেলার অজ্ঞতা হইয়াছিল । সেই দোষে নন্দ নীত হইলে স্বজনের অভয়দ কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া পিতাকে উদ্ধারের জন্ত বরুণালয়ে গমন করিলেন ॥ ৯৭ ॥

ইন্দ্রিয়াতীত বরুণের লোকপাল-মহোদয় দেখিয়া এবং কৃষ্ণে বরুণ যে ভক্তি প্রকাশ করিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া নন্দ জ্ঞাতিদিগকে বিস্মিত হইয়া সেই কথা বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৯৮ ॥

গোপগণ নিত্য সিদ্ধ, কিন্তু কৃষ্ণলীলার সহায় স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ । তাঁহাদের অসুগত সাধন-সিদ্ধ গোপগণ পাছে এইরূপ মনে করেন যে, এই লোকে সকলেই অবিজ্ঞা-কামধর্ম্ম-দ্বারা উচ্চাবচ তিতে ধেরূপ ভ্রমণ করে, আমরাও তাহাই করিতেছি, এই মনে করিয়া মহাকারুণিক সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ সেই সকল গোপদিগকে প্রকৃতির পরতত্ত্বে যে গোলোক নামা স্বীয় অচিন্ত্যলোক, তাহা দেখাইলেন ॥ ৯৯ ॥

ততঃ রাসলীলা বিংশকিরণে দ্রষ্টব্য। ততঃ শ্রীনন্দসাহিত্রীসাহিত্যমোচনঃ
[১০।৩৪।১, ৪, ৫, ৮ ও ৯]

একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ ।

অনোভিরনডুদ্ব্যুজ্জৈঃ প্রযযুস্তেহম্বিকাবনম্ ॥

ঊষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাপ্ত্ব যতব্রতাঃ ।

রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসুনন্দকাদয়ঃ ॥

কশ্চিন্মহানহিস্তত্র বিপিনেহতিবুভুক্ষিতঃ ।

যদৃচ্ছয়া গতৌ নন্দং শয়ানমুরগোহগ্রসীৎ ॥

অলাতৈহ'গ্য়মানোহপি নামুঞ্চত্তমুরঙ্গমঃ ।

তমস্পৃশং পদাভ্যেত্য ভগবান্ সাত্বতাংপতিঃ ॥

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশ্রুভঃ ।

ভেজে সর্পবপুর্হিতা রূপং বিদ্যাদরার্চিতং ॥ ১০০ ॥

একদিবস শিবচতুর্দশী উপলক্ষে জাতকৌতুক হইয়া গোপসকল গোবান
আরোহণে অধিকাংশে গিয়াছিলেন, সরস্বতীতীরে যতব্রত হইয়া জল পান
করিয়া সেই রাত্রে তথায় মহাভাগ নন্দ সুনন্দকাদি বাস করিলেন। একটি
মহাসর্প সেই বিপিনে বুভুক্ষিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া নিদ্রিত নন্দকে
গ্রাস করিয়া ফেলিল। অলাত দ্বারা অর্থাৎ অগ্নিশলাকা দ্বারা তাড়িত
হইয়াও সেই সর্প নন্দকে ছাড়িল না। সাত্বতপতি কৃষ্ণ স্বীয় পদদ্বারা সেই
সর্পকে স্পর্শ করিলেন। কৃষ্ণপাদস্পর্শে তাহারও সমস্ত অশ্রুত হত হইল।
বিদ্যাদরদিগের অর্চিতদেহ প্রকাশ হইল। সর্পবপু দূরীকৃত হইল ॥ ১০০ ॥

(হোরিকা পূর্ণিমায়াঃ) অথ শঙ্খচূড়বধঃ [১০ ৩৪।২৪, ২৫, ৩০, ৩১ ও ৩২]

গোপ্যস্তদগীতমাকর্ণ্য মুচ্ছিতা নাবিদম্ প ।

অংসংদুকূলমাত্মানং স্তম্ভকেশস্রজং ততঃ ॥

শঙ্খচূড় ইতিথ্যাতো ধনদানুচরোহভ্যগাং ॥

তমবধাবদেগাবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি ।

জিহীষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ প্রিয়োবলঃ ।

অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তশ্চ দূরাত্মনঃ ।

জহার মুষ্টিনৈবাস্ত্র সহচুড়ামণিং বিভূঃ ॥

(স্ব) শঙ্খচূড়ং নিহতৈবং মণিমাদায় ভাস্করম্ ।

অগ্রজায়াদদাং প্রীত্যা পশুস্তীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥ ১০১ ॥

ততঃ বনগমনবিচ্ছেদাদেগাপীনাং বিরহগীতং দ্রষ্টব্যং বিংশ কিরণে । ততঃ

অরিষ্টবধঃ । [১০।৩৬।১, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৫ ও ১৬]

অথ তহাগতো গোষ্ঠমরিষ্ঠৌ বৃষভাসুরঃ ।

হোরিকা পূর্ণিমায় গোপীসকল, কৃষ্ণের গীত শ্রবণ করত মুচ্ছিত হইয়া আগনাদিগকে বিগতবস্ত্র এবং স্তম্ভকেশমালা বলিয়া জানিতে পারেন নাই । কুবেরাভূগত শঙ্খচূড় নামা বক্ষ সেই সময় উপস্থিত হইল । কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহার শিরোরত্ন লইবার চেষ্টা করিলেন । বলদেব সেই সময় জীগগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । কিছু দূরে গিয়া বিষ্ণু ঐ দূরাচার বস্তক মুষ্টিধারা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও চুড়ামণিটি লইলেন । শঙ্খচূড়কে মারিয়া তাহার ভাস্কর মণি গ্রহণ করতঃ তাহা প্রীতিপূর্বক গোপীগণের দর্শনপথেই অগ্রজকে অর্পণ করিলেন ॥ ১০১ ॥

তদনন্তর কৃষ্ণের বনগমনে গোপীগণ যে বিরহ-গীত গান করিয়া-

মহীং মহাককুংকারঃ কম্পয়ন্ ক্ষুরবিক্ষতাম্ ॥ ১০২ ॥

ইত্যাশ্ফোট্যাচ্যুতোহরিষ্ঠং তলশব্দেন কোপয়ন্ ।

সখ্যুরংসে ভূজাভোগং প্রসর্ব্যাবস্থিতো হরিঃ ॥ ১০৩ ॥

সোহপ্যেবং কোপিতোহরিষ্ঠঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্ ।

উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥ ১০৪ ॥

সোহপবিষ্টো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরম্ ।

আপতৎ শ্বিন্নসর্ব্বাঙ্গে নিঃশ্বসন্ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ১০৫ ॥

তমাপতন্তং স নিগ্রহ শৃঙ্গয়োঃ

পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে ।

ছিলেন, তাহা বিংশ কিরণে পঠনীয়। তাহার পর অরিষ্ঠবধ। অরিষ্ঠ নামা বৃষমূর্ত্তি অন্তর গোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। অরিষ্ঠের পৃষ্ঠে ককুধ অভিষয় সম্বদ্ধ। সে নিজ ক্ষুর দ্বারা পৃথিবীকে বিক্ষত করিয়া আসিতে লাগিল। কৃষ্ণ আমি “অরিষ্টকে বধ করিব, ভয় নাই” এইরূপ আশ্ফোট করিতে করিতে তল-শব্দ-দ্বারা তাহাকে ক্রোধিত করিয়া সখার স্বন্ধে হস্ত প্রসারিত করত দাঁড়াইলেন। কুপিত হইয়া অরিষ্ঠ খুরের দ্বারা পৃথিবী লিখিতে লিখিতে উর্দ্ধপুচ্ছভাবে কৃষ্ণের প্রতি দৌড়িয়া আসিল ॥ ১০২-১০৩-১০৪ ॥

ভগবান্ তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে পুনরায় সত্বরে উঠিয়া সর্ব্বাঙ্গে শ্বেদ নিঃসরণ করত ক্রোধদ্বারা মূচ্ছিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আসিয়া পড়িল ॥ ১০৫ ॥

তাহার দুই শৃঙ্গ নিগ্রহপূর্ব্বক পদাক্রমণ-দ্বারা ভূতলে ফেলিয়া পীড়ন

নিষ্পীড়য়ামাস যথার্দ্ৰমম্বরং

কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোহপতৎ ॥ ১০৬ ॥

এবং ককুদ্দিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ

বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥ ১০৭ ॥

অরিষ্ঠে নিহতে গোষ্ঠে কৃষ্ণেনাদ্রুতকর্মণা ।

কংসায়াদাহ ভগবান্নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১০৮ ॥

ততঃ কেশীবধঃ । [১০।৩৭।১]

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং

মহাহয়ো নির্জরয়ন্ মনোজবঃ ।

সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং

কুর্বন্নভো হ্রেষিতভীষিতাখিলঃ ॥ ১০৯ ॥

করায় আর্দ্ৰবস্ত্রের জায় তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করত তাহাকে আঘাত করিলেন । তখন সে নিপতিত হইল ॥ ১০৬ ॥

এই প্রকারে ককুদ্দিন অরিষ্টকে বধ করিয়া, গোপগণ দ্বারা স্তূয়মান হইয়া বলদেবের সহিত গোপীগণের নয়নোৎসব কৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ১০৭ ॥

অদ্রুতকর্মণী কৃষ্ণকর্ভুক গোষ্ঠে অরিষ্ট নিহত হইলে দেবদর্শন ভগবান্নারদ কংসকে তাহা বলিলেন ॥ ১০৮ ॥

কংস-কর্ভুক প্রেরিত কেশী নামক বৃহৎ ঘোটকমূর্ত্তি অশুর খুরের দ্বারা মহীকে নির্জরিত করিয়া মনের জায় বেগে উপস্থিত হইল । সটা দ্বারা অভ্র-বিমানসমূহকে আকাশে বিচ্ছিন্ন করিয়া হ্রেষারবে সকলকে ভীত করিতে লাগিল ॥ ১০৯ ॥

[১০।৩৭।৭]

সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা
 নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ নিক্ষিপন্ ।
 প্রাসন্নগাত্রঃ পরিস্রুতলোচনঃ
 পপাত লগুং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥ ১১০ ॥

ভূতঃ ব্যোমবধঃ । [১০।৩৭।২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩৩]

একদা তে পশুন্ পালাশ্চারয়ন্তোহদ্রিসানুযু ।
 চক্ৰুর্নিলায়নক্রীড়াং চৌরপালাপদেশতঃ ॥ ১১১ ॥
 ময়পুত্রো মহামাযো ব্যোমো গোপালবেশধ্বক্ ।
 মেঘায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চৌরায়িতো বহুন্ ॥ ১১২ ॥
 গিরিদর্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতান্নীতান্নহাসুরঃ ।
 শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃ পঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ১১৩ ॥
 তস্ম তৎকৰ্ম্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্ ।
 গোপান্নয়ন্তুং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবোজসা ॥ ১১৪ ॥

কৃষ্ণ স্বীয় হস্ত তাহার বদনে প্রবেশ করাইয়া তাহা বৃদ্ধি করিলে সেই
 সংবর্দ্ধমান কৃষ্ণবাহু-দ্বারা নিরুদ্ধবায়ু হইয়া পদচতুষ্টয় ছুড়িতে ছুড়িতে
 প্রাস্নেদময় গাত্র এবং বহির্গত-চক্ষুর্দ্বয় সেই অসুর মল মুত্র ত্যাগ করিতে
 করিতে বিগতজীবন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল ॥ ১১০ ॥

এক দিবস গোপালসকল পর্বতমাগুতে গুরু চর্যাইতে চর্যাইতে
 চৌরপালবেশে নিলায়নক্রীড়া আরম্ভ করিলেন । ইত্যবসরে ময়পুত্র
 মহামায়াবী ব্যোমাসুর গোপালবেশে মেঘ হইয়া গোপবালকদিগকে হরণ
 করিতে লাগিল । তাহাদিগকে গিরিদরি মধ্যে লইয়া লইয়া ফেলিতে

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে ।

পশুতাং দিবি দেবানাং পশুভ্যামমারয়ৎ ॥ ১১৫ ॥

গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্নিসার্য্য কৃচ্ছতঃ ।

স্তূয়মানোহনুগৈদেবৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্ ॥ ১১৬ ॥

কেশীপ্রেরণাং প্রাক্ অক্রুরঃ রামকৃষ্ণনয়নার্থমনুজাতঃ ।

[১০।৩৮।১ ও ৩৪]

অক্রুরোহপিচ তাং রাত্রিং মধুপূর্যাং মহামতিঃ ।

উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥

রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য সোহক্রুরঃ স্নেহবিহ্বলঃ ।

পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ১১৭ ॥

লাগিল এবং প্রস্তর-দ্বারা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল । চারিটি বা পাঁচটি গোপাল বাকী থাকিলে সাধুশরণদ কৃষ্ণ তাহা অবগত হইয়া সেই গোপবেশী অমুরকে সিংহ বেরূপ বৃককে ধরে, সেইরূপ ধরিলেন । হস্তদ্বয়-দ্বারা তাহাকে নিগ্রহ করিয়া মহীতলে পাতিত করিলেন । স্বর্গে দেবতাগণ দেখিতে লাগিল, তাহাকে পশুবধের ত্রাস মারিয়া ফেলিলেন । গুহার আচ্ছাদন নির্ভেদ করিয়া গোপদিগকে তথা হইতে বাহির করিলেন । অনুগত দেবতাগণ স্তব করিতে লাগিল । তখন গোকুলে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১১-১১৬ ॥

কেশী প্রেরণের পূর্বেই ধর্ম্মার্থে কৃষ্ণরামকে আনিবার জন্ত কংস অক্রুরকে আজ্ঞা দিয়াছিল । অক্রুর সেই রাত্রে মধুরায় থাকিয়া রথে পরদিন প্রাতে নন্দগোকুলে প্রস্থান করিলেন । তথায় পৌছিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিলেন এবং রথ হইতে নামিয়া স্নেহ-বিহ্বলভাবে অক্রুর রামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন ॥ ১১৭ ॥

[১০।৩৮।৩৫]

ভগবদর্শনাহ্লাদবাস্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ।

পুলকাচিতাঙ্গ উৎকঠ্যাং স্বাখ্যানেহপি হি নাশকং ॥১১৮॥

(১০।৩৯।৮।১০।১১।৩৮।৩৮।৩৯।৩৬)

পৃষ্ঠো ভগবতে সর্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ

বৈরাগ্যবন্ধং যদ্বষু বসুদেববোধোদ্যমম্ ॥

অক্রুরবচঃ কৃষ্ণে রামশ্চ পরবীরহা ।

প্রহস্তু নন্দং পিতরং রাজাদিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ ॥

গোপান্ সমাদিশ্যং সোহপি গৃহতাং সর্বগোরসঃ ।

উপায়নানি গৃহীত্বাং যুজ্যন্তাং শকটানি চ ॥

ভগবানপি সংপ্রাপ্তো রামাক্রুরযুতো নৃপ ।

রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্ ॥ ১১৯ ॥

ভগবদর্শনে আহ্লাদবাস্পসমূহের দ্বারা চক্ষু ছল ছল করিতেছে ।
পুলকিতাঙ্গ হইয়া মহা উৎকণ্ঠে স্বীয় বিবরণ বলিতে শক্তি
পাইলেন না ॥ ১১৮ ॥

পৃষ্ঠ হইয়া মধুবংশজ অক্রুর কৃষ্ণকে সকল কথা বর্ণন করিলেন ।
যদুগণের প্রতি কংসের বৈরাগ্যবন্ধ ও বসুদেব-বোধোদ্যমও শুনাইলেন ।
অক্রুরবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও পরবীরনাশী রাম হাস্য করিয়া পিতা
নন্দকে রাজাজ্ঞা অবগত করাইলেন । নন্দ মহাশয় আজ্ঞা করিলেন,
হে গোপগণ ! সমস্ত গোরস সংগ্রহ পূর্বক রাজযোগ্য উপায়ন প্রস্তুত
কর ও শকটসকলে বলাদ যোজনা কর । ভগবান্ কৃষ্ণরামও অক্রুরের
সহিত হে নৃপ ! বায়ুবেগরথে অঘনাশিনী কালিন্দীর তীরে
পৌছিলা ॥ ১১৯ ॥

(মনু) গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমুপ ব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ ।
 প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে ॥
 তান্তথা তপ্যতীর্বাণ্য স্বপ্রস্থানে বদন্তমঃ ।
 সাত্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়ান্ত ইতি দৌত্যকৈঃ ॥
 যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণুরথস্ত ৫ ।
 অনুপ্রস্থাপিতাশ্চানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥ ১২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরস বর্ণনে
 একোনবিংশঃ কিরণঃ ।

গোপীগণ অনুরঞ্জিত হইয়া প্রিয় কৃষ্ণকে অনুব্রজ্যা করিয়া তন্নিরূপে
 প্রত্যাদেশ অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইলেন । স্বীয় প্রস্থানে গোপীগণ বিশেষ
 অনুভূতি হইতেছেন দেখিয়া প্রেমের সহিত সাত্ত্বনা-বাক্য বলিয়া ‘আমরা
 আবার আসিব’ এইরূপ স্তোত্রক লক্ষণ বলিলেন । যে পর্য্যন্ত রথের
 কেতু দেখা গেল এবং যে পর্য্যন্ত চক্রেরেণু অনুভূত হইল, সে পর্য্যন্ত গোপীগণ
 কৃষ্ণপ্রতি চিত্তকে প্রস্থাপিত করিয়া চিত্রের স্তায় লক্ষিত হইতে
 লাগিলেন ॥ ১২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাক্ষরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরসবর্ণনে
 ব্রজলীলাকীর্ত্তনে একোনবিংশকিরণে
 মরীচিপ্রভা নাম গোড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

বিংশঃ কিরণঃ ।

সিন্ধুপ্রেমরসঃ । রসমধুরিমা ।

শরদি গোপীনাং পূৰ্ণরূপাঃ । প্রলম্ববদনস্তরং । শুকঃ পরীক্ষিতঃ ।
[১০।২১।৫] ।

ব্রহ্মপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্ ।
রক্তান্ বেণোরধরসুধয়া পুরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীতকীর্তিঃ ॥ ১ ॥

রাধাপদাশ্রিতাঃ সৰ্ব্বে গৌরকুণাপ্রসাদতঃ ।

সিন্ধুপ্রেমরসে মগ্না বন্দে তান্ গৌরজীবনান্ ॥

কৃষ্ণপ্ৰীতিই প্রয়োজন । তন্মধ্যে মধুর-প্ৰীতি সৰ্ব্বোত্তমা । তাহা কেবল ব্রজগোপীদিগের নিত্যধন । গোপীদিগের কৃষ্ণ দর্শন বা কৃষ্ণশ্রবণে পূৰ্ণরূপ হয় । পূৰ্ণরূপ হইতে মিলন, সম্ভোগ ও বিচ্ছেদাদি বর্ণিত হইরাছে । প্রথমেই পূৰ্ণরূপ বর্ণন । মন্তকের উপরে ময়ূর-গুচ্ছ-ভূষণ, নটবর-বপু', কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার শোভা, কনকের দ্বায় কপিশবর্ণ বস্ত্র পরিধান, বৈজয়ন্তী মালা-শোভিত গলদেশ এবং বেণুরন্ধ্রে অধর-সুধা পরিপূরণ—এই সমস্ত শোভার শোভিত এবং গোপবৃন্দের সহিত স্বীয় পদাঙ্ক-দ্বারা রতিজনক বৃন্দাবনে গীতকীর্তি কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

[১০।১৫।৪২-৪৩]

তং গোরজশ্চুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ-
বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্ ।
বেণুং কণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্ত্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোহভ্যগমন্ সমেতাঃ ॥ ২ ॥
পীত্বা মুকুন্দমুখসারধর্মাক্তভৃঙ্গৈ-
স্তাপং জহুর্বিব্রহজং ব্রজযোষিতোহহি ।
তৎসংকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্ ॥ ৩ ॥

[১০।২১।২-৩]

কুসুমিতবনরাজিশুম্মিভৃঙ্গ-
দ্বিজকুলঘুষ্ঠসরঃ সরিগমহীধ্রম্ ।

গোপদরজ দ্বারা ছুরিতকুন্তলে ময়ূরপুচ্ছ বন্যপ্রসূন আবদ্ধ রহিয়াছে ।
ক্ষণে ক্ষণে সুন্দরহাস-দ্বারা রুচির । বেণুতে গান করিতেছেন । অনুগগণের
দ্বারা তাঁহার লীলাকীর্ত্তি গীত হইতেছে, এই প্রকারে লক্ষিত কৃষ্ণের
নিকট উৎকর্ষাদৃষ্টিযুক্ত নরন-শোভিত গোপীগণ একত্রে আগমন
করিলেন ॥ ২ ॥

দিবাভাগে কৃষ্ণমুখমধু চক্ষুভৃঙ্গের দ্বারা পান করিয়া ব্রজ-গোপীগণ
বিরহজতাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । সেই ব্রজগোপীদিগের সলজ্জহাস,
বিনয় এবং অপাঙ্গ-মোক্ষরূপ সংকৃতি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ
করিলেন ॥ ৩ ॥

উন্নত ভৃঙ্গ ও পক্ষীগমুহ-বিনাদিত সরসী, সরিৎ ও পর্বত-শোভিত

মধুপতিরবগাহ চারয়ন্ গাঃ

সহপশুপালবলশ্চকুজ বেণুম্ ॥ ৪ ॥

তদ্ব্রজজিয় আশ্রত্য বেণুগীতং আরোদয়ম্ ।

কাশ্চিৎ পরোক্কং কৃষ্ণস্ত স্বসখাভ্যোহম্ববর্ণয়ন্ ॥ ৫ ॥

[১০।২।১০]

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং

যদেবকীমুতপদাম্বুজলক্ললগ্নি ।

গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং

প্রেক্ষ্যাদ্রিসাম্ববরতাগ্ৰসমস্তসম্বম্ ॥ ৬ ॥

[১০।২।১১]

ধন্যাঃ স্ম যুগতয়োহপি হরিণ্য এতা

যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্ ।

কুসুমিত-বনরাজিতে গরু চরাইবার জন্ত পশুপালগণের সহিত সবলদেব
শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

সেই কামোদয়কারী বেণুগীত ব্রজস্বীগণ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের অনুপস্থিতি
সময়ে কোন গোপী স্বসখীগণের নিকট এইরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

আহা! সখি! আশ্চর্য্য দেখ! দেবকীমুত কৃষ্ণের পাদাম্বুজলক্ষ্মী
স্পর্শ করিয়া এই বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছেন। দেখ
গোবিন্দের বেণুধ্বনি শুনিয়া মত্ত ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। তাহা দেখিয়া
পর্বতসামু হইতে অস্ত্র সমস্ত সম্ব প্রয়োজনাস্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক নীচে
আসিতেছে ॥ ৬ ॥

আহা! যুগতিপ্রাপ্ত এই হরিণীগণ ধন্য, কেননা নন্দ-নন্দনের

আকর্ষ্য বেণুরিফিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুবিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৭ ॥

[১০।২১।১৩]

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযুষমুত্তাভিতকর্ণপুটেঃ পিবন্তঃ ।
শাবাঃ স্তুতস্তনপয়ঃ কবলাঃ স্ম তস্তু
গৌবিন্দমাশ্রয়নি দৃশাশ্রকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥ ৮ ॥

[১০।২১।১৪।১৬ ও ১৭]

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেহস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদ্বদিতং কলবেণুগীতম্ ।
আরুহ্য যে দ্রুমভূজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃংখন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ৯ ॥

বিচিত্র বেশ দর্শন করিতেছে । উহার। এবং কৃষ্ণসার-সকল বাদিতবেণুনাদ
শ্রবণ করত প্রণয়াবলোক-বিরচিত কৃষ্ণপূজা করিতেছে ॥ ৭ ॥

দেখ, গরুড়গণি কৃষ্ণমুখনির্গত বেণুগীতমুখা উচ্চকর্ণপুটে পান
করিতেছে । বৎসগণি মাতৃস্তন হইতে গলিতদুগ্ধ পান করিতে করিতে
গীতমোহিতভাবে স্তন পরিত্যাগপূর্বক স্থির হইয়া চক্ষু অশ্রকণার সহিত
মনে মনে কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতেছে ॥ ৮ ॥

হে মাতঃ ! আবার দেখ, এই বনে বিহগসকল মুনিপ্ৰায় । বৃক্ষের
প্রবালসদৃশ দ্রুমভূজে বসিয়া চক্ষু নিমীলন করত বাকৃশৃংগ হইয়া কৃষ্ণদর্শন
করিতেছে এবং কৃষ্ণের বেণু-গীত শ্রবণ করিতেছে ॥ ৯ ॥

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশুন্ সহরামগোটৈঃ
 সঞ্চারয়ন্তমনুব্বেণুমুদীরয়ন্তম্ ।
 প্রেমপ্রবন্ধ উদিতঃ কুসুমাবলৌভিঃ
 সখ্যব্যধাৎ স্ববপুষাম্মুদ আতপত্রম্ ॥ ১০ ॥

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাজরাগ-
 শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন ।
 তদর্শনস্মররুজন্তু গরুষিতেন
 লিম্পত্য আননকুচেষু জহন্তদাধিমু ॥ ১১ ॥

[১০।২।১২০]

এবম্বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ ।
 বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥১২॥

রামও গোপগণের সহিত বেণু বাজাইয়া কৃষ্ণ ব্রজপশুগুলি রোদ্রে
 চালিত করিতেছেন, সেই সময়ে প্রেমদ্বারা সম্বন্ধ হইয়া সমুদিত কুসুমাবলী
 সহকারে কৃষ্ণবপুর সদৃশ সখা স্বরূপ মেঘমালা ছত্ররূপে আপনাদিগকে
 বিধান করিতেছে ॥ ১০ ॥

দেখ, পুলিন্দরমণীগণ কৃতার্থা । কৃষ্ণপাদাজ-রাগরূপ শ্রীকুঙ্কুমদ্বারা
 কৃষ্ণ প্রিয়তমার স্তন মণ্ডিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া কামপীড়ায় পীড়িত
 হইল । তৎসংলগ্ন তুণে আপনাদের আনন ও কুচ বর্ষিত করিয়া সেই
 কামপীড়াকে শান্তি করিল । ইহারা বড় ভাগ্যবতী ॥ ১১ ॥

বৃন্দাবনচারী শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ লীলা পরস্পর বর্ণন করিতে করিতে
 গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

ইতি পূর্বানুরাগং শরৎ প্রসঙ্গে বর্ণিতং । পুনঃ হেমন্তে ।

[১০।২২।২২]

দৃঢ়ং প্রলক্কাজপয়াবহাপিতাঃ

প্রস্তোভিতাঃ ক্রৌড়নবচ্চ কারিতাঃ ।

বজ্রাণি চৈবাপহতান্যথাপ্যমুং

তা নাভ্যমূরন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ ॥ ১৩ ॥

[১০।২২।২৪-২৭]

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদম্পর্শকাম্যয়া ।

ধ্বতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোহবলাঃ ॥ ১৪ ॥

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্ ।

ময়ানুমোদিতঃ সোহসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ১৫ ॥

এই প্রকার শরৎপ্রসঙ্গে পূর্বানুরাগ বর্ণিত হইয়াছে। এখন হেমন্ত-প্রসঙ্গে কিছু লীলা বর্ণন হইতেছে। কুমারীগণ কাত্যায়নী-ব্রত করিলে দ্বানকালে তাঁহাদের বজ্র কৃষ্ণ হরণ করিলেন। এই প্রসঙ্গে অনেক পরিহাসাদিপূর্বক, ক্রমে তাহাদিগকে বজ্র পুনঃ প্রদান করিলেন। তখন গোপকুমারীগণ দৃঢ়রূপে প্রলক্ক হইয়া লজ্জা-প্রাপ্ত হইলেন। বঞ্চিত, পরিশ্রান্ত এবং ক্রৌড়িতভাবে বজ্রহৃত হইল। তাহাও অনেক ছলনার সহিত প্রদত্ত হইল। ইহাতে যেটুকু প্রিয়সঙ্গ হইল, তাঁহারা তাহাতে নিবৃত্তিলাভ করত কৃষ্ণকে অনুরাধা বালেন নাই ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ বুঝিলেন যে, ইহারা আমার পদম্পর্শ-কামনায় ধ্বতব্রত হইয়াছেন। তখন ঐ অবলাদিগকে দামোদর বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

হে সাধ্বীগণ! আমাকে অর্চন করাই তোমাদের সঙ্কল্প, তাহা

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে ।

ভর্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥১৬॥

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্থধে ক্রপাঃ ।

যদুদ্দিষ্ট ব্রতমিদং চেরুর্য্যার্চনং সতীঃ ॥ ১৭ ॥

তথা শরদি [১০।২০।১]

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ।

বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥

আমি জানিমাছি। আমি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া তোমাদের সকল সত্য হউক ॥ ১৫ ॥

আমাতে কাম দোষের জন্ম নয়। অন্তকাম যে পরিমাণে অমঙ্গলময়, কৃষ্ণকাম সেই পরিমাণে পূর্ণ মঙ্গলময়। মদাবিষ্ট বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের কাম স্বার্থপর কামতাৎপর্য্য হইয়া না। ভর্জিত ও কথিত (অগ্নিপক) ধান যেরূপ বীজ উৎপত্তি করে না, সেইরূপ মৎসম্বন্ধি কাম সর্ব্বকামবীজ ধ্বংস করে ॥ ১৬ ॥

হে অবলাগণ! হে সতীগণ! তোমরা ব্রজে স্বীয় স্বীয় গৃহে গমন কর। যে উদ্দেশ্যে তোমরা আখ্যা কাত্যাবনী ব্রত করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হইবে। আগামী শরৎনিশাযোগে আমার সহিত তোমরা রমণ করিবে ॥ ১৭ ॥

শরৎলীলা-বর্ণন করিতেছেন। শারদোৎফুল্ল-মল্লিকায়ুক্ত সেই সকল রজনী দেখিয়া যোগমায়াবলে কৃষ্ণ রমণ করিতে মনন করিলেন। চিহ্নিতই যোগমায়। প্রাপঞ্চিক জগতে চিল্লীলা প্রকট করা কৃষ্ণোচ্ছায় যোগমায়ার কার্য্য ॥ ১৮ ॥

[১০।২৯।৪]

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ ।
আজগ্মুরন্যোগ্যমলক্ষিতোত্তমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ১৯ ॥

[১০।২৯।৮]

তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ পিতৃবন্ধুভিঃ ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন যাবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ২০ ॥

[১০।২৯।৯]

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদেগোপ্যোহলকবির্নির্গমাঃ ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনায়ুক্তা দধ্যর্মালিতলোচনাঃ ॥ ২১ ॥

[১০।২৯।১১]

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।
জহুগুণময়ং দেহং সত্ত্বঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণের অনঙ্গবর্দ্ধন বেণুগীত শ্রবণ করিয়া ব্রজস্ত্রীগণ কৃষ্ণ-গৃহীত-মানস হইলেন । সকলেই পরস্পরের অলক্ষিত উদ্ভবের সহিত কৃষ্ণের নিকট চলিয়া আসিলেন । যেখানে কৃষ্ণ আছেন, সকলে দ্রুতবেগে লোলকুণ্ডল হইয়া চলিলেন ॥ ১৯ ॥

পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের দ্বারা নিবারিত হইয়াও গোবিন্দ অপহৃতচিত্ত নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ গমনে নিবৃত্ত হইলেন না ॥ ২০ ॥

সাধনপরা গোপীগণ অন্তর্গৃহগত হইয়া বাহির হইবার পথ না পাইয়া কৃষ্ণভাবনায়ুক্ত হিতে চক্ষু নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

সমাগতাস্তাঃ কৃষ্ণঃ [১০।২৯।১৯]

রজন্যেযা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা ।

প্রতিষাত ব্রজং নেহ শ্বেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ২৩ ॥

[১০।২৯।২৭]

শ্রবণাদর্শনাদ্যনন্ময়ি ভাবোহনুকীর্তনাং ।

ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিষাত ততো গৃহান্ ॥ ২৪ ॥

গোপাঃ [১০।২৯।৩৩]

কুর্বন্তি হি ত্রয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্ম-

নিত্যাপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরাগ্ৰিতৈ কিম্ ।

তন্নঃ প্রসীদ বরদেধর মাম্ম ছিন্দ্যা

আশাং ধ্বতাং ত্রয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ২৫ ॥

সেই পরমাঙ্গার অংশীরূপ কৃষ্ণকে পারকীয় বুদ্ধিতে সঙ্গত হইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করত সত্ত্ব প্রকৌণবন্ধন হইয়া পড়িলেন ॥ ২২ ॥

নিত্যাসিদ্ধাগণ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন । তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রেমোচিত ছলের সহিত কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, হে সুমধ্যমাগণ! এই রজনী ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বদ্বারা নিষেবিত । অতএব ব্রজে নিজ নিজ গৃহে গমন কর । এখানে থাকা উচিত নয় ॥ ২৩ ॥

আমার শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও অনুকীর্তন দ্বারা আমাতে ভাব হয় । এরূপ সন্নিকর্ষে সেরূপ ভাব হয় না । অতএব গৃহে কিরিয়া যাও ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণের সেইরূপ অসদৃশ বাক্য শুনিয়া গোপীগণ বলিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি অতি প্রিয় আত্মা । নিত্য প্রিয়বস্ত । কুশলবুদ্ধি জনগণ তোমাতে রতি করেন । আর্গিৎ অনিত্য পতিপুত্র প্রভৃতিতে কি হইবে ! হে

[১০।২৯।৩৮]

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেহজ্জি মূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্বদুপাসনাশাঃ ।
ত্বৎ সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাশ্রনাং পুরুষভূষণ দোহ দাশ্রম্ ॥ ২৬ ॥

[১০।২৯।৪০]

কা জ্যস্ত তে কলপদারতবেণুগীত-
সন্মোহিতার্থ্যচরিতান্ চলেত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদেগোদ্বিজজ্রমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ২৭ ॥

[১০।২৯।৪২]

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।

বরদেশ্বর ! তোমাতে বহুকাল আশা ধরিয়া আসিতেছি । হে অরবিন্দনেত্র !
আমাদিগকে ত্যাগ করিওনা ॥ ২৫ ॥

হে বৃজিনার্দন ! নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার উপাসনা
আশায় তোমার পদমূল প্রাপ্ত হইয়াছি । তোমার সুন্দর হস্ত নিরীক্ষণে
তীব্রকামতপ্ত যে আমরা, আমাদিগকে, হে পুরুষভূষণ ! দাশ্র দান কর ॥ ২৬ ॥

এই ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্ স্ত্রী আছে যে, তোমার কলপদামৃত
বেণুগীত-দ্বারা সন্মোহিত হইয়া আর্ধ্যচরিত হইতে বিচলিত না হয় ।
ত্রৈলোক্যসৌভগরূপ তোমার এই চমৎকার রূপ দর্শন করিয়া গোদ্বিজজ্রম-
মৃগ পুলক ধারণ করে । আমরা ত তোমার নিত্য সহচরী, আমাদের
প্রতি তোমার এই পরিহাসবাক্য চলিবে না ॥ ২৭ ॥

যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহাদের এইরূপ বিক্লবিত বাক্য শুনিয়া অল্প হস্ত

প্রহস্তু সদয়ং গোপীরাআরামোহপ্যরীরমৎ ॥ ২৮ ॥

[১০।২৯।৪৮]

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ ।

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৯ ॥

[১০।৩০।৩-৪]

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু

প্রিয়াঃ প্রিয়স্তু প্রতিরুঢ়মুর্তয় ।

অসাবহং ত্রিত্যবলাস্তদাশ্রিতা

ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণং বিহারবিভ্রমাঃ ॥ ৩০ ॥

করত আআরাম হইয়াও গোপীদিগের সহিত রমণ করিলেন । ভগবত্ত্বয়ের একপ্রাপ্ত পূর্ণ আআরামতা এবং অপর প্রাপ্ত লীলাধাম । আআরামতাই ভগবানের স্বধর্ম । তত্ত্বাগে পরদ্বীগ্রহণই পারকীয়রস ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণের সহিত রাসবিলাসে রাধাপ্রতিপক্ষ গোপীদিগের সৌভগমদ প্রকাশিত হইল । তাঁহাদের তজ্জনিত সম্মান দেখিয়া কেশব তাহা প্রশমিত করিয়া প্রসাদ দিবার জন্ত সেই স্থান হইতে অন্তর্দ্বান হইলেন । তাৎপর্য্য এই যে, লীলাপোষণের জন্ত নিত্যসিদ্ধাগণ শ্রীমতীর স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষ ভেদে দ্বিবিধা । রাসে শ্রীমতীর সহিত সমপক্ষ বাবহার হওয়ায় প্রতিপক্ষের যে সৌভগ হইল, তাহা প্রশমিত করিবার আশায় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে লইয়া অন্তর্দ্বান হইলেন । সে সময়ে স্বপক্ষগণ মনে মনে আনন্দিত থাকিয়া প্রতিপক্ষ যুথেশ্বরীর সহিত অশেষণে নিযুক্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥

গোপীদিগের তৎকালে অধিকৃতভাব উদয় হইল । প্রিয়তম কৃষ্ণের

গায়ন্ত্য উচৈরমুম্বেব সংহতা

বিচিক্যুরুন্মত্তকবদনাদনম্ ।

পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-

ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পাতীন্ ॥ ৩১ ॥

[১০।৩০।২৪ ও ২৬]

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাতরুন্ ।

ব্যচকৃত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

গতি, স্থিতি, প্রেক্ষণ, ভাষণাদিতে প্রতিরূঢ় যুক্তি হইয়া ‘আমি কৃষ্ণ’ এই বলিয়া অবলাগণ তদাঙ্গিকা হইয়া পড়িলেন । বিচ্ছেদসময়ে প্রিয়কে দূর না রাখিতে পারিয়া এইরূপ তদাঙ্গিকাভাব প্রকাশ করা একটা প্রেমবিকার । ইহাকেও মহাভাব বলেন । পরস্পর কৃষ্ণবিহার-বিভ্রমসকল জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন । জ্ঞানপক্ষে যে সায়ুজ্য, তাহাতে আর রস উদয় হয় না । প্রেমপক্ষে এই ক্ষণিক সায়ুজ্যের একটি আশ্চর্য্যভাব এই যে, কৃষ্ণদর্শনে বা কৃষ্ণ-সদৃশ ভাব দর্শনে তাহা আর থাকে না ॥ ৩০ ॥

যখন কৃষ্ণকে অধিক মনে পড়িল, তখন বিহ্বল হইয়া অবেষণ করিতে লাগিলেন । সকলে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ ভাব ত্যাগ করিয়া মিলিতপূর্ব্বক কৃষ্ণ-বিষয় গান করিতে লাগিলেন এবং উন্মত্তের স্তায় এক বন হইতে অন্ত্র বনে অবেষণ করিতে লাগিলেন । আকাশবৎ সর্ব্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে বর্ত্তমান কৃষ্ণবিষয়ে বনস্পতিগণের নিকট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । ইহাই অন্তপ্রকার প্রেমবিকার ॥ ৩১ ॥

এইরূপে কৃষ্ণবিষয়ে বৃন্দাবন-লতা ও তরুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনের একস্থানে পরমাত্মা কৃষ্ণের দুইপদ চিহ্ন দেখিতে পাইলেন ॥ ৩২ ॥

তৈত্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্নিচ্ছন্ত্যোহগ্রতোহবলাঃ

বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্ ॥ ৩৩ ॥

[১০।৩০।২৮-৩৩, ৩৫ ও ৩৭-৪০]

অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

যন্মো বিহার্য গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্গ্যজুরেণবঃ ।

যান্ ব্রহ্মেশো রমাদেবী দধুমুন্ধ্রাঘনুভয়ে ॥ ৩৫ ॥

তস্ত্যা অমুনি নঃ ক্রোভং কুর্বন্ত্যচৈঃ পদানি যৎ ।

যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্তেহচ্যুতধরম্ ॥ ৩৬ ॥

সেই পদচিহ্ন ধরিয়া ক্রমে ক্রমে অন্বেষণ করিতে করিতে সম্মুখে অবলাগণ কৃষ্ণপদদ্বয় বধূপদ-চিহ্ন-সহিত সুপৃক্ত দেখিয়া আকর্ষণে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

প্রতিপক্ষের যুথেশ্বরী চন্দ্রাবলী বলিলেন । হে সখীগণ ! এই যে রাধিকা আমাদের সকলের অপেক্ষা ভাগ্যবতী । ইনি অবশ্য আমাদের অপেক্ষা ভগবান্ হরিকে অধিক আরাধনা করিয়া 'রাধিকা' এই নামটী লাভ করিয়াছেন । এতল্লিবন্ধন আমাদের কাছে রাসস্থলীতে পরিত্যাগ করত গোবিন্দ অধিকপ্রীত হইয়া ইহাকে একান্তে আনিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

হে সখীগণ ! কৃষ্ণের পাদপদ্মরেণু ব্রহ্মা, শিব, ও রমাদেবী পাপ-বিনাশের জন্ত প্রাপ্তমাত্র শিরে ধারণ করেন । রাধিকার পদরেণুযুক্ত হইয়া ইহা অধিক ধন্ত হইল । এস্থলে রাধিকার মাহাত্ম্যজ্ঞানে চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্যদূর হইল ॥ ৩৫ ॥

রাধিকা-সহচরী ললিতা সোল্লুষ্ঠ উক্তি অবলম্বনপূর্বক বলিলেন, হে শৈব্যে কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত রাধাপাদপদ্ম সম্পৃক্ত থাকায় কোন

ন লক্ষ্যন্তে পদাশ্রয় তস্থা নুনং তৃণাঙ্কুরৈঃ ।

খিণ্ডংসুজাতাঙ্জিতলামুন্নিতে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥

ইমাশ্রয়ধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্ ।

গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণশ্চ ভারাক্রান্তশ্চ কামিনঃ ॥

অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাশ্রয়া ॥ ৩৭ ॥

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ ।

প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাঃসকলে পদে ॥ ৩৮ ॥

ক্লোভের বিষয় নাই, কেননা রাধিকা ব্যতীত ইহাতে আর কাহারই বা অধিকার ঘটে। তবে কথা এই, আমাদের সকল গোপীর ধনে কৃষ্ণাধরামৃত, তাহা তিনি একা লইয়া ভোগ করেন, এইমাত্র ক্লোভের বিষয় বটে ॥ ৩৬ ॥

বিশাখা বলিতেছেন, আহা! রাধিকার কি সৌভাগ্য! আর এখানে তাঁহার পদচিহ্ন দেখা যাইতেছেন। বোধ হয় তাঁহার সুকোমল পদতল তৃণাঙ্কুরের দ্বারা খিন্ন হওয়ার প্রিয় কৃষ্ণ আপনার প্রেয়সী রাধাকে কোলে করিয়া চলিলেন। আবার দেখ, এই হরিপদচিহ্নসকল অধিকতর মগ্ন হইয়াছে। বধু রাধিকাকে বহন করিতে গিয়া ভারাক্রান্ত রাধিকাকামী কৃষ্ণের পদচিহ্ন দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আবার এইস্থানে দেখ, মহাশ্রয়া কৃষ্ণের দ্বারা রাধা অবরোপিত হইয়াছেন। বোধ হয় কৃষ্ণ কান্তার জন্য ফুল তুলিবেন বলিয়া তাঁহাকে নাবাইয়া দিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

অনঙ্গমঞ্জরী বলিলেন, আহা দিদির কি সৌভাগ্য! এইখানে দেখ কৃষ্ণের পদাশ্রয় অধিক মগ্ন হইয়াছে। প্রিয় কৃষ্ণ প্রিয়ার জন্য পুষ্পচয়ন করিতে গিয়া পদের অশ্রয় অধিক মগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

কেশপ্রসাধনং হত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্ ।

তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেক্ষুর্গোপ্যো বিচেতসঃ ।

যাং গোপীমনয়ং কৃষ্ণে বিহারাত্মা জিয়ো বনে ॥ ৪০ ॥

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃষ্ট্বা কেশবমব্রবীৎ ।

ন পারয়েহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ৪১ ॥

রূপমঞ্জরী বলিলেন, দেখ এইস্থলে কামী কৃষ্ণ কামিনী রাধার কেশ প্রসাধন করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই কার্য সাধিবার জন্য নিভৃত্তে শ্রীমতীকে আনিয়াছিলেন। সকল গোপীর সহিত রাসমণ্ডলে একতা দেখিয়া রাধিকার যে স্বভাবতঃ বামা হয়, তাহা শাস্ত করিবার জন্য তদীয় গ্রন্থিত-কেশে পুষ্পচূড়া দিবার জন্য এইখানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

আত্মারাম কৃষ্ণ শ্রীমতীর সহিত একান্ত খণ্ডিত সন্তোগ রস আশ্বা-দন করিতেছিলেন। রমণসময়ে কামীর যে দৈন্ত, তাহা কৃষ্ণে লক্ষিত হইতেছিল। কামিনীর যে অভিমানাদি দুর্লভতা ভাবরূপ দৌরাগ্ন্য, শ্রীমতীতে স্বভাবতঃ প্রকাশ হইল। এবভূতভাবে রাধাকৃষ্ণের বিহারাবসানে অত্র গোপীদিগের বিরূপতা শ্রীমতীর মনে উদয় হইল। অত্র সমস্ত গোপীগণ শ্রীমতীর কান্দবাহ। তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের মিলনে শ্রীমতীর স্বাভাবিক সুখ হয়। রাস ব্যতীত সকলের সহিত কৃষ্ণের মিলন সম্ভব হয় না। রাসে কৃষ্ণের মন হইয়াছে। অতএব স্বাধীন-ভর্তৃকা-ভাব প্রদর্শন পূর্বক দৃষ্ট হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! আমি শাস্ত হইয়াছি। চলিতে পারি না। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় লইয়া চল। অর্থাৎ রাসস্থলীতে লইয়া যাও ॥ ৪০-৪১ ॥

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আকুহতামিতি ।

ততশ্চাত্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ৪২ ॥

হা নাথ রমণপ্ৰেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভূজ ।

দাস্তান্তে কুপণায়। মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্নিচ্ছন্ত্যো ভগবত্যো মার্গং গোপ্যোহবিদূরতঃ ।

দদৃশুঃ প্রিয়বিল্লেষাম্মোহিতাং ছঃখিতাং সখীম্ ॥ ৪৪ ॥

[১০।৩০।৪৪]

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ ।

সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাজ্জিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণ শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝিয়া প্রিয়াকে কহিলেন আমার স্কন্ধে আরোহণ কর । এই বলিতে বলিতে কৃষ্ণ শ্রীমতীর বিপ্রলস্ত ভাব দেখিবার মানসে অন্তর্দান হইলেন । বিপ্রলস্তে প্রথমতঃ সুখাধিক্য আবার স্বাধীনভর্তৃকার যে দৃষ্টিভাব রূপ দৌরাগ্র্য তাহা বিগত হয় । অতএব শ্রীমতীকে সম্পূর্ণরূপ রাসসুখ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের এই রসভঙ্গী । বিপ্রলস্ত উপস্থিত হইলে শ্রীমতী বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

হে নাথ ! হে মহাভূজ ! হে রমণপ্ৰেষ্ঠ ! এখন তুমি কোথায় রহিলে ? হে সখে এই কুপণা দাসীকে আবার দেখা দেও ॥ ৪৩ ॥

যে সকল গোপীগণ কৃষ্ণের পথ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহারা দূর হইতে প্রিয়বিল্লেষে মোহিত ছঃখিতা সখীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৪ ॥

তখন সকলে মিলিয়া কালিন্দীর পুলিনে পুনরায় আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণকথাবনাবৃত্ত হইয়া তদাগমন আকাজ্জক একস্বরে গান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

(রাসগীতা) [১০।৩।১-১৯]

জয়তি তেহধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি ।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
ভুয়ি ধ্বতাসবত্বাং বিচিন্বতে ॥ ৪৬ ॥

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসং-
সরসিজোদরশ্রীমুখা দৃশা ।
সুরতনাথ তেহশুকদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ৪৭ ॥

বিষজলাপ্যাদ্যালরাক্ষসা-
দ্বর্ষমারুতাবৈদ্র্যতানলাং ।
ব্রষময়াভ্রজাদিশ্বতো ভয়া-
দৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুভুঃ ॥ ৪৮ ॥

গোপীগণ কহিলেন, হে দয়িত ! তোমার জন্মের দ্বারা এই ব্রজ জয়যুক্ত হইয়াছে। ইন্দিরা অর্থাৎ ধামলক্ষ্মী সর্বদা ব্রজকে আশ্রয় করিয়া আছেন। আমাদের সম্মুখে তুমি উদয় হইয়া দেখা দাও। তোমাতে প্রাণধারণপূর্বক তোমাকে অবেষণ করিতেছি ॥ ৪৬ ॥

হে সুরতনাথ ! হে বরদ ! আমরা তোমার বিনামূল্য দাসী। শরৎ ঋতুতে সরোবরে সুন্দরজাত বিকসিতকমলমধ্যবর্তী শোভাহারী তোমার নয়নদ্বারা আমাদিগকে ভিতরে ভিতরে বধ করিতেছ। ইহা কি বধ নয় ? একবার দেখা দিয়া দাসীগণের প্রাণরক্ষা কর ॥ ৪৭ ॥

তুমি আমাদিগকে কালিয় বিষজল, ব্যালরূপ অঘাসুর, ইন্দুকৃত

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবা-
 নখিলদেহিনামন্তরাগ্নদৃক্ ।
 বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তরে
 সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪৯ ॥

বিরচিতাভয়ং বৃক্ষিধূর্য্য তে
 চরণমীষুযাং সংস্রতেভয়াং ।
 করসরোরুহং কান্ত কামদং
 শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥ ৫০ ॥

বাতবর্ষা ও বিজ্ঞাতানল, বৃষাস্তর, ময়তনয় এবং অন্ত সকল বিপদ হইতে
 রক্ষা করিয়াছ । হে ঋষভ ! এখন কিনা তুমি অদর্শন হইয়া আমাদিগকে
 নিপীড়িত করিতেছ ॥ ৪৮ ॥

যশোদানন্দন তুমি কৃষ্ণ । তোমাতেই আমাদের নিজস্ব । কিন্তু
 তোমার যে ভাব দেখিতেছি, তাহাতে তুমি সেইভাব আচ্ছাদন পূর্ব্বক
 অখিল দেহীর অন্তরাআর জট্টারূপ বিষু, ব্রহ্মার দ্বারা বিশ্ব রক্ষার জন্ত
 প্রার্থিত হইয়া সাত্বতগণের কুলে জন্মিয়াছ, এই পরিচয়ে আমাদের
 নিকটেও উদাসীন হইয়া পড়িতেছ । যাহাই হউক, আমাদের নিকট
 এরূপ ভাব ভাল দেখায় না ॥ ৪৯

হে বৃক্ষিধূর্য্য ! যশোদানন্দন বলিলে তোমার ভাবান্তর হয় দেখিয়া
 আমরা এখন বসুদেব-নন্দনতার পরিচয়ে তোমাকে ডাকিব । তোমার
 করকমল তোমার চরণাশ্রিতগণের সংস্রুতিনাশরূপ বিরচিত অভয়
 হইয়াছে । আমরা তোমার বিচ্ছেদভয় নিবারণস্বরূপ সেই করকমলকে
 দেখিতেছি । হে কান্ত ! আমাদের সংস্রুতি-ভয় নাই । কৃপা করিয়া

ব্রজজনার্তিহনু বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত ।

ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৫১ ॥

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্ ।
ফণিফণার্পিতং তে পদাসুজং
কুণু কুচেষু নঃ কুন্নি হ্রচ্ছয়ম্ ॥ ৫২ ॥

মধুরয়া গিরা বক্তব্যাক্যয়া
বুধমনোভুয়া পুষ্পরেফণ ।
বিধিকরীরমা বীর মুহুতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৫৩ ॥

তোমার কামদ শ্রীকরগ্রহ আমাদের মস্তকে অর্পণ করিয়া বিচ্ছেদক্লেশ
দূর কর ॥ ৫০ ॥

হে ব্রজজনার্তিহনু! তুমি জীগণের বীর । নিজজনের গর্বনাশক
তোমার মন্দহাস্ত । হে সখে তোমার নিত্য কিঙ্করী আমরা । আমাদেরিগকে
তোমার সুন্দর মুখপদ্ম দেখাও ॥ ৫১ ॥

তুমি প্রণতদেহীদিগের পাপকর্ষণ । গাভীগণের পশ্চাৎগামী । সাক্ষাৎ
লক্ষ্মীর নিকেতন । কালিয় ফণীর ফণায় অর্পিত তোমার পাদপদ্ম
আমাদের স্তনদেশে অর্পণ করিয়া কামকে নাশ কর ॥ ৫২ ॥

হে গুফরলোচন ! তোমার মধুর বাক্য যাহা সুন্দর পদাবলী মিশ্রিত
এবং পণ্ডিতদিগের যাহা অতিশয় মনোজ্ঞ, সেই বাক্যের দ্বারা মোহপ্রাপ্ত

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
 কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
 শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
 ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ ॥ ৫৪ ॥
 প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং
 বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্ ।
 রহসি সম্বিদো যা হৃদি স্পৃশাঃ
 কুহক নো মনঃ ক্লেভয়ন্তি হি ॥ ৫৫ ॥
 চলসি যদুজাচ্চারয়ন্ পশুন্
 নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্ ।

এই বিধিকরী অর্থাৎ কিস্করীদিগকে হে বীর ! অধরামৃত পান করাইয়া
 স্নিগ্ধ কর ॥ ৫৩ ॥

তোমার কথামৃত সন্তপ্তজনের জীবন । কবিগণ বলিয়াছেন যে,
 ইহাতে সকল কল্মষ দূর হয় । ইহা শ্রবণমঙ্গল এবং শ্রীমদের দ্বারা
 আতত বিসৃত । জগতে যাহারা বহু দান করিয়াছেন অর্থাৎ যাহারা
 বহুশুকতিশালী, তাঁহারা তোমার কথামৃত পান করেন ॥ ৫৪ ॥

হে প্রিয় ! তোমার সুন্দর হাস্য, সপ্রেমদর্শন, তোমার ধ্যান, মঙ্গল
 বিহার এবং হৃদয়স্পর্শী নির্জন আলাপ, যে কুহক ! আমাদের মনকে
 ক্লেভিত করিতেছে ॥ ৫৫ ॥

হে কান্ত ! যখন তুমি ব্রজ হইতে পশু চরাইতে চরাইতে বনে যাও,
 তখন তোমার পদসদৃশ সুন্দরপদ শিলাতৃণানুর-দ্বারা ক্লেশ পায়, চিন্তায়

শিলভৃগাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ৫৬ ॥

দিনপরিষ্করে নীলকুন্তলৈ-
বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্ ।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ৫৭ ॥

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং
ধরণিমগুনং ধ্যেয়মাপদি ।
চরণপঙ্কজং শান্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনৈষ্পর্য়াধিহন্ ॥ ৫৮ ॥

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সূষ্ঠু চুম্বিতম্ ।

আমাদের চিত্ত সর্বদা ক্লিষ্ট থাকে ॥ ৫৬ ॥

হে বীর ! দিব্যবসানে তোমার নীলকুন্তলাবৃত গোপদধূলি ধূসরিত
কমলবদন পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া আমাদের মনে কাম প্রদান করিয়া
থাক ॥ ৫৭ ॥

হে আধিহন্ কৃষ্ণ ! তোমার প্রণতজনের কামদ, লক্ষ্মী কতৃক
অর্চিত, পৃথিবীর একমাত্র শোভা, আপদকালে ধোর, কামতাপ
শান্তিকারী পাদপদ্ম হে রমণ ! আমাদের স্তনযুগলে অর্পণ
কর ॥ ৫৮ ॥

হে বীর ! সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশন, স্বরযুক্ত বেণু দ্বারা স্তনরূপ

ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
 বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্ ॥ ৫৯ ॥
 অটতি যদ্রুবানহি কাননং
 ক্রটি যুগায়তে ভ্রামপশ্যতাম্ ।
 কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
 জড়উদীকতাং পল্লবদৃশাম্ ॥ ৬০ ॥
 পতিসুতান্নয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
 নতিবিলজ্য তেহন্তুচ্যুতাগতাঃ ।
 গতিবিদস্তবোদগীতমোহিতাঃ
 কিতব যোষিতঃ কস্যজেন্নিশি ॥ ৬১ ॥

চুষিত, নরগণের ইতর রাগ বিস্মারণ স্বরূপ তোমার অধরামৃত আমাদিগকে
 দান কর ॥ ৫৯ ॥

দিবসে যখন তুমি বনে চল, তখন তোমাকে না দেখিয়া আমাদের
 প্রত্যেক ক্রটি-পরিমাণকাল যুগনদৃশ হইয়া পড়ে । কুটিল কুন্তলযুক্ত
 তোমার শ্রীমুখ বিশেষ আগ্রহের সহিত আমরা দেখি । আমাদের চক্ষের
 পলক তখন বাধা দেয় । বিধাতা নিতান্ত নির্ঝোষ যে, কক্ষমুখদর্শনকারীর
 চক্ষে পলক সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

হে অচ্যুত ! পতি, সূত, অন্নয়, ভ্রাতা ও বান্ধবগণকে অতিশয়
 লজ্বন করিয়া আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি । আমাদের আসার
 কারণ তুমি জান । তোমার গীতদ্বারা মোহিত হইয়া আসিয়াছি । হে
 কিতব ! এমত অবস্থায় তোমা ব্যতীত আর কোন্ পুরুষ স্ত্রীগণকে রাত্রে
 এক্রপ ত্যাগ করিয়া যায় ॥ ৬১ ॥

রহসি সন্নিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
 প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্ ।
 বৃহদুরাশিরো বীক্ষ্য ধাম তে
 মুহুরতিস্পৃহা মুহুতে মনঃ ॥ ৬২ ॥
 ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
 ব্রজিনহস্ত্যলং বিশ্বমঙ্গলম্ ।
 ত্যজ মনাকৃ চ নস্ত্বংস্পৃহাশ্রনাং
 স্বজনহৃদ্রজাং যন্নিসুদনম্ ॥ ৬৩ ॥
 যতে সূজাতচরণানুরূহং স্তনেষু ।
 ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কৰ্কশেষু ।
 তেনাটবীমটসি তদ্যথতে ন কিং স্বিং
 কুর্পাদিভিন্নমতিধীৰ্ভদায়ুষাং নঃ ॥ ৬৪ ॥

(১৮)

তোমার সহিত যে কামোদয়কারী নির্জন আলাপ, তোমার হাস্যমুখ, প্রেমদৃষ্টি, বৃহদ্বক্ষসৌন্দর্য্য এবং তুমি তোমার অপূৰ্ণ স্বরূপ দর্শনে মুহুমূহঃ আমাদের মন মোহিত হইয়াছে এবং রতিস্পৃহা উদয় হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার এই প্রকটব্যক্তি ব্রজবাসীদের পক্ষে সকল ক্লেশ-নিবারক এবং বিশ্ব-মঙ্গলজনক । তোমাকে পাইবার স্পৃহাযুক্ত যে স্বজন আমরা, আমাদের নিকট হৃদ্রোগনাশক যে তোমার ঔষধি আছে, তাহা কিঞ্চিৎমাত্র আমাদেরিগকে দেও ॥ ৬৩ ॥

আহা ! আমরা আর কি বলিব, তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ । তোমার যে চরণাঙ্কুর, তাহা আমাদের কৰ্কশ স্তনোপরি হে প্রিয় ! আমরা কত ভয়ের সহিত ধারণ করি । সেই উৎকৃষ্ট মলের দ্বারা তুমি

[১০।৩২।১-৩ ও ১০]

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা
 রুরূতুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ৬৫ ॥
 তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্ময়মানমুখান্বজঃ ।
 পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মম্মথমম্মথঃ ॥ ৬৬ ॥

বনে বনে ভ্রমণ কর। পাছে কুর্পাদি দ্বারা তাহা ব্যথিত হয়, এই
 আশঙ্কায় আমরা ব্যথিত হইতে থাকি ॥ ৬৪ ॥

গোপীগণ এইরূপ গান করিতেছিলেন। বিচিত্ররূপে প্রলাপ করিতে-
 ছিলেন। কৃষ্ণদর্শনলালসায় সুস্বরে রোদিন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

তাঁহাদের সম্মুখে মন্দহাস্তযুক্ত মুখান্বজের সহিত পীতাম্বরধর বনমালা
 বিভূষিত, সাক্ষান্মম্মথ-মম্মথরূপ কৃষ্ণ সহসা আবিস্কৃত হইলেন। জড়দেহে
 এবং লিঙ্গশরীরে জীবের যে কাম, তাহার নাম মম্মথ। সেই মম্মথ
 সকল অনর্থের হেতু। মনকে মথিত করিয়া জড়বিষয়গামী করে অর্থাৎ
 অণুচৈতন্যরূপ জীবকে বিভূ-চৈতন্যরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্মুখ করে।
 বহির্মুখবিষয়ী এই মম্মথের বশীভূত হইয়া ষোড়শসঙ্গাদি-দ্বারা সংসারগর্তে
 পতিত হইয়া কষ্ট পায়। কৃষ্ণ চিজ্জগতের মম্মথ। সমস্ত শুদ্ধ চিত্তকে
 আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণ নিত্য চিত্ত্রামে পরম লীলা করিতেছেন। সেই
 লীলাই এই ব্রজের রাসলীলা। মান্বিক চক্ষে বহির্মুখ জীব ক্ষুদ্র জড়ীয়
 মম্মথের সহিত চিল্ললোকে তুলনা করিয়া অধঃপতন লাভ করে অথবা
 উদাসীন হইয়া বিরত হয়। চিন্মম্মথের হেয় প্রতিফলন জড়ীয় কাম, যাহা
 বদ্ধজীব স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে ভোগ করে। বুন্দাবনে এই অপ্ৰাকৃত পরম
 মদনরূপ কৃষ্ণ গোপীদিগের সম্মুখে উদয় হইলেন ॥ ৬৬ ॥

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যাংফুল্লদৃশোহবলাঃ ।

উত্তস্থ্যুগপং সৰ্বাস্তনুঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥ ৬৭ ॥

তাভির্বিধূতশোকোভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ ।

ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভিৰ্যথা ॥ ৬৮

ভূতঃ ভগবান্ [১০।৩২।১৫-২২]

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং

সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রবা ।

সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাজ্জিহস্তয়োঃ

সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে ॥ ৬৯ ॥

আহা ! গোপীগণ চিংপ্রেমের একমাত্র আদর্শ। যখন তাঁহারা কৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিলেন, শরীরে যেরূপ প্রাণ আসিলে হয়, সেইরূপ প্রীত্যাংফুল্লনয়নে অবলাগণ যুগপৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আহা ! সে কি অপূর্বদর্শন ॥ ৬৭ ॥

বিধূতশোক গোপীগণের সহিত অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বৃত হইয়া অধিকতর শোভা পাইলেন। সর্বশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার বিলাসবিগ্রহ যেমত বিদ্বচ্চক্ষে পরিদৃষ্ট হন, সেইরূপ। বস্তুতঃ প্রেমচক্ষে এই গোপীবেষ্টিত কৃষ্ণ সেই তত্ত্বের পরম সার ॥ ৬৮ ॥

সেই চিদনঙ্গদীপন কৃষ্ণকে বিশেষ আদর করিয়া সহাসলীলা লক্ষণ বিভ্রম দ্বারা একটাক্ষের সহিত গোপীগণ কৃষ্ণের অঙ্ককৃত পদ ও হস্ত-সংস্পর্শ-দ্বারা সংস্তুবনান্তে কিঞ্চিং কোপাভাস প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥

ভজতোহনুভজন্ত্যেকে এক এতদ্বিপর্যায়ম্ ।

নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্ত্যে এতন্নো ক্রহি সাধু ভোঃ ॥ ৭০ ॥

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থেকান্তোত্তমা হি তে ।

ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্যঃ স্বাঙ্গানং (স্বার্থার্থং) তন্ধি নাগৃথা ॥ ৭১ ॥

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা ।

ধর্ম্মো নিরপবাদোহত্র সৌহৃদঞ্চ সূমধ্যমাঃ ॥ ৭২ ॥

ভজতোহপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ ।

আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রোহঃ ॥ ৭৩ ॥

হে কৃষ্ণ ! কেহ কেহ ভজনাকারীকে অনুভজন করেন । কেহ কেহ ভজনা না করিলেও ভজনা করেন । আবার কেহ কেহ ভজনাই করুক বা না করুক তদুভয়কে ভজনা করেন না । ইহাতে কি ব্যাপার আছে, তাহা বুঝাইয়া বল ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে সখীগণ ! যেস্থলে পরস্পর ভজন, সেস্থলে সমস্ত উত্তমই স্বার্থপর । তাহাতে সৌহৃদ বা ধর্ম্য নাই । নিজের মনঃসুখ ব্যতীত আর কিছুই নাই ॥ ৭১ ॥

ভজনা করেন না অথচ তাহাকে যিনি ভজনা করেন, তাঁহার ধর্ম্য নির্দোষ এবং তাহার যথেষ্ট সৌহৃদ আছে । হে সূমধ্যমাগণ ! এই অবস্থার দৃষ্টান্তস্থল পিতামাতা ও করুণাপূর্ণ ব্যক্তিগণ ॥ ৭২ ॥

ভজনা করিলেও যিনি ভজনা করেন না, ভজনা না করিলেও ভজনার কথাই নাই । এরূপ ব্যক্তিগণ চারিপ্রকারে বিভক্ত । অর্থাৎ আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী । আত্মারামতা ও আপ্তকামতা ঈশ্বর-লক্ষণ । ভক্ত ও জ্ঞানীর পক্ষে এই দুইটি ধর্ম্য উপাদেয় । কেহ

নাহন্ত সখ্যো ভজতোহপি জন্তুন্

ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিরুত্তয়ে ।

যথাহধনো লব্ধধনে বিনষ্টে

তচ্ছিত্তুর্যান্নিভূতো ন বেদ ॥ ৭৪ ॥

এবং মদর্থোজ্জ্বিতলোকবেদ-

স্থানাং হি বো মযানুবৃত্তয়েহবলাঃ ।

উপকার করিয়াছে, তাহার প্রত্যুপকার না করাই অকৃতজ্ঞতা । পিতামাতা গুরুজন নিঃস্বার্থ উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন প্রতিসেবা না করা গুরুদ্রোহিতারূপ মহাপাপ । আমি ঈশ্বর অতএব আমার সে ধর্ম—স্বধর্ম বিশেষ । তবে আমি ভজনাকারীকে ভজনা করি, যথা— “যে যথা মাং প্রপদন্তে তাং স্তথৈব ভজামাহম্”—এই আমার প্রতিজ্ঞা । সেটা আমার নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা বলিয়া জানিবে । অনেকে আমাকে ভজনা করিলেও তাহাদিগেকে কোনস্থলে আমি উপেক্ষা করি । সে আমার ভক্ত-প্রতি কৃপা ও ভগবদ্বদ্ব্যবসায় । মনুষ্যের পক্ষে পরস্পর উপকার সংসারধর্ম । নিঃস্বার্থ উপকার সদ্ধর্ম । আত্মারামতা ও আত্ম-কামতা পরধর্ম । অকৃতজ্ঞতা ও গুরুদ্রোহ পাপ । ভগবানের পক্ষে এই তিন প্রকার ব্যবহারেই কিছুমাত্র দোষ নাই, কেননা তিনি নিত্য মঙ্গলময় । অধিক মঙ্গল কিসে হয়, তাহা সর্বজ্ঞপুরুষই জানেন ॥ ৭৩ ॥

আমার পক্ষে আর একটি কথা বৃষ্টিতে হইবে । হে সখীগণ ! আমাকে যিনি দৃঢ় ভজনা করেন, আমি তাঁহার বিশেষ উপকার করিবার অভিপ্রায়ে ভজনা করি না । অভিপ্রায় এই যে, আমি যত উদাসীন থাকি, ততই জন্তুদিগের আমার প্রতি অনুবৃত্তি বৃদ্ধি হইবে । তাহার উদাহরণ এই যে, কোন অধনব্যক্তির লব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে সে সেই ধনের চিন্তায়

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
 মাস্ময়িতুং মাইথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ৭৫ ॥
 ন পারয়েহহং নিরবত্সংযুজাং
 স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।

ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নিভৃতে বসিয়া তাহাই ভাবে। আমার কিঞ্চিৎ অনুবৃত্তি করিয়াও আমার নিকট কোন সামান্য উপকার না পাইলে বিশেষ চিন্তার সহিত আমাকে ভাবনা করে ॥ ৭৪ ॥

হে অবলাগণ! আমি সামান্য ভক্তগণের অনুবৃত্তি সমৃদ্ধির জন্ত যখন এক্রূপ করি; তখন ভক্তচূড়ামণি যে তোমরা গোপীবন্দ, তোমাদের জন্ত এক্রূপ আচরণ অবশ্য করিব। অধিক এই যে, তোমাদের অপরোক্ষে আমি ভজনা করিবার জন্ত তিরোহিত হইয়াছিলাম। তোমরা হে প্রিয়াগণ! পরমপ্রিয় আমাকে অস্ময়া করিবে না। করিবে না যে, তাহাও আমি জানি, কেননা আমার জন্ত তোমরা লোক ও বেদ দুইই পরিত্যাগ করিয়াছ। তোমরা আমার আত্মশক্তি। তোমাদের কথা কি ॥ ৭৫ ॥

গোপীসম্বন্ধে আর কিছু বিশেষ কথা আছে। সর্বপ্রকার ভজনা-কারীকে আমি কোন না কোন প্রকার প্রতিশোধ দিতে পারি। কিন্তু তোমাদিগকে কোন প্রতিশোধ দিতে পারি না। এমত কি, আমার চিৎসত্তার পরমায়ুতেও তাহা শোধ দিতে পারিব না। অবতার কালের ত কথাই নাই। তোমরা আমার সহিত গোলোক হইতে অবতীর্ণ। তাহাতেই বলি যে, গোলোকনাথের অনন্ত আয়ুতেও তোমাদের প্রতিশোধ হইবে না। আমার সহিত এই ভৌমব্রজে তোমাদের যে সংযোগ, তাহা

যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংব্রশ্য তদঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৭৬ ॥

[১০।৩৩।২-৩]

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ ।
জীরত্বৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোহন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ ৭৭ ॥
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্ধয়োঃ ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্থিরঃ ॥ ৭৮ ॥

নিরবস্থা । যোগমায়া দ্বারা আবর্তিত হইয়া তোমরা নিজ ঐশ্বর্য
জাননা । তথাপি এখানে দুর্জয় গেহশৃঙ্খল ছেদ করিয়া আমাকে একান্ত
ভজনা করিলে । ইহাতে যে সাধুকৃত্য করিলে সেই সাধুকৃত্যতেই সন্তুষ্ট
হও । তোমরাই আমার ঐশ্বর্য, তোমরাই আমার বল । তোমাদিগকে
আমি আর কি দিতে পারি । সুতরাং তোমাদের ঋণ পরিশোধ আমার
পক্ষেও হুঃসাধ্য । তোমাদের সৌলীল্যের দ্বারা আমি আনুগ্য লাভ
করিলাম । কোন সাধুকৃত্য দ্বারা আনুগ্য পাইলাম না ॥ ৭৬ ॥

তখন অমুব্রত (গোপী) জীরত্ব দ্বারা অন্বিত হইয়া প্রীতিসহকারে
পরস্পর বদ্ধবাহুভাবে সেই স্থানে গোবিন্দ রাস ক্রীড়া আরম্ভ
করিলেন ॥ ৭৭ ॥

রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত হইলেন । দুই দুই
গোপীর মধ্যে এক একটা কৃষ্ণস্বরূপ । একরূপ প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ
স্বনিকট জীগণকে কণ্ঠে গ্রহণ করিলেন । এইস্থলে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের মুখ্য
প্রকাশ দেখা গেল ॥ ৭৮ ॥

[১৭, ৩৩, ১৬]

এবং পরিষঙ্গকরাভিমর্ষ-

স্নিগ্ধেক্ষণোদামবিলাসহাসৈঃ ।

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-

য'থাভকঃ স্বপ্রতিবিশ্ববিভ্রমঃ ॥ ৭৯ ॥

পরিষঙ্গ (আলিঙ্গন), করাভিমর্ষণ, স্নিগ্ধদৃষ্টি, উদামবিলাস, হাস এই সব ক্রিয়ার সহিত রমানাথ ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে বিহার করিতে লাগিলেন । অর্ভক অর্থাৎ বালক স্বীয় প্রতিবিশ্ব বিভ্রমে বেরূপ ক্রীড়া করে, তদ্রূপ । তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ জগতে এক বস্তু । তাঁহার শক্তি অনন্ত । সেই সকল শক্তি রূপবতী হইয়া কৃষ্ণকে ক্রীড়া করায় । এক পরাশক্তির বিভূতিসকলকে অনন্ত শক্তি করা হইল । এক কৃষ্ণ ষত সংখ্যা গোপীশক্তি, তত সংখ্যা প্রকাশ হইলেন । সকলই কৃষ্ণ বটে । কিন্তু চিহ্নভিযোগমাত্রা কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে কৃষ্ণকে এবং গোপীসমূহকে পৃথক্ প্রকট করাইলেন । লীলাপোষণের জন্ত সকলকে পৃথক্ ভাব দিয়া সাজাইলেন । সমস্তই চিহ্নতির থেলা । তাহা আবার জগতের মায়িক চক্ষের গোচর করাইলেন । রসপোষণের জন্ত পরস্পর পারকীয় সম্বন্ধাভিধান দিলেন । সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা । এইরূপে যে লীলা হইল তাহা অর্ভক-প্রতিবিশ্বের জ্ঞান-বটে । কিন্তু চিহ্নভি বাহ্য করিলেন, তাহা সত্য, নিত্য ও স্বপ্রকাশ । অনাদিকাল হইতে এই পারকীয় রাসলীলা নিত্যসিদ্ধ । মায়িকজনের বাক্যে বর্ণনে, মায়িকজনের কর্ণে শ্রবণে এবং মায়িকজনের মনে স্মরণে এই সকল ব্যাপারকে দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয় । বস্তুতঃ তাহা নয় । অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারা অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বাপ্রিত এই কৃষ্ণলীলার আদি অন্ত নাই । ইহার মধ্যভাগই নিত্য নূতন ।

[১০।৩৩।১৯]

কৃষ্ণা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ ।

বরাম ভগবাংস্তাভিরাআরামোহপি লীলয়া ॥ ৮০ ॥

[১০।৩৩।২০]

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ

স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ ।

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ

সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ৮১ ॥

আত্মার অংশ অংশী এবং শক্তির পরিণাম পরিণামী ভেদাভেদ-ধর্ম্ম ক্ষুদ্র জীবের এবং ব্রহ্মা-শিবাদিরও বুদ্ধির অতীত তত্ত্ব । অচিন্ত্যশক্তিতেই তাহার সামঞ্জস্য সিদ্ধ হয় । ৭৯ ॥

কৃষ্ণ স্বীয় অসীম আত্মাকে অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা গোপী সংখ্যায় সমান করিয়া তাঁহাদের সহিত আত্মারাম হইয়াও লীলা করিলেন । এই লীলায় সকল আত্মময়, ইহাতে মায়িকভূত বা জড়ের প্রবেশ মাত্র নাই বলিয়া ইহাতে কৃষ্ণের আত্মারামতা অখণ্ডভাবে বিরাজমান ॥ ৮০ ॥

এইরূপে চন্দ্রকিরণ-বিরাজিত রাত্রে অনুরক্তা অবলাগণের সহিত সেই সত্যকাম কৃষ্ণ আত্মতত্ত্বে অবরুদ্ধরতি হইয়া শরৎ-কাব্য-কথাশ্রয়ে আনন্দ সেবা করিয়াছিলেন । বৃন্দাবন, তত্ৰতা নদ, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সঙ্গিনী সমস্তই বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্ব ; তাহাতেই অবরুদ্ধরতি শ্রীকৃষ্ণ । প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে তুর্ভাগা লোক নিজ-চক্ষু দোষে ঐ সমস্ত দেখিয়াও মোহিত হয় । সেই লীলা বিদ্বচ্চক্ষে প্রপঞ্চাতীত হইয়া প্রকাশ পায় ॥ ৮১ ॥

পরীক্ষিৎ প্রপ্নোত্তরে শুকং । [১০।৩৩।২৯-৩১]

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসম্ ।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহেঃ সর্বভুজো যথা ॥ ৮২ ॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ ।

বিনশ্চত্যাচরন্ মোঢ়াদ্যথা রুদ্রোহক্লিজং বিষম্ ॥ ৮৩ ॥

পরীক্ষিৎ এতাবৎ শুনিয়া কিছু সংশয় প্রকাশ করায় শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ ! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-ব্যতিক্রম কার্যে সংশয় করিতেছ, তাহা বৃথা । কেননা ব্রহ্মা শিবাদি ঈশ্বরগণের অনেক সময়ে ধর্ম-ব্যতিক্রমে সাহস দেখিয়াছ, তাহা ক্ষুদ্র জীব-চক্ষে দোষ বোধ হইলেও নোষ নয় । সর্বভুক অগ্নি সমস্ত দহন করিয়াও যে রূপ তত্তৎ দোষে লিপ্ত হন না, ঈশ্বরগণের সেইরূপ আধিকারিক ক্রিয়ায় ধর্ম-ব্যতিক্রম থাকিলেও তাঁহারা দোষী হন না ॥ ৮২ ॥

যে সকল জীব অনধিকার-বশতঃ অনীশ্বর, তাঁহারা সেরূপ আচরণ কদাচ করিবেন না । মূঢ়তা-প্রযুক্ত সেরূপ অসদাচরণ করিলে অবশ্য বিনষ্ট হইবেন । অনধিকার বিষয় কখন মনেও আনা উচিত নয় । দেখ রুদ্র ঈশ্বরতা-প্রযুক্ত সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াও স্বচ্ছন্দ থাকিলেন । তাৎপর্য্য এই, বিধি বহুবিধ অর্থাৎ জড়দেহ-সম্বন্ধে জড়বিধি, লিঙ্গদেহ-সম্বন্ধে মানস বিধি, জনসঙ্গ-সম্বন্ধে সামাজিক বিধি এবং শুদ্ধচিত্তসম্বন্ধে চিৎবিধি । কৃষ্ণের ইচ্ছায় সাধারণ জীবের পক্ষে সমস্ত সাধারণ বিধি পালনীয় । যোগাশ্রিত ব্যক্তি যিনি যতদূর যোগাধিকারী, তিনি ততদূর দৈহিক প্রাকৃতবিধিলজ্জনে সমর্থ । অগ্নিমা লবিমাদি যোগবিভূতি বিচার কর । অদ্বয়জ্ঞানমার্গে যিনি যত দূর উন্নত, তিনি ততদূর সামাজিক

ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ ।

তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাংস্ততদাচরেৎ ॥ ৮৪ ॥

[১০।৩৩।৩৩]

কিমুতাত্মিলসত্ত্বানাং তিথ্যাণ্ড্যাদিবৌকসাম্ ।

ঈশিতুশ্চৈশিতব্যানাং কুশলাকুশলাশ্রয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ধর্মবিধির অতীত। তথাপি তাঁহাদের যে বিধি পালন, তাহা জ্ঞানযোগের অনধিকারীকে স্বীয় স্বীয় অধিকার-নিষ্ঠা দিবার জ্ঞাত। চিহ্নিলাসে যে সকল গুরুভক্তের অধিকার জন্মে, তাঁহারা কৃষ্ণ-কৃপাবলে প্রাকৃতবিধি, সামাজিক বিধি, যোগবিধি, জ্ঞানবিধির অতীত। তথাপি নিম্নাধিকারীর উপকারের জ্ঞাত তাহা লজ্বন করেন না। জীবকে কৃষ্ণ স্বীয় অসীমগুণ ও শক্তির কণমাত্র দিয়াছেন। আবার আধিকারিক দেবগণকে তত্ত্ব অধিকার-পরিমাণে গুণ ও শক্তি দিয়া ঈশ্বর করিয়াছেন। তাঁহারাও গুণশক্তির পরিমাণ অনুসারে সাধারণ বিধির অতীত। কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান। সমস্ত বিধি তাঁহার ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে। সর্ব বিধির বিধাতা কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নন। নিজ নিজ অধিকার-গত বিধিতে ঈশিতব্য অত্ন সকল লোকই বাধ্য ॥৮৩॥

ঈশ্বরগণ আমাদের অধিকার-বিচারে যাহা উপদেশ দেন, তাহাই পালনীয়। তাঁহাদের চরিত্রানুকরণ করা নিম্নাধিকারীর পক্ষে উচিত নয়। বাহ্যর পক্ষে যাহা যুক্ত, বুদ্ধিমান্ সেইরূপ আচার করিবেন ॥৮৪ ॥

দেখ তিথ্যাক, মর্ত্য, ত্রিদিববাসী—যত ঈশ্বর ও অনীশ্বর রূপ সত্ত্ব আছেন, সে সকলেই কৃষ্ণের ঈশিতব্য। কৃষ্ণ সকলের ঈশ্বর। ঈশিতব্য-

[১০।৩৩।৩৫]

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সৰ্ব্বেষাঐক্যেব দেহিনাম্ ।

যোহন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এব ক্রীড়নদেহভাক্ ॥ ৮৬ ॥

[১০।৩৩।৩৭]

নাস্ময়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তশ্চ মায়য়া ।

মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্থান্ স্থান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৮৭ ॥

দিগের পালনীয় বিধি সম্বন্ধে যে কুশলাকুশল সম্বন্ধ বিচার, তাহা পরমেশ্বর কৃষ্ণের পক্ষে স্বেচ্ছাধীন । এই তত্ত্বটী বুঝিলে আর সংশয় কি ? ॥ ৮৫ ॥

গোলোকে সকলই চিন্ময় । সেখানে সামান্ত যুক্তিবাদী ধার্মিকদিগের গতি নাই । সেখানে বিধি উল্লঙ্ঘন লইয়া কখনই বিতর্ক হইতে পারেনা । সেখানে কৃষ্ণ একমাত্র নায়ক । তদীয় পরাশক্তির বিভূতিগণ মূর্ত্তিমতী হইয়া কোটী কোটী লক্ষীগণ তাঁহাকে সেবা করিতেছেন । আবার তৎপ্রকোষ্ঠবিশেষে সেই শক্তিগণকে গোপীভাবে পারকীয় উজ্জলরসে স্থিত করিয়া অচিন্ত্যশক্তিক্রমে যে অপূৰ্ণ রমণ করিতেছেন, তাহার প্রপঞ্চ-প্রকট এই বুন্দাবন-বীলা । তদন্তর বস্তুতঃ এক । সেখানে কৃষ্ণলীলা পোষণের জন্য গোপীসকল পতিভাবে অত্র গোপসকলকে বরণ করিয়া কৃষ্ণকে অধিকতর সুখ দান করিতেছেন । সমুদায়ই আত্মরূপে কৃষ্ণের অংশ আত্মশক্তিরূপ স্বরূপ শক্তির অংশ । স্বয়ং কৃষ্ণ ও স্বয়ং স্বরূপ-শক্তি রাধার যে চিন্ময় দেহভাক্ ক্রীড়া, তাহা নিত্য অনবশ্য ও পবিত্র । এই ব্যাপারে যাহার যত চিং প্রভাব প্রাপ্তি, তাহার ততই নির্দোষ দৃষ্টি, তদায় সমস্ত দেহী গোপীদিগের ও তদীয় পতিদিগের ভিতরে অন্তশ্চর ও বাহিরে কৃষ্ণরূপে অধ্যক্ষ । একরূপ কৃষ্ণলীলায় জড়ীয় ধর্ম্মের তর্ক বিফল । সে তর্ক তार्কিকের কুণ্ঠিত বুদ্ধির পরিচয় মাত্র ॥ ৮৬ ॥

ভৌমব্রজে দেখ আশ্চর্য্য ব্যাপার । তাঁহার যোগমায়ায় মোহিত

[১০।৩৩।৩৯]

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিশেষাঃ

শ্রদ্ধাষিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদযঃ ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৮৮ ॥

গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি কখন অসুখা হয় না । কদাচ তদ্রূপভাব বাহা দেখে, তাহাও লীলাপোষণময়ী যোগমায়া শুদ্ধ অবিস্তা । সকলই চিন্ময় ও পবিত্র । গোপীগণ যখন কৃষ্ণদর্শনে যান, তখন ব্রজবাসী গোপগণ নিজ নিজ দারাকে স্বপার্বস্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন । কখনই কৃষ্ণের দোষ দেখেন না এবং কৃষ্ণকে প্রাণের প্রাণ জানিয়া আদর করেন । মহারাজ, সন্দেহ দূর করিয়া কৃষ্ণানন্দ ভোগ কর ॥ ৮৭ ॥

এই ভৌমব্রজে কৃষ্ণের ব্রজবধুদিগের সহিত ক্রীড়া সর্বদাই চিদানন্দ-বিস্তারক । তাহাকে যিনি লোভরূপ শ্রদ্ধার সহিত অনুবর্ণন করেন বা নিরন্তর শ্রবণ করেন, তিনি ধীরপুরুষ । আত্মারাম কৃষ্ণের রমণ চিন্তা করিতে করিতে বক্তা ও শ্রোতার পূর্বস্থিত হৃদ্রোগ দূর হয় । যত অনুশীলন করেন, ততই কৃষ্ণে পরাভক্তি উদয় হয় । বক্তা শ্রোতা মাত্রেই কৃষ্ণকে স্বীয় স্বীয় নায়ক জানিয়া গোপীর আনুগত্যে আপনার গোপী-ভাব স্বীকার করিতে হইবে । কৃষ্ণানুকরণে বুদ্ধি হইলে সর্বনাশ হয় । উপাসক মাত্রেই এই সত্যকর্তার প্রয়োজন । জ্ঞাপুরুষের জড়ীয় সঙ্গ ভাবনা করিতে হইবে না । উপাসক পুরুষ হউন বা জ্ঞী হউন স্বয়ং গোপী হইতে হইবে । কৃষ্ণের অষ্টকাল পারকীর মধুরলীলাই মুখ্যভাবে স্মরণীয় । দাস্ত সখ্য বাৎসল্য বিষয়ক লীলা ইহার সঞ্চারিভাব বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৮৮ ॥

প্রলম্ববধাস্তে গোপীগীতা (বনপ্রবাসোদিতা) [১০।৩৫।১-২৬]

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ ।

কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নির্যুত্বেথেন বাসরান্ ॥ ৮৯ ॥

বামবাহুকৃতবামকপোলোবল্লিভ্ররধতরাপিতবেণুম্ ।

কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র যুকুন্দঃ ॥

ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈবিস্মিতাস্তদুপধার্য সলজ্জাঃ ।

কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপশ্বতনীবাঃ ॥ ৯০ ॥

হস্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ ।

নন্দস্নুররমার্ভজনানাং নন্দ্যদো যহি কুজিতবেণুঃ ॥

বৃন্দশো ব্রজব্রষা মৃগগাবো বেণুবাঘহৃতচেতস আরাং ।

দন্তদষ্টকবলা ধ্বতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥ ৯১ ॥

প্রলম্ববধাস্তে বনগমন-বিরহোদিত গোপীদিগের বিরহগীত । কৃষ্ণের বনগমনে তদনুব্রত গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিয়া দিবসগুলিকে দুঃখে যাপন করিয়াছিলেন । এই গীতসকল পৃথক্ পৃথক্ দিবস ও পৃথক্ পৃথক্ সভার গীত হইয়াছিল ॥ ৮৯ ॥

কোন গোপী বলিতেছেন, হে গোপীগণ ! বামকপোলে বামবাহু-সংযুক্ত নত্ৰিভ্রু, অধরে অপিতবেণু, কোমলাঙ্গুলি দ্বারা বেণু-রক্ত আশ্রয় পূর্বক কৃষ্ণ যখন বংশীবাদ্য করেন, তখন সেই বেণু-গীত শ্রবণ করিয়া সিদ্ধগণের সহিত তরী বনিতাগণ ব্যোমযানে থাকিয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হন, পরে কামে চিত্তসমর্পণ পূর্বক জ্ঞানহারা হইয়া বিগতনীবি হইয়া পড়েন ॥ ৯০ ॥

হে অবলাগণ ! চিত্রকথা শুন । মনোহর হানুযুক্ত কৃষ্ণের বক্ষস্থলে

বহিঃস্তবকধাতুপলাশৈ-

বন্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ ।

কর্হিচিৎ সবল আলি সগোটে-

র্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥

তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ

তৎপদান্বজরজোহনিলনীতম্ ।

স্পৃহয়তীব'য়মিবাবহুপুণ্যাঃ

প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥ ৯২ ॥

অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীৰ্যা

আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ ।

স্থিরবিজ্ঞাৎ শোভা পায়। সেই নন্দনন্দন আর্ন্তজনের প্রতি নন্দ-
সুখদ হইয়া যখন বেণু বাদন করেন; তখন যুখে যুখে ব্রজের বৃষগণ,
গাভীগণ ও যুগগণ বাস্তবারা ছত্ৰচেতা হইয়া যেখানে আছে, সেইখানেই
দস্তে কবল ধারণ পূর্বক উচ্চকর্ণে মুগ্ধভাবে লিখিত চিত্রের ভ্রায় নিদ্রিত
হইয়া পড়ে ॥ ৯১ ॥

মমুরপিচ্ছ, ধাতু ও পলাশ দ্বারা বন্ধমল্লভাব ধারণ পূর্বক যখন হে
সখীগণ! বলদেব ও গোপগণের সহিত গাভীসকল আহ্বান করেন,
তখন যমুনাদি নদীগণ ভগ্নগতি হইয়া বাতানীত তৎপদান্বরেণু লাভ
করিবার স্পৃহা করেন এবং প্রেমবেগে স্তিমিতাপ হস্ত প্রসারিত করিয়াও
আমাদের ভ্রায় বহু পুণ্যের অভাবে তাহা প্রাপ্ত হন না ॥ ৯২ ॥

গিরিতট ও বনচারী গাভীদিগকে অনুচরবর্ণের দ্বারা অনুবর্ণিত-বীৰ্যা
আদিপুরুষ অচলভূতি শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা যখন আহ্বান করেন, তখন

বনচরো গিরিতটেষু চরন্তী-

বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি ॥

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং

ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।

প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ

প্রেমহৃষ্টতনবো বরষুঃ স্ম ॥ ৯৩ ॥

দর্শনীয়-তিলকো বনমালা

দিব্যগন্ধতুলসীমধুমতৈঃ ।

অলিকুলৈরলঘুগীতমভীষ্ট-

মাদ্রিয়ন্ যাহি সন্ধিতবেণুঃ ॥

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-

শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্যা ।

হরিমুপাসত তে যতচিত্তা

হন্ত মীলিতদৃশো ধ্বতমোনাঃ ॥ ৯৪ ॥

বনলতা ও তরুণগ পুষ্পফলাঢ্য হইয়া প্রণতভার শাখা হইতে মধুধারা
বর্ষণ পূর্বক প্রেমহৃষ্টতনুস্বরূপে সর্বত্র বিষ্ণুকে প্রকাশ করিতেছেন,
এরূপ বোধ হয় ॥ ৯৩ ॥

অপূর্বতিলকশোভাবুক্ত কৃষ্ণ যখন বনমালাগত দিব্যগন্ধ তুলসী-
মধুতে মত্ত অলিকুলের মনোহর যুগ্মগীতকে আদর পূর্বক বেণুতে স্বর-
সঙ্গান করেন, তখন সরসি-(স্থিত) সারস, হংস ও বিহঙ্গগণ তাঁহার স্নন্দর
গীত শ্রবণে হৃতচিত্তভাবে আইসে এবং যতচিত্ত, মীলিতদৃশ ও ধ্বতমোন
হইয়া হরিকে উপাসনা করে ॥ ৯৪ ॥

সহ বলঃ স্রগবতঃসবिलासः

সানুযু ক্ষিতিভূতো ব্রজদেব্যঃ ।

হর্ষয়ন্ যহি বেণুরবেণ

জাতহর্ষ উপরন্ততি বিশ্বম্ ॥

মহদতিক্রমশঙ্কিতচেতা

মন্দমন্দমনুগর্জ্জতি মেঘঃ ।

সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভি-

চ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্ ॥ ৯৫ ॥

বিবিধগোপরমণেষু বিদক্শো

বেণুবাণ্ড উরুধা নিজশিক্ষাঃ ।

তব সূতঃ সতি যদাধরবিশ্বে

দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥

হে ব্রজদেবীগণ! বলদেবের সহিত শ্রদ্ধাকর্ণভূষণবিলাসী কৃষ্ণ যখন পর্বতসানুতে বিশ্বকে হর্ষিত করিয়া বেণুরবে স্বয়ং জাতহর্ষ হইয়া গান করেন, তখন মেঘসকল মহদতিক্রম-শঙ্কায় সেই বেণুনাগের অনুকরণে পূর্বক ধীরে ধীরে গর্জন করে, কৃষ্ণকে জগতশীতল কার্ষ্যে আপনাদের সুহৃদ জ্ঞানে বিন্দুবর্ষণ রূপ পুষ্পবৃষ্টিতে পূজা করে এবং ছায়াদ্বারা আতপত্র বিধান করে ॥ ৯৫ ॥

আর একদিন যশোদার সভায় কোন গোপী বলিতেছেন, হে যশোদে! যখন তোমার পুত্র কৃষ্ণ বিবিধ গোপলীলায় বিদগ্ধ, বেণু-বাণ্ডে স্বয়ং পণ্ডিতাগ্রগণ্য, স্বীয় ওষ্ঠে বেণুসংযোগ করত স্বরজাতিকে আলাপ করেন, তখন সময়ে সময়ে সেই বাণ্ড শ্রবণ করত ইন্দ্র, শিব ও

সবনশান্ত্তুপধার্য্য সুরেশাঃ

শত্রুশব্দপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ ।

কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ

কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্বাঃ ॥ ৯৬ ॥

নিজপদাজদলৈধ্বজবজ্র-

নীরজাক্ষুণবিচিত্রললটমৈঃ ।

ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং

বস্মধুর্য্যগতিরীরি(ড়ি)তবেণুঃ ॥

ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-

বীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ ।

কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ

কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ৯৭ ॥

মণিধরঃ কচিদাগণয়ন্ গা

মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্তাঃ ।

ব্রজা প্রভৃতি দেবগণ নতমস্তক ও নম্রচিত্ত হইয়া তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মোহপ্রাপ্ত হন ॥ ৯৬ ॥

হে সখীগণ ! ধ্বজবজ্র কমল ও অক্ষুণ্ণ রূপ বিচিত্র চিহ্নদ্বারা শোভিত নিজ পাদপদ্মচালনে গজেজগতিতে ব্রজের গন্ধুর বেদনা শামিত করিয়া বেণুবাদন পূর্ব্বক যখন কৃষ্ণ চলেন, তখন বিলাসবীক্ষণ দ্বারা অর্পিত মদনবেগে বৃক্ষের তায় গতি-শূন্ত হইয়া মোহকর্ত্তৃক আমাদের কবরী ও বসনের অবস্থা আমরা জানিতে পারি না ॥ ৯৭ ॥

কখন তুলসী-মালা-শোভিত কৃষ্ণ মণিমালা দ্বারা স্বীয় গাভীগণকে

প্রণয়িনোহনুচরশ্চ কদাংসে

প্রক্ষিপন ভুজমগায়ত যত্র ॥

কণিতবেণুরববাক্তচিহ্নাঃ

কৃষ্ণমম্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ ।

গুণগণার্ণমনুগম্য হরিণ্যো

গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥ ৯৮ ॥

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেশো

গোপগোধনব্রতো যমুনায়াম্ ।

নন্দস্নুরনঘে তব বৎসো

নন্দদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥

মন্দবায়ুরূপবাত্যনুকূলং

মানয়ন্ মলয়জস্পর্শেন ।

বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে

বাঙগীতবলিভিঃ পরিবক্ৰঃ ॥ ৯৯ ॥

গণনা করিতে করিতে প্রণয়ী অনুচরের স্বন্ধে ভুজ নিক্ষেপ করতঃ বেণুগান করেন, তখন কৃষ্ণসার-গৃহিণী হরিণীগণ গুণনাগর কৃষ্ণকে অবাক্ত চিত্তে গোপীদিগের স্থায় গৃহাশা পরিত্যাগ পূর্বক অন্বেষণ করে ॥ ৯৮ ॥

অপরাহ্নে কুন্দকুসুমদামদ্বারা কৃতকৌতুকবেশ এবং গোপ গোধন-বেষ্টিত হইয়া হে অনঘে যশোদে! তোমার নন্দস্নু বৎস প্রণয়ী-জনের প্রেমদাতা রূপে যমুনা যখন বিহার করেন, তখন চন্দন-স্পর্শ-দ্বারা শীতল মন্দবায়ু অনুকূল রূপে বহিতে বহিতে তাঁহার পূজা করে

বৎসলো ব্রজগবাং যদগগ্ৰো
 বন্দ্যমানচরণঃ পথি বুদ্ধৈঃ ।
 কৃৎস্নগোধনযুপোহু দিনান্তে
 গীতবেণুরনুগেড়িতকীৰ্ত্তিঃ ॥
 উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনা-
 যুগ্ময়ন্ থুররজশ্চ রিতশ্রক্ ।
 দিৎসয়েতি সুহৃদাশিষ এষ
 দেবকীজঠরভুরুড়ুরাজঃ ॥ ১০০ ॥
 মদবিযূর্ণিতলোচনঈষ-
 মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী ।
 বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং
 মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা ॥

এবং গন্ধর্ভগণ গীত-বাস্ত-পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা চতুর্দিকে উপাসনা করিতে থাকে ॥ ৯৯ ॥

ব্রজবাসী ও গাভীদিগের হিতকারী যেহেতু গোবর্দ্ধনধারা ব্রহ্মা-
 শিবাদি-দ্বারা বন্দ্যমানচরণ কৃৎস্ন গোসকলকে একত্র করিয়া সন্ধ্যার
 পূর্বে স্তবকীৰ্ত্তি স্বরূপে বেণুগান করিতে করিতে যখন আসিতে
 থাকেন, তখন শ্রমচিহ্ন থাকিলেও অন্তের চক্ষের উৎসব বিস্তার পূর্বক
 গাভী-থুর-ধূলায় ছুরিতমালা ধারণ করত সুহৃদগণের সুখ দিবার আশায়
 বশোদা-জঠরোদিত চন্দ্রের ভ্রায় শোভা পাইতে থাকেন ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণ নিকটে আসিতেছেন, লক্ষ্য করিয়া কোন গোপী বলিতেছেন,
 হে সখীগণ! দেখ ঈষৎ মদনযূর্ণিত-লোচন সুহৃদগণের মানদ; পক-

যদুপতিদ্বিরদরাজবিহারো

যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে ।

মুদিতবস্ত্র উপযাতি দুরন্তং

মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্ ॥ ১০১ ॥

শ্লোকঃ ।

এবং ব্রজপ্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ ।

রোমরেহহঃসু তচ্চিত্তাস্তম্মাঙ্কা মহোদয়াঃ ॥ ১০২ ॥

দীর্ঘবিপ্রলন্তে । ব্রজাগতমুদ্ববং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা ভ্রমরং প্রতি ।

[১০।৪৭-১২-২১]

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাজ্জিৎ সপত্ন্যাঃ

কুচবিলুলিতমালা কুমকুমশ্মশ্রুভিনঃ ।

বহতু মধুপতিস্তম্মানিনীনীনাং প্রসাদং

যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যশ্চ দূতস্তমীদৃক্ ॥ ১০৩ ॥

বদন-ফলের ছায় পাণ্ডুবর্ণ বদন ; কনক কুণ্ডল শ্রীকর্তৃক যুগ্মগুণ্ডিত
যদুপতি কৃষ্ণ গজরাজবিহারী এই দিবান্ত সময় উল্লসিতবস্ত্রে ব্রজজনের
ও গাভীগণের দুরন্ত দিনতাপ মোচন করিবার জন্য যামিনীপতি চন্দ্রের
ছায় নিকটে আসিতেছেন ॥ ১০১ ॥

শ্লোকদেব কহিলেন, হে রাজন ! ব্রজস্রীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিতে
করিতে তচ্ছিত্ত ও তন্মনস্ক হইয়া দিবাভাগে এই প্রকার আনন্দ লাভ
করিয়াছিলেন ॥ ১০২ ॥

পূর্বরাগ, মিলন, প্রেমবৈচিত্র্য মানাদিরূপ ক্ষণিক বিপ্রলন্ত এই
সব লীলার বর্ণিত হইয়াছে। এখন দূরপ্রবাস রূপ দীর্ঘ বিপ্রলন্তের
প্রেমময়ী লীলা শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে উদ্ববকে দূতরূপে প্রেরণ করিলে

সকুদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়রিতা
 স্মনস ইব সত্তন্ত্যজেহস্মান্ ভবাদৃক্ ।
 পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা
 অপি বত হতচেতা হ্যন্তমঃশ্লোকজলৈঃ ॥ ১০৪ ॥
 কিমিহ বহু ষড়্জ্যে গায়সি ত্বং যদুনা-
 মধিপতিমগ্ৰাহামগ্রতো নঃ পুরাণম্ ।

পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণবিরহে গোপীগণের স্বপক্ষে প্রতিপক্ষতা হয় না। সুতরাং সকল গোপী অর্থাৎ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি স্ব স্ব যুথ সহকারে শ্রীমতী রাধিকার সহিত একত্রে উদ্ধবকে দর্শন করিতেছেন। উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতী একটি ভ্রমরকে বলিতেছেন। হে মধুপ ! হে কিতববন্ধো ! আমাদের স্বপত্রীর কুচবয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে বনমালা বিলুলিত হইয়াছে, তৎসংশ্লিষ্ট কুসুমদ্বারা তোমার শ্যশ্চ রঞ্জিত হইয়াছে। তুমি আমাদের পাদস্পর্শ কেন করিতেছ ? মধুপতি কৃষ্ণের মথুরা-মানিনীদিগের প্রসাদ বহন কর। আমরাদিগের নিকট এই অবস্থায় নম্রতা করিবার জন্ত যে দৌত্য গ্রহণ করিয়াছ, তদ্বারা বহুসভার কৃষ্ণের উপহাসাস্পদতাই হইবে ॥ ১০৩ ॥

তঁাহাকে কিতব বলিয়া কেন বলিতেছি শুন। তিনি তঁাহার স্বীয় মোহিনী অধরপ্রধা একবার পান করাইয়া (তুমি যেমত পুষ্পমধু খাইয়া পুষ্পকে ত্যাগ কর) সেইরূপ আমরাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। যদি বল, কমলা কেন সর্বদা তঁাহার পাদপদ্ম সেবা করেন ? তবে বলি, কৃষ্ণের মিষ্টজন্মায় হতচি্ত্ত হইয়া পদ্মা তঁাহাকে বিশ্বাস করিয়াছেন। পদ্মা নিতাস্ত সরলা, তাই ভুলিয়া থাকেন ॥ ১০৪ ॥

হে ঘটপদ ! আমরা ত্যক্তগৃহবনবাসিনী। আমরাদিগের অগ্রে তুমি

বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
 ক্ষয়ি(পি)তকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥ ১০৫ ॥
 দিবি ভুবি চ রসায়ান্ কাঃ প্রিয়স্তদূরাপাঃ
 কপটরুচিরহাসজ্জবিজ্জুস্তস্য যাঃ স্যুঃ ।
 চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতিবয়ং কা
 অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যন্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥ ১০৬ ॥
 বিস্ফজ শিরসি পাদং বেদ্যাহং চাটুকীরৈ-
 রনুনয়বিদ্বষন্তেহভ্যোত্য দৌতৈর্যু'কুন্দাং ।

বারম্বার উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত যত্নদিগের অধিপতির কথা গান করিতেছ । তাহাতে কি পাইবে ? কৃষ্ণের তত্রস্থ সখীদিগের নিকটে তাঁহার প্রসঙ্গ গান কর । আজকাল ক্ষয়িতকুচরোগ সেই প্রিয়গণ তোমাকে ইষ্ট দান করিতে পারেন ॥ ১০৫ ॥

বল দেখি, সেই কপট রুচিরহাস-রুবিজ্জুস্তযুক্ত নয়নের কাছে ত্রিভুবনে কোন্ অপ্রাপ্য স্ত্রী আছে ? মহালক্ষ্মী বাঁহার চরণরজ উপাসনা করেন, তখন এই বনবাসিনীগণ কি তাঁহার ষোগ্য ? কিন্তু একটা কথা আছে । তাঁহার নাম উত্তমশ্লোক । তখন তিনি দীনা স্ত্রীদিগের প্রতি অবশ্য অধিক কৃপা করিয়া থাকেন ॥ ১০৬ ॥

আহা ! ভ্রমর ! তুমি আমার চরণ কেন মাথায় করিতেছ ? আমি ভালরূপ জানিয়াছি যে, মুকুন্দের দৌত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছ । প্রিয় অনুনয় বাক্য প্রয়োগে তুমি পরম চতুর । কৃষ্ণের জন্য আমরা পতি পুল এবং সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি ! তিনি এমনত অকৃতচেতা যে, আমাদেরকে পরিত্যাগ করিলেন । ইহাতে আর অনুসন্বেষ কি আছে ?

স্বকৃত ইহ বিস্ফোপত্যপত্যলোকা

ব্যস্জদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেরমস্মিন্ ॥ ১০৭ ॥

শ্লগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যাধে লুব্ধধর্ম্মা

দ্বিয়মকৃতবিরূপাং জীজিতঃ কামযানাম্ ।

বলিমপি বলিমদ্বা বেষ্ঠয়দ্বাঙ্কবদয-

স্তদলমসিতসংখ্যেত্ স্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥ ১০৮ ॥

যদনুচরিতলীলা-কর্ণপীযুষবিপ্রতট-

সকৃদদনবিধুতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ ।

সপাদি গৃহকুটুম্বং দীনযুৎস্রজ্য দীনা

বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি ॥ ১০৯ ॥

তুমি আর কি চাতুরী প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিরপরাধ সাধন করিতে পার ? ॥ ১০৭ ॥

ওহে ভ্রমর ! মাংসলোভী ব্যাধের জ্বায় যিনি কোন সময়ে বালীরাজাকে বাণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সুর্পণখা কামযানা হইয়া শরণ লইলে সেই জীজিত পুরুষটি তাহার নাক কাটিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়াছিলেন, বলি রাজার যজ্ঞ ভোগ করিয়া কাকের জ্বায় তিনি তাহাকে ধরিয়াছিলেন । এমন নির্দয়স্বভাব কুম্ভবর্ণপুরুষটির সখে আর কাব নাই । তবে এক কথা এই যে, তাঁহার কথা ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই বলিয়া নিরন্তর আলোচনা করি ॥ ১০৮ ॥

ওহে ভ্রমর ! আবার দেখ, যাহার অনুচরিতলীলা-সুধাকর্ণ কর্ণে একবার আশ্বাদন করিয়া মহাশ্লগণ হুঃখসুখাদি বন্দ-ধর্ম্ম ধোত করিয়াছেন, অহং-মম বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ দীন গৃহ-কুটুম্ব পরিত্যাগ পূর্বক স্বয়ং দীনভাবে

বয়মৃতমিব জিহ্নাব্যাহতং শ্রদ্ধধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবন্ধো হরিণ্যঃ ।

দদৃশুরসকুদেতত্তন্থম্পর্শতীব্র-

স্মরকুজ উপমস্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবর্ত্তাঃ ॥ ১১০ ॥

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেযিতঃ কিং

বরয় কিমনুরুদ্ধে মাননীয়োহসি মেহজ্ঞ ।

নয়সি কথামিহাস্মান্ দ্রুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং

সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধুঃ সাকমান্তে ॥ ১১১ ॥

অপি বত মধুপুৰ্য্যামার্য্যপুত্রোহধুনাস্তে

স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্ ।

হংসধর্ম্মাশ্রয়ে ভিক্ষার্চণ্যায় দিনপাত করিতেছেন, তাঁহার দয়ার কথা আর কি বলিব ? ॥ ১০৯ ॥

হে ভ্রমর ! হে কৃষ্ণদূত ! ব্যাধের গীতশ্রবণে আকুটচিত্ত কৃষ্ণসার হরিনীগলি ক্লেশ পায়, তজ্জগৎ আমরা কৃষ্ণের কপটবাক্যকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নথস্পর্শজনিত তীব্র কামরোগ লাভ করিয়াছি। অতএব আর তাঁর কথায় প্রয়োজন নাই। অতঃ কথ্য বল ॥ ১১০ ॥

হে প্রিয়সখা ভ্রমর ! তুমি যে আবার ফিরিয়া আঠলে ? প্রিয় কৃষ্ণ কি তোমাকে পুনরায় পাঠাইলেন ? তুমি আমাদের মাননীয় । তোমার অভীষ্টবর প্রার্থনা কর । কৃষ্ণ কখনই জ্ঞাপার্শ্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন না । তবে আমাদেরকে কি করিয়া তাঁহার নিকটস্থ করিতে চাও ? আজ কাল শ্রীর্বধু তাঁহার সহিত তাঁহার বন্ধে আছেন । সে সৌম্য ! তুমি কি ইহা বুদ্ধিতে পার না ? ॥ ১১১ ॥

উদঘূর্ণাভাব একটু স্থির হইলে সম্রমে শ্রীমতী বলিতেছেন, হে ভ্রমর !

কচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং শৃণীতে

ভুজমগুরুশৃগন্ধং মুর্দ্ধাধাশ্চ কদা নু ॥ ১১২ ॥

বহুদিনান্তে কুরুক্ষেত্রে শ্রমস্তপস্বকে মিলনং । [১০।৮২।৩৯-৪০]

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং

যৎ প্রেক্ষণে দৃশিমু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি ।

দৃগ্ভিত্ত্বদীকৃতমলং পরিরভ্য সৰ্ব্বা-

স্তম্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং ছুরাপমু ॥ ১১৩ ॥

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ ।

আল্লিষ্টানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১১৪ ॥

হে কৃষ্ণদূত ! বল দেখি, গুরুকুল হইতে আসিয়া এখন আৰ্য্যপুত্র মধুপুরেই কি আছেন ? তিনি পিতৃগেহ, গোপবন্ধুগণকে কি স্মরণ করেন ? কখনও কি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলিয়া থাকেন ? আবার কি তিনি স্বীয় অগুরু শৃগন্ধযুক্ত ভুজ আমাদের মস্তকে অর্পণ করিবেন ? ॥ ১১২ ॥

উদ্ধব আগমনের পর কৃষ্ণ সময়ে সময়ে ব্রজগমন করিয়াছিলেন । অনেক দিবস পরে কুরুক্ষেত্রে শ্রমস্তপস্বকে গ্রহণ উপলক্ষে সমস্ত যত্নগণ এবং ব্রজবাসিগণ তথায় মিলিত হন । গোপীগণ বহুদিন পরে অভীষ্টবস্ত কৃষ্ণকে পাইলেন । বে কৃষ্ণদর্শনে বাধা দেয় বলিয়া পলকহৃষ্টিকারী বিধাতাকে তাঁহার অভিশাপ করিতেন, গোপীগণ চক্ষু দ্বারা কৃষ্ণকে হৃদয়ে আনিয়া আলিঙ্গন করতঃ পরম ভাব প্রাপ্ত হইলেন । সে ভাব নিত্যযুক্ত মহিষী বা লক্ষীগণের পক্ষে ছুরাপ ॥ ১১৩ ॥

কৃষ্ণ গোপীগণকে তদ্রূপে পাইয়া নিৰ্জ্জনে সঙ্গ করত আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসায় হাস্য করিয়া বলিলেন ॥ ১১৪ ॥

[১০।৮২ ও ৪৪।৪৮]

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।

দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥

[গৌণীবাচ্যঃ]

আল্শ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং

যোগেশ্বরৈরহু দিবিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং

গেহং জুষামপি মনস্যাদিয়াং সদা নঃ ॥ ১১৫ ॥

ভূতগণের আমাতে যে প্রেমভক্তি, তাহা অমৃত উৎপন্ন করে। আশ্চর্য্য দেখ, আমাতে তোমরা যে স্নেহ কর, তদ্বারা মৎপ্রাপ্তিই তোমাদের সুখপ্রদ। এই কথা শুনিয়া শ্রীমতী নিগূঢ়ভাবে কহিলেন, হে নলিননাভ! অগাধ-বোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়ে যে পাদপদ্ম সর্বদা বিচিন্তা এবং সংসার-কূপপতিত ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা একমাত্র অবলম্বন, সেই তোমার পাদপদ্ম তোমার সহিত গার্হস্থ্য-ক্ৰীড়ায় নিযুক্ত আমাদের যে বৃন্দাবন-লীলা-গত মন, সেই মনে অর্থাৎ বৃন্দারণ্যে সর্বদা উদয় করাও। আমাদের এই ঐশ্বর্য্যগত মিলনে সুখ হয় না। এতদনুরূপ ভাব শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন। ‘প্রিয়ঃ সোহরং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতস্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ । তথাপাস্তুঃ খেলন মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে, মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥’ ইহার অনুবাদ—সত্য ইনি সেই কৃষ্ণই বটে এবং আমি সেই রাধা। আমাদের উভয়ের সেই সঙ্গমসুখ উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি আমার চিত্ত এই চায় যে, কৃষ্ণকে এই ঐশ্বর্য্য স্থান হইতে মাধুর্য্যভূমি বৃন্দাবনে লইয়া আবার বামুনকুণ্ডে মিলিত হই। কৃষ্ণও এই কথায় “ভবতী নাং মদাপনঃ” এই বাক্য দ্বারা বলিলেন,—

তদ্বিষয়ে শ্রীমহিষ্যঃ উচুঃ [১০।৮৩।৪১-৪৩]

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভোজ্যমপ্যুত ।

বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥ ১১৬ ॥

কাময়ামহ এতশ্চ শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ ।

কুচকুম্ভমগন্ধ্যাঢ্যং মূদ্ধা বোঢ়ং গদাভূতঃ ॥ ১১৭ ॥

ব্রজজ্রিয়ো যদ্বাঞ্জন্তি পুলিন্দ্যঙ্গবীরুধঃ ।

গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদম্পর্শং মহাত্মনঃ ॥ ১১৮ ॥

হে প্রেষ্ঠ সাধ্বি ! তোমার বাহা ইচ্ছা, সেই রূপেই আমি নিত্য তোমার সঙ্গী ।

একথা তুমি জান, আর আমি জানি, আর কেহ জানেন না ॥ ১১৬ ॥

মহিষীগণ कहিলেন, আহা ! গোপীগণের সহিত কৃষ্ণসঙ্গমে যে সুখ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, হে সাধ্বীগণ ! সাম্রাজ্য চিদ্রাজ্য, ভোগ-সমূহ, বিরাট পদ, পারমেষ্ঠ্য পদ, আনন্ত্য বা সামুজ্য কিছুই নয় । অতএব সে সকল আমরা কামনা করি না । অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যে ব্রজবনে গোপীভাবে সেবা, তাহাই আমাদের ও লক্ষ্মীগণের পরম প্রার্থনীয় । জড়ানন্দী লোকের যে ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণ চিন্তা তাহা তাহাদের পক্ষে জড়মায়াবিক্রম এবং বৈধ ভক্তদিগের যে স্বকীয় ঐশ্বর্য্য সেবা, তাহা কেবল যোগমায়াব প্রভাব মাত্র । বস্তুতঃ কৃষ্ণের ব্রজলীলাই পরম আদরণীয় তত্ত্ব ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণের চরণকমল গোপীদিগের কুচ-কুম্ভমের দ্বারা গন্ধাঢ্য হইয়াছে । এখন জানিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ পদরজ শোভা ধারণ করাই আমাদের পরম শ্রেয়ঃ ॥ ১১৭ ॥

দেখ রাধাকৃষ্ণের শ্রীমৎ পাদরজঃ কামনা কেবল আমরাই করিতেছি, এমত নয় । ব্রজের বরনীর সকল গোপীগণও তাহা বাঞ্ছা করেন । পুলিন্দরমণীগণ তৃণ বীরুধ গোসমূহ তথা সমস্ত গোপালগণ ঐ পদরজঃ নিত্য কামনা করেন ॥ ১১৮ ॥

[১০।৮৪।৫৯]

নন্দস্তু সহ গোপালৈর্মহত্যা পূজয়ান্নিতঃ ।

কৃষ্ণ-রামোগ্রসেনাঐত্বন্যবাৎসীদন্ধুবৎসলঃ ॥ ১১৯ ॥

[১০।৮৪।৬৬]

নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কুৎ প্রেন্না গোবিন্দরাময়োঃ ।

অত্র শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ বর্জ্যভর্মানিতোহবসৎ ॥ ১২০ ॥

[১০।৮৪।৬৯]

নন্দো গোপ্যশ্চ গোপাশ্চ গোবিন্দচরণান্বজে ।

মনঃ ক্ষিপ্তং পুনহ'র্ভূমনীশা মাথুরান্ বযুঃ ॥ ১২১ ॥

মাথুররমণ্যঃ [১০।৮৪।১৩]

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নূলিঙ্গ-

গুচঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমালাঃ ।

ঐ উপলক্ষে শ্রমস্তপস্কে সমাগত সমস্ত গোপালগণ সহিত মহারাজ নন্দ কৃষ্ণরাম উগ্রসেনাদির দ্বারা আদৃত হইয়া বন্ধুবৎসলতা বশতঃ তথায় কিছুদিন বাস করিলেন ॥ ১১৯ ॥

সধাগণের প্রিয়কন্যা নন্দ কৃষ্ণ রামের প্রেমে বহুদের সহিত সে শ্রমস্তপস্কে আজকাল করিয়া তিন মাস বাস করিলেন ॥ ১২০ ॥

তৎপরে নন্দ গোপীগণ ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিত্তকে নিক্ষেপ করিয়া আর তাহাকে আহরণ করিতে পারিলেন না । স্মৃতরাং মন কৃষ্ণপাদপদ্মে রহিল । তাঁহারা মাথুরপ্রদেশে গেলেন ॥ ১২১ ॥

এই ব্রজমণ্ডল সর্বোত্তম পুণ্যভূমি । ভৌম ব্রজের এই মাহাত্ম্য । ইহা যে ভূমণ্ডলগত জড়ভূমি নহ, এই কথা যিনি জানেন, তিনিই ব্রজ-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন । চিজ্জগতে বৈকুণ্ঠলোকের উপরিভাগ গোলোক । সেই গোলোকের সর্বোর্দ্ধ প্রকোষ্ঠ ব্রজ । কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার

গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ কণয়ংশ্চ বেণুং
 বিক্ৰীড়য়াঞ্চতি গিরিত্র-রমার্চিতাজিঃ ॥ ১২২ ॥
 শ্রীমদেগোরগদাধরপ্রেমোদ্দীপনতৎপর।
 শ্রীমদ্ভাগবতীমালা ভক্তিবিনোদগুণ্ণিতা ॥ ১ ॥
 নিত্যমাশ্বাদয়ন্তেতামানন্দোৎফুল্লচেতসা।
 ভক্তেন লভ্যতে সত্ত্বঃ রাধামাধবয়োঃ কৃপা ॥ ২ ॥
 দিনানি তব স্বপ্নানি বহুবিশ্বানি তান্যপি।
 অতশ্চেতঃ সযত্নেন রসং ভাগবতং পিব ॥ ৩ ॥

অচিন্ত্যশক্তি সেই ব্রহ্মকে এই প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছেন। ব্রহ্মলীলা
 নিত্য ও সর্বোত্তম। অত্ৰ অবতার-লীলার ত্রায় প্রপঞ্চমণ্ডলে ইহার
 অবস্থিতি নয়। গিরীশরমার্চিত চরণ-কমল যে কৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং নরাকার
 পরমব্রহ্ম সকল পুরুষাবতার অপেক্ষা পুরাতন অথচ পরম গুঢ়তম।
 স্বীয় বিলাসমূর্ত্তি বলদেবের সহিত চিত্র বনমালা-সুশোভিত রূপে গোচারণ
 ইত্যাদি নিত্যলীলায় বেণুবাদন পূর্বক নিত্য ব্রহ্মধামে গোপীদিগের সহিত
 ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১২২ ॥

সংগ্রাহক বহু মিনতিপূর্বক কহিতেছেন যে, এই শ্রীগোরগদাধরের
 প্রেমোদ্দীপনতৎপর ভক্তিবিনোদ-গুণ্ণিত শ্রীমদ্ভাগবতী মালা উপস্থিত
 হইয়াছেন। যে ভক্ত আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে নিত্য ইহার আশ্বাদন করিবেন,
 তিনি সত্ত্ব শ্রীরাধামাধবের কৃপা লাভ করিবেন। শ্রীরাধামাধব স্বীয় ব্রজের
 সহিত এই গোড়ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীগদাধরগোরাঙ্গরূপে উদয় হইয়া
 প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করেন। ইহাই স্মৃতি হইল ॥ ১২২ ॥

ভক্তগণের চরণরেণু-প্রয়াসী অতি দীন অকিঞ্চন দাস ভক্তিবিনোদ
 নিজচিত্তকে বলিতেছেন, ওহে চিত্ত! তোমার পরমায়ুর দিবস অধিক
 নাই। যে কএক দিন আছে, তাহাও নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ। অতএব

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং প্রেমরসমধুরিমা

বর্ণনে বিংশঃ কিরণঃ সমাপ্ত ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ।

ভাই, বিশেষ যত্নগ্রহের সহিত এই ভাগবতীয় রস পান করিতে থাক ।
 এই মালা গুপ্তনের ইতিহাস বর্ণিতেছেন ।—বলিব এখন যাহা তাহে
 এট ভয় । প্রতিষ্ঠাশা পাছে ছুট করে এ হৃদয় ॥ একথা প্রকাশ
 নাহি করিব বলিয়া । দৃঢ়তা করিহু মনে ভাবিয়া চিন্তিয়া ॥ পুনরায়
 মনে হৈল শ্রীগুরুচরণে । অকৃতজ্ঞ হৈলে ভক্তি সাধিব কেমনে ॥
 লজ্জা ত্যজি লিখি এবে তদীয় আজ্ঞায় । অপরাধ যদি হয় ক্ষম মহাশয় ॥
 বিপিনবিহারী প্রভু মম প্রভুবর । শ্রীবংশীবদনানন্দ বংশশশধর ॥ সেই
 প্রভুপাদের অনুজ্ঞা শিরে ধরি । ভাগবত-শ্লোকাস্বাদ নিরন্তর করি ॥
 শ্লোক বিচারিতে শ্রীস্বরূপদামোদর । অনুভবে আসি আজ্ঞা দিল অতঃপর ।
 মহাপ্রভু আজ্ঞামত শ্লোক সাজাইয়া । সম্বন্ধাভিধেয়ক্রমে দেহ দেখাইয়া ॥
 গ্রন্থ নিত্য পাঠ্য হবে বৈষ্ণব-সভায় । ভাগবত পদ্মমালা প্রভুর কৃপায় ॥
 জন্মান্তর শ্লোকের তাৎপর্য কহিল । গোড়ীয়ব্যাখ্যার ক্রম তবে দেখাইলা ॥
 সেইত প্রেরণা ক্রমে এ অধম দাস । ভকতিবিনোদ গ্রন্থ করিল
 প্রকাশ ॥ বক্তা শ্রোতা মহোদয়গণের চরণে । পড়ি কৃপা মাগে দাস
 নিকপট মনে ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণার্পিতমস্ত ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাকর্মরীচিমালায়াং প্রেমরস-মধুরিমা বর্ণনে

বিংশ কিরণে মরীচিপ্রভা নাম গোড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্ত ।

সমাপ্তেয়ং গোড়ীয়ব্যাখ্যা ॥

সূচীপত্রম্ ।

প্রথমকিরণঃ	প্রমাণনির্দেশঃ	১—১৯
দ্বিতীয়কিরণঃ	ভাগবতাকৌদয়ঃ	২০—৩৪
তৃতীয়কিরণঃ	ভাগবতবিবৃতিঃ	৩৫—৪৭
চতুর্থকিরণঃ	ভগবৎস্বরূপতত্ত্বঃ	৪৮—৬৯
পঞ্চমকিরণঃ	ভগবৎশক্তিতত্ত্বঃ	৭০—৮৮
ষষ্ঠকিরণঃ	ভগবদ্ভাসতত্ত্বঃ	৮৯—১০৯
সপ্তমকিরণঃ	জীবতত্ত্বঃ	১১০—১২৩
অষ্টমকিরণঃ	বদ্ধজীবলক্ষণঃ	১২৪—১৩৭
নবমকিরণঃ	ভাগ্যবজ্জীবলক্ষণঃ	১৩৮—১৪৮
দশমকিরণঃ	শক্তিপরিণামঃ	১৪৯—১৬২
একাদশকিরণঃ	অভিধেয়বিচারঃ	১৬৩—১৮১
দ্বাদশকিরণঃ	সাধনভক্তিঃ	১৮২—২০৮
ত্রয়োদশকিরণঃ	ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া	২০৯—২২৮
চতুর্দশকিরণঃ	ভক্তিপ্রাকৃতিকুল্যবিচারঃ	২২৯—২৪৮
পঞ্চদশকিরণঃ	ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ	২৪৯—২৮৫
ষোড়শকিরণঃ	ভাবোদয়ক্রমঃ	২৮৬—৩০১
সপ্তদশকিরণঃ	প্রয়োজনবিচারঃ	৩০২—৩১৯
অষ্টাদশকিরণঃ	সিদ্ধপ্রেমরসঃ মহিমা	৩২০—৩৪১
উনবিংশকিরণঃ	সিদ্ধপ্রেমরসঃ গরিমা	৩৪২—৩৮৩
বিংশকিরণঃ	রসমধুরিমা	৩৮৪—৪৩৬

শ্লোক-সূচীপত্র

অ

অকুরোহপি চ ১৯১১৭, অক্ষতাং কলং ৬৩২, অজাতপক্ষা ১৩১৬,
 অণ্ডেষু পেশিষু ৭১৭, অতঃপরঃ ৪৭ ৭১৪, অতিবাধাংস্তিতিক্ষেত ১৪১১,
 অতো বৈ ১৬১৪, অতো ভাগবতী ৫১৭, অত্রানুবর্ণ্যতে ১৫০, অথ
 কথঞ্চিৎ ১২১২২, অথ তর্হি ১৯১০২, অথ বদ্ধশ্চ ৮৩৫, অথাঘনামাত্য
 ১৯৪২, অথাপি বত ২১১১, অথাপি তে ৫৩১, অথাত আনন্দ ১২১৬২,
 অর্থেন্দ্রিয়ারাম ১৬৩৪, অষ্টৈবত্ব ১৯৩, অধঃ শয়ানশ্চ ১৯১০, অধ্যাইনীয়া-
 সনং ৪১৪০, অনয়ারাধিতো ২০৩৪, অনুগ্রহায় ভক্তানাং ১২৮১,
 অন্তর্ভবেহনশ্চ ৯১, অন্তরায়ান্ বদন্তি ১১১৪, অন্তর্গৃহগতাঃ ১৬১৯,
 অন্তকালেতু ১৪১২৬, অপরিমিতা ক্রবা ১০৩৫, অপিস্মরতি ৬১৬, অপি
 বত ৬৪১, অবিন্মিতং ১৩৪১, অবিন্মুতিঃ কৃষ্ণঃ ৩৪৬, অব্যক্তশ্চ ১২১,
 অভ্যর্থিতস্তদা ৮২৭, অষ্টোজন্মজ ১৯৫৬, অয়ং হি ১৩১৭, অর্চনায়ামেব
 ১৫৫২, অসেবয়াসং ৯১৭, অস্তাপি দেব ৫২৯, অস্তোব মে ২১৪,
 অন্নির্লোকে ১১৬২, অহং পুরা ২১২৫, অহং পুরা ভরতো ১৪৩৭, অহং
 ভক্তং ১৫৪০, অহং হরে ১৩১৫, অহো বকীয়ং ৫৪৩, অহোতিথত্ব ৬২৫,
 অহো বিধাতঃ ৬৩৮, অহো বত ১৩৪, অহো অলং ১৮৪, অহো
 সনাধা ১৮৬, অহোহতিরম্যং ১৯৫০, অহো ভাগ্যং ৬৮।

আ

আজ্জায়ৈবংগুণান্ ১৫৬৩, আত্মমায়ী ৫১৬, আত্মা নিত্যোহব্যয়ঃ
 ৭৬, আদরঃ পরিচর্যায়্যং ১২৫৯, আদিমধ্য ৩৫, আপন্নঃ সংসৃতিং

১৩৫, আয়ুর্হরতি ১১৪৭, আসন্ বর্ণাঃ ৫৪৭, আচ্চ তে ১২৩৭,
আত্মবাস্ত ১০১০ ।

ই

ইত্যচ্যুতাজিৎ ১২৪১, ইতি নন্দাদয়ো ৬১৪, ইতি ভাগবতো ১৫১১,
ইতি তে ১২৮২, ইতি বিক্লবিতঃ ২০২৮, ইতি গোপ্য ২০৬৫, ইত্যন্তরেণ
১২২৩, ইথং নৃতির্ঘ্য ৪১৭১, ইথং সত্যং ৬৭, ইথং পরস্ত ১৮৫৯, ইদং
হি ২২৪, ইমং স্বনিগমং ১৬২, ইন্দ্রিয়স্তিদ্ভিষ্ণাপাং ৪২২, ইষ্টাপূর্তেন
১২৫৮, ইষ্টেহ দেবতা ১১৫ ।

ঈ

ঈশ্বরে তদধীনেষু ১৫৫৩, ঈহতে ভগবান্ ৪১৯ ।

উ

উচ্ছিষ্টলেপান্ ২২৬, উচ্ছিষ্টলেপান্ ১৬৮, উত্তরায়াং ধৃতঃ ১৮৫৬,
উদুখলাজ্যে, ১২২০, উপচিত নব ৩৪৯, উবাহ কৃষ্ণো ৬৯, উদুখলাজ্যে,
১২২০ ।

এ

একঃ শুদ্ধঃ ৭১৩, একশ্চৈব ষমঃ ৭২, একস্তমেষ ৮৪১, একান্তিনো
ষস্ত ১২২৩, একদারোহং ১২১১, একদার্কং ১২১৪, একাদশ্যাং ১২১৭,
একদাদেব ১২১০০, একদা তে ১২১১১, এতৎ সংযুচিতং ২২৯,
এতদ্ব্যাতুঃ ২৩৩, এতন্নানা ৪৪৮, এতন্নির্বিষ্ট ১১৫৮, এতন্নির্বিষ্ট-
মানানাং ১৩১৩, এতাঃ সংযতয়ঃ ৮২৯, এতাঃ পরং ৬২৪, এতাবানেব
১১৩৪, এতাবতালং ১২২৫, এতাং স আস্থান ১২৩৯, এতাবানেব
লোকে ১৩২, এতাবজ্জন্ম ১৫১৮, এতৈর্বা দশভিঃ ৭৭, এবং কৃষ্ণ ২০৩২,
এবং কৃষ্ণে ১২৭৭, এবং কুটুম্ব ৮১৮, এবং ধর্ম্মঃ ১২৬৬, এবং নৃণাং
২৩০, এবং পর ৭২৬, এবং পরিষদ ২০৭৯, এবং বিরক্তঃ ৯২০, এবং

ব্রত ১৬২৬, এবং ব্রজৌকসাং ১৯৩১, এবদ্বিধা ভগবতো ২০১১, এবং
যোনি ৭২৪, এবং শশাঙ্ক ২০৮১, এব প্রপন্ন ৫১৩২ ।

উ

ও নমস্তেহস্ত ৪২৫ ।

ক

কংসেন প্রহিতা ১৯৭, কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম ১২১, কথা ইমা ৩৫১, কস্তানু-
ভাবোন্ত ৬১৯, কৰ্ম্মণা কৰ্ম্ম ১৪১৭, কৰ্ম্মাণি দুঃখ ১১৮, কৰ্ম্মণ্যকৌবিদা
১৩২৭, কৰ্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ ১০২০, কৰ্ম্মণ্যস্মিন্ ১১১৮, কলেদৌষনিধে
১২২৬, কলিং সভা ১৩১০, কঃ পণ্ডিত ৬৫৩, কচিং পুমান ৮৯,
কচিন্নিবর্ত্ততে ১৩৪৫, কচিক্রদন্ত্য ১৬২৪, কচিক্রদতি বৈকুণ্ঠ ১৬২৯,
কচিনাশায় ১৯৩৬, কাত্যায়নি ৬৪৬, কামাদ্বেষাৎ ১২৭৮, কালেন
নষ্টা ১২, কালেন ব্রজতা ১৯১৬, কালেনাগ্নেন ১৯১৭, কালাদ্ গুণ
১০৮, কাস্ত্রাজ তে ২০২৭, কাহং তমঃ ১৯৭০, কিং বিধত্তে ১৩৪,
কিং প্রমত্তস্ত ১১৫১, কিমু ব্যবহিতা ১৪৪০, কিমলভ্যৎ ১৫৪৮,
কিমুতাপি ২০৮৫, কিমেতদ্ভূতঃ ১৯৬১, কিমিল্পেণেহ ১৯৮৯, কুতঃ
পুনঃ ৫৩, কুৰ্ঘ্যাৎ সৰ্ব্বানি ১২৬৭, কুহ্মিত বনরাজি ২০৪, কুৰ্ব্বন্তি
হি ২০২৫, কৃষা তাবন্তঃ ২০৮০, কৃষ্ণঃ নিরীক্ষ্য ৬৩৪, কৃষ্ণবর্ণং
১৩৯, কৃপালুরকৃত ১৫১৩, কৃষ্ণবংশৈ ১৯৩৭, কৃষ্ণযোগানুভাবং ১৯৯৩,
কেচিং কৰ্ম্ম ১১৭, কেচিং কেবলয়া ১৪১৮, কেবলেন হি ১৬১৫,
কেশী তু ১৯১০৯, কেমাস্মিন্নো ৬৪৫, কোষীশ তে ১৭১, কোবেত্তি
৫৪, কোনাম ৫৫০, কো বা অমুঘ ১৮৩৪, কোমার আচরেৎ ১৫১২০,
ক্ষিপ্তোহবমানিতঃ ১২৪ ।

খ

খট্টাকো নাম ১১৫০ ।

গতিশ্রিত ২০৩০, গন্ধমালাকৃত ১২৪৫, গাং সংনিবর্ত্তা ৩৩১,
গাশ্চারণ ১৯৮১, গাশ্চারণ ১৯৮৪, গাশ্চ কৃষ্ণ ২০৮, গুণব্যতিক্রমা
১০১৫, গুণাধিকান্মুৎ ১৫১৬, গুণিনামপাহং ১৩, গুণৈর্কিচ্চিৎ ১১৬,
গুণৈরল ১৬২৭, গুরুন সম্ভাৎ ১৪২৩, গৃহীত্বাপীল্লিরৈঃ ১৫৫৫, গৃহেষ্
কূট ৮১৩, গোপীনাং তৎ ২০৮৬, গোপাঃ কৃষ্ণ ২০৮৯, গোপাশ্চ কৃষ্ণ
২০১১৩, গোপ্যস্তকীতং ১৯১০১, গোপাঃ কামাৎ ১২৬, গোপ্যস্তপঃ
৬২৬, গোপ্য কিমাচরৎ ৩৩৩, গোপ্যাদদে ৬১৫ ।



চতুর্বিধঃ ১৯৮৫, চিত্রং বত ৬১৮, চীরানি কিং ১৪২৮।



জগৎ‌হে পৌরুষঃ ৪।৪৭, জনস্ত কৃষ্ণাং ১৫।২১, জনো বৈ ৪।৪৩, জন্মকর্ম
১৫।১১৬, জন্মান্ত্রস্ত বতঃ ১।১, জনৈর্ধর্মী ৪।১৩, জন্তুর্বৈভব চ চ, জয় জয়
৫।১, জয়তি জন ১২।১, জয়তি তে ২০।৪৬ জাতশ্রদ্ধো ১৫।৬৬, জানস্ত
এব ১৫।৮২, জ্ঞানং গুহ্য ২।২৮, জ্ঞানমাত্রং ৪।৪, জ্ঞানং পরম ১০।২,
জ্ঞানং বদা ১১।৪৬, জ্ঞানে প্রয়াসং ১১।৩২, জিজ্ঞাসিতং ২।১৩, জিহ্বা
ন ১৩।৪২, জীবোহস্থ ৮।১২, জীবন্ত সংসৃতি ৮।২০ ।



তং ভানুমঙ্গ ১৯৩৪, তংনিভামুক্ত ৫৫, তং প্রভাগাশ্রমি ৬৬,
 তং স্বামহং ১৪১১, তচ্ছন্দধানী মুনয়ো ১১৪০, তজ্জন্ম তানি ১৩৩৬,
 তৎ প্রায়সো ১৫১২১, তৎ কন্ম ৮৩৮, ততঃ স ১৮৪৩, ততঃ
 আয়ত্ন ১৯৬, ততো রূপ ৬৫২, ততো বিদূবাং ১৪৩৯, ততঃ ছঃসঙ্গঃ
 ১৫৬৫, তত্তেহনুকম্পাং ১৫১৯৭, তত্রাপাজাত ৮১৫, তত্রৈক্য বিধুতা
 ৬৪২, তত্রারভত ২০৭৭, তথাপিহাত্মমঃ ৬৫১, তথাপি সঙ্গঃ

১৪২৪, তথা ন তে ১৫৯৩, তথেষ্টিমীলিত ১৯৮০, তদশ্বসারং
 ১৩১৪, তদন্ত মে ১৫৪৭, তদগচ্ছতং ১৯২৭, তদা রজঃ ১৬১২,
 তদিদং গ্রাহয়ামাস ১৫৫১, তদেব রমাং ৩৪৩, তদুরি ভাগাং ৬১০,
 তদৈ ধনুস্ত ১৮১৪, তদৈ পদং ১৮২৮, তন্নঃ প্রসাদে ২০২৬, তমস্বং
 মন্যতে ৪৩৫, তমেব পরমা ২০২২, তবঃ কিং ৬৫, তয়োরিথং ৬১৭,
 তস্তারবিন্দ ১৭১৬, তস্তাদহং বিগত ৮১, তস্তান্ন কার্যঃ ৯২, তস্ত নিমাং
 ৯১৬, তস্তাট্টের ১২৭৫, তস্তাৎ সর্ক ১২৫, তস্তাদ্ গুরু ১২১২, তস্তাদসং
 ১২২৮, তস্তাত্ত্বয়ুদ্ব ১৪২, তস্তাৎ সস্তো ১৪৫২, তস্তিন স্তমং ১৯৮,
 তস্তিন্মহং ১৫২৮, তস্তাদেকেন ১৬৩, তস্তৈ শ্বলোকং ১৭২৪, তস্তৈ নমঃ
 ১০৩৩, তা নিরাশী ৬৪০, তাঃ কিং নিশাঃ ১৭৩১, তাং রাত্রি ১৯৭৫,
 তানাতিষ্ঠতি ১৫৭৭, তাবৎ স ১১৬, তা নাবিদং ১৬১৭, তাদ্ভয়ং
 ৮৩৯, তাবজ্জাগাদয় ১৫৯৬, তাবন্নন্দায়ো ১৯৯, তা বার্থ্যমাণাঃ
 ২০২০, তাসাং বিজ্ঞায় ২০১৪, তাসাং তৎ ২০২৯, তাসামবিরতং
 ৬১৩, ত্রিভুবন কমনং ১৮১, ত্রিসপ্ততিঃ ১৫৩৮, ত্রীর্থং চক্রে ১৮৩১,
 তুলায়াম ১৫১৯, তৃণাবর্তঃ ১৯১৩, তে বৈ বিদন্ত্যতি ৬৫৬, তে তত্র
 ১৯৩৩, তাক্ৰুণা যষ্টিং ১৯২১, ত্বম করণঃ ৪২০, ত্বয়োপযুক্ত ১২৫৩,
 ত্বয়েশামু ১৯৯৫, তং গোরজঃ ২০২ ।

দ

দানব্রত ১৪২১, দল্লভো মায়ুষো ১৫১১, দুর্ভাগাংশ্চ ২৫, দূরে
 হরিকথা ১৫১২৬, দৃষ্টশ্রুতাত্ম্যং ১৩৪৭, দৃষ্টিং ততঃ ১৭২০, দৃঢ়ং
 প্রলজ্জাঃ ২০১৩, দেবানাং শুদ্ধ ১৬৩৩, দেবে বর্ষতি ১৯৯৪, দেবানাং
 গুণ ১১৪২, দেশতঃ কালতো ৫২১, দেহস্ত সর্ক ৭৯, দেহস্থোপি
 ন ৯১৯, দেহং মানোমাত্র ১২১, দেবর্ষিভূতাপ্ত ১৪২৯, দেহঞ্চ
 নশ্বরং ১৭২১, দৈত্যেনান্না ১৯১২, দৈবাধীনে শরীরে ৭২৫, দৈবেন

তে ৮৫, দোষান্ গয়েষাং ১৫২৬, দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে ২২, দ্রব্যং
কৰ্ম্ম ৪১৩৩।

২

ধন্যঃ স্ম ২০৭, ধৰ্ম্মঃ প্রোজ্জিতকৈতব ২১১, ধৰ্ম্মব্যতিক্রমো ২০৮২,
ধার্যমাণং ১৫১০০, দিক্ জন্মন ১৪৪৮, ধোতায়া পুরুষঃ ১২৩৮।

৩

ন কহিচিং ৯১৪, ন কাময়ে ১৭৫, ন কাময়ে নাথ ১৩৫১, ন
কিঞ্চিং সাধবো ১৪১৫, ন চাস্ত কশ্চিং ৪১৪, ন চাস্ত ন ৫২৬, ন
জাতু ১২৩৪, ন তস্ত ৪১৯, ন তথাস্ত ১২৩৫, ন তেহভবন্তে ৪১০,
ন দতি কশ্চিং ১৬৩০, ন ত্তস্তদা ৬৩৫, ন নাকপৃষ্ঠং ১৭৭, ন
নাক পৃষ্ঠং ন চ ১৭৯, নন্দঃ কিং ৫২৫, নন্দস্ত সহ ২০১১৯, নন্দস্ত
সখ্যুঃ ২০১২০, ননো গোপ্যশ্চ ২০১২১, নন্দস্তাত্ত্বজ ১৯৪, ন বহুং
সাধ্বি ২০১১৬, ন ভজতি ১৪৩৮, নময্যাবেশিত ৬৪৮, নমযোকান্ত
১৫৭৩, নৰ্ম্মগুদার ১৮১৩, নমোজ্ঞ ৫৮, নমো নমঃ ৫৯, নমো-
হনস্তায় ৯৩৫, ন যস্ত ১০৩১, ন যত্র ১৪৩, নরেষ ভীক্ষুঃ ১২৭০,
নরকস্থোপি ৮১০, ন রোধয়তি ১৫৩, ন সাধয়তি ১১২৯, নহি সদ্ভাব
১৯৯২, নহি বিরোধ ১১৪, ন হি ভগবান্ ১৩৫০, নহতেত্ৰঃ
৯২১, নহন্তে জুযতো ১৪৪, নহন্তোপক্রমে ১২৭১, ন হন্যমানি
১৫৫০, ন হ্যুত ১৫১১৯, নাতি প্রদীদ ২১০, নারায়ণে ভগবতি
৪৩০, নাস্তং বিদ্যামাহং ৫১৫, নারায়ণস্তং ৫৩০, নারং শ্রিয়োহঙ্গ
৬২০, নাসাং দ্বিজাতি ৬৫০, নাত্মা জজান ৭৫, নাত্ত্বমৎ ৯৪,
নামাত্তনস্তস্ত ১৩১২, নাশ্চর্য্যমেতৎ ১৩২৬, নাগ্নতঃ পথং ১৩৪৮,
নালং দ্বিজত্বং ১৪৪২, নাত্থা তে ১৫৪৪, নারায়ণপরাঃ ১৫৩৬,
নাত্যস্তিকং ১৭১৯, নাইং ন ১৮২৯, নাত্ময়ন্ ২০৮৭, নিগম

କଳ୍ପତରୁ ୩୧, ନିର୍ବିଶ୍ୱାନାଂ ଜ୍ଞାନ ୧୧୫୯, ନିତୁତମକ୍ରମ ୧୨୮୦, ନିନ୍ଦାଂ
 ଭଗବତ ୧୫୧୭, ନିବୃତ୍ତତୈର୍ଥେ ୧୫୫୬, ନିଶୟା ଶିତ ୨୦୧୨, ନ୍ୟାୟ ବିଷୟ
 ୮୫୦, ନ୍ୟାୟ ବ୍ରତଜ୍ଞାନ ୧୮୫, ନୃଦେହଯାତ୍ରା ୧୨୧୧, ନୃଣାଂ ନିଃଶ୍ରେୟ ୧୬୨୨,
 ନେମଂ ବିରିକ୍ଷୋ ୫୧୨୭, ନେହସ୍ୟକର୍ମ ୧୧୧୨, ନୈକାନ୍ତତା ୧୭୩୩, ନେମଂ
 ବିରିକ୍ଷୋ ନ ୧୧୨୨, ନୈକର୍ମମପ୍ୟାତ୍ ୨୧୧୭, ନୈତନ୍ମନୋବିଶତି ୫୧୧୧,
 ନୈବୋପସନ୍ତ୍ୟାପତିତି ୧୨୧୮, ନୈତନ୍ୟା ଦାନ୍ତିକାର ୧୫୫୦, ନୈବାଂ
 ମତିସ୍ତାବ ୧୫୩୭, ନୌମିତା ତେ ୧୧୨, ନୈବେଚ୍ଛତ୍ୟାଶିଷ ୧୫୧୨,
 ନୈକାନ୍ତତା ମେ ୧୫୧୩ ।

ମ

ମରିତ୍ୟୁଷ୍ଟେ ୧୫୧୭, ମରୀତୋ ବଂସପୈ ୫୫୫, ମରଂ ମୌର୍ତ୍ତ୍ୟା ହି ୫୫୫,
 ମରମ୍ପରାମୁକଥନ ୧୧୫୫, ମରମ୍ଭାବ ୧୫୧୦, ମତ୍ରଂ ପୁମ୍ପଂ ୧୫୧୧୫,
 ମାନ୍ତ୍ରମାଚମନୀୟକ ୧୨୫୧, ମାନ୍ତ୍ରାଦୀନ୍ ୧୨୫୫, ମାରୀକ୍ଷିତଂ ୩୬, ମିବନ୍ତି
 ସେ ୧୨୨, ମୁରାମସଂହିତା ୧୫୫, ମୁମ୍ପାଂ କଳିକୃତାନ୍ ୧୩୧, ମୁନଃ
 ମୁଲିନଂ ୨୦୫୫, ମୁମ୍ପା ବତ ୨୦୧୨୨, ମୁମ୍ପା ମୟା ୧୦୧, ମୁଜ୍ଜିହା
 ଜଗନ୍ନାଥ ୧୧୧୫, ମୁଦର୍ଶ୍ୟାତମ୍ ୫୩୫, ମୁଜ୍ଜ୍ୟାମାନେ ୧୨୨, ମୁକ୍ତିହୋ-
 ହିମି ୧୫, ମୁବିଷ୍ଟଃ କର୍ମ ୧୧୫୫, ମୁମ୍ପାମଜ୍ଜରଂ ୧୫୧୨, ମୁକ୍ତାନ୍ ଗୋକ
 ୧୫୩୫, ମୁମ୍ପାଦୀନାଂ ୫୨୧, ମୁମ୍ପା ବେଦ ୧୩୩୩, ମୁମ୍ପାଚିତ୍ତାନି ୧୩୩୫,
 ମୁମ୍ପାମାୟାସ୍ତ୍ରଃ ୧୫୫, ମୁମ୍ପା ଭକ୍ତି ୧୫୨, ମୁମ୍ପା ଦେବ ୧୫୫୫,
 ମୁମ୍ପାଚକର୍ମ ୧୧୧୧, ମୁମ୍ପା ବତାସ ୨୦୧ ।

ନ

ବଂସାନ୍ ମୁମ୍ପା ୧୧୧୧, ବଦନ୍ତି ତଂ ୫୨, ବନନ୍ତ ମାନ୍ତିକୋ ୧୫୧୨୨, ବନଂ
 ବନ୍ଦାବନଂ ୧୧୨୨, ବନ୍ଦେନନ୍ଦ ୫୨୨, ବୟନ୍ତ ନ ୫୨, ବୟନ୍ତଃ କ୍ରମ ୧୧୩୨,
 ବଦନ୍ତି ଯତ୍ର ୫୩୭, ବହୁନି ମନ୍ତି ୫୫୫, ବର୍ହାପୀଢ଼ଂ ନଟବର ୨୦୧, ବାଗ୍‌ଗଦଗଦା
 ୧୧୨୨, ବାଚାଳଂ ବାଳିନଂ ୧୧୧୧, ବାଗ୍‌ ଶୃଙ୍ଗାମୁକଥନେ ୧୧୨୨, ବାଦବସନା

୧୨୧୨, ବାଧ୍ୟମାନୋହସି ୧୫୧୦୫, ବାର୍ତ୍ତାସାଂ ଲୁପ୍ୟମାନାୟାଂ ୮୧୧୫, ବାଲେନ
 ନିର୍ବର୍ତ୍ତତା ୧୨୧୫, ବିଚକ୍ଷଣୋହସ୍ତ ୨୧୨୦, ବିଦିତୋସି ୫୧୬, ବିଦ୍ୟାତପଃ ୧୧୧୦୦,
 ବିଶ୍ଵୋ ରାଜନ୍ତ ୧୧୨୫, ବିଶ୍ରୋଧୀତାମ୍ବୁୟାଂ ୩୫୮, ବିଶ୍ରାନ୍ତାଧ୍ୟରନାଦୀନି
 ୧୫୧୧୨, ବିଳଜ୍ଜମାନୟା ୫୧୧୩, ବିଳକ୍ଷଣଃ ସ୍ଥୂଳ ୧୦୧୨୨, ବିଶୁଦ୍ଧଃ କେବଳଃ ୫୧୬,
 ବିଷୋନ୍ମୂ ୧୮୧୫, ବୁଦ୍ଧେର୍ଜାଗରଣଂ ୧୧୧୦, ବୁଦ୍ଧାବନ ସଂପ୍ରାବିଷ୍ଠ ୧୨୧୦୦, ବୁଦ୍ଧାବନଂ
 ସଖି ୨୦୧୬, ବେଦାବ୍ରହ୍ମା ୧୧୩୨, ବେଦାହମଜ୍ଞ ପରମସ୍ତ ୧୮୧୫, ବୈଦିକତ୍ତାସ୍ତ୍ରିକୋ
 ୧୨୧୧, ବ୍ରହ୍ମୋକ୍ତାଂ ୧୨୧୧୨, ବ୍ରହ୍ମନନ୍ତାଂ ୨୧୩୫, ବ୍ରହ୍ମାଦୟୋ ୫୧୬, ବ୍ରହ୍ମବର୍ଚ୍ଚ
 ୧୧୧୧୨, ବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭଗଞ୍ଜ ୧୦୧୨୨ ।



ଭକ୍ତିଃ ପରଶ ୧୫୧୧୧, ଭକ୍ତ୍ୟାହମେକୟା ୧୫୧୦୬, ଭକ୍ତ୍ୟାବେଷ୍ଟ ମନୋ
 ୧୨୧୬, ଭଗବାନେକ ୧୧୨୦, ଭଗବାନପି ତା ୨୦୧୧୮, ଭଗବଦ୍ଦର୍ଶନାହ୍ଲାଦ
 ୧୨୧୧୮, ଭଜନ୍ତ ଭଜନୀୟ ୬୧୫୫, ଭବତାନୁଦିତ ୨୧୧୫, ଭବଦ୍ବିଧା ୧୫୧୧୮,
 ଭବଦ୍ବିଧା ମହାଭାଗା ୧୫୧୫୨, ଭବାପବର୍ଗୋ ୧୫୧୧୧, ଭୂତେନ୍ଦ୍ରିୟ ୧୧୧୫, ଭୂମେ
 ସୁରେତରବ ୧୮୧୫, ଭୂମିପି ଭୂମି ୧୫୧୨, ଭୋଗେନ ପୁଣ୍ୟଂ ୧୫୧୫୫, ଭୟଂ
 ବିତୀୟ ୧୧୧୧, ଭୟଂ ପ୍ରମତ୍ତସ୍ୟ ୧୫୧୩୨ ।



ଭଜ୍ଜନ୍ମକର୍ମ ୧୨୧୫୨, ଭଞ୍ଜସେବୟା ୧୧୧୮, ଭଞ୍ଜିନ କୃଷ୍ଣ ୧୫୧୩୦, ଭଦ୍ରାଂଶ୍ରୀତି
 ୧୧୧୫୫, ଭଦ୍ରାଂଶ୍ରୀତି ୬୧୬, ଭଦ୍ରାଂଶ୍ରୀତି ୨୦୧୦୦, ଭନଃ କର୍ମ ୧୨୧୨, ଭନସୋ
 ବ୍ରତୟୋ ୬୧୨୩, ଭଦ୍ରେହକୃତଃ ୧୨୧୫୨, ଭଦ୍ରେହନାଭିଜନ ୧୦୧୫୨, ଭଦ୍ରେହସୁରାନ୍
 ୧୮୧୩୧, ଭଦ୍ରେହକୃତଃ ୧୫୧୧୧୬, ଭସ୍ମି ନିର୍ବର୍ତ୍ତ ୧୧୧୧୫, ଭସ୍ମି ଭକ୍ତିହି ୨୦୧୧୫୫,
 ଭର୍ତ୍ତ୍ୟୋ ସଦା ୧୨୧୬୫, ଭଜ୍ଜନାମାମ୍ଭାନି ୬୧୧୧, ଭଜ୍ଜନମନ୍ତ୍ର ୧୨୧୫୮, ଭଜ୍ଜନିଚଳନଂ
 ୧୫୧୫୬, ଭାଂ ଶେଦୟତି ୧୮୧୩୩, ଭାଂ ଜ୍ଞାପୟତ ୧୨୧୮୩, ଭାମେବ ସର୍ବ ୧୨୧୬୨,
 ଭାଦ୍ରା ଅଶ୍ରୀ ୧୨୧୩୩, ଭୂକ୍ତ ବାହୁକ ୧୧୧୩, ଭୂକ୍ତଲିଙ୍ଗାଳୟ ୧୨୧୧୩, ଭୂକ୍ତଲିଙ୍ଗାଳୟ
 ୧୫୧୩୫, ଭୂନିଗ୍ନ ନୂପ ୧୮୧୨, ଭୂତାର୍ଜ୍ଜୁନବତୀଂ ୧୫୧୮୮, ଭୌନବ୍ରତଶ୍ରୀତି ୧୦୧୩୫,
 ଭୌନାଶ୍ରୀତି ୧୦୧୨୫ ।

য

যমাদিভিঃ যোগ পঠিঃ ২৩৪, যং পরং ৯৩৪, যং ব্রহ্মা ৪১১, যঃ ষট্
 ১৫৭৮, যঃ স্বাস্থ্যভাবং ২৪৪, য আশু ১২৮, য এতৎ ৩৪৭, য এষ ৮৩১,
 যচ্ছক্ৰয়ো ১১৬, যৎকীৰ্ত্তনং ১৩১, যৎপাদ ১১১৬, যৎসংশ্রবাৎ ১৮৯,
 যতোহপ্রাপ্য ৫১৮, যত্নহং ৬৪২, যথাদ্ৰিপ্রভবা ১০৩৭, যথায়িনি ১২২৯,
 যথা বৈর ১২৭৬, যথা তরোন্মূল ১৩৪০, যথা বার্তা ১৪৪৫, যথা প্রযান্তি
 ১৫৯০, যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ১৭১৫, যথোল্লুকা ৭১২, যদ্ব্যবস্থা ৮৪, যদাবস্থা
 ১৫২৯, যদুপাদায় ১০২১, যদ্ব্যাপ ভিক্ষা ১২৭, যদ্ব্যমুনো ৫৪০,
 যদ্যোঃসু মা ১৮১২, যদ্ব্যস্তালীলা ৫২৪, যদ্ব্যমধেয়ং ১৩৬, যদ্ব্যমধেয় শ্রবণং
 ১৩৩, যদ্ব্যমুত্ৰতমো ৯১০, যদ্ব্যননং মকর ৫৩৮, যদ্ব্যনুরাগ ৬৩৯, যদ্ব্যন্তি
 ভক্তি ১৫১০১, যদ্ব্যবতার ১৮৩০, যদ্ব্যন্তবুদ্ধি ১৪৪৯, যদ্ব্যন্তিদং ১০১২,
 যদ্ব্যন্ততে ১৪৩৬, যদ্ব্যবত্তে মায়া ১৫৩০, যদ্ব্যবদৌঃপাতিকঃ ১৯২৮,
 যদ্ব্যন্ত নৃলোকে ৫৩৩, যদ্ব্যন্ত্যজ ১৭৬, যদ্ব্যন্ত্যং সএষ ৬৫৫, যেন
 চেতয়তে ১০২৯, যেন্তোরবিন্দাঙ্ক ১৪৪৭, যেন বা ময়ীশে ১৫৩১, যেন্ত্যং
 সংস্রবণং ১৫২০, যো বা অনন্তস্ত ৫১২, যোহন্তঃ প্রাবিশ্চ ৮৪২,
 যোহন্তঃপ্রার্থ ৮৪৩, যোগান্তয়ো ময়া ১১২, যোগন্ত তপসঃ ১১১৫,
 যো মো জুগোপ ১৮১০।

র

রজত্রেষা ২০২৩, রহগণৈ ১৫৩২, রাজন্ পতি ১৭৩০, রাজন্তে
 তাবৎ ১৫৩, রামেন সাক্ষি ১৭২৮, রম্যহনচ্ছিরদি ১৯৭৮।

ল

লক্ষা মুহুর্ত ১১১, লক্ষানুগ্রহ ১২৪৩, লোকাভিরামাং ৪৪১,
 লোকে ব্যবায় ১২৬।

শ

শব্দ ব্রহ্মণি ১৩০, শব্দং প্রণাস্তং ৪৭, শব্দছন্দিকটরঃ ৫৪৬, শারীরী
মানসা ১৫১০২, শিবঃ শক্তিবৃত্তঃ ১৩৩০, শৃংখলঃ শৃঙ্খলা ১১৪৮, শৃংখলঃ
গুণতাং ১২২৪, শৃংখল স্তম্ভদ্রাণি ১৬২৫, শ্রামাবদাতাঃ ৭৩০, শ্রামং
হিরণ্য ১৯৮৬, শ্রবণঃ কীর্তনং ১২৯, শ্রবণোপস্থতঃ ১২৫০, শ্রবণং
ভাগবতে ১৩৩২, শ্রবণাদর্শনং ২০২৪, শ্রিয়া পৃষ্ঠা ৫৭, শ্রীমদ্ভাগবতঃ
৩৩, শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ ১৩১১, শ্রীগুরুপিতৃ ১৭২৬, শ্রীনাথ নাম ১৯৭২,
শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষঃ ১১৩, শ্রুত্যা গুণান্ ৫৪৯, শ্রোতবাদীনি ১১৫২,
শ্ববিড়্ বরাহ ৮২১ ।

ষ

ষড়বর্গ সংঘটন ১৪২০ ।

স

সংসার সিদ্ধি ১২১৯, সংমার্জনা ১২৫৫, স বৈ মনঃ ১২৭২, স এব
গোধনং ৫৪৫, স এব যাহি ৮২, স এব ৬২৯, স খলিদং ৫১১, সঙ্কল্পো
বিদিত ৬৪৭, সঙ্গং ন ১৪৩৫, সঙ্গো যঃ ১৫১০, সঙ্গমঃ খলু ১৫২৭, সত
ইদং ১১৫, সত্ত্বং রজঃ ৪২৩, সত্ত্বং রজস্তম ৪৩১, সত্ত্বং বিজ্ঞানং ৪৩৬,
সত্ত্বং বিজ্ঞানং শ্রয়তে ৫৩৪, সত্ত্বসঙ্গাং ১০২৪, সত্ত্বাং শৌচং ১৪৩৩, সত্ত্বাং
শৌচং ১৪৩৩, সত্ত্বাং ক্ষিত্তি ১৪২৭, স তং দিশতি ১৫১১৮, সত্ত্বাং
প্রসঙ্গাং ১৬১, সত্ত্বা ব্রতং ১৮৩২, সত্ত্বজ্ঞান ১৯৬৭, স তং গৃহীত্বা ১৯৭৩,
সত্ত্বাশিষোহি ৬১২, সন্তি মে ১২১৪, সন্তোহনপেক্ষা ১৫১৬, সন্তো
দিশন্তি ১৫১৭, স বিশ্বকারঃ ৪২৪, ^{৮ ১১ ১২} স বৈ নিবৃত্তি ৭৩২, স বৈ পুংসাং
১১৩৫, স বৈ প্রিয়তমঃ ১৭১৩, সত্ত্বজয়িত্বা ২০৬৯, সমাশ্রিতা য়ে
১৫১২৭, সমেধমানেন ১৯১১০, স যদ ১৭১৮, সর্ববেদান্ত ৩৪,
সর্বেষামপি ৫২৩, সর্বভূতেষু ৯১৫, সর্বেষু শব্দং ১৪৫৩, সর্বভূতেষু

বঃ ১৫৫৪, সাংকেত্যঃ পারিহাস্যং ১৩২০, সাধবোক্তাসিনঃ ১৫৪৫,
 সালোক্যসাষ্টি ১৪১৪, সালোক্য সাষ্টি ১৭৪৪, স্তম্ভচরাগিমাং ১১১২,
 স্তম্ভ কৰ্ম্মাপি ১৭১২, স্তম্ভামি তৎ ৫১১৪, সেয়াং ভগবতো ৭১২১, সৌহৰ্ণ
 প্রিয়ন্ত ১৫১১, সৌহৰ্ণবিত্তে ১৫১০০, সৌদামিত্তা যথা ৪৪২২, স্বলোকঃ
 ১১১৮, স্বকৃতপুৰুষ ৭১১১, স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠ ২১৩, স্বৰ্গাপবৰ্গয়োঃ ১২৪৬,
 স্বপাদমূলং ১২৪০, স্বয়ম্ভুর্নিরদঃ ১৫১৩৪, স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং ১৫১১৫,
 স্বৈবৈবিকারে ১১১৬৩, জীশূমদ্বিজ ২১২, জীণাং জীসজিনাং ১২১৩২,
 স্তবন প্রসাদ ১২৫২, স্তেনঃ সুরাপো ১৩১৮, তৈত্ত্তাত্ত্বানি ১৩১২২,
 হিত্যুত্তব ৪১১৩, নিষ্ঠমিত্ত ১৮৫৮ ।

হ

হস্তাধিকারবলা ৬১৩৬ ।

স্বাধীশ্বরীতি স্তম্ভ-খানঃ

শুক্লিশত

কিরণ ও শ্লোকসংখ্যা

১।৩৩ প্রাপ্তিয্য, ১।৪৩ দ্বীককর্ম্ম, ২।২০ রনন্ত, ৩।২ যজ
৩।২৩ ভার্গবেল্লভ, ৪।১ সামগাঃ, ৪।১৪ মনোবচোভিঃ, ৪।৪৪ দর্শয়া-
মাস, ৫।৭ কীর্ত্তা, ৬।১ তবঃ, ৬।১২ গ্রহকাতর, ৭।২৯ ভূপতঃ,
৮।২৯ জীবেন, ৯।১৯ স্বভবিক্রিয়ঃ, ১০।২৬ ভূঃ ১১।১৬ স্বত্যো,
১১।২৩ উর্কশীঃ, ১১।৩৯ জীবত, ১২।২ পঞ্চ, ১২।১৯ প্লবো, ১২।৪৩
মূর্ত্তা, ১২।৪৫ সম্পূজা, ১২।৭৮ চৈত্য়াদয়ো, নমস্কাৎ, ১২।৮১ বাঃ
১৩।৫১ কর্ণায়ুত, ১৪।২ ময়া, ১৪।১৩ বেহজ্ঞোজ্ঞতো, ১৪।৩১ নীষ-
মানান্তেহপী, ১৪।৪৮ জ্ঞতাম, ১৪।৫১ মশ্কে, (১৪।৫২ তন্মাং, মাদৃশাম,)
১৫।৫ শ্চারণ, ১৫।৬ হস্তাজাঃ, ১৫।৭ বাদয়ঃ, ১৫।২৭ সঙ্গমঃ, ১৫।২৯
গৃহাতি, ১৫।৩১ দেহন্তর, ১৫।৬৩ আজ্ঞায়ৈবং, ১৫।৬৮ হৃদযা,
১৫।১১১ যেন, ১৫।১১৭ বিরক্তি, ১৬।২৯ কচিদ্ধসতি, ১৮।২ মুনি,
সদসি, ১৮।৪৬ মানান, ১৯।১২ প্রণোদিতঃ, ১৯।২৯ পশব্যঃ, ১৯।৪৩
কৃত্তয়োর্ধ্বোর্ম্মৈনং, ১৯।৪৫ দৃগ্ধরি, ১৯।৪৮ ভ্রম্যতত্ত্বিতত্ত্বতঃ, ১৯।৪৯
বভূবা, ১৯।৮৯ গিরে, ২০।১ বৈজয়ন্তীক, ২০।২১ দধা, ২০।২৪
ক্যানায়সি, ২০।১১ হং, ২০।৬৪ ভবদাযুধাং, ২০।৭৮ দ্বয়োর্ধ্বয়োঃ,
২০।৯০ বজ্রিত, ২০।১০০ শ্চুরিত, ২০।১০২ রেমিরে।

শুক্ল গোড়ীয় ব্যাখ্যা

১।১ জ্ঞতব, ১।১৪ অর্থাৎ অচিন্ত্য, ২।২৩ স্ব স্বরূপে, ৩।২২
সগরের, ৪।৭ ভগবান, ৪।৩৪ বিমিশ্রিত, ৭।২৯ তনু, ১০।৩৬ প্রকৃতি,
১২।৪৫ জ্ঞাপন, ১২।৫৪ অদান্তিব, ১২।৭৮ বৃক্ষিগণ, ১৪।১২ বাজা

পর্যন্ত তিনি পরিত্যাগ করিলেন, ভুক্তিমুক্তি বাঞ্ছা, ১৪/১৪ আত্মাত্তিক,
 ১৫/২৩ সাধুভূষণ, ১৫/২৯ পরিনিষ্ঠিতমতি, ১৫/১১৭ প্রপন্নবাক্তি, ১৬/২৬
 উন্মাদের জ্ঞান গান করেন এবং, ১৬/৩৪ বিষয়ীর অর্থ ও অন্ন, ১৭/৭
 অষ্টাঙ্গ যোগের বিভূতি, সিদ্ধি বা অপূর্ণত্ব ও চাই না, ১৭/১০ দ্বারা
 এবং তৎতাৎপর্য্যদ্বারা, ভক্তিচরিত্রই, ১৭/১৫ কৃষ্ণের মধ্যে, ১৭/১৭ হে
 পুরুষত !, ২০/৫৫ হে কুহক !, ২০/১১১ হে সৌম্য !

সত্যং বিদ্যাতুং নিজমূল্যমগণিতং -
 চাঞ্চল্যমূলেচ্ছবিদেহু চাত্মনঃ ।
 ক্ষুদ্রদাতা তদুতরুপমুদ্বৃষ্ট
 স্তম্ভং সমাধাং ন মৃগং ন মানুষ্যম্ ॥ ১৮-১)

সত্যঃ দিশাচ্যর্চিতমর্চিতো নৃণাং
 নৈবার্ঘ্যদো যত, পুনরর্চিতা যতঃ ।
 স্বয়ং বিদ্যতে মজতাসমনিচ্ছতা
 মিচ্ছাপিধানৈ নিজপাদপল্লবম্ ॥
 (মা . ৫।৭। ২৫)

বাগমিঃ স্তবন্তো মনসা স্মরন্তো
 গনমন্তোঽপি কামিনীনাং ন তুচ্ছাঃ
 মক্তাঃ স্তবনেনৈব জলং সমগ্ৰং
 আয়ুর্হরেইব সমর্পয়ন্তি ॥

১.৩.২৭
 (হরিমকি সুখোদয় মং ২৩ম)
 চূড় চৌরঙ্গীমহাশাস্ত্রম ২৩/২